৫ম ভাগ।] বৈশাখ ১৩০৮। [১ম সংখ্যা।

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ

পন্থা

নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি-এল, ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
এম-এ, বি-এল্ সম্পাদিত।
১২০।২ নং মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০ এক টাকা চারি আনা—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০ এক টাকা ছয় আনা।

নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা।

Printed by Radhaballav Dass
Savita Press—54/1, Baloram Dey's Street, Calcutta.

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ একটাকা চারি আনা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৷৵০ এক টাকা ছয় আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না।

২। টাকা, কড়ি; পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ১০ আনা কমিশন লাগিবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৪। কলিকাতায় বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিল দেওয়া হইয়া থাকে। আমার স্বাক্ষরিত বিল না পাইলে সহরের গ্রাহকগণ কাহাকেও টাকা দিবেন না এবং টাকা দিবার সময় যে লোক টাকা আদায় করিতে যাইবে তাহার নিকট বিলের পৃষ্ঠে রসিদ লইবেন। এই নিয়মে টাকা না দিলে আমি পন্থার বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য দায়ী নহি।

১২০।২, নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত। প্রকাশক।

১। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

২। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিলে আমাদিগকে কিম্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।—কার্য্যাধ্যক্ষ। ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম।

"পন্থায়" বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৲ তিন টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৲ দুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।০ এক টাকা চারি আনা লাগিবেক অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২॥০ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১॥০ টাকা লাগিবে।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক।
কার্য্যাধ্যক্ষ—বিজ্ঞাপন বিভাগ।
২০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।
কার্য্যাধ্যক্ষ—সাধারণ বিভাগ।
১২০।২ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এজেণ্ট—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ২১ নং সুখিয়া ষ্ট্রীট।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

৫ম ভাগ। { বৈশাখ ১৩০৮ সাল। } ১ম সংখ্যা।

ওঁ

আমাদের পঞ্চম বৎসর।

আমাদের গত বৎসরের কর্ম্মফল আমরা ঈশ্বর উদ্দেশে বিসর্জ্জন করিলাম। ওঁ

যাঁহার উদ্দেশে আমরা এই কর্ম্মফল বিসর্জ্জন করিলাম তিনি কে, কোথায় তিনি থাকেন এবং কি উপায়েই বা তাঁহাকে জানা যায় সেই সম্বন্ধে গুটিকত কথা, অতি সংক্ষেপে কহিয়া, আমাদের পঞ্চম বৎসরের কর্ম্ম আরম্ভ করিব।

ভগবান পতুঞ্জলির যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে যে গুটিকত কথা আছে তাহা এই—

ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষঃ ঈশ্বরঃ।

২৩ সূত্র সমাধি পাদ।

তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্। (২৫)

পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। (২৬)

তস্য বাচক প্রণবঃ (২৭)

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্। (২৮)

ততঃ প্রত্যকচেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়া-ভাবশ্চ। (২৯)

যে বিশেষ পুরুষ ক্লেশ, কর্ম্ম বিপাক, এবং আশয়ে কখনও লিপ্ত নহেন তিনিই ঈশ্বর। (২৪)

তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞ বীজ নিরতিশয় ভাবে বিদ্যমান আছে। (২৫)

কাল কর্ত্তৃক ইহার অবচ্ছেদ নাই এবং প্রাচীন গুরুগণেরও ইনি গুরু। (২৬)

প্রণব মন্ত্র (ওঁ) তাঁহার বাচক। (২৭)

এই মন্ত্র জপ এবং ইহারই অর্থ ভাবনাই ঈশ্বরোপাসনা। (২৮)

ইহা হইতে প্রত্যক্-চেতনার উপলব্ধি হয় এবং যাবতীয় বিঘ্নের অভাব হয়। (২৯)

আমরা পাতঞ্জল দর্শন হইতে এই যে ৬টী সূত্র বলিলাম, এই সূত্র কয়টির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ঈশ্বরে আত্ম নিবেদন করাই, সংসার দুঃখ নিবৃত্তির সুগম পন্থা।

যে বিশেষ পুরুষ ক্লেশ, কর্ম্ম বিপাক, ও আশয়ে কখনও লিপ্ত নহেন তিনিই ঈশ্বর। ভগবান পাতঞ্জলি, ক্লেশ, কর্ম্মবিপাক ও আশয় এই কয়টি কথা কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহাই প্রথমে বুঝিতে হইবে।

পতঞ্জল দর্শনের সাধন পাদে ক্লেশ শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা এই;—

অবিদ্যাস্মিতরাগদ্বেষাভিনিবেশঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ। (৩) অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ শব্দ বাচ্য।

অনিত্যাশুচিদুঃখাঽনাত্মসু নিত্যশুচি সুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা। (সাধন পাদ ৫ সূত্র)।

যাহা অনিত্য তাহাকে নিত্য জ্ঞান, যাহা অশুচি তাহাকে শুচি জ্ঞান, দুঃখকে সুখ জ্ঞান এবং অনাত্ম পদার্থকে আত্ম জ্ঞানরূপ যে ভ্রম তাহার নাম অবিদ্যা।

এই অবিদ্যা হইতেই অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ জন্মিয়া থাকে।

দৃক্‌দর্শন শক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা। (৬ সূত্র)

দৃক্‌শক্তি ও দর্শন শক্তি সম্বন্ধে একাত্মতা বোধের নাম অস্মিতা। দৃক্‌শক্তি পুরুষ; এই পুরুষ প্রত্যয় সমূহের দ্রষ্টা (The Knower). এই পুরুষ যে শক্তি আশ্রয় করিয়া প্রত্যয় সমূহ গ্রহণ করেন তাহার নাম দর্শন শক্তি। এই দর্শন শক্তি ও পুরুষের স্বরূপ একই, এই যে ভ্রম ইহার নাম অস্মিতা।

সুখানুশয়ী রাগঃ॥ (৭ম সূত্র)।

সুখ ভোগেচ্ছার নাম রাগ।

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ। (৮ম সূত্র)।

যাহা দুঃখের কারণ তাহার প্রতি যে ক্রোধ তাহার নাম দ্বেষ।

স্বরসবাহী বিদুষোহপি তথা রুঢ়োভিনিবেশঃ। (৯)

রূঢ় অর্থাৎ মরণ ত্রাসের নাম অভিনিবেশ। এই মরণ ত্রাস সর্ব্ব প্রাণীরই রহিয়াছে; বিদ্বান্‌জনেরও এই মৃত্যুভয় আছে। ইহা স্বরসবাহী অর্থাৎ স্বাভাবিক; পূর্ব্ব জন্মে দেহত্যাগের যে যন্ত্রণা তাহাই সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকায় এই মরণ ত্রাস জন্মিয়া থাকে।

ক্লেশ কথার অর্থ পাতঞ্জল দর্শনে যাহা আছে তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম। যে সমস্ত পুরুষ এই ক্লেশের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন তাঁহারাই মুক্ত পুরুষ। মুক্তি লাভের পূর্ব্বে ইহারা এই ক্লেশে বদ্ধ ছিলেন কিন্তু এমন এক পুরুষ আছেন যিনি কখনই অবিদ্যা ও অবিদ্যাসঞ্জাত ক্লেশে বদ্ধ নহেন এবং এই ক্লেশ মূল কর্ম্মাশয় এবং কর্ম্মবিপাকে বদ্ধ নহেন। এই পুরুষ বিশেষের নাম ঈশ্বর।

কর্ম্মাশয় শব্দের অর্থ কর্ম্মবাসনা এবং কর্ম্ম বিপাক শব্দের অর্থ কর্ম্মনিবন্ধন সংসারচক্রে ভ্রমণ ও তজ্জন্য সুখ দুঃখ ভোগ।

ভগবান পতঞ্জলি বলেন ;—

ক্লেশ মূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাঽদৃষ্ট জন্ম বেদনীয়ঃ। (১২ সূত্র সাধন পাদ)

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ। (১৩ সূত্র)

যে কর্ম্ম বাসনার মূলে অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশ বর্ত্তমান থাকে তাহা ইহলোক বা পরলোকে সুখ দুঃখ ভোগপ্রদ।

ক্লেশ মূলে বিদ্যমান থাকিলেই কর্ম্মবাসনা নিবন্ধন কর্ম্মবিপাক উপস্থিত হয়; জাতি ও আয়ুর ভোগই সেই বিপাক।

এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখিলে ভাল হয় যে ঈশ্বর অবিদ্যাদি ক্লেশ সংশ্লিষ্ট নহেন সেই জন্য তাঁহার কৃত কর্ম্মের মূলে ক্লেশ বিদ্যমান নাই এবং সেই জন্য তাঁহার কৃত কর্ম্ম কোনরূপ সুখ দুঃখ বেদনাপ্রদ নহে। (বেদনা শব্দের ইংরাজী অর্থ Feelings)।

এই নিত্য ক্লেশ মুক্ত পুরুষে সর্ব্বজ্ঞ বীজ নিরতিশয় ভাবে বিদ্যমান অর্থাৎ জ্ঞান ইঁহাতেই পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া আছে।

অবিদ্যার পারস্থিত এই পরম পুরুষই প্রাচীন গুরুগণেরও গুরু। অর্থাৎ যাবতীয় জ্ঞানের ইনিই আদি। যে সমস্ত মহাত্মাগণ মানবের কল্যাণ হেতু মানব সমাজে জ্ঞান বিতরণ করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা মানব জাতির গুরু। কিন্তু তাঁহাদের ঐ জ্ঞান তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট হইতে, কেহ বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেহ বা পরম্পরা ক্রমে পাইয়াছেন। ইনি আদি গুরু। কাল কর্ত্তৃক ইঁহার অবচ্ছেদ নাই।

প্রনব মন্ত্রই এই ঈশ্বরের বাচক। ওঁ এই বাক্যটি বাচক এবং ঈশ্বর এই বাক্যের বাচ্য। এই নামটি আদি গুরু ঈশ্বরের নিত্যনাম।

এই মন্ত্র জপ এবং ইহার অর্থ ভাবনা অর্থাৎ এই মন্ত্র যাঁহার নাম তাঁহার স্বরূপ চিন্তা করাই ঈশ্বরোপাসনা।

এই ঈশ্বরোপাসনার ফল প্রত্যক্ চেতনা উপলব্ধি এবং সমাধি লাভের যে সমস্ত অন্তরায় আছে তাহাও এই ঈশ্বরোপাসনায় দূর হইয়া যায়।

প্রত্যক্ চেতনা উপলব্ধি শব্দের অর্থ আত্মস্বরূপ উপলব্ধি। প্রতীপং বিপরীতং অঞ্চতি বিজানাতি ইতি প্রত্যক্। আমাদের মন সাধারণতঃ বহির্ম্মুখ। অন্তর্ম্মুখ মন ইহার বিপরীত। মন অন্তর্ম্মুখী হইলে জীবের আত্মস্বরূপ প্রকাশ পায়। জীবের এই স্বরূপোলব্ধির নাম প্রত্যক-চেতনাধিগমঃ।

এই ঈশ্বর কোথায় থাকেন? -ইনি সর্ব্বভূতস্থ। সমগ্র বিশ্ব এই ঈশ্বরের দেহ। আমার দেহ যেমন অসংখ্য জীবাণুর বাসস্থান এবং সেই প্রত্যেক জীবাণুর প্রাণ যেমন আমারই প্রাণে অনুপ্রাণিত সেইরূপ যাবতীয় জীব একই ঈশ্বরর দেহে বাস করিতেছে এবং তাঁহারই প্রাণে সমস্ত জীব অনুপ্রাণিত

হইয়া জীবিত রহিয়াছে। আমার শরীরে যেমন প্রাণের স্রোত চলিতেছে ও সেই সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে এই সমগ্র বিশ্বেও সেইরূপ এক জীবনীশক্তির স্রোত কুণ্ডলাকারে চলিতেছে। যিনি আপনার প্রাণের সহিত এই বিশ্ব প্রাণের একতানতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তিনি আপন হৃদয়ে এই জীবনীশক্তিকে প্রণবধ্বনিরূপে উপলব্ধি করিয়া থাকেন এবং এই ধ্বনি সম্যক উপলব্ধি হইলেই বিশ্বেশ্বরের অস্তিত্বও উপলব্ধি করিয়া থাকেন। প্রণবের সহিত ঈশ্বরের এই নিত্য সম্বন্ধ। প্রাচীন ঋষিগণ সেই জন্যই প্রণবকে ঈশ্বরের বাচক বলিয়াছেন। এই ওঁকার নিত্য পদার্থ। এই প্রণবের স্বরূপ উপলব্ধি হইলেই নিত্যানিত্য জ্ঞান জন্মে। তখন সাধক বুঝিতে পারেন এক অনন্ত অসীম ক্ষেত্রে এই ওঁকার রূপিণী জীবনীশক্তির লীলা অনন্তকাল হইতেছে এবং এই অসীম অনন্ত ক্ষেত্র, একজন পরম পুরুষের দেহ এবং এই পরম পুরুষ এই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। এই ক্ষেত্রের নাম প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ্ঞের নাম পুরুষ। সাধক যখন আপন অন্তরে জীবনীশক্তি রূপিণী ওঁকারের উপলব্ধি করেন ও বিশ্ব প্রাণের সহিত নিজের শক্তির একতানতা বুঝেন তখন তিনি তাঁহার নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারেন। তখন তিনি আপনার চেতনার স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞাতা হন অর্থাৎ তিনি তখন আপনাকে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারেন। প্রণব শক্তি জ্ঞানরূপে তাঁহার কাছে প্রকাশ পায় এবং এই শক্তির ক্ষেত্র, জ্ঞেয় স্বরূপ তাঁহার জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। পুরুষ শব্দের অর্থই ক্ষেত্রজ্ঞ। ঈশ্বর যেমন বিশ্বরূপ বিরাট দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ আমিও সেইরূপ আমার দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ এই জ্ঞানের নাম আত্মজ্ঞান। বিশ্ব প্রাণের সহিত নিজের জীবনীশক্তির একতানতা উপলব্ধি হইলেই সাধক যে অবস্থা প্রাপ্ত হন উহাই আনন্দ অবস্থা। এই আনন্দ যেখানে নাই সেইখানেই দুঃখ। বিশ্ব প্রাণ ওঁকারের সহিত নিজের জীবনীশক্তির একতানতা উপলব্ধি হইলে সাধক অন্তরের এক স্বচ্ছ নির্ম্মল ভাব বুঝিতে পারেন, বাহ্য কোন পদার্থের সহিত উহার তুলনা হয় না; (আকাশের মেঘ ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইলে যে সুনীল নিষ্কলঙ্ক গগণের প্রকাশ হয় সেই নির্ম্মলতার সহিত উহার কথঞ্চিত উপমা হইতে পারে)। প্রণবগম্য এই স্বচ্ছ নির্ম্মলতাই শুচি আর সব অশুচি।

এখন আমরা বুঝিলাম যে যাহা নিত্য পদার্থ তাহা প্রণব গম্য প্রকৃতি ও

পুরুষ, যাহা শুচি তাহা প্রণবগম্য নির্ম্মলতা, যাহা সুখ তাহা প্রণবগম্য আনন্দ এবং যিনি আত্মা তিনি প্রণবের জ্ঞাতা। এই নিত্য শুচি, সুখ ও আত্মাকে না বুঝিয়া অন্য ভাবকে নিত্য শুচি সুখ ও আত্মা বলিয়া যে ভ্রম উহার নাম অবিদ্যা।

অবিদ্যার সংজ্ঞা সুতরাং এক কথায় এই বলা যাইতে পারে যে ওঁকারতত্ত্ব সম্বন্ধে যে অজ্ঞতা উহাই অবিদ্যা। এবং যাহা ইহার বিপরীত অর্থাৎ ওঁকার সম্বন্ধে যে জ্ঞান উহাই বিদ্যা বা পরাবিদ্যা।

অবিদ্যা হইতেই অস্মিতার উদ্ভব হয়। আমি একটি বিশেষ দেহধারী জীব এই যে ভাব ইহার নাম অস্মিতা। কোন বিশেষ দেহে যে আত্মবুদ্ধি ইহার নাম অস্মিতা। ইহা হইতেই আমি, তুমি ইত্যাদি ভেদ জ্ঞান জন্মিয়াছে। বিশ্বপ্রাণের সহিত দেহের জীবনীশক্তির একতানতা বোধ না থাকাতেই আমার এক পৃথক্ আমিত্ব বোধ আসিয়াছে ইহারই নাম অস্মিতা। জীবের এই অস্মিতা নিবন্ধন উহারা বিশ্বাত্মার আনন্দ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া পরস্পর পৃথক্ ভাবে সুখ অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। আমি আমার সুখ কিসে হয় তাহাই ভাবিতেছি এবং তুমি তোমার সুখ কিসে হয় তাই ভাবিতেছ। এই অস্মিতা জনিত সুখে প্রবৃত্তির নাম রাগ বা কাম। আমার এই সুখের পথে যিনি বাধা দেন তাহার উপর ক্রোধ উপস্থিত হয়। এই অস্মিতা হইতেই দেহে আসক্তি ও মৃত্যু ভয় উপস্থিত হয়। অবিদ্যা সম্ভূত অস্মিতাই যত অনর্থের হেতু। প্রণব বিজ্ঞলাভ করিয়া নিজের স্বরূপ বুঝিলেই তোমার সুখ ও আমার সুখের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর থাকে না; তখন আর অস্মিতা থাকে না, তখন রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ স্বপ্ন দৃষ্টির ভাবের ন্যায় সরিয়া পড়ে।

কোন বিশেষ দেহে যে আত্মাভিমান উহাকেই অস্মিতা বলা যায়—ইহাই ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে; পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে দৃক্‌শক্তি ও দর্শন শক্তির একাত্মতাকেই অস্মিতা বলা হইয়াছে। এই দুইএর সামঞ্জস্য এইবারে বুঝিতে হইবে।

আমি আমার চক্ষু দ্বারা বাহ্যবস্তুর রূপ দর্শন করিয়া থাকি। এই চক্ষুর যে শক্তি উহার নাম দর্শন শক্তি এবং আমার রূপ ভোগ করিবার যে ক্ষমতা উহার নাম দৃক্‌শক্তি। বাহ্যদর্শন সম্বন্ধে আমি ও আমার চক্ষু মধ্যে

যে রূপ প্রভেদ, অন্তর্দর্শন সম্বন্ধে ও সেইরূপ আমি ও আমার অন্তর্দর্শনেন্দ্রিয় মধ্যে প্রভেদ আছে। আমাদের দেহ যে কয়টি কোষে গঠিত উহাদের মধ্যে যিটি আনন্দময় কোষ উহাই আমাদের অন্তর্দর্শনেন্দ্রিয়। কোনটি সুখ, কোনটি দুঃখ, কোনটি মোহ, এবং এই সুখ, দুঃখ মোহাতীত আনন্দই বা কি পদার্থ তাহা আমরা এই আনন্দময় কোষের দ্বারা উপলব্ধি করি। এই অন্তর্চক্ষুর যে শক্তি উহাকে ভগবান পতঞ্জলি দর্শন শক্তি বলিয়াছেন এবং সুখ, দুঃখ, মোহ ও আনন্দের ভোক্তা যিনি তাঁহার শক্তিকেই দৃক্‌শক্তি বলিয়াছেন। এই অন্তর্চক্ষুর অপব নাম আত্মযোনি। এই অন্তর্চক্ষু সম্বন্ধে ঋষিগণ গাহিয়াছেন।

তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং।

সুরি শব্দের অর্থ জ্ঞানী। জ্ঞানীগণ, আকাশস্থিত (দেহ মধ্যস্থিত চিদাকাশস্থিত) বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায় বিষ্ণুর সেই পরম পদ সদা দর্শন করিয়া থাকেন।

অবিদ্যা মোহিত জীব এই পরম পদ দেখিতে পায় না। এই আত্মযোনি আবরণের উপর আবরণে বেষ্টিত হইয়া এই দেহ মধ্যেই রহিয়াছেন। অজ্ঞানী জীব, এই আত্মযোনীর স্বরূপ ও আত্মস্বরূপের মধ্যে পার্থক্য বুঝেন না বলিয়া নিজের দেহে তাঁহার আত্মবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। যিনি এই আত্মযোনীকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখিয়া মার নিকট হইতে প্রণব বিদ্যা প্রার্থনা করেন। মা তাঁহাকে প্রণব বিদ্যা দান করেন। যাবতীয় জীব দেহের অন্তরেই চক্ষুরূপা আত্মযোনি হইতে প্রণব ধ্বনি হইতেছে এবং এই প্রণবই বিশ্বেশ্বরের প্রাণ ইহা বুঝিলেই এক আত্মাতে যে সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠান ইহা বুঝিতে পারা যায়। এই জ্ঞানই পরাবিদ্যা। ওঁ তৎ সৎ।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

পৌরাণিক কথা।

যজ্ঞ।

চন্দ্র বংশের প্রথম রাজা বুধের পুত্র পুরুরবা। দেবর্ষি নারদ স্বর্গ লোকে তাঁহার যথেষ্ট গুণবর্ণনা করিলেন। রাজা দেখিতে সাক্ষাৎ কন্দর্পতুল্য।

দেবকন্যা উর্ব্বসী তাঁহার রূপ ও গুণ শুনিয়া অত্যন্ত অধৈর্য্য হইলেন। ঘটনাক্রমে তিনি সেই সময়ে মিত্রাবরুণের শাপে মানবদেহ ধারণ করিলেন এবং মানবরূপিণী উর্ব্বসী রাজা পুরুরবার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। উর্ব্বসী বলিলেন, "এই মেষশাবক দুটিকে তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে। আমি কেবল মাত্র ঘৃত ভোজন করিব এবং মৈথুনকাল ব্যতীত অপর কালে তোমাকে উলঙ্গ দর্শন করিব না।" রাজা তাহাই অঙ্গীকার করিলেন। অনেক দিন আমোদে কাল অতিবাহিত হইল। পরে ইন্দ্রের আদেশে, গন্ধর্ব্বগণ গভীর তমসাচ্ছন্ন রজনীতে, মেষ শাবক দুটিকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। উর্ব্বসী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। রাজা রোষে বিবস্ত্র হইয়া মেষাপহারকদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। গন্ধর্ব্বগণ মেষশাবক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল এবং রাজা তাহাদিগকে লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু উর্ব্বসী তাঁহাকে উলঙ্গ দেখিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজা কাতর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে রাজা উর্ব্বসীকে দেখিতে পাইলেন। দেবকন্যা বলিলেন, "তুমি গন্ধর্ব্বদিগকে অনুনয় কর, তাঁহারা আমাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিবেন। রাজা গন্ধর্ব্বদিগের স্তব করিলেন। তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে অগ্নিস্থালী প্রদান করিলেন। কামান্ধ রাজা অগ্নিস্থালীকেই উর্ব্বসী মনে করিয়া বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে জানিতে পারিলেন, যে অগ্নিস্থালী উর্ব্বসী নহে। তখন তিনি সেই অগ্নিস্থালী বনে স্থাপন করিয়া গৃহে গমন করিলেন এবং প্রতিদিন রাত্রিতে তাহার ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যান করিতে করিতে ত্রেতাযুগের আরম্ভে, তাঁহার মনোমধ্যে কর্ম্মবোধক বেদত্রয় আবির্ভূত হইল।

পরে তিনি অগ্নিস্থালীর নিকট গমন করিয়া দেখিলেন যে সমীবৃক্ষের গর্ভে অশ্বত্থ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা দ্বারা অনুমান করিলেন যে অগ্নি এই অশ্বত্থ মধ্যে আছে। তদনন্তর তিনি উর্ব্বসীলোকের কামনা করিয়া সেই অশ্বত্থ দ্বারা দুইটি অরণি করিলেন। মন্ত্রানুসারে তিনি নিম্ন অরণিকে উর্ব্বসী বলিয়া ধ্যান করিলেন এবং উত্তর অরণিকে আপন স্বরূপ বোধ করিলেন। আর এই দুই অরণির মধ্যে যে কাষ্ঠখণ্ড ছিল তাহাকে পুত্ররূপে ধ্যান করিতে লাগিলেন। এই অরণি মন্থন দ্বারা জাতবেদা নামক অগ্নি উৎপন্ন হইলেন।

বেদবিহিত আধানসংস্কার দ্বারা সেই অগ্নি আহবনীয়াদিরূপে ত্রিরূপ হইলেন। রাজা সেই ত্রিবৃৎ অগ্নিকে পুণ্যলোকের প্রাপক বলিয়া পুত্ররূপে কল্পনা করিলেন। তখন তিনি উর্ব্বশীলোকের কামনা করিয়া সেই অগ্নি দ্বারা সর্ব্বদেবময় যজ্ঞেশ্বর হরির যজ্ঞ করিলেন।

নমু অনাদিবেদত্রয়বোধিতো ব্রাহ্মণাদীনাম্ ইন্দ্রাদ্যনেকদেবযজনেন স্বর্গপ্রাপ্তিহেতুঃ কর্ম্মমার্গঃ কথং সাদিরিব বর্ণ্যতে। শ্রীধর।

বেদত্রয়বোধিত কর্ম্মমার্গ অনাদি। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ ইন্দ্রাদিদেবের যজ্ঞ করিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হন। এই অনাদি কর্ম্মমার্গকে সাদি বলিয়া কিরূপে বর্ণনা করা হইল।

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এবচ॥

সত্যযুগে সকল বাক্যের বীজভূত প্রণবই একমাত্র বেদ ছিল, নারায়ণই একমাত্র দেবতা ছিলেন, লৌকিক অগ্নিই একমাত্র অগ্নি ছিল, হংসই একমাত্র বর্ণ ছিল।

পুরূরবস এবাসীৎ ত্রয়ী ত্রেতামুখে নৃপ।
অগ্নিনা প্রজয়া রাজা লোকং গন্ধর্ব্বমেয়িবান্॥

হে রাজন্! আমরা যাহাকে ত্রয়ীবেদ বলিয়া জানি, এই বেদ ত্রেতার আরম্ভে, রাজা পুরূরবার হইতে আবির্ভূত হয়। ঐ রাজা অগ্নিরূপ প্রজা দ্বারা গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হন্।

অয়ং ভাবঃ—কৃতযুগে সত্বপ্রধানাঃ প্রায়শঃ সর্ব্বেঽপি ধ্যাননিষ্ঠাঃ। রজঃপ্রধানে তু ত্রেতাযুগে বেদাদিবিভাগেন কর্ম্মমার্গঃ প্রকটো বভূবেতি। শ্রীধর।

সত্যযুগে মনুষ্য সত্বপ্রধান ও প্রায় সকলে ধ্যাননিষ্ঠ। রজঃপ্রধান ত্রেতান যুগে বেদাদিবিভাগ দ্বারা কর্ম্মমার্গ প্রকটিত হইয়াছিল।

বীজরূপে বেদ নিত্য। প্রণব সর্ব্বকালেই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। প্রণব অনুসারে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় জগতের গতি নিয়মিত করিতেছে। প্রণব ঈশ্বরের বাক্য, প্রণব জগতের মূলমন্ত্র, প্রণব জগতের গতি, প্রণবই একমাত্র বেদ।

প্রতি চতুর্যুগে প্রণবের বিস্তার হয়। প্রতি চতুর্যুগে ঋষিরা অধ্যাত্মজ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শন দ্বারা প্রণবের বিস্তার করেন। প্রতি চতুর্যুগে, সেই বেদবিস্তার

বিভিন্ন। প্রতি চতুর্যুগের অবসানে সেই বেদ লয় প্রাপ্ত হয়। আবার সত্য যুগের আবির্ভাব হয়। সত্যযুগে কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যকতা নাই। তাই ত্রেতা-যুগে বেদের প্রচার হয়।

প্রতি মহাযুগে এক মনুষ্যজাতি প্রধানতা লাভ করে। সেই মনুষ্যজাতির নিকট. বেদ প্রকাশিত হয়। আমাদের বেদ আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে।

চতুর্যুগান্তে কালেন গ্রস্তান্ শ্রুতিগণান্ যথা।
তপসা ঋষয়োঽপশ্যন্ যতো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

চতুর্যুগের অবসানে শ্রুতিগণ কালের গ্রাসে পতিত হন্ এবং ঋষিগণ তপস্যা দ্বারা সেই বেদের আবিষ্কার করেন, সেই শ্রুতি হইতেই সনাতন ধর্ম্মের প্রচার হয়।

আমাদের ঋষিরা যেরূপ বেদের অনুভব ও আবিষ্কার করেন, আমাদের ধর্ম্ম তদনুরূপ। ইহাই যুগধর্ম্ম।

গন্ধর্ব্বলোক দেবলোকের অবান্তর ভাগ। আমাদের এই পৃথিবীলোক হইতে সে লোক অতি পবিত্র। সেখানে ভোগ আছে। কিন্তু সেই ভোগ লাভ করিবার জন্য পবিত্রতা আবশ্যক, ইন্দ্রিয়বৃত্তিদমনের আবশ্যক, মনুষ্য যাহাতে দেবভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার আবশ্যক।

এই জন্য প্রথমে দেবযজ্ঞ। এই জন্য পুরূরবার দেবকন্যাদর্শন। এই জন্য তাঁহার দেবভোগকামনা উর্ব্বশীর কামনায়, রাজা যে উদ্যম করিলেন, সেই উদ্যমে মনুষ্যের উন্নতির দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, সেই উদ্যমে বেদের প্রথম ধ্বনি মনুষ্যের কর্ণকুহরে পতিত হইল। যজ্ঞের আয়োজন হইতে লাগিল। ঋষিরা অবকাশ পাইয়া স্বর্গলোকের অতি রমণীয় বর্ণনা করিলেন। দেবরমণী ও দেবোদ্যান, ফুল্ল পারিজাত ও তদধিক সৌরভময়ী উর্ব্বশী, লোকের কল্পনা বিমোহিত করিতে লাগিল। স্বর্গকামনায় লোক উন্মত্ত হইল। নানাবিধ যজ্ঞের বিধান হইল।

শ্রৌতসূত্রে যজ্ঞগুলি বিবৃত হইতে লাগিল।

সাতটি হবির্যজ্ঞ ও সাতটি সোমযজ্ঞ। হবির্যজ্ঞ চরুপুরোডাশাদি হবির

দ্বারা সম্পন্ন হয়। সোমযজ্ঞে সোমরসের প্রাধান্য আছে। শ্রৌতযজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য স্বর্গগমন। "স্বর্গকামো যজেত।"

শ্রৌত যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে গৃহযজ্ঞেরও প্রচার হইল। সে গুলিকে পাক-যজ্ঞ বলে। এই যজ্ঞ গৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম, যেমন পিতৃশ্রাদ্ধ, পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, অষ্টকা-শ্রাদ্ধ, শ্রাবণীযজ্ঞ, আগ্রহায়ণী যজ্ঞ ইত্যাদি।

তাহার পর ক্রমে পঞ্চ মহাযজ্ঞের আবির্ভাব হইল। ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ। সূত্রকার বলিলেন, এগুলি গৃহস্থের প্রতিদিন অনুষ্ঠেয়।

ঋষিগণ ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহারা ইহার উপর গর্ভাধানাদি সংস্কার নির্দ্দেশ করিলেন।

শ্রৌতযজ্ঞ, পাকযজ্ঞ, মহাযজ্ঞ ও সংস্কারযজ্ঞ।

স্বর্গে যাইবার কামনা করিলেই হইবে না। যজ্ঞসম্পাদন দ্বারা স্বর্গে যাইতে হইবে। যজ্ঞসম্পাদন করিতে হইলেই যজ্ঞের নিয়মগুলি পালন করিতে হইবে। কেবল যজ্ঞ কাষ্ঠ আহরণ করিলে চলিবে না, কেবল দ্রব্যের আয়োজন করিলে হইবে না, যেমন তেমন করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিলে চলিবে না। সকল বিষয়ের শুদ্ধি চাই। শরীরের শুদ্ধি চাই, মনের শুদ্ধি চাই।

এখন বুঝিতে পারিব, যজ্ঞ কি?

বেদেন নামরূপাণি বিষমাণি সমেষপি।
ধাতুষূদ্ধব কল্প্যন্ত এতেষাং স্বার্থসিদ্ধয়ে॥

সকল মনুষ্যের দেহ একই উপাদানে গঠিত। কিন্তু বেদের বিধান অনুসারে কাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়, কাহাকে শূদ্র বলা যায়। এ সকল বিভেদ কেবল মনুষ্যের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কল্পিত হইয়াছে। এই সকল বিভেদ দ্বারা মনুষ্যের প্রবৃত্তি নিয়মবদ্ধ হয় এবং ধর্ম্মাদি পুরুষার্থলাভের উপায় সুগম হয়।

দেশকালাদিভাবানাং বস্তূনাং মম সত্তম।
গুণদোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কর্ম্মণাম্॥

যজ্ঞাদি কর্ম্মের জন্য দেশকাল প্রভৃতির সম্বন্ধে কোনটি গুণবান্, কোনটি দোষবান্, এইরূপ বিধান করা হইয়াছে।

অকৃষ্টসারো দেশানামব্রহ্মণ্যোঽশুচির্ভবেৎ।
কৃষ্ণসারোঽপ্যসৌবীরকীকটাসংস্কৃতেরিণম্॥

যে সকল দেশে কৃষ্ণসার বিচরণ করে না, সেই সকল দেশ অব্রহ্মণ্য ও অশুচি। যদিচ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গাদি কীকটদেশে কৃষ্ণসার বিচরণ করে, তথাপি ঐ সকল দেশে সাধুপুরুষ নাই। এই জন্য ঐ সকল দেশ সংস্কারবিহীন।

কর্ম্মণ্যো গুণবান্ কালো দ্রব্যতঃ স্বত এব বা।
যতো নিবর্ত্ততে কর্ম্ম স দোষোঽকর্ম্মকঃ স্মৃতঃ॥

যে কালে যজ্ঞের উপযোগী দ্রব্য পাওয়া যায় এবং পূর্ব্বাহ্নাদি যে কাল স্বভাবত কর্ম্মের জন্য প্রশস্ত, সেই কাল কর্ম্মণ্য ও গুণবান্। যে কালে কর্ম্মের উপযোগী দ্রব্য পাওয়া যায় না, রাষ্ট্রবিপ্লবাদি প্রযুক্ত যে কালে কর্ম্ম করা সুকঠিন, সূতকাদি প্রযুক্ত যে কালে অশৌচ হয়, সে কাল অশুদ্ধ।

দ্রব্যস্য শুদ্ধ্যশুদ্ধী চ দ্রব্যেণ বচনেন চ।
সংস্কারেণাথ কালেন মহত্বাল্পতয়া তথা॥

জলাদি দ্রব্যের দ্বারা দ্রব্যের শুদ্ধি হয়, আবার মূত্রাদি দ্বারা দ্রব্যের অশুদ্ধি হয়। শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, এরূপ সন্দেহ জন্মিলে, ব্রাহ্মণের বাক্য অনুসারে সন্দেহের নিরাকরণ হয়। এইরূপ সংস্কারাদি নানা উপায় দ্বারা দ্রব্যের শুদ্ধি হয়।

স্নানদানতপোঽবস্থাবীর্য্যসংস্কারকর্ম্মভিঃ।
মৎস্মৃত্যা চাত্মনঃ শৌচং শুদ্ধঃ কর্ম্মাচরেদ্দ্বিজঃ॥

স্নান, দান, তপস্যা, কৌমারাদি অবস্থা, শক্তি, উপনয়াদি সংস্কার, সন্ধ্যোপাসনদীক্ষাদি কর্ম্ম এবং ভগবানের স্মরণ দ্বারা কর্ম্মকর্ত্তা শুদ্ধিলাভ করেন। এইরূপে সংস্কৃত হইয়া মনুষ্য বিহিত কর্ম্মের আচরণ করেন।

মন্ত্রস্য চ পরিজ্ঞানং কর্ম্মশুদ্ধির্মদর্পণম্।
ধর্ম্মঃ সংপদ্যতে ষড়্ভিরধর্ম্মস্তু বিপর্য্যয়ঃ॥

সদ্গুরুর নিকট যথাবৎ মন্ত্রের জ্ঞান, মন্ত্রশুদ্ধি। ঈশ্বরার্পণ কর্ম্মের শুদ্ধি। পরিশুদ্ধ দেশ, কাল, দ্রব্য, কর্ত্তা, মন্ত্র ও কর্ম্মের সাহায্যে ধর্ম্ম আচরিত হয়।

বৈদিক যজ্ঞের কঠোর নিয়ম। সে কঠোরতার উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি।

যদি সকল শ্রৌতযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, যদি পঞ্চমহাযজ্ঞের নিত্য অনুষ্ঠান করা

হয়, যদি উপনয়নাদি সংস্কার নিয়মপূর্ব্বক পালন করা হয়, আর তথাপি চিত্তের শুদ্ধি না হয়, তাহা হইলে যজ্ঞাদি সংস্কার সকলই বিফল।

স্বর্গলোকে মনের বিকাশ হয়। যজ্ঞাচরণ দ্বারা অধিককাল স্বর্গে বাস হয় এবং দীর্ঘ স্বর্গবাস দ্বারা মনোবৃত্তি প্রস্ফুটিত হয়।

স্বর্গে গমন মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। স্বর্গে গমন দ্বারা চিত্তশুদ্ধিই মুখ্য উদ্দেশ্য, স্বর্গ কেবল প্ররোচনামাত্র।

তাই সূত্রকার সপ্ত হবির্যজ্ঞ, সপ্ত সোমযজ্ঞ, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, চতুর্দ্দশ সংস্কার, এই ত্রিচত্বারিংশৎ সংস্কারের কথা বলিয়া কেবল ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা এই সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মগুণের বর্ণন করেন। কারণ স্বর্গ পর্য্যন্ত গিয়া কেবল দেবভাব হইতে পারে, ঈশ্বরভাব হইতে পারে না। স্বর্গলোক অতিক্রম করিলে যে সকল উর্দ্ধতন লোক আছে, সে সকল লোকে নিষ্কামভাব, ঋষিভাব। সকামতা পরিত্যাগ করিলে ঋষি হইতে পারা যায় এবং উর্দ্ধলোকগমনের অধিকার জন্মে। দেবতার উপরে ঋষি, ঋষির উপরে ঈশ্বর। ঋষিভাব হইলেই, পরে ঐশ্বরিক ভাব হইতে পারে। সংস্কারসকল দ্বারা দেহ ও মন নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু স্বর্গমাত্র উদ্দেশ্য থাকায় সকামতা থাকে। সেই সকামতা থাকিয়াও যদি সদ্‌গুণের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়, তাহা হইলে বৈদিক মন্ত্রের উদ্দেশ্য সফল হয়, বিধিনিষেধরূপ বেদবাক্য সার্থক হয়। তাহার পর বাকি থাকে, সেই সকামতা নষ্ট করা।

দেহ ও মন বিধিনিষেধের বশবর্ত্তী হইলে, সদ্‌গুণের বিকাশ হয়। সদ্‌গুণের বিকাশ হইলে, চিত্তশুদ্ধি হয়। তখন মনুষ্য নিষ্কামধর্ম্মের অধিকারী হয়, তখন স্বর্গকামনা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা হয়। তখন সকাম ধর্ম্ম দ্বারা পুনঃপুনর্জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এই কথা বুঝিতে মনুষ্যের অধিকার হয়। তখন "অনিত্য" ও "নশ্বর" বলিয়া ঋষিগণ চীৎকার করিয়া উঠেন এবং ঈশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া সেই চীৎকারের সমর্থন করেন।

ক্রমে ক্রমে যজ্ঞদেব যাগরূপ নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া নিষ্কামকর্ম্মরূপ অনশ্বর দেহ ধারণ করে।

সূত্রকার গৌতম চত্বারিংশৎ সংস্কারের বর্ণন করেন :—

ইত্যেতে চত্বারিংশৎ সংস্কারাঃ।

এই সকল হইল চত্বারিংশৎ সংস্কার।

অথাষ্টাবাত্মগুণাঃ।

অনন্তর আটটি আত্মগুণ আছে।

দয়া সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরনসূয়া শৌচমনায়াসো মঙ্গলমকার্পণ্যমস্পৃহেতি।

সর্ব্বভূতে দয়া, ক্ষমা, দ্বেষশূন্যতা, আয়াসশূন্যতা, মঙ্গল, অকৃপণতা ও অস্পৃহা।

যস্যৈতে চত্বারিংশৎ সংস্কারান চাষ্টাবাত্মগুণা ন স ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সালোক্যং চ গচ্ছতি।

যাঁহার এই চত্বারিংশৎ সংস্কার হইয়াছে, কিন্তু এই আটটি আত্মগুণ নাই—তিনি ব্রহ্মের সংযোগ পাইবেন না, ব্রহ্মলোকও প্রাপ্ত হইবেন না।

যস্য তু খলু চত্বারিংশৎসংস্কারাণামেকদেশোঽপ্যষ্টাবাত্মগুণা অথ স ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সালোক্যং চ গচ্ছতি গচ্ছতি।

কিন্তু যাঁহার চত্বারিংশৎ সংস্কারের মধ্যে একদেশমাত্রও অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং ঐ আটটি আত্মগুণ আছে,—তিনি ব্রহ্মের সংযোগ পাইবেন, ব্রহ্মলোকও প্রাপ্ত হইবেন। গৌতমীয় ধর্ম্মসূত্র, অষ্টম অধ্যায়।

আত্মগুণ লাভ হইলেই, বৈদিক যজ্ঞের সার্থকতা হয়। গুণবান্ পুরুষ নিষ্কাম ধর্ম্ম লাভ করে।

কর্ম্মণাং জাত্যশুদ্ধানামনেন নিয়মঃ কৃতঃ।

গুণদোষবিধানেন সঙ্গানাং ত্যাজনেচ্ছয়া॥

বিধিনিষেধবাক্য দ্বারা কর্ম্মের গুণদোষ বিধান করা হইয়াছে। এই বিধান দ্বারা স্বাভাবিক অশুদ্ধ কর্ম্মকে নিয়মের বন্ধনমধ্যে আনয়ন করা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যাহাতে ক্রমে ক্রমে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি হয়।

অয়ং ভাবঃ।—পুরুষস্যাশুদ্ধির্নাম ন প্রবৃত্তেরন্যাস্তি। স্বাভাবিক—প্রবৃত্ত্যৈব তস্য মলিনত্বাৎ। ন চ সহসা সর্ব্বতো নিবৃত্তিঃ কর্ত্তুং শক্যতে। অত ইদং ন কর্ত্তব্যমিদমেব কর্ত্তব্যমিত্যেবং স্বাভাবিক—প্রবৃত্তিসঙ্কোচদ্বারেণ নিবৃত্তিরেব ক্রিয়তে। শ্রীধর।

পুরুষের অশুদ্ধি তাহার প্রবৃত্তি হইতে ভিন্ন নয়। স্বাভাবিক-প্রবৃত্তি-বশতই মনুষ্য মলিন। কিন্তু সহসা সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইতে পারে না।

এই জন্য, ইহা কর, ইহা করিও না, এইরূপ বেদবাক্য স্বাভাবিক—প্রবৃত্তির সঙ্কোচ সম্পাদন করিয়া অবিরোধে মনুষ্যকে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করে। বাস্তবিক কর্ম্মবেদ প্রবৃত্তিপর, নিবৃত্তিপর নহে।

ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্।
শ্রেয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তং যথা ভৈষজ্যরোচনম্॥

যদি বল, বেদে বলে যজ্ঞ করিয়া স্বর্গ ফল লাভ হইবে। সত্য বটে, কিন্তু এই ফলশ্রুতি কেবল রোচনা মাত্র। বাস্তবিক যাহা পরম শ্রেয়ঃ, তাহারই উদ্দেশ্যে এই রোচনাবাক্য প্রয়োগ হয়।

পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলু তেখণ্ডলড্ডুকান্।
পিত্রৈবমুক্তঃ পিবতি ন ফলং তাবদেব তু॥

হে বৎস, এই নিম্বরস পান কর। এই দেখ তোমাকে এই লাড়ু দিব। পিতা এইরূপ বলিলে পুত্র সেই লাড়ুর লোভে ঔষধ খায়। কিন্তু বাস্তবিক তাহার লাড়ুই প্রকৃত ফললাভ নহে। ব্যাধিমোচনই ঔষধ সেবনের যথার্থ ফল। আমরা যখন শিশু, তখন আমাদিগকে নিবৃত্তির কথা বলিলে কি বুঝিব। তখন নিবৃত্তির জন্য যদি আমাদিগকে বলে যে, সকল মাংস ভোজন করিবে না, সকল অন্ন আহার করিবে না, সকল স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবে না, অন্যের দ্রব্য অপহরণ করিবে না, প্রত্যহ নিত্য কর্ম্ম করিবে, তবে অজানিত নিবৃত্তিপদার্থের জন্য আমরা এ সকল বিধি-প্রতিষেধ কেন মানিব? তাই স্বর্গের প্ররোচনা। বাস্তবিক স্বর্গ প্ররোচনা মাত্র নহে। স্বর্গ আমাদের শিক্ষাস্থল, স্বর্গ মানসিক বৃত্তির পরিপাকের স্থল। স্বর্গ সনাতন মার্গের অবান্তর পান্থনিবাস। এবং দিব্যভোগসমন্বিত স্বর্গ মর্ত্ত্যবাসীর বিশেষ প্ররোচনার স্থলও বটে।

উৎপত্ত্যৈব হি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষু চ।
আসক্তমনসো মর্ত্ত্যা আত্মনোঽনর্থহেতুষু॥
ন তানবিদুষঃ স্বার্থং ভ্রাম্যতো বৃজিনাধ্বনি।
কথং যুঞ্জ্যাৎ পুনস্তেষু তাংস্তমো বিশতো বুধঃ॥

মনুষ্যগণ জন্মদ্বারাই স্বভাবত বিষয়ভোগে আসক্ত। যদিচ সেই সকল ভোগের পরিণামফল দুঃখ। যাহাতে পরমসুখ পাওয়া যায়, তাহা না

জানিয়া তাহারা দেবাদিযোনিতে ভ্রমণ করে এবং তামসিক-যোনিও প্রবেশ করে। আবার বেদ কি জন্য তাহাদিগকে সেই বিষয়ভোগে নিযোজিত করিবে? যদি বল, তবে কর্ম্মমীমাংসকেরা কেন বলেন যে, বৈদিক কর্ম্মের ফল স্বর্গমাত্র।

এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ।
ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি॥

কেহ কেহ বেদের যথার্থ অভিপ্রায় অবগত না হইয়া কুবুদ্ধিবশত কেবল-মাত্র প্ররোচক ও এই জন্য রমণীয় স্বর্গাদিকে বৈদিক কর্ম্মের পরমফল বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু বেদজ্ঞ ব্যাস প্রভৃতি ঋষিরা এরূপ কথা বলেন না।

সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণ প্রথমে কর্ম্মকাণ্ডে দিক্ষিত হন। ঋষিরা প্রথমে কর্ম্মকাণ্ড প্রচারিত করেন। এবং কর্ম্মকাণ্ডের ফল স্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু স্বর্গ কেবল অবান্তর ফল মাত্র, স্বর্গ কেবল প্ররোচনামাত্র, স্বর্গের লোভ দেখাইয়া ঋষিগণ সূত্র করিলেন। তাঁহারা শ্রৌতযজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে পাকযজ্ঞ ও মহাযজ্ঞের বর্ণনা করিলেন। তাহার পর বলিলেন, শ্রৌত যজ্ঞ করিলেও হয়, না করিলেও হয়, কিন্তু পাকযজ্ঞ ও মহাযজ্ঞ নিত্য কর্ম্ম, অবশ্য অনুষ্ঠেয়। ক্রমে পাকযজ্ঞও লোপ পাইল, কিন্তু মহাযজ্ঞ স্থায়ী হইল। আবার গৃহ্যসূত্রদ্বারা যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে উপনয়-নাদি সংস্কার দ্বারা মনুষ্য নিয়মবদ্ধ হইল।

ক্রমে ইহাও প্রকাশ হইল যে, সদ্গুণ না থাকিলে যজ্ঞসংস্কার ফলদায়ী হয় না।

সদ্গুণের আলোচনা করিতে করিতে ইহাও প্রকাশ পাইল যে, স্বর্গ কেবল প্ররোচকমাত্র। স্বর্গকামনা সকাম। সকামতা থাকিলে মনুষ্য নিষ্কামধর্ম্মের বিপাকস্বরূপ উর্দ্ধতন লোকে যাইতে পারে না।

কিন্তু স্বর্গকামনা কর্ম্মকাণ্ডের বলে বলীয়সী। বেদের দোহাই, বড় সহজ নহে। সে দোহাই অতিক্রম করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। যেরূপে পবিত্র আর্য্যগণ বেদের দোহাই অতিক্রম করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের জাতীয় ইতিহাসের প্রধান ঘটনা।

বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ কর্ম্মকাণ্ডের প্রধান নায়ক। তাঁহাদের শিষ্য—

পরম্পরা দ্বারা বৈদিকযজ্ঞের বহুলপ্রচার হইয়াছিল। লোকে স্বর্গকামনায় যজ্ঞ করিত। কিন্তু যজ্ঞের নিয়ম দ্বারা মনুষ্যের মন সদ্গুণে অলঙ্কৃত হইল। তখন অন্য শিক্ষার কাল আসিল। প্রবৃত্তিধর্ম্মের কাল পূর্ণ হইল, কিরূপে নিবৃত্তিধর্ম্ম প্রচলিত হইবে, এই চিন্তা ঋষিজগতে প্রবল হইল। স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া এই চিন্তা দূর করিলেন। তাই ভগবান্ রামচন্দ্র ইক্ষ্বাকুকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাই কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহকারী হইয়া বেদের বিভাগ করিয়া দেখাইলেন, যে বেদে যেমন কর্ম্মকাণ্ড আছে, তেমনই জ্ঞান কাণ্ড ও উপাসনা কাণ্ড আছে। অবশেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া সকল সংস্কার সমাধান করিলেন এবং পবিত্র লীলা ও পবিত্র শিক্ষা দ্বারা জগৎকে সম্পূর্ণরূপে আলোকিত করিলেন।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

আর্য্যচরিত্রাদর্শ।

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামে বৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"

গীতা—১৮।৬৫।

আমাতে নিবেশ মন, হও মম ভক্তজন,
মোরে পূজ, আমারে প্রণম ;
আমাতে মিলিবে পাছে, সত্যই তোমার কাছে,
অঙ্গীকারি, তুমি প্রিয় মম॥

মানুষের চরিত্র তাহার বাহ্য আচরণের মূল। যে মানুষ যে চরিত্রের তাহার আচরণ তদনুরূপ হইয়া থাকে। চরিত্র আন্তরিক স্পৃহার ও মূল।

স্পৃহা চরিত্রানুসারিণী। পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্য জাতিরই চরিত্র পরস্পর ভিন্ন; সেই চরিত্র জাতীয় লক্ষণের মূল ভিত্তি। কোন বিশেষ কালের সমস্ত মনুষ্য জাতির জাতীয় লক্ষণ সমষ্টিভাবে বিবেচনা করিলে সেই কালের মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং বিশেষ বিশেষ জাতির জাতীয় লক্ষণ সেই মনুষ্যত্বের উপাদানভূত হইয়া থাকে। কোন জাতির বাহ্য সমাজ বিভাগ বিচার করিতে হইলে ইহা বুঝা আবশ্যক যে, সেই সমাজ বিভাগ জাতীয় চরিত্রের বিকাশ স্থান মাত্র। জাতীয় চরিত্র ধীরে ধীরে অভ্যন্তর হইতে গঠিত হইয়া বাহিরে প্রকাশ পাইয়াছে; সমাজ শোধন করিতে হইলে জাতীয় চরিত্রের সমধর্ম্মী যে সংস্করণ তাহাই কেবল করা যাইতে পারে। এইরূপ সংস্কার স্থায়ী এবং কিয়ৎপরিমাণে মূল সমাজের উপর কার্য্যকর হয়; সম্পূর্ণ বিজাতীয় সংস্কার কখনই স্থায়ী হয় না।

প্রথমকালীন আর্য্যজাতির চরিত্র বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত ছিল। সেই মহিমান্বিত চরিত্রের যে ক্ষীণাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহা এতদিন পরেও তদীয় সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠবের পরিচয় দিতেছে। আর্য্য চরিত্র সাতিশয় ধর্ম্মভাবময় ছিল। আর্য্য সমাজ বিভাগ, যাহা আর্য্য চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ মাত্র, তাহা এরূপ ছাঁচে ঢালা যে তদ্দ্বারা ধর্ম্মভাব বিকশিত হইত ও কাম ক্রোধাদি নীচবৃত্তি সমস্ত বৈরাগ্য ক্ষমাদি উচ্চ বৃত্তি সমূহের অধীন হইয়া থাকিতে পারে। আর্য্য সমাজ মানবের একটী শিক্ষালয় স্বরূপ ছিল; তাহা মানবের উন্নতি ও বিকাশ সাধন পক্ষে পদে পদে সাহায্য ও উৎসাহ দান করিত। পুরাকালে আর্য্য সমাজের প্রকৃতি এইরূপ ছিল বলিয়া বর্ত্তমানে এই ফল ফলিয়াছে যে, তাহার আধুনিকী হীন দশা সত্ত্বেও ধর্ম্ম জীবনের বিনাশ ও ধর্ম্মতেজঃ নির্ব্বাণ প্রায় হওয়াতেও ভারত ভূতলে এখনও একমাত্র স্থান, যেখানে জীবকে সর্ব্ববিধ পার্থিব সম্পর্ক হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ধর্ম্মভিত্তির উচ্চস্থানে স্থাপন করা উন্মাদের কার্য্য বলিয়া গৃহীত হয় না। ভূতলে ভারত এখনও এমন একমাত্র দেশ, যেখানে আকাশ ধর্ম্মভাবের সৌরভে আমোদিত ও যেখানে যাবতীয় বাহ্য সামগ্রী মানবাত্মাকে সংসার কারায় বদ্ধ না করিয়া উদ্ধারের পথে উন্নীত করিবার পক্ষে আনুকূল্য করিয়া থাকে।

আর্য্য জীবনের অত্যুচ্চ ধর্ম্মানুপ্রাণিত ভাব ব্যতীরেকেও অন্য একটি ভাব

রহিয়াছে, যাহার অনুশীলন বর্ত্তমান কালে অতীব প্রয়োজনীয়। অনন্য সরল ভাব, উচ্চনীতির অনুসরণ, আর্য্য চরিত্রের আদর্শ গুণ ছিল। যাঁহারা উত্তরকালে আর্য্য জীবনের ধর্ম্মভাবকে পুনরায় অঙ্কুরিত হইতে দেখিলে সুখী হইবেন, তাঁহাদিগের উচিত আর্য্যজাতির গুণাবলীর প্রতি আস্থা প্রকাশ করিবেন গৃহস্থের জীবনে সেই সমস্ত গুণের পুনরুত্থাপন কল্পে যত্নশীল হন।

ধর্ম্মভাব হইতে মাতা পিতা, শিক্ষক ও বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির প্রতি ভক্তি জন্মিয়াছিল। "দেবতা ভক্তি" গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনে প্রবাহিত হইয়া, মাতা পিতা, যাঁহারা স্থূল দেহ দান ও পোষণ করেন, গুরু, যিনি আভ্যন্তরীক জীবন দান ও পোষণ করিয়া দ্বিতীয় জন্ম দেন, বয়োবৃদ্ধ, যিনি বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা কনিষ্ঠের পথ দর্শক ও পুরাতত্ত্বের উপদেশক হয়েন, তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তিরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। আর্য্য বালকেরা শৈশবাবধি ভক্তিনম্র হইতে শিক্ষিত হইত; যদি ভারতীয় যুবকেরা পিতৃ পিতামহের মহতী ভক্তি হারাইয়া পাশ্চাত্য কিশোরদিগের অন্যায়, অবোধ, অবনীত ভাব অনুকরণ করিতে শিখে, তাহা ভারতের ভাগ্যে ভাবী অশুভের নিমিত্ত হইবে, সন্দেহ নাই!

ভক্তিভাব হইতে পরের প্রতি সৌজন্য জন্মিয়াছিল; ইহাতে আত্মমর্য্যাদা ও উপেক্ষিত হইত না। এই দাক্ষিন্যপূর্ণ সৌজন্য সকল বর্ণের লোকদিগের ব্যবহারে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছিল। যেরূপ ব্যবহারে জীবন চক্র অবাধে আবর্ত্তিত হইতে পারে ও যাহা অনাবশ্যক বলিয়া প্রতীত হয় না, এই সৌজন্য তাদৃশ ব্যবহারের আদর্শরূপে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তৎপরে আতিথেয়তার আবির্ভাব; অতিথি দেববৎ মাননীয়, মুক্ত হস্তে উদার চিত্তে এই আতিথেয়তারূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম অক্ষুণ্ণমনে সম্পাদিত হইত। আতিথেয়তার সহচরী দাতৃতাও আবির্ভূত হইয়াছিল। একের প্রচুর থাকিতে অন্যে অনাহারে মরিবে কি? এই দান রাজবিধির বলে দেয় বলিয়া দেওয়া হইত না, হৃষ্টচিত্তে প্রদত্ত হইত; কারণ গৃহস্থাশ্রমী সমাজের ভাণ্ডারিস্বরূপ গণ্য হইত, তাই সমাজের সন্তানেরা কখনই অভুক্ত থাকিত না। ভক্তি, সৌজন্য, আতিথেয়তা ও দাতৃতা, এই সমস্ত সদ্গুণে আর্য্য গৃহস্থাশ্রমী বিভূষিত হইয়া সুন্দর আদর্শ রূপে বিরাজমান ছিল।

কিন্তু এই সমস্ত গুণ ঈদৃশ মনোহর আর্য্য চরিত্র গঠনে কখনই উপযোগী হইত না, যদি সত্য-ভিত্তি প্রস্তরের ন্যায় তাহাদিগের মুলে পাতিত না থাকিত। আর্য্য সন্তান কখনই মিথ্যা বলিতে পারিত না; আর্য্য সন্তানের রসনা কখনই অনৃত্রে কলঙ্কিত হইতে পারিত না। প্রদত্ত বাক্যের প্রতি কঠোরনিষ্ঠা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সত্যপালন, ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা ও অলৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা উপদিষ্ট হইত। এই সত্যানুরাগ রূপ পরম ধর্ম্ম, (যদাভাবে ইতর ধর্ম্ম সমুদয় শুষ্ক ও নির্জীব হয়) আর্য্য জাতির জীবনে এতদুর মিশ্রিত হইয়াছিল যে অদ্যাপিও ভারতবর্ষের কোন কোন ক্রিয়া প্রণালী দেখিলে আমাদিগের সেই পূর্ব্বকালের কথা মনে হয়—যে সময়ে আর্য্য সন্তানের মুখের কথাই তাঁহার পক্ষে বন্ধন শৃঙ্খল হইত। হায়! এ কথা আজিকার পতিত আর্য্যসন্তানগণের পক্ষে অলিক বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। এক সময়ে সত্যপ্রিয়তা আর্য্য সন্তানের যেমন চরিত্রগত গুণ ছিল, আজি ভারতের কোন কোন স্থানে মিথ্যাপ্রিয়তা তেমনিই চরিত্রগত দোষ হইয়া উঠিতেছে। ঈশ্বর করুন আর্য্য বালকেরা বিশুদ্ধ সত্য রক্ষারূপ মহাব্রত হৃদয়ে ধারণ করুক; কারণ তাহারা বিদ্যা মন্দিরে, ব্যবহার ব্যবসায়ে বা রাজনৈতিক জগতে উজ্জল আলোকরূপে প্রতিভাত হইয়া স্বজাতির যত উপকার করিবে, একমাত্র সত্যব্রত প্রতিপালনে তদপেক্ষা অধিকতর উপকার করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

সাহস সত্যের সহচর; নির্ভীকতা আর্য্য চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ। নির্ভীকতার অপর মূর্ত্তি স্নেহবত্তা। যাঁহারা অন্যের হিংসা করেননা অন্য হইতেও তাঁহাদের ভয় নাই। পীড়া দেওয়া পীড়া ভোগের ভবিষ্যৎ স্থচনা মাত্র। বিধাতার বিশ্বব্যাপী বিধান অব্যর্থ সন্ধান করিয়া রহিয়াছে; পাপ করিলেই সমুচিত দণ্ড বিধান করিবে। অতএব "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" তাই আমরা ব্রাহ্মণের অভয় গুণের কথা পুস্তকে পাঠ করিয়া থাকি।

যদি ভারতবাসীদিগকে জাতি সমাজে মস্তক উত্তোলন করিতে হয়, ভারতের কনিষ্ঠ সন্তানদিগকে আপনাদিগের জীবনে সত্যনিষ্ঠারূপ আর্য্য চরিত্রের আদর্শের মূল ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। যে সমস্ত গুণের উল্লেখ করিলাম তাহা আর্য্য চরিত্রের সর্ব্ববাদি সম্মত গুণ ছিল। আর্য্য যুবকদিগের

চরিত্রে এই সকল গুণের পুনরুদ্রেক হইলে আর্য্য জাতিত্বের পুনর্গঠন হইবে। চরিত্র ভাগ্যের জনক, ভারতের ভাগ্য ভারতের চরিত্রের উপর নির্ভর করে। যে সমস্ত যুবকের হৃদয়ে জন্মভূমির প্রেম জলন্তরূপে বিরাজমান, তাঁহারা এ ক্ষেত্রে কর্ম্মপর হউন।—কেবল বিশুদ্ধ নীতির বেদিকায় দিব্য তেজঃ আপতিত হয় ও স্পৃহারূপি ইন্ধনকে জ্ঞানাগ্নি শিখায় পরিণত করে।

স্তুতিকুসুমাঞ্জলিঃ

গুরুপ্রণতিঃ

(১)

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরুব্রহ্মা গুরুবিষ্ণু বিধি বিশ্বেশ্বর
গুরুদেব মহেশ্বর শশাঙ্ক শেখর
গুরুই পরম ব্রহ্ম পূর্ণ অবতার
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার ॥১॥

(২)

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ

অখণ্ড অনন্ত এই বিশ্ব চরাচর
ব্যাপিয়া আছেন যিনি নিত্য নিরন্তর,
চরণ দেখান যিনি সেই দেবতার
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার ॥২॥

(৩)

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ নরের নয়ন,
জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় খুলেন যেজন,
দিব্যচক্ষু ফুটে উঠে প্রসাদে যাঁহার
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার ॥৩॥

(৪)

স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

স্থাবর জঙ্গম এই নিখিল ভুবন
সমস্ত ব্যাপিয়া সদা আছেন যেজন,
চরণ দেখান যিনি সেই দেবতার
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার ॥৪॥

(৫)

চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

বিশুদ্ধ চৈতন্যময় পরম ঈশ্বর
ব্যাপিয়া আছেন যিনি বিশ্বচরাচর,
চরণ দেখান যিনি সেই দেবতার
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার ॥৫॥

(৬)

সর্ব্বশ্রুতি শিরোরত্ন বিরাজিত পদাম্বুজঃ।
বেদান্তাম্বুজ সূর্য্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ

শ্রুতি স্মৃতি সর্ব্বশাস্ত্র শিরোরত্ন সার
সতত শ্রীপাদ পদ্মে শোভিছে যাঁহার

বেদান্ত সরোজ ফুটে দরশনে যাঁর
সেই জ্ঞানরবি গুরুপদে নমস্কার ॥৬॥

(৭)

চৈতন্যঃ শাশ্বতঃ শান্তো ব্যোমাতীতো নিরঞ্জনঃ।
বিন্দুনাদ কলাতীত স্তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

চৈতন্য স্বরূপ শান্ত সত্য সনাতন
ব্যোম তত্বাতীত যিনি নিত্য নিরঞ্জন,
নাদবিন্দু কলাতীত স্বরূপ যাঁহার
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার ॥৭॥

(৮)

জ্ঞান শক্তি সমারূঢ় স্তত্বমালা বিভূষিতঃ।
ভুক্তিমুক্তি প্রদাতা চ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

সমাসীন যিনি জ্ঞান শক্তির আসনে
বিভূষিত যিনি তত্বমালা বিভূষণে,
ভুক্তি মুক্তি লভে নর কৃপায় যাঁহার
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার ॥৮॥

(৯)

অনেক জন্ম সম্প্রাপ্ত কর্ম্মবন্ধ বিদাহিনে।
আত্মজ্ঞান প্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

জন্ম জন্মান্তর কৃত কর্ম্মের বন্ধন
আত্মজ্ঞান দানে যিনি করেন দহন,
পরিত্রাণ পায় নর করুণায় যাঁর
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার ॥৯॥

(১০)

শোষণং ভবসিন্ধোশ্চ জ্ঞাপনং সার সম্পদঃ।
গুরোঃ পাদোদকং সম্যক্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

বিন্দুমাত্র পাদোদক পরশিলে যাঁর
নিমিষে শুকায় ভব জলধি অপার,
প্রকাশিত হয় আত্ম তত্ত্বজ্ঞান সার
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার ॥১০॥

(১১)

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

প্রকৃতির তুচ্ছ হয় তুলনায় যাঁর
যিনি সর্ব্ব জপ তপ সাধনার সার,
যাঁর তত্ত্ব হ'তে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাহি আর
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার ॥১১॥

(১২)

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

আমার হৃদয় নাথ জগতের গুরু
মম গুরু বিশ্বনাথ বাঞ্ছাকল্পতরু,
মোর অন্তরাত্মা যিনি আত্মা সবাকার
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার ॥১২॥

(১৩)

গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরম দৈবতম্।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

গুরু সকলের আদি অনাদি ঈশ্বর
পরম দেবতা গুরু পূজ্য পরাৎপর,
যাঁহা হ'তে শ্রেষ্ঠতর কিছু নাহি আর
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীগুরুগীতান্তর্গতে গুরুমাহাত্ম্যে গুরুপ্রণতিঃ সমাপ্তা।

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান

জড়বাদ বিরোধী।

—:×:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আজ কাল বিজ্ঞান জড় প্রকৃতির এরূপ অনেক গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করিতেছে যাহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে জড় পদার্থ সমূহেও চৈতন্য অনুস্যূত রহিয়াছে। একখণ্ড ধাতু বা প্রস্তরের একটী জীবনীশক্তি আছে এবং এই শক্তিই সেই ধাতু বা প্রস্তর খণ্ডের বাহ্য প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। একখণ্ড Crystal * লইয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে উহা একটী সুন্দর জ্যামিতিক আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এই জন্যই Plato বলিয়াছেন "Geometrizes" উদ্ভিজ্জগতে এই শক্তি আরও স্ফুটতর হইয়াছে। একটী বৃক্ষশাখা লইয়া দেখ দেখিতে পাইবে যে পত্রগুলি সকলই যথাযথ স্থানে স্থাপিত আছে, যেন সকলেই কি একটী নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতেছে। Engineerগণ প্রায়ই দেখিতে পান যে কোন একটী কল কিছুদিন ধরিয়া অবিশ্রান্তরূপে কার্য্য করিলে সেই কলের চাকা প্রভৃতি 'ক্লান্ত' (Fatigue of metals) হইয়া পড়ে। ইহা প্রায়ই দেখা যায় যে কিছুদিন কার্য্য করিয়া তাহা এক প্রকার অক্ষম হইয়া পড়ে। অনেকটা যেন ক্লান্ত ঘোটক বা শ্রান্ত মনুষ্যের ন্যায় হয়। তখন ইহাকে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম করিতে দেওয়া যায়। ইহা সম্পূর্ণই থাকে; কোনরূপ মেরামতের আবশ্যক হয় না। বিশ্রামের পর ইহা পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্য করে। তবেই দেখা যাইতেছে যে জড় পদার্থেরও ক্লান্তি আছে, জড় পদার্থেরও বিশ্রাম আবশ্যক। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে যাহাকে জড় পদার্থ বলি অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে তাহারও জীবন আছে।

* লবণ সোরা মিছরি প্রভৃতির যে দানা বাঁধে তাহাকে Crystal বলে

রাসায়নিক পণ্ডিতগণ বলেন যে জৈব রসায়নের (Organic Chemistry) তত্ত্বান্বেষণে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই দেখিতে পাওয়া যায় যে Organic- এবং Inorganic রসায়নের মধ্যে বাস্তবিক বিশেষ প্রভেদ কিছুই নাই। যে সকল জৈবিক পদার্থ কেবল প্রাণী দেহোৎপন্ন বলিয়াই পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল তাহাদিগের ভিতর অনেকগুলিই বিগত শতাব্দীর মধ্যে রসায়নিকপণ্ডিতগণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারাপ্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা বলেন যে জীবন যে জড় পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র একটা কোন অভিনব পদার্থ তাহা নহে, কতকগুলি জড় পদার্থের রাসায়নিক সংযোগেই জীবনী শক্তির উৎপত্তি। রাসায়ন শাস্ত্রবিদেরা এইরূপে জড় চেতনের পার্থক্য লোপ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। জগতের চৈতন্য যে এক অনন্ত অদ্বিতীয় চৈতন্যের মহোৎস হইতে প্রবাহিত হইতেছে, জগতের জীবন যে সেই মহাজীবনের স্ফুলিঙ্গ মাত্র রাসায়নিক পণ্ডিতেরা সে মহাসত্য ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু অল্পদিন হইল একটী রাসায়নিক সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এখন রাসায়নবিদ্ তাহার পূর্ব্বের ভ্রম কিঞ্চিৎ বুঝিয়াছে। ইহা দেখা যায় যে কোন একটী মৌলিক পদার্থ (Element) কখন কোন ধাতব পদার্থের সহিত রাসায়নিক সংযোগে মিলিত হইয়া আছে আবার কখনও উদ্ভিদ্ বা প্রাণীদেহে সংযুক্ত হইয়া আছে। এবং যদিও দুই অবস্থাতে সেই একই দ্রব্য রহিয়াছে তথাপি সেই দ্রব্যের পরমাণু সকল এই দুই বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপ আচরণ করে। মনে কর অঙ্গারক (Carbon) এই দ্রব্য। ইহা অনেক ধাতব পদার্থেও রহিয়াছে এবং উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদেহেরও ইহা অংশীভূত। কিন্তু এই দুই অবস্থাতে ইহার আচরণ এক প্রকার নহে। প্রথম অবস্থাতে ইহার অন্য মৌলিক পদার্থের সহিত মিলিত হইবার ক্ষমতা (Combining power) বড়ই সীমাবদ্ধ। তখন ইহা কেবল চারি পরমাণু হাইড্রোজনের সহিত মিলিত হইতে পারে অর্থাৎ ইহার Combining power ৪ কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থাতে ইহার সংযোগ শক্তি (Combining power) অনেক পরিবর্ত্তন হয় এবং ইহা নিজের সহিত মিলিত হইয়া অনেকানেক যোগিক পদার্থ (Compounds) উৎপাদন করে। ইহার সংযোগ শক্তি এই দ্বিতীয় অবস্থাতে বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। অঙ্গারকের Carbon) এই অবস্থা কিন্তু খনিজ জগতে (Mineral World) কুত্রাপি দেখিতে

পাওয়া যায় না। ইহা স্পষ্টই বুঝাযাইতেছে যে খনিজ জগত হইতে উদ্ভিদ্ বা প্রাণীজগতে আগমন কালে অঙ্গারক পরমাণুর আভ্যন্তরিক জীবনের পরিবর্ত্তন ঘটে—প্রত্যেক পরমাণুর জীবনী শক্তি অধিকতর বিকাশ প্রাপ্ত হয়। রাসায়ন এতদিনে এই সত্য আবিষ্কার করিল। আর বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋষিপদপ্রান্তে বসিয়া আমরা শিখিয়াছি যে একটী ক্ষুদ্রতম পরমাণুও এই অসীম বিশ্বজীবনের একটী ক্ষুদ্র অংশ এবং সেই ক্ষুদ্র পরমাণুও এই মহাজীবন প্রণোদিত। এখন আমরা রাসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে বিশদরূপে প্রমাণ করিতে পারি যে প্রত্যেক পরমাণুরই জীবন আছে, সমগ্রসৃষ্টিই চৈতন্যময় এবং সেই পরমাণুজীবনের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হইতেছে। এক বিশাল চৈতন্য অনুপ্রণতি অসীম সৃষ্টি, মহাজীবনোদ্বোধিত অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডল যে আর্য্য ঋষিগণের দিবাস্বপ্ন নহে বিজ্ঞান এতদিনে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর বুঝিতেছে যে রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া দ্বারা জীবনী শক্তি উদ্ভূত হইতে পারে না এবং রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক শক্তি সকল (Electrical & Chemical affinities) জীবনী শক্তির নিত্য সহচর মাত্র উহার উৎস নহে। জড়বাদীগণের প্রধান ভরসা রসায়নশাস্ত্র ও এইরূপে জড়বাদের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইতেছে।

বিজ্ঞানের আধুণিক আবিষ্কার সকল প্রায়ই তড়িৎ (Electricity) সম্বন্ধীয় কিছু দিন হইল বিজ্ঞান Thought ও Electricityর নিকট সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়াছে এবং প্রমাণ করিয়াছে যে আমাদিগের মস্তিষ্কে এমন একটী পদার্থ সম্বর্দ্ধিত হইতে পারে যাহাদ্বারা আমরা তড়িত্তরঙ্গ (Electric Vibration) সম্যক্ অনুভব করিতে সমর্থ হইতে পারি। আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলা যাউক। তোমার সম্মুখের আলোকটী তুমি কিরূপে দেখিতে পাইতেছ? আলোকরশ্মি সকল Etherএর তরঙ্গ তুলিয়াছে ; তোমার দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর সেই তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাত হইয়া সেই স্থানের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশও সেই সঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতেছে। এই জন্যই তুমি এই আলোকটী দেখিতে পাইতেছ। যখনই Etherএ এইরূপ তরঙ্গ হয় তখনই তোমার দর্শনেন্দ্রিয়ের কতকগুলি ক্ষুদ্র অংশ সেই তরঙ্গের সহিত কম্পিত হইতে থাকে এবং তুমি আলোক অনুভব কর। কিন্তু আলোকতরঙ্গ হইতে

ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর এরূপ অনেক ইথারতরঙ্গ আছে যাহা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নয়। অতএব যেখানে কেবল অন্ধকার অনুভব করিব, পুনরায় মনে কর যে মস্তিষ্কের যে সকল অংশ সম্যক্‌রূপে পরিবর্দ্ধিত হইলে বিদ্যুৎতরঙ্গ (Electric Vibration) অনুভব করিতে সমর্থ হওয়া যাইতে পারে সেই সকল অংশ আবশ্যকমত পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে কিন্তু আমরা দর্শনেন্দ্রিয় বিহীন হইয়াছি। তাহা হইলে এই কামরা ইথারের আলোক তরঙ্গে পরিপূর্ণ থাকিলেও আমাদিগের নিকট কেবল ঘোর অন্ধকারময় বোধ হইবে। তখন আর আলোক অনুভূত হইবে না। কিন্তু এই কামরার অপরপার্শ্বে যদি একটী তড়িৎ উৎপাদক কল রাখা থাকে তাহা হইলে আমরা তড়িত্তরঙ্গ সকল স্পষ্টই অনুভব করিতে সক্ষম হইব। ইন্দ্রিয়মার্গ ব্যতিরেকে বাহ্যজগতের কিছুই আমাদের চৈতন্য গ্রাহ্য হইতে পারে না। আমরা যদি দর্শনেন্দ্রিয় বিহীন হইতাম অথচ তড়িত্তরঙ্গ অনুভব করিতে সক্ষম হইতাম তাহা হইলে এই যে স্বচ্ছ বায়ু সমুদ্র আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে তাহা আর স্বচ্ছ বলিয়া অনুভূত হইত না, কিন্তু এক খণ্ড রূপার তার দেখিলে মনে হইত যে যেন একটা নিরেট পদার্থের ভিতর দিয়া একটী সরু নল চলিয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দিকের বায়ু একটী নিরেট পদার্থ বলিয়া মনে হইত, কিন্তু রূপা তড়িতের উত্তম পরিচালক (Conductor) বলিয়া রূপার তারটী একটী নলের ন্যায় বোধ হইত। এখন বুঝিতেছ কি বিজ্ঞান ক্রমে ক্রমে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতেছে? সভ্য জগতের নিকট বিজ্ঞান এখন প্রচার করিতেছে যে যাহাকে আমরা জগৎ বলি তাহা আর কিছুই নহে কেবল আমাদের চৈতন্যের উপর সেই অণোরণীয়াং মহতো মহীয়ান্ অনাদি অনন্ত পুরুষের একটু অসম্পূর্ণ অস্ফুট প্রতিবিম্বমাত্র। স্বপ্নেও কি ভাবিয়াছিলে যে যে বিজ্ঞান জড়জগৎ লইয়াই ব্যস্ত, যে বিজ্ঞান জড়প্রকৃতির আরাধনায় প্রকৃতি জীবন সেই মহাচৈতন্যকে ভুলিয়া গিয়াছিল সেই বিজ্ঞান কালে আবার মায়াবাদের পুনঃপ্রচার করিবে, সেই বিজ্ঞান আবার সভ্যজগতের সমক্ষে বলিবে যে জগতের কৈশোরে পঞ্চনদ তটে বসিয়া নীল আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া আর্য্য ঋষিগণ যে অপূর্ব্ব সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন, যে অপূর্ব্ব দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই দর্শনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন? বিজ্ঞান এইবার বুঝিতে আরম্ভ

করিয়াছে যে তাহার আরাধ্যা প্রকৃতি কেবল মোহমাত্র। ধীরে ধীরে এই রূপে কিছু দিন এই সত্যের অনুসন্ধানে অতিবাহিত করিয়া বিজ্ঞান সেই বিশ্ব জীবনের উৎস পানেই ধাবিত হইবে।

বহু দিন ধরিয়া মনোভাব পরিচালন (Thought transference) কেবল প্রতারণা বলিয়া বৈজ্ঞানিক জগতের বিশ্বাস ছিল! নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করা অপেক্ষা অপরকে প্রতারক বলা বেশ সহজ। কিন্তু আজ কাল বিজ্ঞানবিদ্‌গণ Thought transferenceএর বৈজ্ঞানিক অস্তিত্ব ও সত্যতা প্রতিপাদনে যত্নবান হইয়াছেন এবং অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। মনোভাবের সৃজনকরী ক্ষমতা আছে। মনোভাব হইতেই রূপের (form) উৎপত্তি ("Thought is a form producing force") ব্রহ্মা মনোমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন আর সেই চিন্তাবলে জগৎ সৃষ্টি হইল। বিজ্ঞান এতদিনে একটু একটু করিয়া এই সকল শিক্ষা করিতেছে! Prof. Lodge কতকগুলি (experiment) পরীক্ষা করিয়া সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে এক ব্যক্তির মনোভাব কোনরূপ বাহ্য উপায় ব্যতিরেকেও অন্য ব্যক্তির মনোমধ্যে পরিচালিত হইতে পারে। Psychical Research Society নামে একটী বেশ গণ্যমান্য সভা আছে। এই Society ও কিছু দিন হইল মনোভাব পরিচালন (Thought transference) সম্বন্ধে কতকগুলি পরীক্ষা করিয়াছে। এই সভার এক জন সভ্য W. Padmore লিখিত পুস্তকে এই সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য সকলই বিবৃত হইয়াছে; এবং এই সকল প্রমাণ এখন এতই সম্পূর্ণ বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে যে বৈজ্ঞানিক জগতে আর কেহই Thought transferenceএর অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে সাহসী হন না।

১৮৯৩ সালে Prof. Lodge বলিয়াছিলেন যে Thought transference সম্বন্ধে তাঁহার আর কোনরূপ সন্দেহই নাই; কিন্তু ইচ্ছাশক্তি বলে যে দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে ইহা সহজে বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না? ১৮৯৪ সালে একটী অতি ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর তিনি এই সম্বন্ধে কতকগুলি Experiment করিয়া আশাতীত ফল লাভ করেন এবং ইচ্ছাশক্তির আশ্চর্য্য ক্ষমতায় সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে সমর্থ হন। কিন্তু Lodge

মানবমানসের এই অনৈসর্গিক ক্ষমতার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই ; তিনি অনুমান করেন যে কোন কোন ব্যক্তির জীবনীশক্তির প্রসার (Expansion of vital energies) তাহাদিগকে সুদূরস্থিত ব্যক্তি বা দ্রব্যাদির উপর ক্ষমতাচালনে সক্ষম করে। কিন্তু এই প্রসারণই বা কিরূপ এবং কিরূপেই বা এই ক্ষমতা চালনা করা যায় সে বিষয়ে তিনি কিছুই বলিতে পারেন না। কিন্তু ভারতের পুরাতন জ্ঞানসাগরের অমৃতবারি যদি তিনি কিছুমাত্রও পান করিতেন তাহা হইলে জানিতেন যে কেবল স্থূলশরীর (Physical body) ব্যতিরেকে মানবের আরও অন্যান্য শরীর আছে এবং স্থূল শরীরে কার্য্যকালে স্থূল উপায়ের দ্বারা চৈতন্য যে সকল কার্য্য করিতে সক্ষম হয় সূক্ষ্মশরীরে কার্য্যকালে সেই সকল স্থূল উপায় ব্যতীরেকেও চৈতন্য সেই সকল কার্য্য করিতে সমর্থ। ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কী যখন একটী দ্রব্য কামরার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে লইয়া গিয়াছিলেন তখন অনেকে তাঁহাকে প্রতারক বলিয়াছিল কিন্তু চারি বৎসর অতীত হইতে না হইতেই সভ্য-জগতের সমক্ষে বিজ্ঞান সেই প্রতারণা প্রমাণ ও বিশ্বাস করিল।

যতই অগ্রসর হইতেছে বিজ্ঞান যে ততই জড়বাদের বিরোধী হইয়া উঠিতেছে তাহার এইরূপ আরও অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। বিজ্ঞান এখন মেস্মেরিস্ম্ বিশ্বাস করে। ফ্রান্স এবং ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে আজকাল এরূপ দেখা যায় যে কোন কোন অপরাধীকে তাহাদিগের অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ সেই অপরাধ করিবার সময় সে স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না, স্বপ্নাবস্থায় (Hypnotic) ছিল। এইরূপে এক ব্যক্তি যে অন্যের মনের উপর প্রভূত ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারে বিজ্ঞান এখন তাহা বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বুঝিয়াছ কি বিজ্ঞান কোন পথে অগ্রসর হইতেছে ? অচিরে জড় উপাসক বিজ্ঞান প্রচার করিবে যে মনই সৃষ্টির পিতা, মন হইতেই জগতের উৎপত্তি, যে জড়জগতের প্রত্যেক কার্য্যকলাপের পশ্চাতে সেই মহাচৈতন্য নিরন্তর বিরাজ করিতেছে, যে মনোভাব সকল (Thought Forces) নানারূপ আকারে বাহ্যজগতে জন্মগ্রহণ করে এবং সেই অনাদি পুরুষের মনোভাবের অভিব্যক্তিতেই এই বিশ্বের সৃষ্টি। এবং মনুষ্যের মন ও সেই বিশ্বপতির মন

স্বরূপতঃ একই জিনিস; এই জন্যই মানব কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে মানসিক ক্ষমতাবলে সে জড়জগতকে পরিচালিত, গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে সক্ষম হয়। এখন বোধ হয় পাঠক বুঝিতেছেন যে, পুরাণোল্লিখিত সৃষ্টিকর্ত্তা কবি-কল্পনাপ্রসূত স্বপ্নবার্ত্তা নহে। মানসিক শক্তিই বাস্তবিক শক্তি এবং ধীর গভীর চিন্তাতেই মানবের উচ্চতম শক্তি সকল বিকসিত হয়। একাকী নিমীলিত নেত্রে নিস্পন্দভাবে বসিয়া যোগী গভীর চিন্তা ও প্রবল মনোভাবের স্রোতে জগতের যে মঙ্গল সাধিত করেন শত শত রাজনীতিবিদ্‌গণেরও তাহা দুঃসাধ্য। এই চিন্তা ও মনোভাবের উপর জাতীয় জীবন অনেকটা নির্ভর করে।

এ কার্য্য কেবল যে যোগীরই নহে; তোমার আমারওবটে। আমাদিগের প্রত্যেকের মনোভাব সকল সূক্ষ্মজগতে গিয়া নানারূপ আকার ধারণ করিয়া অন্যান্য ব্যক্তির জীবন ও মনে সংক্রামিত হইতেছে; এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ম্মিত হইতেছে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া যদি আমরা প্রত্যেকে কিছুক্ষণ ধরিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ চিন্তা করি, যদি পবিত্র অন্তঃকরণে সংগ্রহচিত্তে ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ভারতজীবনের পুনরুত্থান কামনা করি তাহা হইলে সূক্ষ্ম জগতে ক্রমে এরূপ একটী শক্তি উৎপাদিত হইবে যাহা অচিরে জাতীয় জীবন সমুন্নত করিবে—ভারত আবার সোনার ভারত হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

বৌদ্ধ জাতকমালা

(১)

বেশান্তর-উপাখ্যান।

পুরাকালে রাজকার্য্যপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় সৌর্য্যবীর্য্য সম্পন্ন নীতি-বেত্তা ও বিনয়ী সঞ্জয় নামে শিবিদিগের এক রাজাছিলেন। তিনি বেদত্রয়

ও পরমার্থ তত্ব সম্যক রূপে শিক্ষা করেন এবং বহুদর্শী বর্ষীয়ান ও পূজ্যপাদ সাধু সন্ন্যাসীদিগের প্রতি সর্ব্বদা সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার সুশাসনে স্বধর্ম্ম কর্ম্মানুরক্ত প্রজাবর্গ নিরুদ্বেগে শান্তি সুখে বাস করিত।

তাঁহার ধর্ম্মোন্নতি ও গুণগরিমায় রাজশ্রী সাধ্বীকুল ললনার ন্যায় কেবল তাঁহাতেই অনুরক্ত ছিলেন এবং সিংহের গুহা যেমন অন্য পশুদিগের অনধিগম্য, সেইরূপ রাজলক্ষী অন্যান্য নৃপতি বৃন্দের দুর্লভ হইয়াছিল।

তপঃশীল, বিজ্ঞানবিৎ এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট সদা সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন এবং তিনিও তাঁহাদের সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষরূপ মান্য প্রদর্শন করিতেন। কালক্রমে রাজা সর্ব্বগুন সম্পন্ন বেশান্তর নামক পুত্রকে যৌব রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুবরাজ তরুণ বয়স্ক হইয়াও সৌম্যভাবাপন্ন, তেজস্বী হইয়াও ক্ষমাশীল ও প্রশান্ত স্বভাব, বিদ্বান হইলেও জ্ঞানগর্ব্ব রহিত, পরাক্রমশালী ও রাজশ্রী সম্পন্ন হইয়াও নিরহঙ্কার ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ দিগ্‌দিগন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল ও তাঁহার ত্রিভুবনব্যাপী যশঃ-প্রভা, চন্দ্রালোকে নক্ষত্ররাজির ন্যায় অন্যান্য নৃপতিবর্গের যশঃম্লান করিয়া-ছিল। তাঁহার হৃদয় কারুণ্য পূর্ণ ছিল। মানবগণের দুঃখ ও দুর্দ্দশা তাঁহার পক্ষে একান্ত অসহনীয় হওয়াতে তিনি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া দান ধর্ম্মাদি দ্বারা তাহাদের দুঃখ মোচনে যত্নবান হইতেন। ফলতঃ তিনি প্রতিদিন সমাগত ভিক্ষুবর্গকে অকাতরে প্রার্থনাতিরিক্ত অর্থ প্রদান পূর্ব্বক সুমিষ্ট প্রিয় বচন দ্বারা তাহাদিগের প্রীতি উৎপাদন করিতেন। প্রতি পর্ব্ব দিবসে সংযত ও স্নাত হইয়া শুক্ল ক্ষৌম বসন পরিধান পূর্ব্বক তিনি হিমগিরি সন্নিভ মদলেখালঙ্কৃত সুলক্ষণ যুক্ত, তেজস্বী এবং সুসজ্জিত গজেন্দ্র পৃষ্ঠে আরোহন করিয়া নগরের চতুর্দ্দিকস্থ অতিথিশালা সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, ক্ষুৎপিপাসা কাতর ভিক্ষুকগণের ক্লেশ দুরীকরনার্থে তিনি সেই সকল অতিথিশালা নগরের স্থানে স্থানে নির্ম্মাণ করেন। এইরূপ ভাবে ভ্রমন করিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিতেন। দিন দিন তাঁহার দানপ্রিয়তা এত দুর বৃদ্ধি পাইয়া-ছিল, যে গৃহ সঞ্চিত প্রভৃত অর্থরাশি যখন ভিক্ষুকদিগকে অকাতরে দান করিতেন, তখনই তিনি বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেন। ক্রমে ক্রমে ভিক্ষুগণ আশাতিরিক্ত অর্থলাভ পূর্ব্বক প্রহৃষ্টমনা হইয়া চতুর্দ্দিকে যুবরাজের

দানশীলতার কথা প্রচার করিতে লাগিল। একদা নিকটস্থ প্রদেশের জনৈক নৃপতি ইহা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যে, বৈশান্তর যখন অর্থীর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন না, তখন অতি সহজেই তাঁহার নিকট অত্যুৎকৃষ্ট হস্তীটী লাভ হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে তিনি জনৈক ব্রাহ্মণকে উক্ত কার্য্যে প্রেরণ করিলেন।

তদনন্তর একদিন যখন বৈশান্তর তাঁহার অতিথিশালা সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতে ছিলেন, ব্রাহ্মণগণ তাঁহার মনের প্রফুল্লতা দেখিয়া, হস্ত উত্তোলিত করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি হস্তীর গতিরোধ করিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগের আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন—আপনার ত্রিভুবনবিখ্যাত দানশীলতার কথা শুনিয়া আমরা ভিক্ষার্থে আসিয়াছি। আমাদিগকে আপনার ঐ কৈলাস শিখরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, মৃদুমন্দগামী হস্তীটী প্রদান করিয়া যাবতীয় লোকের বিস্ময় উৎপাদন করুন। এই কথা শুনিয়া বোধিসত্ব অতিশয় আনন্দিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এতদিন পরে আমি ভিক্ষুদিগের এবংবিধ অস্বাভাবিক প্রার্থনা দেখিতেছি। ফলতঃ ব্রাহ্মণদিগের এই হস্তী লাভের প্রয়োজন কি? নিঃসন্দেহ কোন রাজা লোভী ও ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া এইরূপ কৌশল প্রকাশ করিয়াছে। যাহা হউক, সেই রাজা যশ ও ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া এরূপ উদ্যত হইয়া আমারই হিতসাধন করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে নিরাশ করিতে ইচ্ছা করি না। এই স্থির করিয়া মহাত্মা বৈশান্তর হস্তী পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কাঞ্চন ভৃঙ্গার উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করুন"। কেবল পার্থিব বিষয়ে রাজনৈতিক শাস্ত্রাদি মর্য্যাদানুযায়ী হওয়া উচিত, তথাপি কেবল ধর্ম্মানুরাগে তিনি হস্তীটী দান করিয়াছিলেন রাজনীতির অলীক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সঙ্কুচিত হন নাই। সুবর্ণ আস্তরণ শোভিত বিদ্যুদ্দামবিরাজিত শারদীয় অভ্ররাশির ন্যায় গজেন্দ্র প্রদান করিয়া রাজপুত্র অতীব আনন্দিত হইলেন, কিন্তু নগরবাসীরা ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, কারণ তাহারা কেবল রাজনৈতিক জ্ঞানের পক্ষপাতী। ক্রমে ক্রমে হস্তী প্রদানের কথা নগরবাসীদিগের কর্ণগোচর হইবা মাত্র শিবিদিগের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, মন্ত্রীবর্গ, যোদ্ধৃবর্গ এবং পৌর মুখ্যগণ ক্রোধে উন্মত্ত

হইয়া কোলাহল করিতে করিতে সঞ্জয় রাজার সমীপে উপস্থিত হইলেন। অতিশয় ক্রোধবশতঃ তাঁহারা রাজাকে যথোচিত অবহেলা করিয়া উদ্ধত ভাবে বলিতে লাগিলেন। মহারাজ! আপনার রাজশ্রী লুপ্ত প্রায় দেখিয়াও কি হেতু উপেক্ষা করিতেছেন। রাজ্যের এবংবিধ অনিষ্ট সংঘটন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা আপনার ন্যায় মহাত্মার উপযুক্ত নহে। রাজা অকস্মাৎ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কি হইয়াছে?" মহারাজ, কি ঘটনা হইয়াছে আপনি কি তাহা জানেন না?

যে মহামূল্য মাতঙ্গের দানবারিস্মরণজনিত সুমিষ্ট মুখগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া গুঞ্জনকারী ভ্রমর দল মত্ত হইয়া পড়ে এবং যাহার মুখগন্ধ দ্বারা বায়ু সুগন্ধি হইয়া অন্যান্য উদ্ধত হস্তীগণের মদক্ষরণ জনিত দুর্গন্ধ অনায়াসে দূর করে, যাহার তেজস্বিতায় আপনার প্রবল প্রতাপান্বিত শত্রুগণ হীন বল ও হতসর্ব্ব হয়, আপনার সেই মূর্ত্তিমান জয়শ্রী স্বরূপ গজেন্দ্র, যুবরাজ ব্রাহ্মণ ভিক্ষুদিগকে দান করিয়াছেন। মহারাজ! অবধান করুন, গো, সুবর্ণ, বসন, ভোজ্য বস্তু এই সকলই ব্রাহ্মণকে দান করিবার উপযুক্ত দ্রব্য, কিন্তু যাহার উপর জয়শ্রী নির্ভর করিতেছে, এরূপ গজেন্দ্র দান করা অতিরিক্ত বদান্যতার পরিচায়ক। রাজ-নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে রাজলক্ষ্মী কিরূপে প্রসন্ন হন? এই সকল বিষয়ে আপনার ঔদাসিন্য অনুচিত, কারণ ইহাতে আপনার শত্রুদিগের আনন্দ বৃদ্ধি হয়। ইহা শুনিয়া পুত্রবৎসল রাজা তাহাদের উপর যথোচিৎ অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু কার্য্যানুরোধে শিবিদিগের সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন। আমি জানি বৈশ্বান্তর অতিরিক্ত দানশীল হইয়াছে। ইহা রাজনীতির নিয়ম বহির্ভূত এবং যে ব্যক্তির উপর রাজ্যভার ন্যস্ত হয়, তাহার এরূপ কার্য্য অবৈধ। কিন্তু যখন বৈশ্বান্তর সামান্য পদার্থের ন্যায় হস্তীটী দান করিয়াছে, তখন কে তাহা প্রত্যাহরণ করিবে? তবে বৈশ্বান্তর যাহাতে এরূপ সীমা বহির্ভূত দান না করে, আমি তাহার উপায় করিব। অতএব তোমরা ক্রোধ সংবরণ কর। শিবিগণ কহিলেন, মহারাজ, কেবল এরূপ করিলে চলিবে না—শুদ্ধ নিন্দাচ্ছলে বুঝাইলে বৈশ্বান্তর বুঝিবেন না। সঞ্জয় কহিলেন, তবে উপায় কি? আমি জানি বৈশ্বান্তরের পাপকার্য্যে কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। তাহার চিত্ত সদা সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্মে অনুরক্ত। যাহা হউক তোমরা ক্রোধ পরিত্যাগ

কর। ভবিষ্যতে তাহাকে এরূপ কার্য্য হইতে নিবারণ করিব। শিবিগণ ইহাতেও শান্ত না হইয়া রাজাকে বলিতে লাগিল, মহারাজ আপনার পুত্রের প্রাণদণ্ডে বা কারাদণ্ডে কে সুখী হইবে? তবে আমাদের অভিপ্রায় এই যে, বৈশ্বান্তর স্বভাবতঃ কোমল হৃদয় ও দয়াশীল, ধর্ম্মকার্য্যে তাঁহার জীবন উৎসর্গীকৃত, তিনি দুর্ব্বহ রাজ্যভার বহন করিবার উপযুক্ত নহেন। তেজস্বী সমর-কুশল ও ত্রিবর্গসাধন নিপুণ ব্যক্তিই রাজসিংহাসন পাইবার যোগ্য, অন্য কেহ উপযুক্ত নহে। আপনার পুত্র অতিশয় ধর্ম্মানুরাগী ও সংসারনীতি নিরপেক্ষ, অতএব তাঁহার পক্ষেই তপোবন বাসই শ্রেয়ঃ। নৃপতিগণ দুর্নীতির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে প্রজাবর্গ তাহার ফল ভোগ করে। অতএব, মহারাজ, আর অধিক কথার প্রয়োজন নাই; আপনার রাজশ্রীর অবনতি দেখিতে অপারগ হইয়া আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি যে, যুবরাজ সিদ্ধপুরুষদিগের আবাসভূমি বঙ্কগিরিতে গমন করিয়া তপশ্চয়ণ করুন।

ক্রমশঃ

শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

জীবন-রহস্য।

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমার জন্মস্থান এই কলিকাতা নগরেই। আমি অতি বাল্যকাল হইতেই ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমার যখন চৌদ্দ বৎসর বয়স, আমি তখন সুখ্যাতির সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্র্যান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করি। আমাদের সংসারিক অবস্থা খুব সচ্ছল না হইলেও আমি আমার বৃত্তির টাকাতেই প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। দুই বৎসর পরে এল, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম; কিন্তু এবারে আর বৃত্তি প্রাপ্ত হইলাম না। আমার এ অবস্থায় আর

প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠ করিবার সুবিধা থাকিল না, আমাকে বাধ্য হইয়া অন্য কলেজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। আমি বিকোর্সে অর্থাৎ বিজ্ঞান বিভাগে বি, এ, পড়িতে লাগিলাম। আমার বরাবরই বিজ্ঞানের উপর বড়ই ভক্তি ছিল, আমাদের পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত আমি স্বয়ং বাছিয়া বাছিয়া অনেক বিজ্ঞানের পুস্তক পাঠ করিতাম ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতাম। আমার এই প্রকার বিজ্ঞানালোচনার ফল এই হইয়াছিল যে, আমি একজন ঘোর প্রত্যক্ষবাদী (Materialist) হইয়া উঠিলাম। আমি মনে মনে ভাবিতাম "যাহা কোনও প্রকারে আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, সেরূপ কোন পদার্থের অস্তিত্ব একবারে অসম্ভব। যাহা চক্ষে দেখিতে পাইলাম না, কিম্বা অন্য কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহার সত্তা অনুভব করিতে পারিলাম না, সেরূপ পদার্থ কি কখনও থাকিতে পারে? আমার এইরূপ বিশ্বাসের ফলে আমি ঘোরতর নাস্তিক হইয়া উঠিলাম। আমার এই নাস্তিকতার জন্য আমাদের পুরাণোক্ত দেবদেবী এবং ঈশ্বরের কথা আমার নিকট বাতুলের প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই বোধ হইল না।

আমি এক বৎসর বি, এ, ক্লাসে না পড়িতে পড়িতেই পূজনীয় পিতাঠাকুর আমাদিগকে কাঁদাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। আমি শৈশবেই মাতৃ-হীন হইয়াছিলাম, সুতরাং এক্ষণে সংসারে এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ব্যতীত আর আপনার বলিতে কেহই রহিল না। ভগিনীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার সন্তানাদি লইয়া নিজস্বামীগৃহেই অবস্থিতি করেন। ভগিনীপতির অবস্থা তত ভাল নহে, তিনি কোনও সওদাগরী আফিসে কেরাণীর কর্ম্ম করিয়া অতি কষ্টে সংসার নির্ব্বাহ করেন। আমি উপায়ক্ষম হইলে ভগিনীর কষ্টের লাঘব হইবে তিনি এই আশাতেই আমার মুখ চাহিয়াছিলেন।

আমার পিতার মৃত্যুতে আমাকে বাধ্য হইয়া লেখাপড়া ত্যাগ করিতে হইল। পৈতৃক বিষয়াদি যাহা ছিল, আমার পূজনীয় খুল্লতাতেরা আমায় বোকা বুঝাইয়া সমস্তই আত্মসাৎ করিলেন। আমি বাধ্য হইয়া চাকরির অন্বে-ষণে বাহির হইলাম। কিছু দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেক কষ্টে একটী চাকরীর জোগাড় হইল, কিন্তু এই চাকরী কলিকাতায় নহে। আমার প্রভু আমাকে আদেশ করিলেন যে, আমাকে উত্তরপশ্চিম প্রদেশস্থ মুশৌরী নগরে যাইয়া

তাঁহার তৎস্থানস্থ ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। আমার দূরদেশগমন শ্রবণ করিয়া ভগ্নী কিছুতেই আমার এই কর্ম্মগ্রহণে রাজী হইলেন না। কিন্তু যখন বুঝাইয়া দিলাম যে শত চেষ্টা করিলেও কলিকাতাতে চাকরী হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন বাধ্য হইয়া ভগ্নী আমার মুশৌরী গমনে সম্মতা হইলেন। আমার মনিবের নিকট সমস্ত বুঝিয়া লইয়া এবং ভগ্নী ও ভগ্নীপতি এবং ভাগিনেয়দিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া উদাস মনে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে রাত্র ৯টার সময় কলিকাতা ত্যাগ করিলাম। হাবড়া ষ্টেশনে গাড়িতে উঠিয়াই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রার আবেশ হইল; আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। আমাদের গাড়ী কখন হাবড়া ষ্টেশন ত্যাগ করিল, কিছুই জানিতে পারিলাম না। আমি যে দিন কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাই, সে দিন শনিবার। রবিবার সমস্ত দিনরাত্র গাড়ীতেই অতিবাহিত করিলাম, সোমবার প্রাতঃকালে পুণ্যক্ষেত্র হরিদ্বার তীর্থে উপস্থিত হইলাম। আর একটী ষ্টেশনে পৌঁছিলেই ট্রেণের নিকট বিদায় গ্রহণ করা যায়। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে রেল লাইনের শেষ ষ্টেশন ডেরাডুন্ নগরে পৌঁছিলাম। এই স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া মুশৌরীর পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে হিমালয়ের পাদদেশস্থ রাজপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। এই স্থান হইতে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে হয়। আমার জীবনে এই প্রথম হিমালয় দর্শন। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পর্ব্বত হিমালয় দর্শনে মনের কিরূপ ভাব হয়, তাহা যিনি প্রথম হিমালয় দর্শন করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারেন, অন্যকে বুঝাইবার কাহারও ক্ষমতা নাই। যাহা হউক, আমি একটী ক্ষুদ্র ঘোটকের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পর্ব্বতে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। অনিমেষ নয়নে স্বভাবের শোভা দর্শন করিতে করিতে মুশৌরী নগরে উপস্থিত হইলাম। এই স্থান সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৭,৪৩৩ ফুট উচ্চ। মুশৌরীতে পৌঁছিয়া আমার প্রভুর ব্যবসায়স্থল খুঁজিয়া লইতে বিলম্ব হইল না। আমি কার্য্যস্থলে পৌঁছিয়া আমার কর্ত্তব্য বুঝিয়া লইয়া কার্য্য করিতে লাগিলাম।

আমার কার্য্য বেশ নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিল। মুশৌরীতে যে কয় জন বাঙ্গালী আছেন, সকলের সহিতই বেশ আলাপ পরিচয় ও সদ্ভাব হইয়াছে।

আমার অবসর সময়ে কখনও একাকী এবং কখনও বা বন্ধুপরিবৃত হইয়া মুশৌরীর নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম। হিমালয়ের নিভৃত স্থান স্থিত অনেক সাধুসন্ন্যাসীর আশ্রমেও সময়ে সময়ে বন্ধুবর্গের অনুরোধে যাই-তাম। সন্ন্যাসীদিগের কঠোর তপস্যা দেখিয়া আমি যুগপৎ হাস্য ও করুণরসে আপ্লুত হইতাম। সন্ন্যাসীরা যে ভিত্তিহীন স্তম্ভের উপর তাহাদের গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। উহারা কল্পিত বস্তু লাভের আশায় কি কঠোর ব্রতই অবলম্বন করিয়াছে!! ইহা অপেক্ষা মনুষ্যের ভ্রম আর কি হইতে পারে?

কিছুদিন এইরূপে অতিক্রান্ত হইল, ইহার মধ্যে আমার নাস্তিকতার কণা মাত্রও শিথিল হয় নাই। বন্ধুদিগের নিকট যোগীদের অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনিতাম। কিন্তু জড়বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণীকৃত হইতে পারে না। এরূপ অলৌকিক শক্তি লাভে কাহারও সাধ্য নাই জানিয়া আমি যোগীদের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম।

একদিন একাকী এক নিভৃত স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে জনৈক যোগীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। এই দিন আমার জীবনের এক ভয়ঙ্কর দিন। এই দিন হইতে আমার জীবনের যে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার বেগ আমার পক্ষে অসহ্য। অতি কুক্ষণেই আমার যোগীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। যাহাই হউক, যোগীর সহিত সাক্ষাৎ হইবা মাত্র আমি এক অনির্দ্দিষ্ট আকর্ষণে যোগীর সহিত সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ হইলাম। যোগী এই স্থানে "সিদ্ধবাবা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। সিদ্ধবাবা একজন শিক্ষিত দার্শনিক পণ্ডিত। বহুকাল ধরিয়া নানাস্থানে দর্শনশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছেন। কথাবার্ত্তায় বুঝি-লাম, যোগীবর পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রও রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছেন। অনেক অনুসন্ধান ও প্রশ্ন করিয়াও সিদ্ধবাবা কোন্ দেশীয় লোক, তাহা কিছুই জানিতে পারিলাম না। সিদ্ধবাবাকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাসের কথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না, এবং সে সম্বন্ধে তাঁহাকে সময় সময় বিদ্রূপ করিতেও ছাড়ি না। সিদ্ধবাবা কিন্তু কিছুতেই বিচলিত হন না। আমি যতই বিদ্রূপ করি না কেন, তিনি কিছুতেই কর্ণপাত করেন না। কেবল বলেন, "সময় হইলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবে।" একদিন নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তার পর সিদ্ধবাবা বলিলেন:—

"মনুষ্যের দেহই মনুষ্য নহে, উহা নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল। আত্মাই মনুষ্যের "আমি" পদবাচ্য। এই আত্মা পৃথিবীতে পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করে এবং নিজ সুকৃত বা দুষ্কৃতের ফল ভোগ করিয়া থাকে।"

আমি। কতকগুলি জড়পদার্থ একত্র হইয়া তাহাতে শক্তি বিশেষের সঞ্চার দ্বারাই মনুষ্যের উৎপত্তি। উহার মধ্যে আত্মা নামক কোনও কল্পিত পদার্থ নাই।

সিদ্ধবাবা। তাহা হইলে তুমি কি বলিতে চাহ যে মনুষ্য বাক্‌শক্তিসম্পন্ন একটী যন্ত্র বিশেষ? মনুষ্যের সমস্ত চিন্তা এবং সমস্ত কার্য্যই জড়শক্তির অধীন?

আমি। সে বিষয়ে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

সিদ্ধ। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমাদের কার্য্যে আমাদের কিছু মাত্র স্বাধীনতা থাকে না। আমাদের সমস্ত কার্য্যই জড়শক্তির অধীন হইয়া পড়ে। পাপ পুণ্যের ফলাফল এবং কর্ম্মবাদ রূপ মহান্ সত্যের কিছুই সারবত্তা থাকে না। বৎস! এ সকল অতি দুরূহ কথা। আমি সময়ান্তরে তোমাকে সকল কথাই বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিব; এবং তোমার সময় হইলেই সমস্ত কথা বুঝিতে পারিবে।

আমি। আয়াস স্বীকার করিয়া এই সকল কথা বুঝিবার ও বুঝাইবার কোনও প্রকার প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না।

সিদ্ধ। প্রয়োজন নিশ্চয় আছে। আমরা যদি আমাদের আত্মার বিষয়ে একবারে অজ্ঞ থাকি, যদি আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অবগত না হই, এবং যদি আমরা আমাদের বাহেন্দ্রিয়গণকেই সারপদার্থ ভাবিয়া কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় সুখভোগেই রত থাকি, তাহা হইলে আমাদের মৃত্যুর পর অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হয়। কারণ মৃত্যুর পর দেহের নাশ হইলেই ইন্দ্রিয়ের নাশ হয়, সুতরাং সেই সময়ে এক আত্মা ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। এদিকে জীবদ্দশায় আত্মার সহিত কোনও সংস্রব না রাখায় আত্মা যেন নিদ্রিত অবস্থায় ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। আত্মার এই অবস্থা অত্যন্ত কষ্টকর।

আমি। আপনার কথা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না।

সিদ্ধ। তুমি আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস হারাইয়াছ, সুতরাং তোমার ন্যায় জড়বাদীর নিকট আত্মা সম্বন্ধে সমস্ত কথাই প্রহেলিকাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইবে। তুমি ইন্দ্রিয়কেই জীবনের সারসর্ব্বস্ব মনে কর, সুতরাং ইন্দ্রিয়াতীত শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ আত্মার বিষয় কি প্রকারে বুঝিবে?

আমি। আপনি যাহা বলিলেন, আর একবার বলুন, দেখি যদি কিছু মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি।

সিদ্ধ। দেখ! আমাদের দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ সমস্তই অসৎ অর্থাৎ অস্থায়ী। মৃত্যু হইলেই দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের নাশ হইল। এক মাত্র আত্মাই সৎ অর্থাৎ স্থায়ী। আমাদের জীবিত কালের মধ্যে যদি আমরা আত্মার কথা ভুলিয়া কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়গণকে লইয়াই ব্যস্ত থাকি, তাহা হইলে আমরা ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত আর কোনও বিষয়ই ভাবিতে পারিব না। যে জ্ঞানইন্দ্রিয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে, সে জ্ঞানের অস্তিত্ব বোধই আমাদের হইবে না। সুতরাং মৃত্যুর পর ইন্দ্রিয়গণের নাশ হইলে আমাদের কোনও জ্ঞানই থাকিবে না। তখন আমাদের আত্মা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া ঘোরতর যাতনা অনুভব করিবে। এই অবস্থাকেই শাস্ত্রকারেরা নরক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আমরা যদি ইন্দ্রিয়গণকে কেবল মাত্র জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ মনে করিয়া আত্মাদ্বারাই সমস্ত জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের সেই জ্ঞান স্থায়ী হইবে এবং মৃত্যুর পর আত্মা আর অন্ধকারাচ্ছন্ন না থাকিয়া জাগ্রত থাকিবে। ইন্দ্রিয়গণ কিছুই নহে, ইন্দ্রিয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছি, এই জ্ঞান আত্মার পক্ষে বড়ই সুখ কর।

আমি। যদি বাস্তবিকই আমাদের আত্মা থাকে এবং মৃত্যুর পরও যদি উহার বিদ্যমানতা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে আত্মার কথা ভুলিয়া কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া ব্যস্ত থাকা যে সমূহ বিপজ্জনক, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রভো! কি প্রণালী অবলম্বন করিলে আমরা আত্মাকে চিনিতে পারি, সে বিষয়ে ত কিছু বলিতেছেন না!

সিদ্ধ। বৎস! ক্রমে সকল কথাই বুঝিতে পারিবে। কি করিলে আমাদের জড়দেহ সম্বন্ধীয় অজ্ঞান বা মায়ার নাশ হয় এবং কি করিলেই বা বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ আত্মার স্বরূপ অবগত হইতে পারা যায়, আমাদের শাস্ত্রে সে বিষয়ের অতি বিস্তৃত রূপ বর্ণনা আছে। কিন্তু তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় তুমি সকল কথা বুঝিবার উপযুক্ত নহ। কিছু দিন এই স্থানে অবস্থিতি কর। যদি সময় হইয়া থাকে, ঘটনা বিশেষ দ্বারা আপনা হইতেই তোমার জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলিত হইবে। তুমি কিছুদিন পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। বৎস! তোমার মঙ্গল হউক। আমি এক্ষণে বিদায় হই।

উপরোক্ত কথা বলিতে বলিতে যোগীবর পর্ব্বতের অন্তরালে লুক্কায়িত হইলেন। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। অগত্যা বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করাই স্থির করিয়া যোগীর কথা ভাবিতে ভাবিতে বাসায় আসিলাম এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া আহার করিয়া শয়ন করিলাম। শয়ন করিয়া যোগীর কথা ভাবিতে ভাবিতেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাগ।

৫ম ভাগ।] জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮ সাল। [২য় সংখ্যা।

মহাজনো যেন গতঃ স

পন্থা

নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি এল, ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
এম-এ, বি এল সম্পাদিত।
১২০।২ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০ এক টাকা চারি আনা—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০ আনা। নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা।

নরেন্দ্র প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ৯ নং ভীম ঘোষের লেন, সিমলা কলিকাতা।
শ্রীপুলিনবিহারী মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

নিয়মলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷০ এক টাকা চারি আনা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৷৶০ এক টাকা ছয় আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵১৫ আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে পন্থা পাঠান হয় না।

২। টাকা, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ৴০ আনা কমিশন লাগিবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণিঅর্ডারের কূপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৪। কলিকাতায় বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিল দেওয়া হইয়া থাকে। আমার স্বাক্ষরিত বিল না পাইলে সহরের গ্রাহকগণ কাহাকেও টাকা দিবেন না এবং টাকা দিবার সময় যে লোক টাকা আদায় করিতে যাইবে তাহার নিকট বিলের পৃষ্ঠে রসিদ লইবেন। এই নিয়মে টাকা না দিলে আমি পন্থার বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য দায়ী নহি।

১২০।২ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। — শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত। প্রকাশক।

১। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

২। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিলে আমাদিগকে কিম্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ,—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুস্তফী ও
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ। — ১২০।২ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স
সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

৫ম ভাগ। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮ সাল। | ২য় সংখ্যা।

স্তুতিকুসুমাঞ্জলিঃ।

নবগ্রহস্তোত্রং।

[১]

জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

জবাকুসুমের সম যাঁহার বরণ
দিব্যজ্যোতির্ম্ময় যিনি কশ্যপ-নন্দন,
তিমির নাসন সর্ব্ব-পাপ-তাপহারী
সেই দেব দিবাকরে প্রণিপাত করি॥ ১॥

[২]

দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্॥

দিব্যশঙ্খতুষারের সদৃশ সুন্দর
অমল উজল রূপ অতি মনোহর,
শম্ভু-শিরোমণি শশী ক্ষীর-সিন্ধুজাত
পদে তাঁর ভক্তিভরে করি প্রণিপাত॥ ২॥

[৩]

ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জ সম প্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ মঙ্গলং প্রণমাম্যহং॥

বসুন্ধরা গর্ভ হ'তে যাঁহার জনম
প্রভা যাঁর পুঞ্জীকৃত সৌদামিনী সম,
সুকুমার শক্তিধারী মঙ্গলচরণে
প্রণিপাত করি আমি ভক্তিপূর্ণ মনে॥ ৩॥

[৪]

প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধম্।
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্॥

প্রিয়ঙ্গুকলিকা সম শ্যামল বরণ
রূপে যিনি অনুপম সৌম্য দরশন,
শশধর-সুত সর্ব্বগুণের আধার
সেই বুধদেব পদে করি নমস্কার॥ ৪॥

[৫]

দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনক সন্নিভম্।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্॥

দেব ঋষি সকলের গুরু যেই জন
দেহকান্তি যাঁর তপ্ত কাঞ্চন বরণ,

ত্রিলোক ঈশ্বর যিনি পূজ্য সবাকার
সেই বৃহস্পতি পদে করি নমস্কার ॥ ৫ ॥

[৬]

হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুং।
সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহং ॥

হিমকুন্দমৃণালাভং ধবল বরণ
দানবগণের ইষ্টগুরু যেই জন,
বিচক্ষণ যিনি সর্ব্বশাস্ত্র প্রবচনে
প্রণাম করিনু সেই ভার্গব চরণে ॥ ৬ ॥

[৭]

নীলাঞ্জনচয় প্রখ্যং রবিসুতং মহাগ্রহং।
ছায়ায়াগর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরং ॥

নীলাঞ্জনপুঞ্জ সম বরণ যাঁহার
ছায়া-গর্ভজাত যিনি তপন কুমার,
মহাগ্রহ যিনি সর্ব্ব গ্রহের ভিতরে
সেই শনৈশ্চর পদ বন্দি ভক্তিভরে ॥ ৭ ॥

[৮]

অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্য বিমর্দ্দকং।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহং ॥

ভীষণমূরতি যিনি অর্দ্ধদেহধারী
তপনতুহিনকর বিমর্দ্দনকারী,
সিংহিকায় সুত সেই রাহু ভয়ঙ্করে
প্রণাম করিনু আমি ভক্তিপূর্ণান্তরে ॥ ৮ ॥

[৯]

পলালধূমসঙ্কাশং তারাগ্রহ বিমর্দ্দকং।
রৌদ্রং রৌদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহং ॥

পলাল ধূমের ন্যায় তিমির বরণ
ভয়ঙ্কর যিনি তারাগ্রহ বিমর্দ্দন,
রুদ্রমূর্ত্তি অতি রুদ্র স্বভাব যাঁহার
সেই ক্রূর কেতুপদে করি নমস্কার ॥ ৯ ॥

[১০]

ব্যাসেনোক্তমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ শান্তিস্তস্য নসংশয়ঃ ॥

এই সুপবিত্র স্তোত্র ব্যাসের বচন
সযতনে শুদ্ধমনে পড়ে যেই জন,
দিবা কিম্বা রাত্রিকালে যে কোন সময়
সর্ব্ববিঘ্ন শান্তি তার হইবে নিশ্চয় ॥ ১০ ॥
ইতি ব্যাসরচিতং নবগ্রহস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

দশমহাবিদ্যা।

মহাকবি কালীদাস রঘুবংশ বর্ণনে প্রবিত্ত হইয়া আপনাকে "প্রাংশু-লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ" জ্ঞান করিয়া ভয়ে ভয়ে লেখনী ধরিয়াছিলেন। আমি আদ্যাশক্তি মহামায়ার রহস্যে হস্তক্ষেপ করিতে দণ্ডায়মান হইয়া কি অপরিমেয় উপহাসের আস্পদ হইব, অথবা কি অর্ব্বাচীন সুলভ প্রগল্‌ভতার ভাজন হইব তাহা এক্ষণে ভাবিয়া উঠিতে পারি না। কালীদাসের পক্ষে "মনৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যোবাস্তি মে গতিঃ" ছিল, আমার ভাগ্যে পুরাণ কবিগণের কোনও গ্রন্থে এ রহস্য ব্যক্তভাবে, এমন কি অস্ফুট ও লুক্কায়িত ভাবে, প্রকটিত নাই ; ঈদৃশ রহস্য পুরাকাল হইতে সর্ব্বদেশে গুরুপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। এবং "গোপয়েন্মাতৃজারবৎ" এই মহাশাসন বাক্য দ্বারা সাধারণ্যের কর্ণগোচর হইতে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। যাহা হউক, আমার একটী অদ্বিতীয় সাহস ও আশ্বাসের হেতু এই যে আমি যাঁহাকে লইয়া

নাড়াচাড়া করিব তিনি আমার জননী এবং যাঁহাদিগের নিকট তাঁহার আন্দোলন করিব তাঁহারা আমার ভাই; মা সন্তানের দোষ দেখেন না; ভাই ভাইয়ের ক্রটী, ন্যূনতা, ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা অথবা করণাপাটব দেখিলে গোপনে রাখিবার চেষ্টা করেন, অথবা, নিতান্ত অসহ্য হইলে, ক্ষমা করিয়া দোষ সংশোধিত করিয়া দেন।

মুখবন্ধস্বরূপ আর একটী অত্যাবশ্যক কথার এ স্থলে অবতারণা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আমার বাল্যকাল হইতে সুদৃঢ় বিশ্বাস, এবং এই বিশ্বাসে কথঞ্চিৎ বলিতে বা লিখিতে পারিলেও মধ্যে মধ্যে উপদেষ্টার পদ গ্রহণে পশ্চাৎপদ হই, আমার এই বিশ্বাস যে যোগ বলে, সহজ কথায় অনুভব পরিপক্ক হইলে, যখন স্বয়ং প্রভা সম্বিতের স্ফুরণ হয় তখন জিজ্ঞাসু, মুমুক্ষু পিপাসুদিগকে জ্ঞানামৃত পান করাইলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং যথাযথ কার্য্য হয়। নচেৎ অপরিস্ফুট অথবা অর্দ্ধস্ফুট বিজ্ঞানের সাহায্যে গূঢ় রহস্যাদির জল্পনা করা বাচালতা মাত্র। আমি বহুকালব্যাপী ধ্যানাবলম্বনে দশমহাবিদ্যা সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি তাহাই ভ্রাতৃগণের কণ্ঠদেশে পুষ্পোপহাররূপে অর্পণ করিতেছি। এ মালা অনুভবরূপ পারিজাত কুসুম গ্রথিত নহে, সুতরাং অচিরাৎ শুষ্ক ও ম্লান হইয়া যাওয়া ইহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

ভ্রাতৃগণ! আপনারা সকলেই জানেন কালী কালরূপিণী, মহাকালরূপ ঈশ্বরের শক্তি, অর্থাৎ টাকার দুই মুখের অন্যতর মুখ, পরমব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি; সুতরাং "শক্তি শক্তিমতোর ভেদঃ"—শক্তিও যাহা শক্তিমানও তাহা, বাহু এবং বাহুবল এ দুই অভিন্ন। অনন্তব্রহ্মাণ্ডের স্ফুরণের পূর্ব্বে যে অসীম মহাকাশ ঘোরতর সুচিভেদ্য তমোরূপে বিরাজমান ছিল, ঋগ্বেদে "তম আসীত্তমসাগূহ্বমগ্রে" বলিয়া যাঁহার বর্ণন আছে, তিনিই মূল প্রকৃতি; জড়রাজ্যের সূক্ষ্মতম মৌলিক অবস্থা। তাঁহা হইতে দৈবী প্রকৃতি এবং তাঁহার অবস্থান্তর ফোহাৎ নামক তাড়িৎশক্তি প্রভৃতির স্ফুরণ হইয়াছে। ঋগ্বেদের অষ্টম অধ্যায়ের সপ্তম অনুবাক্ দশম মণ্ডলের প্রথম ঋকে লিখিত আছে

"উভে যদিন্দ্র রোদসী আপপ্রাথোসাইব।
মহান্তং ত্বা মহীনাং সম্রাজং চর্ষণীনাং দেবী জনিত্র্যজীজনৎ
ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ।"

হে ইন্দ্র! স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই লোক উষা যেরূপে তমো নাশ করে তুমি স্বীয় জ্যোতির্দ্বারা পরিপূরিত করিতেছ, দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ এবং প্রাণিজাতের সম্রাড়্ভূত তোমাকে দেবনশীলা দেবী প্রসব করিয়াছেন; তোমার ন্যায় পুত্রকে প্রসব করিয়াছেন বলিয়া তিনি কল্যাণী অর্থাৎ প্রসস্তা ও মহীয়সী হইয়াছেন।

ইন্দ্র এক বিশ্বের যাবতীয় বৈদ্যুতিক শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,—অর্থাৎ ইন্দ্র সমগ্র তাড়িৎশক্তির আধার, ভাণ্ডার, সমষ্ঠি; এই জন্য বজ্র ইহাঁর অস্ত্র এবং ঐরাবৎ অর্থাৎ মেঘ ইহাঁর বাহনরূপে কল্পিত হইয়াছে। ইন্দ্র বৃত্রাসুর বধ করিয়াছিলেন, বৃত্র শব্দে মেঘ, তড়িৎ তাহার তমোনাশক। অতএব প্রকৃতি যাবতীয় বিশ্বশক্তির নিদান এবং তমোময়ী। সূক্ষ্মদৃষ্টির চক্ষে কাল ও আকাশ এতদুভয় সত্ত্বাশূন্য, মানবজাতির ভ্রান্তির মূল, পরাবিদ্যার পথের কণ্টক; অথচ এ দুইটী ছাড়িলে মনুষ্য হস্তপদ বিহীন মূক অথবা জড়;—মায়ার কি অনন্ত অনির্ব্বচনীয় মহিমা! যাহার কোনও সত্ত্বা নাই তাহার তাদৃশী অসত্ত্বাই যাবতীয় ঐহিক সত্ত্বার মূলীভূত কারণ। অন্য প্রকারে বুঝাইতে হইলে, যে ব্রহ্মের নিকট হইতে অস্মদাদির বাক্য ও মন পর্য্যুদস্ত ও বিনিবৃত্ত হয় তাঁহার যথা সাধ্য আভাষ দেওয়া আবশ্যক। আমি ধ্যানকালে যে ভাবে তাঁহার আভাষ পাইয়াছি তাহাই বলিব। আমাদিগের দৃষ্টিগোচরস্থ দিঙ্মণ্ডলের উপরিভাগে চন্দ্রাতপরূপে বিরাজমান নীলিমাময় যে শূন্য স্থানকে সচরাচর লোকে আকাশ বলিয়া থাকে এবং যাহা সূক্ষ্ম আকাশের সপ্তমস্তর ÆTHER নামে খ্যাত, সেই সপ্তস্তরবিশিষ্ট অনন্ত, অসীম, অনাদি, অক্ষর, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড-অতিক্রান্ত † আকাশকে যদি অনন্ত, অসীম বর্ণনাতীত, অচিন্তশক্তির কেন্দ্র অথবা আবর্ত্ত ধারণা করিয়া লওয়া যায় এবং তাঁহাতে সৎ, চিৎ এবং আনন্দ এই তিন গুণ ব্যতীত গুণান্তর বা বস্তন্তর নাই অর্থাৎ তিনি রূপ অধর বস্ত সৎ, চিৎ ও আনন্দ গুণ দ্বারা ওতপ্রোত ভাবে গঠিত ইত্যাকার ভাবিয়া লওয়া যায়, তবে জন্মান্ধ ব্যক্তির হিমালয় পর্ব্বতের সমগ্র জ্ঞান লাভের ন্যায় কথঞ্চিৎ স্বপ্নবৎ ধারণা হইতে পারে। সেই বুদ্ধিমনোবাক্যের সম্যক অতীত ব্রহ্মের বাক্য দ্বারা

---

† "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ
[স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্

ঋগ্বেদ পুরুষসূক্ত।

চিত্র রচনা করিতে গেলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যাঁহাতে সকল প্রকার (১)মূর্ত্তিময় বা রূপময়,(২)রসময় বা ভাবময় এবং(৩)কল্পনাময়ের সম্যক্‌ভাবে একত্র সন্নিবেশ হইয়াছে এবং যাঁহাকে না জড়, না চিৎ, না আত্মা, না পরাত্মা কিছুই বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না অথচ যিনি ইহার সকলগুলিই কিন্তু ব্যষ্টিভাবে ইহার একটীও নন ; যিনি একমাত্র সত্য ও নিত্য ; যাঁহার পরিপূর্ণ কেবল সত্ত্বা হইতে অর্থাৎ সৎ-ভাগ হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি ("একোঽহম্‌") এবং যাঁহার সহজ-জাত সাংসিদ্ধিক (ভুরিদর্শনোদ্ভূত বিচারজাত নহে) সত্ত্বা হইতে চিতের উৎপত্তি, (যে চিতের স্বীয় স্বরূপচিন্তনই ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম বা প্রকৃতি "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপ আদিনাদ (Logos)) ; সেই অনাদি সৎ হইতেই চিতের বিকাশ এবং চিৎ হইতে স্বকীয় সতের সত্ত্বা এবং এই অসীম চক্রবৎ পরিবর্ত্তমানদ্বয় হইতে আনন্দের বা প্রেমের স্ফূরণ এই সচ্চিদানন্দঘন অতি বৃহৎ বস্তুই ব্রহ্ম ! এই ব্রহ্মই আমাদের কলিযুগের ব্রহ্মবিত্তম ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের ধ্যেয়, জ্ঞেয়, উপাস্য—চারটিখানি কথা !!!

[ক্রমশঃ]

শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ।

পাগলের প্রলাপ ।

(১০ সংখ্যার ৪০০ পৃষ্ঠার পর হইতে ।)

[৭৮]

ইক্ষু পেষণ করিয়া পাক করিলে তাহা হইতে চিনি হয়, দুগ্ধ দোহন করিয়া জ্বাল দিলে ক্ষীর হয়, ক্ষীর মন্থন করিলে নবনীত হয়, নবনীত উত্তপ্ত করিলে ঘৃত হয়, পুষ্প চোয়াইলে আতর হয়, চন্দন ঘর্ষণ করিলে তাহা হইতে সুগন্ধি নির্গত হয়, মৃদঙ্গে আঘাত করিলে মধুর ধ্বনী হয়, গোধুম চূর্ণ করিলে শ্বেতসার হয়, তিল মর্দ্দন করিলে তৈল হয়, এইরূপে প্রায় সকল পদার্থেরই সারাংশ পাইতে হইলে তাহাকে পেষণ, মর্দ্দন, মন্থন, ঘর্ষণ, চূর্ণ, আহত বা উত্তপ্ত

---

(১) Plastic.　　(২) Emotional.　　(৩) Ideal.

করিতে হয়। দয়াময় তাই মানবহৃদয়ের সারাংশ (ভক্তি) বাহির করিবার জন্য সংসারচক্রে তাহা নানাপ্রকারে পেষিত, কুটিত, চূর্ণ বিচূর্ণিত করিয়া লন, অথবা দুঃখদণ্ডে তাহা ভাল করিয়া মন্থন করিয়া তাহার সারাংশ গ্রহণ করেন।

[৭৯]

আম কাঁচা বেলায় টক্ থাকে পাক্‌লে মিষ্ট হয়, কিন্তু তেঁতুল কাঁচায়ও টক্ পাক্‌লেও টক্ তাহার অম্লত্ব কিছুতেই ঘুচে না। আম্রজাতীয় হৃদয় পরিণামবশে মধুর হয়, তেঁতুল শ্রেণীর হইলে চিরদিনই সমান যায়, তাহা কখনই ভগবানের ভোগে আইসে না।

[৮০]

অন্ধকার ঘরে সাপখোপ বাস করে কিন্তু ঘরে প্রদীপ জ্বালিলে সে ঘরে আর সাপখোপ প্রবেশ করিতে বা বাস করিতে সাহস করে না, আলো দেখিলে তাহারা লুকায় বা পলায়। সেইরূপ যাহার হৃদয় সেই জ্যোতির্ম্ময়ের দিব্য-জ্যোতিতে আলোকিত, তাহার হৃদয়ে কখনও কাম-ক্রোধাদি কোন সাপখোপ থাকিতে পারে না।

[৮১]

মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা মিষ্টান্ন বিক্রয় করিবার সময় দাঁড়ীপাল্লার একধারে ভাল ভাল মিষ্টান্ন সামগ্রী দিয়া অপরদিকে তাহার সমতুল্য লৌহ বা প্রস্তরখণ্ড দেয়। এ ভবের হাটে সুখ কিনিতে গেলে সেই পরিমাণে দুঃখ দিয়া ওজন করিয়া লইতে হইবে।

[৮২]

চন্দ্র চিরদিন বুকে করিয়া যে কলঙ্কডালি বহিতেছেন তাঁহার সুবিমল শুভ্র কিরণে সে কালিমার অনুমাত্র ছায়া পড়িতে দেন না; জগতের প্রতি তাঁহার বিশুদ্ধ প্রেমছবি অনন্তকাল অকলঙ্কিত রহিয়াছে। প্রকৃত সাধু ব্যক্তিও ঐরূপ কত শত দুঃখ-সন্তাপ সতত সহ্য করিয়া, কত অপমান নির্য্যাতন উপেক্ষা করিয়া কত অযথারোপিত কলঙ্কডালি বক্ষে বহন করিয়া, কেমন স্বর্গীয় সুমধুর সরল হাসিমাখা মুখে সপ্রেমে জগতের সহিত আলাপ করেন। তাঁহাদের হৃদয়ের বেদনা হৃদয়েই মিশাইয়া যায়, অসহ্য অসীম দুঃখকষ্টেও তাঁহাদের বিমল চরিত্র কখনই কলঙ্কিত হয় না।

[৮৩]

স্থির সলিল সরোবরেই পদ্ম বিকশিত হয়, চঞ্চলসলিলা নদীবক্ষে কখন তাহা সম্ভবে না। ভক্তের স্থির ও প্রশান্ত হৃদয়েই দয়াময়ের চরণপদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, বিষয়ীর সতত চঞ্চলহৃদয়ে কখন তাহার আশা নাই।

[৮৪]

বাসী ফুলে ঠাকুরের পূজা হয় না, তাই বলি ভাই হৃদয়ে প্রেমপুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে তাহা টাট্‌কা থাকিতে থাকিতে প্রেমময়ের পূজা করিও নতুবা তাহা বাসী হইলে আর তাহাতে তাঁহার পূজা হইবে না।

[৮৫]

দয়াময় তাঁহার ভক্তগণকে সুখ বা দুঃখ কিছুই দেন না, কেন না সুখ পাইলে তাহারা তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবে আর দুঃখের জ্বালায় সদাই ব্যস্ত থাকিলে তাঁহাকে ডাকিতে অবকাশ পাইবে না। ভক্তগণের ভাগ্যে কখনও সুখভোগ ঘটে না তাঁহারা তার প্রত্যাশাও রাখে না, আর ইহজীবনযাত্রায় তাঁহাদের কখন কষ্টও ভোগ করিতে হয় না। এ সংসারে যাহারা সুখ বা দুঃখ ভোগ করে তাহারা দয়াময়ের কৃপায় বঞ্চিত। সুখী দুঃখী কেহই জীবনে শান্তি পায় না।

[৮৬]

ফল পরিপক্ক হইলে আপনিই তাহার বোঁটা খসিয়া যায় নতুবা হাজার গাছনাড়া দিলেও কিছু হয় না। সেইরূপ জ্ঞানের পরিপাক হইলে হৃদয়ে স্বতঃই বৈরাগ্য আইসে ও মানবের সংসার বন্ধন খসিয়া যায় নতুবা বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়নে বা সদুপদেশ শ্রবণে কিছুই হয় না।

[৮৭]

ভক্ত সদাই নির্জ্জনস্থান কামনা করে, কারণ সে সংসারের জনতার মধ্যে তাহার প্রিয়তমকে দেখিতে পায় না; জনাকীর্ণস্থান তাহার চক্ষে মহাশূন্য বলিয়া মনে হয়। সে তাই ব্যাকুল হইয়া বনে বিজনে পলাইতে চায়। সেখানে অণুতে অণুতে তাহার প্রিয়তমের মুখছবি প্রতিবিম্বিত দেখিয়া সেই রূপসাগরে একেবারে চিরমগ্ন হয় এবং পূর্ণব্রহ্মের পূর্ণতায় নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে আর সংসারে ফিরিতে পারে না।

[৮৮]

আমাদের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ হৃদয়ে সেই অসীম অনন্ত ভগবানকে ধারণ করিতে হইলে তাহা অপরিমিত বিস্তৃত করিতে হইবে নতুবা হৃদয় ফাটিয়া যাইবে। সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে ভগবান্‌কে স্বচ্ছন্দে রাখা যায় না বুক চড় চড় করে।

[৮৯]

পর্ব্বতের ভিতর যখন জল জমে তখন তাহা পর্ব্বতভেদ করিয়া স্বতঃই প্রবাহিত হয় নতুবা সহস্র বৎসর খুঁড়িলেও পাষাণ হইতে জল বাহির হয় না, সেইরূপ আমাদের পাষাণ হৃদয়েও যখন ভক্তিরসের সঞ্চার হয় তখন তাহা হৃদয় ভেদ করিয়া প্রেমাশ্রু প্রবাহে আমাদিগকে প্লাবিত করে নতুবা হাজার চেষ্টায়ও চক্ষু হইতে একফোঁটা জল বাহির হয় না।

[৯০]

জীব সদাই তাহার "আমিত্বে" সীমাবদ্ধ। "আমিত্বের" গণ্ডির বাহিরে যাইতে পারেনা। জীবের জীবত্ব স্বভাবতঃই এক ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ "আমিত্বে" নিবদ্ধ; তাহার মন প্রাণও সেই ছাঁচে গঠিত। দয়াময়, হয় এই আমিত্ব বন্ধন খুলিয়া দাও নতুবা ইহার প্রসার এরূপ ভাবে বাড়াইয়া দাও যেন সমস্ত জগজ্জীবের "আমিত্ব" সমষ্টি আমার "আমিত্বের" অন্তর্ভূত করিয়া লইতে পারি। সেই প্রশান্ত বিশ্বজনীন "আমিত্বেই" সুখ, "আমিত্বের" সঙ্কীর্ণতাই জীবের সকল অশান্তির নিদান।

[৯১]

হৃদয় মন্দিরে হৃদয়েশকে পূজা করিয়া দ্বার আগুলিয়া পড়িয়া থাক সজাগ থাকিও দেখ যেন মায়ানিদ্রায় অভিভূত হইওনা তাহা হইলে হৃদয়নাথ তোমাকে ফাঁকি দিয়া পালাইবেন।

[৯২]

দেখ, দয়াময় মানুষের জিহ্বা অতিশয় কোমল করিয়া গড়িয়াছেন, উহাতে এককুঁচিও হাড়ের সম্পর্ক নাই এবং উহা সদাই সরস থাকে তাহার কারণ ভগবানের অভিপ্রায় এই যেন উহা হইতে কখনও কঠিন বা কর্কশ স্বর বহির্গত না হয়।

[৯৩]

বালুকা বা কর্দ্দমময় কোমল পথে চলিতে হইলে পা উঠে না, শীঘ্র বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যায় না কিন্তু প্রস্তরময় কঠিন পথে সত্বর যাওয়া যায়; তাই দয়াময় ভাবিয়া চিন্তিয়া আমাদের সংসারপথ অতীব কঠিন করিয়াছেন। যে পথে যত অধিক সংঘর্ষণ সে পথ তত শীঘ্র অতিক্রম করা যায়।

[৯৪]

প্রকৃত ভগবৎপ্রেমে হৃদয় বিগলিত হইয়া নয়নে যে অশ্রু আইসে সেই পবিত্র প্রেমাশ্রু প্রবাহে হৃদয়ে প্লাবিত হইলে পুঞ্জিকৃত পাপরাশি প্রক্ষালিত হইয়া যায়, নতুবা সময়ে সময়ে আমরা যে বাবা গো মা গো বলিয়া কাঁদি সে শুধু সংসারের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া—পাপের অনুতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া। চক্ষে লঙ্কা দিয়া জল বাহির করাকে প্রেমাশ্রু বলে না।

[৯৫]

মার মাই দুইটিই সমান মিষ্টি, তাহার যেটী টানিবে তাহা হইতে অমৃতধারা প্রবাহিত হইয়া তোমার প্রাণ পরিতৃপ্ত করিবে। সেইরূপ ভগবানকে যে ভাবেই ভাব না কেন তাঁহার মধুরিমা সমভাবেই উপলব্ধি হইবে। তাঁহাকে পিতৃভাবে ডাকিলে তিনি যেরূপ সুন্দর ও সুমধুর মাতৃভাবে ডাকিলেও সেইরূপ। তাঁহার পুরুষ-প্রকৃতি। সাকার নিরাকার, ব্যক্ত অব্যক্ত, সগুণ নির্গুণ, পিতৃ মাতৃ, সকল ভাবই সমান মধুময়।

[৯৬]

তালগাছ খেজুরগাছ বাহিরে অতিশয় শুষ্ক ও কঠিন কিন্তু ইহার ভিতর হইতে কেমন সুশীতল স্নিগ্ধ মধুর নির্য্যাস বাহির হইয়া মানবকে আপ্যায়িত করে, সাধুপুরুষও তেমনি বাহিরে জীর্ণ শীর্ণ শুষ্ক ভস্মাবৃত দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় কিন্তু হৃদয় তাঁহার সুশীতল প্রেমামৃতরসে সদাই টল টল করে।

[৯৭]

ধানকে কাটিয়া, আছড়াইয়া, পদদলিত করিয়া, অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, ঢেঁকিতে কুটিয়া পুনরায় সিদ্ধ করিলেও তাহা তোমার দেহ পুষ্টি করিবার জন্য উদরে গিয়া জঠরাগ্নিতে জীর্ণ হইয়া প্রাণের পরিতৃপ্ত সাধন করে। ইহারই নাম প্রকৃত প্রেম, এরূপ না হইলে প্রেমসাধনই বৃথা।

[৯৮]

ভগবৎ করুণায় সন্দিহান হইও না। সন্দেহই সর্ব্বসন্তাপের কারণ। দয়াময়ের দয়া ভিন্ন আর কিছুই নাই যে তোমাকে দিবেন।

[৯৯]

মানুষ দিবানিশি ঘোর নিদ্রাভিভূত, দিনের বেলায় চাহিয়া ঘুমায় আর রাত্রে চক্ষু বুজাইয়া ঘুমায় এইমাত্র প্রভেদ, পরন্তু ঘুমের ঘোর সকল সময়েই সমান।

[১০০]

প্রেমময়! এতদিন হইল তোমার প্রেমের সংসারে রহিয়াছি তথাপি এক দিনেরও তরে প্রকৃত প্রেমের আস্বাদন পাইলাম না; চিরদিন পাপপ্রবৃত্তিতে তোমার পবিত্র সরলপ্রেম কলঙ্কিত করিয়াছি। মাতৃপ্রেম, সখ্যপ্রেম, দাম্পত্য-প্রেম, বাৎসল্যপ্রেম, উদার-বিশ্বজনীন-প্রেম সকল প্রকার প্রেমই ত নাথ! উপভোগ করিতে দিয়াছিলে কিন্তু কৈ তাহাদের ত উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলাম না, তাহাদের পবিত্র মাধুরি ত চিরদিনই কল্পনার বিষয় রহিল, এ পাপহৃদয়ের সংস্পর্শে সকলই ত বিকৃত হইল; স্বার্থ ও পশুবৃত্তির প্রবল প্রবাহে প্রেমের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য সমস্তই ত ভাসিয়া গেল। দয়াময়! তোমার প্রেমামৃত এ পাপীর স্বভাবদোষে কালকূট বিষে পরিণত হইল; কোথায় হৃদয় শীতল হইবে না হু হু জ্বলিয়া উঠিল, কর্ম্মদোষে মর্ম্মে মর্ম্মে যুগপৎ শত শত বৃশ্চিক দংশন করিল, প্রাণ পরিতাপে পূর্ণ হইয়া উঠিল; তুমি খাইতে দিয়াছিলে মধু আমি ক্ষার মিশাইয়া খাইলাম। ইচ্ছাময়! তোমার উদ্দেশ্য তুমিই জান। কিন্তু সন্তান তোমার কখনই সুখী হইল না—চিরকাল জ্বলিয়া মরিল।

পৌরাণিক কথা।

রামচন্দ্র।

একদিকে যজ্ঞের বন্ধন। বিধি ও নিষেধরূপ ধর্ম্মের বিস্তার। দেবতা-দিগের সহিত সদ্ভাব। আবার অন্যদিকে দুরন্ত অধর্ম্মচারীর ঘোরতর তপস্যা।

তপস্যার প্রভাবে ব্রহ্মা কিম্বা মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া বরদান করেন। তাঁহারা বর দিয়া নিশ্চিন্ত। কিন্তু ভূতভাবন ভগবান্ বিষ্ণু ভূতরক্ষার নিমিত্ত তাহার প্রতিবিধান করেন।

লঙ্কাভূমি অধর্ম্মচারী রাক্ষসদিগের নিবাস ছিল। পরে ধার্ম্মিক যক্ষরাজ কুবের লঙ্কা অধিকার করেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণ ঈর্ষাবশতঃ মহা তপস্যা করিলেন এবং ব্রহ্মার নিকট এই বর প্রার্থনা করিলেন যে দেব, দানব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, নাগ ও সুপর্ণের যেন আমি অবধ্য হই।

স্থপর্ণ নাগ যক্ষাণাং দৈত্যদানবরক্ষসাম্।
অবধ্যোঽহং প্রজাধ্যক্ষ দেবতানাং চ সাশ্বত॥
নহি চিন্তা মমান্যেষু প্রাণীধ্বমর পূজিত।
তৃণভূতা হিতে মন্যে প্রাণিনো মানুষাদয়ঃ॥

মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণী সকলকে আমি তৃণ তুল্য জ্ঞান করি। অবোধ রাবণ, তুমি মনুষ্যের প্রতাপ কি জানিবে? যে মনুষ্যকে তুমি ঘৃণা করিয়াছিলে, সেই মনুষ্যবংশে স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন। আজ মনুষ্যের প্রতাপ দেবতারাও দেখিয়া বিস্মিত। মনুষ্য আর যক্ষ, রাক্ষস, দেবতাদিগকে ভয় করে না। তাহারা ভগবানকে আশ্রয় করিতে শিখিয়াছে।

রাবণ যাহা চাহিলেন, তাহাই হইল। তিনি দেবতাদিগকে জয় করিলেন। লোকপালগণ তাঁহার নিকট পরাভব স্বীকার করিল। কিন্তু মনুষ্যের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইল।

লোকপালগণ আপন আপন অধিকার ভুক্ত হইয়া ধর্ম্মের রক্ষা করিতেছেন। যমরাজ ধর্ম্মাধর্ম্মের দণ্ডবিধান করিতেছেন। রাবণের কাছে সকলেই পরাভব স্বীকার করিলেন। ধর্ম্মের আর গৌরব থাকিল না, নীতির শাসন উল্লঙ্ঘিত হইতে লাগিল। পতিব্রতা রমণীর সতীত্ব থাকিল না।

নিবর্ত্তমানঃ সংহৃষ্টো রাবণঃ সদুরাত্মবান্।
জহ্রে পথি নরেন্দ্রর্ষিদেবদানবকন্যকাঃ॥
দর্শনীয়াং হিয়াং রক্ষঃকন্যাং স্ত্রীং বাথপশ্যতি।
হত্বা বন্ধুজনন্তস্যা বিমানে তাং রুরোধসঃ॥

এবং পন্নগকন্যাশ্চ রাক্ষসাসুর মানুষীঃ।
যক্ষদানবকন্যাশ্চ বিমানে সোঽধ্যরোপয়ৎ॥
তা হি সর্ব্বাঃ সমং দুঃখান্মুমুর্খুর্বাষ্পজং জলম্।
তুল্যমগ্ন্যর্চ্চিষাং তত্র শোকাগ্নিভয় সম্ভবম্॥
তাভিঃ সর্ব্বানবদ্যাভি র্নদীভিরিব সাগরঃ।
আপূরিতং বিমানং তদ্ভয়শোকাসিবাশ্রুভিঃ॥

রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ২৯ অধ্যায়।

দুরাত্মা রাবণ হৃষ্টমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে পথমধ্যে দেবকন্যা, দানবকন্যা, রাজকন্যা এবং ঋষিকন্যাদিগকে হরণ করিতে লাগিল। কন্যা বা স্ত্রী যাহাকে রূপবতী দেখিল সেই রাক্ষস তাহার বন্ধুজনকে নিহত করিয়া তাহাকে পুষ্পকবিমানের মধ্যে অবরোধ করিয়া রাখিল। এইরূপে রাক্ষসকন্যা, অসুর-কন্যা, মনুষ্যকন্যা, পন্নগকন্যা এবং দানবকন্যা সকলকে বিমানে আরোহণ করাইতে লাগিল। তখন তাহারা সকলে দুঃখ বশতঃ এককালীন্ তথায় বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই শোকানল এবং ভয়সম্ভূত নেত্রজল অগ্নিজ্বালার ন্যায় অতি উষ্ণ। নদীজল দ্বারা যেমন সাগর পূর্ণ হয়, সেইরূপ ভয় ও শোক বশতঃ অশিব-অশ্রু-বিসর্জ্জনকারিণী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যাগণ দ্বারা সেই বিমান পূর্ণ হইল।

সতীর নেত্রজল কাহার সর্ব্বনাশ না করিতে পারে? রাবণ, তুমি লোকপাল জয় করিতে পার বটে, সূর্য্য, শশাঙ্ক, যম তোমার নিকট অবনত-মস্তক হইতে পারে সত্য। কিন্তু সতীর ক্রোধাগ্নি তোমাকে নিমেষের মধ্যে ভস্মসাৎ করিতে পারে। সতীহরণই তোমার কাল হইল।

এদিকে এই উৎশৃঙ্খলতা, এই যথেচ্ছারিতা, এই ভীষণ কামপরায়ণতা। অন্যদিকে বিধিনিষেধমূলক ধর্ম্মভাব সকামতার সীমা অতিক্রম করিতে উন্মুখ।

ভ্রূণহত্যাশ্বমেধাভ্যাং ন পরং পুণ্যপাপয়োঃ।

ভ্রূণ হত্যার অধিক পাপ নাই। অশ্বমেধ যজ্ঞের অধিক পুণ্য নাই। সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের বিচার দ্বারা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইতে সমষ্টি ও ব্যষ্টির জ্ঞান হয়। সেই জ্ঞান দ্বারা আত্মজ্ঞান হয়। এবং মনুষ্য তখন আত্মজ্ঞান

প্রাপ্তিতর সাধন অন্বেষণ করে। চারিদিকে জিজ্ঞাসা। কর্ম্মযজ্ঞ আর মনুষ্যের হৃদয়ের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে না। ঋষিদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, তাঁহারা আত্মানুসন্ধান তৎপর হইলেন। ধার্ম্মিকপ্রবর, জ্ঞানাভিলাষী ক্ষত্রিয় নরপতিগণ এই নূতন ধর্ম্ম বিকাশের আশ্রয়স্থল হইলেন। এমন কি অনেক ক্ষত্রিয়-নরপতি এই জ্ঞানধর্ম্মের আচার্য্য হইলেন। বেদ মন্থন করিয়া ঋষিগণ ও ক্ষত্রিয়গণ জ্ঞানের সম্পূর্ণ আভাস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু কোন্ ক্ষত্রিয় রাজা রাজর্ষি জনককে ঔপনিষধ জ্ঞানে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে। কোন্ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে এই জ্ঞানে পরাভব করিতে পারিয়াছে। রাজর্ষি জনকের সভায়, পবিত্র ঋষিমণ্ডলীর পবিত্র বিচারে যে জ্ঞানরূপ যজ্ঞক্ষেত্র কর্ষিত হইয়া অযোনিসম্ভূতা সীতারূপা ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার আলোকে আজিও জগৎ পূরিত, মনুষ্য স্তম্ভিত ও চকিত। যেন জনক এখনও বলিতেছেন, "হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি"। যেন গরবে যাজ্ঞবল্ক্য এখনও বলিতেছে, "পিতা মেহমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি"। যেন এখনও সুমধুর গভীর ঝঙ্কারে নিনাদিত হইতেছে—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো
মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়াত্মনি খল্বরে
দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।"

কিন্তু এ জ্ঞান কি যথেচ্ছাচারের হস্তে যাইবে। গুহ্য হইতেও গুহ্যতম বিদ্যা কি লম্পটের ভূষণ হইবে। যাহাকে রহস্য বলিয়া ঋষিরা সযতনে রাখিয়া আসিতেছেন সেই পরাবিদ্যা কি অবিদ্যার সহচারিণী হইবে। রাবণ কি এ পবিত্র বিদ্যা করস্পর্শে কলুষিত করিবে। তবে এ বিদ্যা তিরোহিত হউক। তবে সকাম যজ্ঞের জন্যই ঋষিরা যত্ন করুন। নতুবা রাবণের নাশ হউক। রাক্ষসকুল পৃথিবীর মধ্য হইতে তিরোহিত হউক।

"রাজন্! মাহাবাহু রাবণ পৃথিবীতলে বিচরণ করিয়া হিমালয়সন্নিহিত বনে উপস্থিত হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। সে তত্রত্য বনস্থলে এক কন্যা দর্শন করিল; সেই কৃষ্ণাজীন পরিধানা কন্যা তপস্যার অনুষ্ঠানে নিরত হইয়া দেবতার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিল। রাবণ সেই সৌন্দর্য্যসম্পন্না মহাব্রতা কন্যাকে

নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কামমোহে সমাচ্ছন্ন হইয়া যেন পরিহাস করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রে! এই আচরণ তোমার যৌবনের বিরুদ্ধ, অতএব কেন ইহার অনুষ্ঠান করিতেছ? বিশেষতঃ ইহা তোমার এতাদৃশ রূপের উপযুক্ত নহে। হে ভীরু! তোমার অনুপম সৌন্দর্য্য মানবগণের কামোন্মাদকর, অতএব তোমার তপস্যায় নিরত হওয়া উচিত নহে, বৃদ্ধদিগের এই নিয়ম প্রসিদ্ধ। ভদ্রে! তুমি কাহার দুহিতা? এই ব্রতই বা কি? বরাননে! তোমার ভর্ত্তা কে? ভীরু! তুমি যাহার সহিত সম্ভোগ কর, ভূর্লোকে সেই মানবই পুণ্যবান্। তুমি কোন্ ফলাভীলাষে এই পরিশ্রম করিতেছ?

বঙ্গবাসীর অনুবাদ। রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ১৭ সর্গ।

কুশধ্বজো নাম পিতা ব্রহ্মর্ষিরমিতপ্রভঃ।
বৃহস্পতিসুতঃ শ্রীমান্ বুদ্ধা তুল্যো বৃহস্পতেঃ॥

অমিততেজা ব্রহ্মর্ষী কুশধ্বজ আমার পিতা। তিনি বৃহস্পতির পুত্র এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতির তুল্য।

তস্যাহং কুর্ব্বতো নিত্যং বেদাভ্যাসং মহাত্মনঃ।
শম্ভূতা বাঙ্ময়ী কন্যা নাম্না বেদবতী স্মৃতা॥

সেই মহাত্মা নিত্য বেদাভ্যাস করিতে করিতে আমি তাঁহার সকাশ হইতে বাঙ্ময়ী কন্যারূপে সম্ভূত হইয়াছিলাম। আমার নাম বেদবতী।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
তে চাপিগত্বা পিতরং বরণং রোচয়ন্তি মে॥

অনন্তর দেব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস ও পন্নগগণ আমার পিতার নিকট গমন করিয়া আমাকে প্রার্থনা করিয়াছিল।

নচমাং স পিতা তেভ্যো দত্তবান রাক্ষসেশ্বর।
কারণং তদ্বদিধ্যামি নিশাময় মহাভুজ॥

কিন্তু হে রাক্ষসেশ্বর! আমার পিতা তাহাদিগের হস্তে আমাকে প্রদান করেন নাই। হে মহাবাহো! তাহার কারণ বলিতেছি শুন।

পিতুস্তু মমজামাতা বিষ্ণুঃ কিল সুরেশ্বরঃ॥
অভিপ্রেত স্ত্রীলোকেসস্তস্মান্নান্যস্য মে পিতা।

আমার পিতার অভিপ্রায় যে দেবদেব ত্রিলোকপতি বিষ্ণু তাঁহার জামাতা হইবেন। এইজন্য তিনি অন্য কাহাকেও সম্প্রদান করেন নাই।

দাতুমিচ্ছতি তস্মৈতুতচ্ছ্রুত্বা বলদর্পিতঃ।
শম্ভুর্নাম ততোরাজা দৈত্যানং কুপিতোঽভবৎ॥

বিষ্ণুকে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন শুনিয়া, বলদর্পিত দৈত্যরাজ শম্ভু কুপিত হইল।

তেন রাত্রৌ সয়ানোমে পিতা পাপেন হিংসিতঃ।
ততো মে জননী দীনা তচ্ছরীরং পিতুর্ম্মম।
পরিষ্বজ্য মহাভাগা প্রবিষ্টা হব্যবাহম্॥

সেই পাপাত্মা অসুর রাত্রিকালে আমার পিতাকে নিদ্রিত অবস্থায় বধ করিল। আমার দুঃখিতা জননী পিতার শরীর আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন।

ততো মনোরথং সত্যং পিতুর্নারায়ণং প্রতি।
করোমীতি তমেবাহং হৃদয়েন সমুদ্বহে॥

পিতার মনোরথ পূর্ণ করিব, এই অভিপ্রায়ে আমি হৃদয়ে নারায়ণকে বহন করিতেছি।

নারায়ণো মমপতির্নত্বন্যঃ পুরুষোত্তমাৎ।

নারায়ণ আমার পতি। পুরুষোত্তম ভিন্ন অন্য কেহ আমার পতি নহে।

ধন্য বৈদময়ী বেদের গতি নারায়ণই সত্য বটে।

রাবণ করাগ্র দ্বারা বেদবতীর কেশ স্পর্শ করিল।

ততো বেদবতী ক্রুদ্ধা কেশান্ হস্তেন সাচ্ছিনৎ।
অসির্ভূত্বা করস্তস্যাঃ কেশাংশ্ছিন্নান্ তদাকরোৎ॥
সাজ্বলন্তীবরোষেণ দহন্তীব নিশাচরম্।
উবাচাগ্নিং সমাধায় মরণায় কৃতত্বরা॥
ধর্ষিতায়া ত্বয়ানার্য্য নমে জীবিত মিষ্যতে।
রক্ষস্তস্মাৎ প্রবেক্ষামি পশ্যতস্তেহুতাশনম্॥
যস্মাত্তু ধর্ষিতা চাহং ত্বয়া পাপাত্মনা বনে।
তস্মত্তব বধার্থং হি সমুৎপৎস্যত্যহং পুনঃ॥

নহি সক্য স্ত্রিয়া হন্তুং পুরুষং পাপ নিশ্চয়ঃ।
শাপে ত্বয়ি ময়োৎসৃষ্টে তপসশ্চব্যয়োভবেৎ॥
যদিত্বস্তিময়া কিঞ্চিৎ কৃতং দত্তং স্মৃতংতথা।
তস্মাত্তযোনিজা সাধ্বী ভবেয়ং ধর্ম্মিণঃ সুতা॥
এবমুক্তা প্রবিষ্টাসা জ্বলিতং জাতবেদসম্।
পপাত চ দিবো দিব্যা পুষ্পবৃষ্টিরঃ সমন্ততঃ॥

বেদময়ী রাবণকে এইরূপে সাপ প্রদান করিয়া অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেবতারা চারিদিকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সেই বেদময়ী অযোনিজা সীতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন।

রাবণ বধ এক গুরুতর ব্যাপার। রাবণ দেবতার অবধ্য। সামান্য মনুষ্য তাঁহার কি করিতে পারে। তাই অংশরূপে দেবতারা জন্মগ্রহণ করিলেন এবং বিষ্ণুও অংশরূপে পৃথিবীমধ্যে অবতীর্ণ হইলেন।

কৌশল্যাজনয়দ্রামং দিব্যলক্ষণসংযুতম্।
বিষ্ণোরর্দ্ধং মহাভাগং পুত্র মৈক্ষাকুনন্দনম্।

রাম বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ। রামানুজস্বামী বলেন "বিষ্ণোঃ শঙ্খচক্রানন্তবিশিষ্ট স্যোত্যর্থঃ। অর্দ্ধং কিঞ্চিন্নূনমর্দ্ধমিত্যর্থঃ। সঙ্খচক্রাদে রভাবাদিতিভাবঃ।"

রামচন্দ্রের শঙ্খচক্রাদি ছিল না। ভরত বিষ্ণুর চারি অংশের একাংশ ও তাঁহার সমস্ত গুণে ভূষিত। লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন প্রত্যেকে বিষ্ণুর অষ্টাংশের একাংশ।

কেবল রাবণ বধের জন্য পূর্ণ অবতারের প্রয়োজন হয় নাই। প্রয়োজন হয় নাই বলিয়া রামচন্দ্র সকল ঐশ্বর্য্য লইয়া অবতীর্ণ হন্ নাই।

রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে ব্রহ্মা সমস্ত দেবতাদিগকে বলিলেন, তোমরা বানর রূপী হইয়া স্বতুল্য পরাক্রমসম্পন্ন পুত্র উৎপাদন কর। দেবতারা বানরজাতিতে আত্ম অনুরূপ পুত্র উৎপাদন করিলেন।

রামায়ণের বিস্তৃত বর্ণনা, এই কথার উদ্দেশ্য নহে। রামায়ণরূপ মহোদধির মন্থন এক বৃহৎ ব্যাপার। পৌরাণিক কথা লিখিতে গিয়া সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা অনধিকার চর্চ্চা। তবে পরপ্রবন্ধে কেবলমাত্র আনুসঙ্গিক রাম কথার বর্ণনা করা হইবে।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

ঈশ্বরোপাসনা।

(৪র্থ বর্ষের ১২শ সংখ্যার ৪৪৭ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

ছা। সৃষ্টি প্রকরণ একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন্। এক ঈশ্বরের সহিত ভুতগ্রামের কি সম্বন্ধ তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।

শি। আর্য্যশাস্ত্রে বুঝিবার নিয়মটী কি তাহা ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হইবে না। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান মানুষকে আপনার বাহিরে লইয়া গিয়া বস্তু সজ্মাতে চিত্তবৃত্তিকে মিশাইয়া বস্তুর গুণ বুঝিতে চেষ্টা করে। ইহার নাম বহির্ম্মুখী বা অপরাবিদ্যা। বস্তুর বাহ্যিক আকার (form) এবং ঐ আকারের ভিতর দিয়া পরিস্ফুট চেতনাশক্তিগুলি বুঝিলেই আমাদের জ্ঞান হইল মনে করি। পরাবিদ্যায় জ্ঞানের প্রক্রিয়া অন্যরূপ। এখানে চিত্তকে বহির্ম্মুখী না করিয়া আভ্যন্তরীন সদ্রূপ অহং পদার্থের সহিত সংযোজন অর্থাৎ ক্ষেত্ররূপী ধারাবাহী চিৎশক্তির (Consciousness) সহিত ক্ষেত্রজ্ঞ পদার্থের সম্বন্ধ দ্বারা এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞানে দৃষ্টি (attention) সম্যক্‌রূপে সৎপদার্থ "আমি"র উপর ন্যস্ত হয়। ক্ষেত্রজ্ঞকে জানিবার জন্যই ক্ষেত্র জানিবার আবশ্যকতা। ক্ষেত্রজ্ঞের বিবিধ বিকাশ উপলব্ধি করিবার জন্য ক্ষেত্রের উপর দৃষ্টি করা যায়। যেমন সূর্য্যকে দেখিতে গেলে কোন পাত্রে জল রাখিয়া দেখা হয়, সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞের অসীমতা ও অনন্ত ভাব দেখিতে গেলে চক্ষু ঝল্‌সাইতে পারে বলিয়া ক্ষেত্ররূপ উপাধিতে তাঁহার বিকাশ সকল দৃষ্টে তাঁহার স্বরূপ অল্প অল্প উপলব্ধি করিতে পারি। পরাবিদ্যার বাস্তবিকপক্ষে বহু পদার্থ নাই, তবে সেই এক পদার্থকে জানিবার জন্য বহু উপাধির আবশ্যকতা আছে। সেইজন্যই ব্রহ্মজ্ঞান হইবার আগে আত্মজ্ঞান হইবার আবশ্যক। কারণ যিনি ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্ম বা ঈশ্বর তিনি মানবহৃদয়ে "আমি"রূপে অবস্থান করিতেছেন এবং যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দ্বারা আমাদের সূর্য্য জ্ঞান সাধিত হয়, সেইরূপ আমাদের আসল আমিত্ব জানিতে পারিলে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধির সুবিধা হয়। এই জন্যই তোমাকে পূর্ব্বে mesmerismএর দৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম। বস্তু মাত্রেই ভগবানের চিচ্ছক্তির প্রকার (mode) মাত্র। যেমন mesmerised ব্যক্তির

চিৎ ও জ্ঞানপ্রবাহ অন্যের ইচ্ছাবশে বাহিরের বস্তুর রূপ ধারণ করে, সেই রূপ এই ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র ভগবানের চিচ্ছক্তির অন্তরালে স্থিত স্বীয় সংস্কারের বিকাশের নাম সৃষ্টি (expansion of the contents of his Consciousness)। তবে মানব পরবশ হইয়া সৃষ্টি করে, কিন্তু ভগবান অনাশক্ত হইয়া ভূতগণের উদ্ভব জন্য অথবা তাঁহার লীলা প্রকাশ জন্য আপনাতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন। খৃষ্টান বাইবেলে ঈশ্বরের উক্তি মাত্রে আলোক প্রভৃতির সৃষ্টি। ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ এই একই তত্ত্ব সেখানে প্রতিভাত হইতেছে।

ছা। এই প্রত্যক্ষীভূত জগৎকে মনোময় বলিয়া ধারণা করিতে সক্ষম হইতেছি না।

শি। কল্য রাত্রে যখন নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইতেছিলে তখন সেই সুষুপ্তি অবস্থায় এক আমি ভিন্ন অন্য কোন বোধ ছিল না। তবে কোথা হইতে অন্ধকার এই সৎরূপে প্রতীয়মান বিশাল জগৎ উৎপন্ন হইল? যখন জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে এক অবিনাশী অপরিচ্ছিন্ন অহং ভাব বুঝিতে পারিবে, তখন এই সংসারকে মায়ার খেলা বলিয়া কতকটা অনুভব করিতে পারিবে। এখানে মায়া অর্থে অলীক মনে করিও না—সমস্ত মায়া কল্পিত পদার্থে এই অহংজ্ঞান প্রতিবিম্বিত হইতেছে জানিয়াই আমরা বস্তু-বিশেষের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি। মায়াধীশের প্রতিবিম্ব মায়াতে আছে বলিয়াই মায়া সত্য। তবে সেই নিত্যসর্ব্বগত চৈতন্যের একাংশ মাত্র পরিব্যক্ত হয় বলিয়াই মায়া অলীক। ওসকল কথা যাক্। ঈশ্বরোপাসনার প্রধান অঙ্গ আত্মজ্ঞান ভাল করিয়া বুঝ। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা ঈশ্বরের উপলব্ধির নামই ঈশ্বরোপাসনা।

ছা। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা কিরূপে সম্ভবে?

শি। ইন্দ্রিয়গুলি কি ভাল করিয়া বুঝিলে তোমার এ সন্দেহ অপনোদন হইবে। পুরাণে ও উপনিষদে যে ত্রিসর্গের কথা বলা আছে তাহা ভাল করিয়া বুঝ। প্রথম সর্গ ভূত সৃষ্টি অর্থাৎ পূর্ব্ব কল্পের স্মৃতির সহিত ঈশ্বরের দৈবী-প্রকৃতির যোগ হইলে ঐ স্মৃতিগুলি চিৎশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া ভূতরূপে প্রতীয়মান হয়। ভূত কথাটীর অর্থ বুঝিলে এই রহস্য বুঝিতে পারিবে। ভূ+ক্ত প্রত্যয় করিয়া ভূত পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ যাহা ছিল।

যেমন হঠাৎ আমাদিগকে সুপ্তোথিত করিলে আমাদের স্মৃতিগুলি চিত্তপটে উত্থিত না হওয়ায় ও আমাদের আত্মজ্ঞান ঐ সকল স্মৃতির সাহায্য ভিন্ন প্রকট হইতে না পারায় আমি কে, কি ইত্যাদি নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। কিন্তু অল্পে অল্পে ঐ স্মৃতিগুলি চিত্তপটে আবির্ভূত হইলে তদ্বারা পূর্ব্বদিনের স্থূল সূক্ষ্ম বস্তুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ পুনঃ স্থাপিত হয়। সেইরূপ এক নির্গুণ ভগবানের প্রকট হইবার জন্য পূর্ব্বকল্পের স্মৃতিগুলি সহায়তা করে। ভগবানের চিত্তে পূর্ব্বকল্পের স্মৃতিগুলির সহিত তাঁহার চিৎশক্তির সম্মিলন হইয়া "ইহারা ছিল" এই জ্ঞান সকল ক্রমে ভুত বলিয়া ব্যক্ত হয়। অতএব বুঝিতে পারিতেছ যে প্রত্যেক ভুত তাঁহার (ঈশ্বরের) সম্বিৎশক্তির স্বকল্পিত পরিচ্ছিন্নতা (limitation) ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন mesmeriserএর শক্তি mesmerisedকে তদ্ভাবে ভাবিত করিয়া বদ্ধ করে সেইরূপ জীবমাত্রেই ঈশ্বরের ভুতশক্তির দ্বারা সর্ব্বদাই পরিচ্ছিন্ন। এ কথাটী বিশেষ করিয়া মনে রাখিও। সাধনের ইহার প্রয়োজন আছে পরে দেখা যাইবে। ভুত সৃষ্টির পর সেই ভুত সকলকে পরিচালনা করিবার ইচ্ছা হইতে ভগবানের ইচ্ছাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ (modes) অর্থাৎ দেবগণের সৃষ্টি হইল। উপনিষদে আছে তিনি দেখিতে চাহিলেন। তাঁহারএই ইচ্ছার তমোভাব হইতে ভুতসৃষ্টি হইল এবং রজোগুণ হইতে দেখিবার শক্তি বা নেত্র উৎপন্ন হইল। এখানে নেত্র শব্দে স্থূল চক্ষু বুঝায় না। যে শক্তি দ্বারা (mode of Consciousness) রূপ উপলব্ধি হয় সেই দেবতার নাম নেত্র। এইরূপে তমোগুণে (due to externalisation) ভুত সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তদনুযায়ীক এক অনন্ত চিৎশক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মাণ্ডে ইহাদিগকে দেবতা বলে। পিণ্ডান্তে ইহাদিগকে ইন্দ্রিয় বলে। এই দেবশক্তি ভাল করিয়া বুঝ। দেবশক্তি না হইলে আমাদিগের কোন জ্ঞান সম্ভবে না। মুর্চ্ছিত লোকের চক্ষুর কোন রকম গঠনগত (Structural) রূপান্তর হয় না তবে সে কেন দেখিতে পায় না? বাহিরের স্পন্দনকে রূপভাবে দেখিতেগেলে যে শক্তির আবশ্যক, সেই শক্তি কার্য্যকারী না হওয়াতে চিত্তে বাহিরের স্পন্দনের কোন ভাব প্রকাশ পায় না। [ক্রশমঃ

অনন্তরামের গুরুভাই।

মানবের সপ্তরূপ।

ষষ্ঠরূপ বুদ্ধি।

(৪র্থ খণ্ডের ১০ম সংখ্যার ৩৯৬ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বুদ্ধিরূপ মনসের সঙ্গে ঘনসন্নিবিষ্ট ও বিশেষরূপে মিলিত। মনসের সঙ্গে সংযুক্ত হইলেই ইহাকে পরমজীব বা জীবাত্মা কহে। কিন্তু মনস্ হইতে বিযুক্ত থাকিলে ইনি কোনরূপ জীব শব্দ বাচ্য নহেন, কেবল আত্মার বাহন মাত্র। যাঁহা হইতে এই বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে, যাঁহাতে সৃষ্ট বিশ্ব স্থিত আছে, এবং যাঁহাতে পরিনামে এই বিশ্ব লয় পায়, তিনিই ব্রহ্ম। যিনি তাঁহারও অতীত, যিনি অবাঙ্‌মনসগোচর, যাঁহার কোন তত্ত্বই কেহ অবগত নহেন, জগতের যাবতীয় শাস্ত্রই যাঁহার তত্ত্বনিরূপণে অসমর্থ, তিনি পরব্রহ্মপদ বাচ্য।

জীবরূপ পিণ্ডাণ্ডের যেমন হৃদয় আছে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও সেইরূপ অতি মহান্ একটী হৃদয় আছে। পরব্রহ্ম গুণাতীত ও অসীম; আদ্যন্তমধ্য-রহিত। ইহাঁর অনন্ত রশ্মিসমূহ মধ্যে একটীমাত্র রশ্মিকণা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, ইহাঁকেই ব্রহ্ম কহে। আত্মা রূপ, রস, গন্ধাদি বিবর্জ্জিত; তবে যোগীগণ ধ্যানাবস্থিত হইয়া আত্মার এক রূপ দেখিতে পান, তাহা জ্যোতির্ম্ময়; অতএব আত্মাকে জ্যোতির্ম্ময় (Spirit) বলা যাইতে পারে। যিনি জ্যোতির ও পরম অর্থাৎ অতীত, পরপারে স্থিত তিনি পরমাত্মা (Super-Spirit.); এই পরমাত্মা মূলহীন. অথচ তিনি সকলেরই মূলে রহিয়াছেন। আত্মা পরমাত্মার অপরিচ্ছিন্ন অংশ, পরমাত্মার জ্যোতিঃকণামাত্র। এই জ্যোতিঃকণাই জীবের হৃদয়স্থিত বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইলে আত্মা পদবাচ্য হন। সাধারণতঃ অনন্তবিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কীয় হইলে ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; জীব-সম্পর্কীয় হইলে ব্রহ্ম আত্মা শব্দবাচ্য ও পরব্রহ্ম পরমাত্মা শব্দবাচ্য হন। ব্রহ্মে ও আত্মায়, এবং পরব্রহ্মে ও পরমাত্মায় প্রকৃতপক্ষে কোন প্রভেদ বা পার্থক্য নাই। এখন আমাদের এই প্রবন্ধের ষষ্ঠরূপে ও বেদান্ত

মতের বিজ্ঞানময় কোষে এক। এই বুদ্ধিতেই আত্মার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে ; বুদ্ধিকে আশ্রয় করা ভিন্ন আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়ার আর উপায়ান্তর নাই।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেনঃ—

তেষাং সততযুক্তানং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাতিতে॥

গীতা।

অর্থাৎ, এইরূপে প্রীতিপূর্ব্বক ভজনাসক্ত ব্যক্তিদিগকে আমি বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই বুদ্ধিই নানা সম্প্রদায়ের উপাসকদের রুচি ও সাধনপ্রণালীর সুবিধার জন্য নানা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

জীবের হৃদয়ক্ষেত্র বুদ্ধির বসতি স্থান।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদিসর্ব্বস্যবিষ্ঠিতম্।

গীতা।

তিনি (আত্মা) জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য, তিনি প্রাণীমাত্রের হৃদয়ে অপ্রচ্যুত স্বরূপে স্থিত আছেন।

এখানে হৃদয়ে স্থিত আছেন অর্থে বুদ্ধিতে অবস্থিত আছেন। হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিতে ; হৃদিবুদ্ধৌ (শাঙ্করভাষ্যম্)।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভুতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।

ঈশ্বর (আত্মা) সর্ব্বজীবের হৃদয়ে (হৃদয়কন্দর-স্থিত বুদ্ধিতে) অবস্থান করেন।

শাস্ত্র-গ্রন্থাদির যে যে স্থানে ঈশ্বরের অর্থাৎ আত্মার অধিষ্ঠানক্ষেত্রকে 'হৃদয়' বা 'গুহা' বলা হইয়াছে, সেই সেই স্থানে 'হৃদয়' বা 'গুহা' অর্থে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে বুঝিতে হইবে।

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মাস্যজন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।

কঠোপনিষৎ।

আত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম, এবং স্থূল হইতেও স্থূলতম, আত্মা সর্ব্বজীবের হৃদয়রূপ গুহায় অর্থাৎ বুদ্ধিতে সাক্ষী স্বরূপে বিদ্যমান আছেন। সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো, আমি সকলের হৃদয়ে (বুদ্ধিতে) সন্নিবিষ্ট হইয়া আছি। স্বয়া

হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তঽস্মি তথা করোমি। হৃষিকেশ অর্থে ইন্দ্রিয় প্রেরক ; তুমি হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া, যে ইন্দ্রিয়কে যেরূপ ভাবে পরিচালিত করিয়া থাক, আমি তাহার প্ররোচনায় তদনুযায়ী কার্য্যই করিয়া থাকি। তবেই দেখা গেল যে, বুদ্ধিই আত্মার অধিষ্ঠান স্থান।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, বুদ্ধিতেও আত্মা প্রতিফলিত হন, জীব তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারে কিরূপে?

যিনি এই সংসারে জীব নামধারী (পঞ্চম মনসরূপ), তাহাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে (সঙ্কল্প বা Lower Manasকে) প্রগ্রহ অর্থাৎ অশ্ব পরিচালন রজ্জু বলিয়া জ্ঞান কর। জীব শরীরস্থ হইয়া একান্তমনে পরমাত্মাকে চিন্তা করিলে ভববন্ধন মুক্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় পূর্ব্বোক্ত রথের অশ্ব ; রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পঞ্চ বিশয়কে উক্ত অশ্বের পথ স্বরূপ বলিয়া জানিবে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় রূপ-রসাদি বিষয়ে আসক্ত হইয়া যে ফল উপার্জ্জন করে, জীব তাহা জন্মে জন্মে ভোগ করে। শরীর, মন ও ইন্দ্রিয় জীবের বশীভূত হইয়া আছে। যাহাদের সত্ত্বশুদ্ধি ও ভাবশুদ্ধি হইয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি লাভ হইয়াছে, তিনিই আত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। অনভিজ্ঞ সারথি অশ্বপরিচালনে অসমর্থ হইলে, যেমন অশ্বগণ তাহার বশীভূত না হইয়া বিপথগামী হয়, সেইরূপ যে সকল ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বুঝিতে পারে না, তাহারা মনকে বশে আনিতে সক্ষম হয় না, সুতরাং তাহারা প্রকৃত পথ ভুলিয়া বিপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, এই জন্য তাহারা আত্মতত্ত্বসন্ধানের পথ খুঁজিয়া পায় না।

যেমন সারথি নিপুণ হইলে অশ্বরজ্জু আয়ত্ব করিতে পারে, সুতরাং তাহার অশ্ব-চালনার কোন ব্যাঘাত হয় না, সেইরূপ যাহারা বিজ্ঞ, শমদম গুণান্বিত, সৎক্রিয়াবান্ এবং বিশুদ্ধ-চিত্ত, তাহাদের বুদ্ধিও নির্ম্মল এবং স্বচ্ছ হয়, এবং সেই অমল ও স্বচ্ছবুদ্ধিতে আত্মা প্রতিভাত হইলেই তাহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া অচিরে পরম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।

পবিত্র ও সাত্বিক আহারের দ্বারা দেহের পরিশুদ্ধি ঘটে। দেহ শুদ্ধ হইলেই ইন্দ্রিয়গণের বলের হ্রাস হয়, সুচিন্তা ও সুভাবনার পথ প্রসারিত হয়। সুচিন্তা দ্বারা মনের পবিত্রতা জন্মে ও তদ্দারা অন্তঃশুদ্ধি হয় ; অন্তঃশুদ্ধি হইলে বহির্মুখিন্

ইন্দ্রিয়গণ অন্তর্ম্মুখিন্ হইয়া স্ববশে আইসে, তখন পার্থিব ভোগবিলাসে আর আসক্তি থাকে না। ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইলে মনশ্চাঞ্চল্য দূরীভূত হইয়া তাহা প্রশান্ত ভাব ধারণ করে। মন প্রশান্ত এবং গম্ভীর হইলে পর, বুদ্ধি শুভ্র স্ফটিকবৎ অতিশয় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হয়, তখন ধ্যানাবস্থিত হইলে সুবিমল ও স্বচ্ছবুদ্ধিতে আত্মার জ্যোতিঃ ও প্রভা প্রতিভাত হয় এবং যোগীগণ দিব্যচক্ষে সেই আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া পরমানন্দে বিভোর হন।

এস ভাই, বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভগবতী নারায়ণীকে ভক্তিভরে প্রণাম করি, হৃদয় নির্ম্মল হইবে।

সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেন জনস্য হৃদিসংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

[ক্রমশঃ]

যুগল সেবক।

পরাবিদ্যা

বা

থিওসফি।

পরাবিদ্যা বা থিওসফি শব্দের অর্থ শিবসম্বন্ধিনী বিদ্যা, ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যিনি ক্লেশ, কর্ম্মবিপাক ও কর্ম্মাশয়ে কখনও লিপ্ত নহেন সেই পুরুষবিশেষের নাম ঈশ্বর, পাতঞ্জল দর্শন-শাস্ত্র হইতে আমরা ইহা শিখিয়াছি; ইনিই আদিগুরু ইহাঁরই নাম শিব। বৌদ্ধধর্ম্ম মতে ইহাঁকেই আদিবুদ্ধ বলা হইয়া থাকে। ইনি অনাদি, অনন্ত এবং সর্ব্বজ্ঞ। অবিদ্যা-মোহিত-জীবকে জ্ঞানের পন্থা দেখাইয়া ইনিই উদ্ধার করিয়া থাকেন। কালচক্রবশে যখন পৃথিবীতে ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় তখন ইনিই জীবের পরিত্রাণ হেতু অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই বসুদেব দেবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনকে কুশল মূল যে ভাগবৎতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন উহাই

পরাবিদ্যা। মহর্ষি ব্যাসদেব এই পরাবিদ্যাকেই ভিত্তি করিয়া বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া যে ধর্ম্ম স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন তাহাই এক্ষণে হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া খ্যাত। দ্বাপর যুগের শেষভাগে পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই ধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছিল। কালচক্রের বশে এই সনাতনধর্ম্ম, অবিদ্যা-মোহিত আচার্য-গণ কর্ত্তৃক কলুষিত হইয়া পড়ে। তখন আবার ভগবানকে পৃথিবীতে অবতার হইতে হয়। ইনি তখন মায়াদেবীর গর্ভে শ্বেতহস্তী রূপ ধরিয়া প্রবেশ করেন, এবং শাক্যসিংহ বুদ্ধতনু ধারণ করিয়া, প্রিয়শিষ্য আনন্দকে কুশল মূল গুহ্য ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। মহাযান পন্থার মহাপুরুষগণ এক্ষণে এই গুহ্যতত্ত্বের অধিকারী হইয়া আছেন।

পরাবিদ্যার্থী সমিতির স্থাপয়িত্রী শ্রীমতি ব্লাভট্‌সকি Key to Theosophy নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন :—

"His (Bhuddha's) esoteric teachings were simply the *Gupta-Vidya* (Secret knowledge) of the ancient Brahmins, the key to which their modern successors have, with few exceptions, completely lost. And this Vidya has passed into what is now khown as the *inner* teachings of the *Mohayana* School of Northern Buddism."

"The Schools of the Northern Buddhist church, established in those countries to which his (Buddha's) initiated Arhats retired after the Master's death, teach all that is now called Theosophical doctrines, because they form part of the knowledge of the initiates."

ভগবান বুদ্ধদেব অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত গুহ্যতত্ত্বের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহার সহিত প্রাচীন ঋষিগণ কথিত অধ্যাত্মতত্ত্বের কোন পার্থক্য নাই। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর দীক্ষিত অর্হৎগণ হিমালয়ের পারে গিয়া যে আশ্রম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন সেইখানে সাধুগণ এখনও সেই গুহ্য অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন। গিরিহিমালয়ের উপত্যকায় এই যে পুণ্যাশ্রম আছে সেই আশ্রমের মহাপুরুষগণ যে পথে চলিয়া থাকেন উহাই মহায়ান-

পন্থা। এই মহায়ান পন্থার যে গুহ্য জ্ঞানরহস্য তাহাই শ্রীমতি ব্লাভাট্‌সকি তাঁহার গুরুদেবের নিকট হইতে লাভ করিয়া আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমতি ব্লাভাট্‌সকির উপদেশের সার কথা গুটিকত সংক্ষেপে বলিতে ইচ্ছা করি। তিনি যাহা শিখাইয়াছেন তাহা হিন্দুসন্তানগণের কাছে কোন নূতন কথা নহে; তিনি হিন্দুদের পুরাণ কথা হিন্দুসন্তানগণকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন মাত্র। পরাবিদ্যার সার কথা গুলি এইঃ—

১ম অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, সমগ্র বিশ্বের একাধার স্বরূপ এক অনীর্ব্বচনীয় তত্ত্ব আছে, যাহা জীবের শান্তিধাম। মানবের চিত্ত এই তত্ত্বে প্রবেশ করিলেই তিনি পরাশান্তি লাভ করেন। মানব এই তত্ত্ব লাভ করিয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই শিবত্ব লাভই জীবের চরম লক্ষ্য। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা শাস্ত্রে ভবগান এই তত্ত্বকে মহৎব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"মম যোনি র্মহৎব্রহ্ম তস্মিন গর্ভং দধাম্যহং।"

গীতা।

এই ব্রহ্মযোনি হইতে জীবের উদ্ভব হইয়াছে এবং উহাতেই জীবের লয় হইয়া থাকে। বিশ্বের লয়স্থান এই ব্রহ্মযোনি তত্ত্ব জানিলে জ্ঞাতব্য আর কিছুই বাকী থাকে না। এই তত্ত্ব মধ্যে প্রবেশ করিলে মানব বিমল আনন্দে বিভোর হইয়া থাকেন; সেই আনন্দের নাম ব্রহ্মানন্দ। তন্ত্রের ভাষায় এই ব্রহ্মযোনির নাম মাতৃযোনি। এই মাতৃযোনি রহস্যই পরম গুহ্য পরাবিদ্যা। মহায়ান পন্থার শ্রদ্ধোদয় নামক গ্রন্থে এই মাতৃযোনিকে তথাগত গর্ভ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

তথাগত শব্দের অর্থ এইঃ—তস্মিন্ গতঃ তথা গতঃ। তৎ শব্দ বাচ্য ব্রহ্মধামে যিনি গিয়াছেন তাঁহার নাম তথাগত। যিনি ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন তাঁহার যে শান্তিধাম যাহা অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় আনন্দধাম তাহাকেই মহায়ান পন্থায় তথাগত গর্ভ বলা হইয়াছে। এই পরমধাম সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন;—

ন তৎ ভাসয়তে সূর্য্যঃ ন শশাঙ্কন পাবক
যৎগত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তৎধাম পরমং মম।

এই পরমধামে যাইবার যে পন্থা তাহারই নাম মহায়ান এবং উহারই নাম

পরাবিদ্যা। এই পরমধাম যিনি লাভ করিয়াছেন তিনি ক্লেশমুক্ত হইয়া আপনাকে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তপুরুষ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। এই বোধের নাম আত্মজ্ঞান।

অর্হৎ অশ্বঘোষ প্রণীত মহায়ান-শ্রদ্ধোদয় গ্রন্থের চীন ভাষাতে যে অনুবাদ আছে টিটারো সুজুকি (Teitaro Suzuki) তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। বৌদ্ধ মহায়ানধর্ম্ম কি তাহা জানিবার ইচ্ছা হইলে পাঠকগণ উক্ত গ্রন্থ হইতে উক্ত ধর্ম্মের রহস্য কতক জানিতে পারিবেন। মহায়ান পন্থার সাধকের মুখ্যধ্যেয় তত্ত্ব তথাগত-গর্ভ। আমাদের পরাবিদ্যাও মুখ্যধ্যেয় তত্ত্ব ব্রহ্মযোনি।

[ক্রমশঃ]

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

পালি ভাষার অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থ—

পুরুষের শ্রেণী-ভেদ।

পালি ভাষায় যে সকল গ্রন্থ আছে উহার অধিকাংশই ত্রিপিটকের অন্তর্গত। ত্রিপিটক তিন ভাগে বিভক্ত; যথা;—(১) সূত্র, (২) বিনয় ও (৩) অভিধর্ম্ম। বিনয়পিটকে বৈধাবৈধ কর্ম্মের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পাপ, পুণ্য, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি বর্ণনাই বিনয়পিটকের উদ্দেশ্য। কথিত আছে বুদ্ধদেব স্বয়ং বিনয়পিটকের বর্ণিত বিষয়সমূহের উপদেশ দিয়াছিলেন। বুদ্ধের মুখ হইতে যে সকল কথা নির্গত হইয়াছিল উহা লইয়া সূত্রপিটক বিরচিত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের দার্শনিক মতসমূহ অভিধর্ম্মপিটকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম এই তিন পিটকই বুদ্ধের উক্তি।

বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করেন যে বুদ্ধদেবের মহা পরিনির্ব্বাণের অব্যবহিত পরে খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দের শ্রাবণ মাসে প্রথম বোধিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালে ত্রিপিটকা-

ন্তর্গত গ্রন্থসমূহ বিরচিত হইয়াছিল। মহাবংশ নামক সুপ্রসিদ্ধ পালি গ্রন্থে লিখিত আছে যখন রাজা বট্টগামনী (বত্ম্‌গ্রামনী) সিংহলে রাজত্ব করিতে ছিলেন ঐ সময়ে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৮৮—৭৬ অব্দে ত্রিপিটক সিংহলী অক্ষরে প্রথম লিপিবদ্ধ হয়। তাহার পূর্ব্বে পণ্ডিতগণ ঐ সকল গ্রন্থ পুরুষানুক্রমে কণ্ঠস্থ করিয়া আসিতেন। ত্রিপিটকের গ্রন্থসমূহ, যথাঃ—

বিনয়পিটক।

(১) বিভঙ্গ—এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে পারাজিক অর্থাৎ সমাজ-ভ্রংশকর পাপ ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রায়শ্চিত্তীয় পাপের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

(২) খন্ধক—প্রথম খণ্ডের নাম মহাবগ্‌গ ও দ্বিতীয় খণ্ডের নাম চুল্লবগ্‌গ।

(৩) পরিবার পাঠ।

সূত্রপিটক।

(১) দীঘ নিকায়।

(২) মজ্‌ঝিম নিকায়।

(৩) সংযুত্ত নিকায়।

(৪) অঙ্গুত্তর নিকায়।

(৫) খুদ্দক নিকায়—ইহাতে নিম্নলিখিত গ্রন্থ আছেঃ—

(ক) খুদ্দক পাঠ, (খ) ধম্মপদ, (গ) উদান, (ঘ) ইতিবুত্তক, (ঙ) সুত্তনিপাত, (চ) বিমান বত্থু, (ছ) পেত বত্থু, (জ) থের গাথা, (ঝ) থেরী গাথা, (ঞ) জাতক, (ট) নিদ্দেস, (ঠ) পটিসম্ভিদামগ্‌গ, (ড) অপদান, (ঢ) পঞ্চবিংশতি তথাগত, (ণ) চরিয়া পিটক।

অভিধর্ম্মপিটক।

(১) ধর্ম্ম সঙ্গনী।

(২) বিভঙ্গ।

(৩) কথাবত্থুপ্পকরণ।

(৪) পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি।

(৫) ধাতু কথা।

(৬) যমক।

(৭) পট্‌ঠানপকরণ।

আমি বর্ত্তমান প্রস্তাবে সূত্রপিটকের অন্তর্গত অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থের কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইংলণ্ড দেশীয় (Philological Society) ভাষা-বিজ্ঞান-সমিতির সভাপতি Dr. Richard Morris M.A. L.L.D. মহোদয় বিগত ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থ রোমান্ অক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছেন। খৃষ্টিয় ৩৮৫ অব্দে ধর্ম্মনন্দী নামক কোন পণ্ডিত এই অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। চাইনীজ্‌গণ এই গ্রন্থকে একত্তরাগম সূত্র নামে অভিহিত করিয়াছেন।

অঙ্গুত্তর নিকায়ের সমচিত্তবর্গ নামক অধ্যায়ে পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তি বর্ণিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেনঃ—"হে ভিক্ষুগণ! পৃথিবীতে দুইটী বিষয়ের কোন প্রতিকার নাই। কোন দুইটী বিষয়ের? মাতার এবং পিতার। সন্তানগণ পিতা-মাতার আচ্ছাদন, পরিমর্দ্দন, স্থাপন, সংবাহন ইত্যাদির সুন্দর ব্যবস্থা করুন না কেন এবং তাঁহাদিগকে সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্যে সংস্থাপিত করুন না কেন, কিন্তু তাঁহারা যাহা করিয়াছেন তাহার প্রতিকার কিছুতেই হইবে না।

হে ভিক্ষুগণ! পিতা-মাতার কার্য্য কিছুতেই পরিশোধ করা যায় না। যে সন্তান শ্রদ্ধাবিহীন পিতা-মাতৃকে শ্রদ্ধাবন্ করিতে পারেন, দুঃশীল পিতা-মাতাকে শীলসম্পন্ন করিতে পারেন, মৎসরী পিতা-মাতাকে ত্যাগশীল করিতে পারেন এবং দুষ্প্রজ্ঞ পিতা মাতাকে প্রজ্ঞাবিশিষ্ট করিতে পারেন, তিনি পিতা-মাতার কার্য্য কিয়ৎপরিমাণে পরিশোধ করিতে পারেন। মাতা স্বীয় শরীর নষ্ট করিয়া সন্তানকে পোষণ করিয়াছেন, এক ছটাক মাতৃদুগ্ধ শিশুসন্তানের পক্ষে যতদুর বলকারক দশ হাজার আটশত পঞ্চাশ সের তণ্ডুল তত বলকারক নহে।"

অঙ্গুত্তর নিকায়ের পুগ্‌গলবগ্‌গ হইতে নিম্নলিখিত বিষয় উদ্ধৃত হইলঃ—

এক সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী নগরীতে অনাথ পিণ্ডিকের জেতবন নামক উদ্যানে সারিপুত্র প্রভৃতি ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে বিচরণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে শ্রবিষ্ট ও মহাকোষ্টিত নামক দুইজন ভিক্ষু তথায় উপস্থিত হন। সারিপুত্র শ্রবিষ্টকে জিজ্ঞাসা করেন "হে বন্ধো! সংসারে কায়সাক্ষী, দৃষ্টি প্রাপ্ত ও শ্রদ্ধাবিমুক্ত এই তিন প্রকারের পুরুষ আছেন। হে বন্ধো! এই তিন প্রকারের মধ্যে কোন্ প্রকারের পুরুষ অধিক প্রশংসনীয়?" শ্রবিষ্ট উত্তর করি-

লেন, "হে বন্ধো! এই তিন প্রকারের মধ্যে শ্রদ্ধাবিমুক্ত নামক পুরুষ অধিক প্রশংসনীয়, কারণ তাঁহার শ্রদ্ধা নামক ইন্দ্রিয়ের পূর্ণতা লাভ হইয়াছে।"

অনন্তর সারিপুত্র মহাকোষ্ঠিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে বন্ধো! সংসারে কায়সাক্ষী, দৃষ্টিপ্রাপ্ত ও শ্রদ্ধাবিমুক্ত নামে যে তিন প্রকারের পুরুষ বিদ্যমান আছেন, উহাঁর মধ্যে কে অধিক প্রশংসনীয়?" মহাকোষ্ঠিত উত্তর করিলেন "হে বন্ধো! এই তিন প্রকার পুরুষের মধ্যে কায়সাক্ষী নামক পুরুষ অধিক প্রশংসাভাজন, কারণ তাঁহার সমাধীন্দ্রিয় পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।"

অনন্তর মহাকোষ্ঠিত সারিপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে বন্ধো! কায়সাক্ষী, দৃষ্টিপ্রাপ্ত ও শ্রদ্ধাবিমুক্ত এই তিন প্রকার পুরুষের মধ্যে কোন্ প্রকারের পুরুষ অধিক প্রশংসনীয়?" সারিপুত্র উত্তর করিলেন "হে বন্ধো! এই তিন প্রকারের মধ্যে দৃষ্টিপ্রাপ্ত নামক পুরুষ অধিক প্রশংসনীয়, কারণ তাঁহার প্রজ্ঞা নামক ইন্দ্রিয় পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।"

তারপর শ্রবিষ্ঠও মহাকোষ্ঠিতকে সম্বোধন করিয়া সারিপুত্র কহিল "হে বন্ধুগণ! আমাদের স্ব স্ব প্রতিভা অনুসারে আমরা উপস্থিত প্রশ্নের উত্তর করিয়াছি। এক্ষণে চলুন আমরা ভগবানের নিকট যাইয়া এই প্রশ্নের মীমাংসা করি।" অনন্তর সারিপুত্র প্রমুখ তিনজন ভগবানের নিকট যাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন।

ভগবান উত্তর কবিলেন "হে আয়ুষ্মান্! কায়সাক্ষী, দৃষ্টিপ্রাপ্ত ও শ্রদ্ধাবিমুক্ত ইহাঁদিগের মধ্যে কে অধিক প্রশংসনীয় তাহা বলা সহজ নহে। সময়বিশেষে ইহাঁদের প্রত্যেকেই সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ এই সকল পদ লাভ করিতে পারেন।"

[ক্রমশঃ]

শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য।

কাশী ভরদ্বাজ উপাখ্যান।

এক সময়ে ভগবান বুদ্ধদেব মগধের অন্তঃর্গত দক্ষিণাগিরি নামক স্থানের সমীপবর্ত্তী একনালা নামক এক গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই গ্রামে ব্রাহ্মণ অধিবাসীদিগের সংখ্যা অধিক। সেই গ্রামে কাশী ভরদ্বাজ নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। সেই ব্রাহ্মণ কৃষিকার্য্য দ্বারা তাহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। সেই সময় তাহার ৫০০ পাঁচশত খানি হল ভূমিকর্ষণের নিমিত্ত প্রস্তুত ছিল। একদিন প্রাতঃকালে বুদ্ধদেব কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া ও ভিক্ষাপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক যেখানে ভরদ্বাজের লোক জন কার্য্য করিতেছিল, তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই সময় ভরদ্বাজের অন্ন বিতরণের সময়। ভগবান সেই অন্ন বিতরণ স্থলে উপস্থিত হইয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান পূর্ব্বক, বিতরণকার্য্য অবলোকন করিতেছিলেন। ভগবানকে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া, কাশী ভরদ্বাজ তাহাকে বলিতে লাগিলেন "হে শ্রমণ! আমি ভূমিকর্ষণ ও বীজ বপন করি, তবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি। তোমারও আলস্যে কালক্ষেপ না করিয়া ঐরূপ ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করা উচিত।" বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, আমিও ভূমিকর্ষণ করিয়া থাকি ও বীজ বপন করি। এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ উত্তর করিল হে গৌতম শ্রমণ! তুমি যদি হলকর্ষণ দ্বারা কালাতিপাত কর, তবে তোমার বৃষ, হল, ইত্যাদি কোথায়? তুমি তোমাকে কৃষিজীবি বলিয়া পরিচয় দিতেছ কিন্তু তোমার নিকট কৃষিকার্য্যোপযোগী কোন দ্রব্য ত দেখিতেছি না? বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন যে বিশ্বাসই আমার বীজ, সাধন-কৃচ্ছ্রতা বৃষ্টি স্বরূপ, বিচারশক্তি হল, মন বন্ধনরজ্জু স্বরূপ, চিত্তের সংযম আমার কৃষিফল, কায়মনবাক্যের উপর আমার দণ্ড সদাসর্ব্বদা পরিচালিত হয়। আমি ভোজনে পরিমিতাহারি; দয়াই আমার অবলম্বন, উদ্যমই আমার ভারবাহী বলদ, যাহারা নির্ব্বাণের পথে গমন করে, সেই নির্ব্বাণকামী; একবার সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে শাশ্বত আনন্দ লাভ করে ও তাহাদের আর পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। আমার কৃষিকার্য্যে মনুষ্য অমৃতত্ব লাভ করে ও জরা ব্যাধি মরণের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। বুদ্ধদেবের বাক্য শ্রবণ

করিয়া ব্রাহ্মণ কাশী ভরদ্বাজ ভগবানের কমণ্ডলু পবিত্র পায়সান্নে পূর্ণ করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন ও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন এই শ্রমন বুদ্ধ যে কৃষিকার্য্য করেন তাহার ফল অমৃতত্ব লাভ। ভগবান উত্তর করিলেন শাস্ত্রবাক্য বিন্যাশ পূর্ব্বক শ্রোতৃবর্গকে মনোরঞ্জন দ্বারা ভিক্ষাদ্রব্য গ্রহণ করা ধর্ম্ম বিগর্হিত ও বুদ্ধদিগের পক্ষেও অবিধেয়। অতএব আমি এরূপ উপায়ে খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারি না। যিনি মুনি, যাঁহার চিত্তের উদ্বেগ সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়াছে, যাঁহার সকল প্রকার বাসনা সংযত হইয়াছে, যাঁহার অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত হইয়াছে, সেরূপ ব্যক্তিদিগের খাদ্যদ্রব্য বিভিন্ন। তাঁহাদের সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় ভৌতিক পদার্থের উপর জীবন যাপন করিতে হয় না। বুদ্ধের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কাশী ভরদ্বাজ তাহার সেই সুমিষ্ট উপাদেয় পায়সান্ন ভূমিতে নিক্ষেপ করিল।

যে স্থানে সেই পায়সান্ন নিক্ষিপ্ত হইল নানাপ্রকার ভৌতিক ও অলৌকিক ঘটনাবলী সংঘটিত হয়। এই সকল ঘটনাবলী দর্শন করিয়া কাশী ভরদ্বাজ ভয় ও বিস্ময়াপ্লুত হৃদয়ে ভগবানের শ্রীচরণে পতিত হইয়া করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিল। যেমন দীপালোক বহুকালের সূচিভেদ্য অন্ধকার দূরীভূত করে, তদ্রূপ জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকাধার শাক্যবংশ শশী বুদ্ধদেবের করুণামাখা উপদেশে জগতের তমো বিনাশ করিয়াছে। এবম্বিধ প্রকারে বুদ্ধদেবের স্তব স্তুতীর দ্বারা ত্রিরত্নের স্মরণাপন্ন হইলেন। কাশী ভরদ্বাজ তদনন্তর বুদ্ধদেবের নিকট প্রবর্য্যা ও দিক্ষা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলেন। এইরূপ প্রবর্য্যা ও দিক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিয়া নির্জ্জনে সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। একাগ্র-চিত্তে ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত হইয়া, অন্তর্নিহিত জ্ঞানালোকে উন্মেষিত বিচার বুদ্ধি দ্বারায় এক জীবনে মনুষ্য যতদুর উচ্চ অবস্থা লাভ করিতে পারে কাশী ভর-দ্বাজের তাহাই হইল। তাহার জন্ম-মৃত্যু বন্ধন ক্রমে দূরে চলিয়া গেল। জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। বুদ্ধের করুণায় ক্রমে কাশী ভরদ্বাজ দুর্লভ আর্হৎ পথ লাভ করিলেন।

শ্রীচারুচন্দ্রবসু।

ভগবদ্ গীতা।

প্রথম অধ্যায়।

অর্জ্জুন-বিষাদ।

(অমৃতাক্ষর ছন্দে)

"নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কাপ্রীতিঃ স্যাৎ জনার্দ্দন"

কুরুক্ষেত্র পরিসরে—সে পবিত্র ভূমে—
সমর-উদ্যমে মিলি, পুত্র শত মম
পঞ্চপাণ্ডুসুত সহ, কহ, কি করিলা,
সঞ্জয়! [কৌতুকাবেশে] অন্ধনরপতি
জিজ্ঞাসিলা। মন্ত্রীবর উত্তরিলা যথাঃ— ॥ ১ ॥
সম্মুখে পাণ্ডব-সৈন ব্যূহবদ্ধ দেখি
[রণারম্ভে, অবিলম্বে] যথা কুপীপতি
গেলা তথা কুরুপতি [সভয় অন্তরে,
প্রণমি আচার্য্যে], নৃপ কহিলা বারতা ॥ ২ ॥
দেখহ, আচার্য্য, [অগ্রে রণপরিসরে]
পাণ্ডবীয় মহাচমূ বদ্ধ ব্যূহাকারে;
ধীমান দ্রুপদ-পুত্র শিষ্য ভবদীয়
এ ব্যূহের রচয়িতা; [সজ্জিত] এ বলে
ভীম অর্জ্জুনের সম [দুর্দ্দম] সমরে
মহেষ্বাস শূর যত যথা,—মহারথ (১)
দ্রুপদ বিক্রমশালী যুধামন্যু নৃপ,
বলিশ্রেষ্ঠ কাশীরাজ, বলিশ্রেষ্ঠ তথা

(১) যিনি একাকী দশ সহস্র সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন ও শস্ত্রে ও শাস্ত্রে প্রবীণ তাঁহাকে মহারথ কহে।

উত্তমৌজাঃ, যুযুধান, চেকিতান ভূপ
পুরুজিৎ, ধৃষ্টকেতু, শৈব্যনরপতি
মানবপুঙ্গব যিনি, বিরাট ভূপতি.
সুভদ্রাগর্ভজ [বীর অভিমন্যু] তথা,
মহীপতি কুন্তিভোজ, [প্রতিবিন্ধ্য আদি]
দ্রৌপদী তনয় পঞ্চ ;—মহারথ সবে ॥ ৩—৬ ॥
কুরুকুল পক্ষে পুনঃ যাঁরা, দ্বিজোত্তম,
অগ্রগণ্য, মম সৈন্যদলের নায়ক,
তব অবগতি হেতু কহি কতিপয়ে
নামোল্লেখি, বল-বীর্য্য বুঝহ সবারি] ;—
ভীষ্ম, কর্ণ, তথা কৃপসংগ্রাম বিজয়ী,
অশ্বত্থামা, বিকর্ণক, সোমদত্ত সুত
[ভূরিশ্রবাঃ,] জয়দ্রথ, আচার্য্য আপনি,
আরও অনেক শূর ; মম প্রয়োজনে
উদ্যত জীবন দিতে, বিবিধ আয়ুধে
সুসজ্জ, সমর কার্য্য বিশারদ সবে ॥ ৭—৯ ॥
কিন্তু হেন বীরদল কুরুকুল বলে
যদিও, যদিও ইহা ভীষ্মঅধিষ্ঠিত,
তথাপি পর্য্যাপ্ত (১) বলি নাহি লয় মনে ;
পর্য্যাপ্ত পাণ্ডব বল ভীম-অধিষ্ঠিত ॥ ১০ ॥
[এবে] সবে [সাবধানে] অয়নে অয়নে (২)
নিজ নিজ যুদ্ধভূমি নাহি অতিক্রমি
[ব্যূহকেন্দ্র] ভীষ্মবীরে রক্ষহ [সমরে
বীরব্রজ ; ভীষ্মে রক্ষি রক্ষিবে কৌরবে] ॥ ১১ ॥

---

(১) আনন্দগিরি এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় পর্য্যাপ্ত ও অপর্য্যাপ্ত এই দুই শ
"পর-পরিভবে সমর্থ" ও "অসমর্থ" "পরিমিত" ও "অপরিমিত" এই দুই

(২) অয়ন—ব্যূহ-প্রবেশ-মার্গ। স্বামী

[শুনি রাজ-মুখে নিজ বহুমান বাণী]
কুরুবৃদ্ধ পিতামহ, নৃপে উৎসাহিতে
উচ্চ সিংহনাদ করি শঙ্খ নিনাদিলা
প্রতাপী। সহসা তবে বাজিল মর্দ্দল,
গোমুখ, আনকব্রজ, শঙ্খ, ভেরিকুল,—
উঠিল [কৌরব চক্রে] বাদ্য কোলাহল ॥ ১২—১৩ ॥
তখন শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথোপরি
আরূঢ় মাধব আর পাণ্ডব [মধ্যম]
আধ্মানিলা দিব্য শঙ্খ যুগল উভয়ে,— ॥ ১৪ ॥
হৃষীকেশ শঙ্খ পাঞ্চজন্য, ধনঞ্জয়
দেবদত্ত ভীমকর্ম্মা বৃকোদর তবে
পৌণ্ড্রনামা মহাশঙ্খ, রাজা যুধিষ্ঠির
কুন্তীসুত অনন্তবিজয়, সহদেব
মণিপুষ্প, নকুল সুঘোষ, নিনাদিলা ;
[রণোৎসাহ সংক্রমিল ক্রমে বীরদলে] ॥ ১৫—১৬॥

[ক্রমশঃ]

শ্রীমহেশচন্দ্র বসু।

করিয়াছেন। তিনি এই দুই শব্দের অন্যতরকে পাণ্ডব বলের ও কৌরব বলের অন্যতরের বিশেষণ করিয়া কয়েক প্রকার অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় দুর্য্যোধন নিজের একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা ও বিপক্ষ পক্ষের সপ্ত অক্ষৌহিনী মাত্র সেনা দেখিয়া এই শ্লোক দ্বারা সাহস প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু এই প্রকার ব্যাখ্যা মূলের তাৎপর্য্য সঙ্গত নহে তাহা অগ্রে প্রকাশ পাইবে। শ্রীধর স্বামীর ব্যাখায় দুর্য্যোধনের ভয় প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাই মূলের তাৎপর্য্য ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আমরা তদনুসরণে এই শ্লোকের অনুবাদ করিলাম। স্বামীও উক্ত দুই শব্দের সমর্থ ও অসমর্থ অর্থ করিয়াছেন ; কিন্তু আমরা মূলের শব্দ ব্যবহার করাই এ স্থলে উপযুক্ত বোধ করিলাম।

জীবন-রহস্য।

(গল্প)

(১ম সংখ্যার ৪০ পৃষ্ঠার পর হইতে)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এইরূপে বহুকাল কাটিয়া গেল। আমি বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করায় আমার প্রভুরা আমর উপর উত্তরোত্তর অধিকতর সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন ও ক্রমে ক্রমে আমার ক্ষমতা ও বেতন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সকলদিকেই আমি সুখসাগরে ভাসিতে লাগিলাম।

বহুদিন হইল ভগ্নি ও ভাগিনেয়দিগের কোনও সংবাদ না পাইয়া মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ কল্য রাত্রে একটী দুঃস্বপ্ন দেখিয়া অবধি মন যে কি পরিমাণে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আর বলিবার কথা নহে। স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তা বলিয়াই আমার বরাবর ধারণা, কিন্তু স্নেহের কি অপূর্ব্ব মহিমা! আমার মত ঘোর নাস্তিকের মনও প্রিয়জনের অশুভাশঙ্কায় স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু হইতে ভয় পাইতেছে! যাহা হউক ভগ্নির বর্ত্তমান অবস্থা জানিবার জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। মনের ব্যাকুলতা বন্ধুবরকে জানাইলাম। বন্ধুবর বলিলেন "যদি এখনই বাড়ীর সংবাদ জানিতে চাও তাহার অতি সহজ উপায় আছে।" আমি সহজ উপায়ে সংবাদ জানিবার কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। বন্ধু আমার ব্যবহারে কিছু মর্ম্মাহত হইলেন। আমিও নিজ ব্যবহারে অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম। প্রকাশ্যে বলিলাম "ভাই! তোমরা ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়া কি এখনও সহজ উপায়ে সংবাদ জানিবার কথা বিশ্বাস কর? সহজ উপায়ে সংবাদ জানিবার উপায় টেলিগ্রাফ্। আমি অদ্যই জরুরি টেলিগ্রাফ্ করিয়া সকল সংবাদ অবগত হইব।

বন্ধু। টেলিগ্রাফ্ যাইতে আসিতে যে সময় লাগিবে তাহার শতাংশ সময়ের মধ্যে তোমার বাড়ীর সংবাদ জানিতে পারা যায়। বিশেষতঃ (ঈশ্বর

না করুন,) তোমার বাড়ীর অবস্থা এতই খারাপ হইতে পারে যে টেলিগ্রাফের জবার আসিতে অধিক পরিমাণে বিলম্ব হইতে পারে ?

বাড়ীর খারাপ অবস্থার কথা শুনিয়া আমি চমকাইয়া উঠিলাম, সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল ! আমি বন্ধুবরকে বলিলাম "ভাই ! আজ আমার কি হইয়াছে বলিতে পারিতেছি না। আমার সকল শিক্ষা সকল বিশ্বাস যেন কোথায় উধাও হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। বাড়ীর সংবাদ জানিবার জন্য মন একেবারে অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিতেছে। না জানি বাড়ীতে কি দুর্ঘটনাই উপস্থিত হইয়াছে ! !

বন্ধু। কি হইয়াছে না জানিয়া বৃথা আশঙ্কিত হইবার আবশ্যক কি ? এই হিমালয় প্রদেশে এমন অনেক পরহিতৈষী সাধু মহাত্মারা আছেন, যাহারা এখনই তোমার বাড়ীর সকল সংবাদ তোমাকে অবগত করাইয়া তোমার মনের উদ্বেগ দূর করিতে পারেন। অতি নিকটেই একটী দুশ্চিকিৎস্য রোগীর চিকিৎসার জন্য জনৈক সাধু মহাত্মা আসিয়াছেন। তুমি যদি ইচ্ছা কর তাহা হইলে আমি এখনই তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে পারি।

আমি অনিচ্ছা সত্বেও বন্ধুবরের কথায় সম্মতি দিলাম। বন্ধুবর আমার মুখ হইতে কথা বাহির হইতে না হইতেই দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দশ মিনিট অতীত হইতে না হইতে দেখি যে আমাদের বাসার বারাণ্ডায় জনৈক দীর্ঘাকার তেজঃপুঞ্জদেহ সন্ন্যাসী আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। সন্ন্যাসীর দেহে যেন গাম্ভীর্য্য মাখান রহিয়াছে। সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই বোধ হইল যেন তিনি সংসারের সুখ-দুঃখে কিছুতেই লিপ্ত নহেন, যেন কি এক পবিত্র উচ্চ আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার জন্যই তাঁহার সংসারবাস।

আমি সন্ন্যাসীকে বিবিধ প্রকার প্রশ্ন করিয়া তাঁহার ক্ষমতার পরীক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সন্ন্যাসী কিন্তু এক দৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, কিছুই বলিলেন না। ঠিক যেন বিজ্ঞ চিকিৎসক প্রলাপগ্রস্থ রোগীর অসম্বদ্ধ প্রলাপ যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ করিতেছেন। যোগীবর যে মুহূর্ত্ত হইতে আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন, ঠিক সেই সময় হইতেই আমার বোধ হইতে লাগিল যেন একটী অতি সূক্ষ্ম রজত রেখা বা তড়িৎসূত্র তাঁহার দিপ্তিমান চক্ষুদ্বয় হইতে বহির্গত হইয়া সুতীক্ষ্ণ শরের ন্যায় আমার মস্তিষ্ক ও হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার সমস্ত চিন্তা এবং হৃদ্‌গত ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আমি সত্য সত্যই

তড়িৎ রেখাটি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। ভয়ে ও বিস্ময়ে আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ অচল হইয়া পড়িলাম।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে আমি একটু প্রকৃতিস্থ হইলাম ও যোগীবরের অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি তাচ্ছল্য প্রদর্শন করিবার জন্যই যেন প্রশ্ন করিলামঃ—"এক্ষণে আমার মনের ভাব কি বলুন দেখি?" যোগীবর ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "আত্মীয়া স্ত্রীলোক, তাঁহার স্বামী ও সন্তানদিগের জন্য তোমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রহিয়াছে।" এই বলিয়া তিনি আমার ভগ্নীর গৃহাদির যেরূপ প্রকৃত বর্ণনা করিলেন তাহাতে আমি অতিমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। প্রথমে মনে হইল বন্ধুবর সন্ন্যাসীকে সমস্ত কথা শিখাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু যখন মনে হইল যে, আমার ভগ্নির গৃহাদির কথা আমি কখনও মশৌরীর কাহারও নিকট উল্লেখ করি নাই, তখন বন্ধুবরের প্রতি বৃথা সন্দেহের জন্য অনুতপ্ত হইলাম। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই যেন আমি যোগীবরকে প্রশ্ন করিলাম "আপনি আমার এই ভগ্নির বর্ত্তমান অবস্থার কথা কিছু বলিতে পারেন কি?"

যোগী। আমি তোমার ভগ্নীর বর্ত্তমান সংবাদ বলিলে উহা যে সত্য সংবাদ তাহা তুমি কি করিয়া বিশ্বাস করিবে? তুমি যে প্রকৃতির লোক তাহাতে প্রত্যক্ষ না জানিলে তোমার ত কিছুতেই বিশ্বাস হইবে না।

আমি। যাহাতে আমার বিশ্বাস হয় আপনি কি এরূপ কোনও প্রমাণ দিতে পারেন না?

যোগী। তোমাদের ন্যায় বিজ্ঞানবাদীর মত কোনও প্রমাণ দিতে পারি না। তবে তুমি ইচ্ছা করিলে তোমার নিজ চক্ষে তোমার ভগ্নির বর্ত্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে পার।

আমি। নিজ চক্ষে দেখা অপেক্ষা আর কি প্রমাণ থাকিতে পারে?

যোগী। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) বৎস! সেই জন্যই ত বলিতেছিলাম যে তোমাদের ন্যায় বিজ্ঞানবাদীর মত কোনও প্রমাণ আমাদের নিকট নাই। যাহা চক্ষে দেখা যায় তাহার সম্বন্ধে কি কিছু ভ্রম হইতে পারে না? আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু অতি সহজেই ভ্রমে পতিত হইয়া থাকে। যাহা হউক এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে তোমার সহিত কোন কথাই না বলাই কর্ত্তব্য।

তুমি যদি তোমার ভগ্নির বর্ত্তমান অবস্থার কথা সবিশেষ অবগত হইতে চাহ তাহা হইলে আমি তোমায় এক্ষণে যে অবস্থায় অবস্থাপিত করিতে চাহি তুমি তাহাতে সম্মত আছ কি না?

আমি যোগীবরের কথা শ্রবণ করিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলাম। মেস্-মেরিজম্ (Mesmerism) প্রভৃতির দ্বারা মনুষ্যের চৈতন্য হরণ করিয়া নানারূপ দৃশ্য দেখাইবার কথা আমি কলিকাতায় থাকিতে শুনিয়াছিলাম। বর্ত্তমান যোগীরা সেইরূপ কোনও ক্রিয়া করিবেন কি না বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক ঐরূপ ক্রিয়ায় আমার কোনও বিশ্বাস নাই এবং ঐরূপ ক্রিয়া আমার প্রতি প্রযুক্ত হইলে তাহাতেও আমার বিশেষ কোনও আপত্তি নাই। বিশেষতঃ আমার ভগ্নির সংবাদ জানিবার জন্য আমি যেরূপ ব্যস্ত হইয়া আছি তাহাতে আমি যোগীবরের কথায় সম্মতি না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। যোগীবরও কালাবলম্ব না করিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাগ।

সঙ্গীত।

এই যে সরূপ তোমার স্বরূপ, সকলই কল্পনাস্বরূপ,
যতিন্ বলে গেলে নামরূপ,
'আমি' হয় যায় কর্ণধার। ৬॥
সেই 'আমি' আত্মাভিমানী, কারণ বিহীন যদি হয়,
আমির আমিত্ব গিয়ে,
চৈতন্য হয় একবার। ৭॥

৫ম ভাগ।] আষাঢ় ১৩০৮। [৩য় সংখ্যা।

মহাজনো যেন গতঃ স

পন্থা

নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি-এল, ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
এম-এ, বি-এল্ সম্পাদিত।
১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০ এক টাকা চারি আনা—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০ এক টাকা ছয় আনা।
নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা।

Printed by Radhaballav Dass
Savita Press—54/1, Boloram Dey's Street, Calcutta

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ একটাকা চারি আনা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০ এক টাকা ছয় আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না।

২। টাকা, কড়ি; পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ⁄০ আনা কমিশন লাগিবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৪। কলিকাতায় বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিল দেওয়া হইয়া থাকে। আমার স্বাক্ষরিত বিল না পাইলে সহরের গ্রাহকগণ কাহাকেও টাকা দিবেন না এবং টাকা দিবার সময় যে লোক টাকা আদায় করিতে যাইবে তাহার নিকট বিলের পৃষ্ঠে রসিদ লইবেন। এই নিয়মে টাকা না দিলে আমি পন্থার বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য দায়ী নহি।

১২০।২ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত। প্রকাশক।

১। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

২। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিলে আমাদিগকে কিম্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ,—
শ্রীউষানাথ মুস্তফী ও শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ।
১২০।২ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম।

"পন্থায়" বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৲ তিন টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৲ দুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।০ এক টাকা চারি আনা লাগিবেক অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২॥০ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১॥০ টাকা লাগিবে।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক। কার্য্যাধ্যক্ষ—বিজ্ঞাপন বিভাগ। ৮ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত। প্রকাশক। ১২০।২ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ওঁ
পন্থা
মহা জনো যেন গতঃ স পন্থা
সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

৫ম ভাগ। { আষাঢ় ১৩০৮ সাল। } ৩য় সংখ্যা।

স্তুতিকুসুমাঞ্জলিঃ

শিবাষ্টকং।

(১)

প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং
জগন্নাথ নাথং সদানন্দ ভাজন্।
ভবদ্ভব্যভূতেশ্বরং ভূতনাথং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥

যিনি প্রভু প্রাণনাথ, নাথ বিভু বিশ্বনাথ
সদানন্দ ভূতনাথ জগৎ ঈশ্বর,

ভূতভব্য বর্ত্তমান যিনি ত্রিকাল নিদান,
পূজি সেই শিবশম্ভু ঈশান শঙ্কর ॥ ১ ॥

(২)

গলে রুণ্ডমালং তনৌ সর্পজালম্
মহাকাল কালং গণেশাধিপালম্ ।
জটাজূট গঙ্গোত্তরঙ্গৈর্বিশালম্ ।
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥

গলেতে কবন্ধমাল সর্ব্বাঙ্গে ভুজঙ্গজাল
যিনি মহাকাল কাল গণেশাধীশ্বর ;
গঙ্গার তরঙ্গে যাঁর শোভে জটাজূট ভার
পূজি সেই শিবশম্ভু ঈশান শঙ্কর ॥ ২ ॥

(৩)

মুদামাকরং মণ্ডনং মণ্ডয়ন্তং
মহামণ্ডলং ভস্মভূষা ধরণ্তম্ ।
অনাদিং হ্যপারং মহামোহমারং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥

বিমল আনন্দাকর সুশোভন শোভাকর
বিভূতি ভূষণধর বিভু বিশ্বেশ্বর,
আদি অন্ত নাহি যাঁর যিনি মহামোহমার
পূজি সেই শিবশম্ভু ঈশান শঙ্কর ॥ ৩ ॥

(৪)

তটাধোনিবাসং মহাট্টাট্টহাসং
মহাপাপনাশং সদাসুপ্রকাশং ।
গিরীশং গণেশং সুরেশং মহেশং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥

গিরিতটমূলে বাস　　মুখে অট্ট অট্ট হাস
ঝিল্লি সদা সুপ্রকাশ মহাপাপ হর ;
গিরীশ গণাধিদেব　　সুরপতি মহাদেব
পূজি সেই শিবশম্ভু ঈশান শঙ্কর ॥৪॥

(৫)

গিরীন্দ্রাত্মজাসং গৃহীতার্দ্ধদেহং
গিরৌ সংস্থিতং সর্ব্বদা সন্নগেহং।
পরব্রহ্ম ব্রহ্মাদিভির্বন্দ্যমানং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥

ধরণী ধর নন্দিনী　　যাঁর প্রিয়া অর্দ্ধাঙ্গিনী
সদাশৈল বাসী যিনি তাপসপ্রবর ;
ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণ　　বন্দে যাঁর শ্রীচরণ
পূজি সেই শিবশম্ভু ঈশান শঙ্কর ॥ ৫ ॥

(৬)

কপালং ত্রিশূলং করাভ্যাং দধানং
পদাম্ভোজনম্রায় কামং দদানং।
বলীবর্দ্দযানং সুরাণাং প্রধানং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥

কপাল ত্রিশূলপাণি　　ভকতবৎসল যিনি
পাদপদ্ম নত জনে দেন ইষ্টবর ;
বৃষভ বাহন যিনি　　সুরগণ শিরোমনি
পূজি সেই শিবশম্ভু ঈশান শঙ্কর ॥ ৬ ॥

(৭)

শরচ্চন্দ্রগাত্রং গুণানন্দপাত্রং
ত্রিনেত্রং পবিত্রং ধনেশস্য মিত্রং।
অপর্ণাকলত্রং চরিত্রং বিচিত্রং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥

শারদীয় শশধর তুল্যতনু মনোহর
ধনপতি সহচর সর্ব্বগুণাকর
ত্রিনেত্র অপর্ণাপতি চরিত্র বিচিত্র অতি
পূজি সেই শিবশম্ভু ঈশান শঙ্কর ॥ ৭ ॥

(৮)

হরংসর্পহারং চিতাভূবিহারং
ভবং বেদসারং সদা নির্ব্বিকারং।
শ্মশানে বসন্তং মনোজং দহন্তং
শিবং শঙ্করং শম্ভুংঈশানমীড়ে ॥

গলে দোলে ফণীহার শ্মশানে সদা বিহার
যিনি ভব বেদসার নির্ব্বিকার হর ;
সতত শ্মশানচারী মদন দহন কারী
পূজি সেই শিব শম্ভু ঈশান শঙ্কর ॥ ৮ ॥

(৯)

স্তবং যঃ প্রভাতে নরঃ শূলপাণেঃ
পঠেৎ সর্ব্বদা ভর্গ ভাবানুরক্তঃ।
স পুত্রং ধনং ধান্য মিত্রং কলত্রং
বিচিত্রং সমাসাদ্য মোক্ষং প্রযাতি ॥

যে জন ভকতি ভরে হৃদে সদা শিবে স্মরে
প্রাতঃ কালে পাঠ করে তাঁহার বন্দন।
ধনজন দারাসুত লভি তিনি মনোমত
অন্তিমে কৈবল্য ধামে করেন গমন ॥ ৯ ॥

ইতি শিবাষ্টকং সমাপ্তং।

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দোপাধ্যায়

মানবের সপ্তরূপ

সপ্তমতত্ত্ব।

হিরণ্যগর্ভ বা আনন্দময় দেহ।

(Auric Envelope—The Bliss body.)

—:×:—

(২য় সংখ্যার　　পৃষ্ঠার পর হইতে)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আত্মা কোনরূপ উপাধি বা আবরণ শূন্য; কাজেই তিনি কোন প্রকার তত্ত্ব অর্থাৎ রূপ মধ্যে পরিগণিত নহেন। তিনি নিত্য শুদ্ধ মুক্ত চৈতন্যস্বরূপ। আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য হিরণ্যগর্ভই—প্রকৃত সপ্তমরূপ। ইহাকেই ইংরেজিতে অরিক্ এন্‌ভেলপ্ (Auric Envelope) বা অরিক্ এগ্ (Auric Egg) বলা হইয়া থাকে।

স্থূল সূক্ষ্ম বিবেচনায় সকল মানবেরই ছয়টী দেহ বিদ্যমান আছে। (১) ভাণ্ডদেহ (Dense body) ; (২) পিণ্ডদেহ (Etheric body) ; (৩) প্রাণময় দেহ বা কামদেহ (Astral body) ; (৪) মনোময় দেহ (Mind-body) ; (৫) বিজ্ঞানময় দেহ বা কারণ শরীর (Causal body) ; এবং (৬) আনন্দময় দেহ বা হিরণ্যগর্ভ Auric Envelope—Bliss body)।

এই দেহগুলি সম্বন্ধে কিছু পর্য্যালোচনা করিলে হিরণ্যগর্ভটী কি, তাহা বুঝিবার পক্ষে কতক পরিমাণে সুবিধাজনক হইতে পারে।

ইহ সংসারে পার্থিব বিষয় উপভোগ করিতে হইলে যেমন স্থূল শরীরের আবশ্যক, সেইরূপ ভুবর্লোকে গমনাগমন ও বসবাস করার জন্যে প্রাণময় বা কামদেহের আবশ্যক ; স্থূলদেহে এইলোকে উপস্থিত হওয়া যায় না। স্বর্লোক (Devachanic plane) দুই ভাগে বিভক্ত ; স্বরূপ ও অরূপ। অরূপ লোক স্বরূপ লোকের উর্দ্ধে ও তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর। স্বরূপ স্বর্লোকে যাতায়াত করিতে হইলে মনোময় দেহের আবশ্যক ; স্থূলদেহে বা প্রাণময়দেহে

তথায় যাওয়া অসাধ্য। সেইরূপ অরূপ স্বর্গলোকে যাইতে হইলে বিজ্ঞানময় দেহের (কারণ দেহের) আবশ্যক। স্থূলদেহে, প্রাণময়দেহে বা মনোময় দেহে তথায় যাতায়াত কিম্বা অবস্থিতি করা অসম্ভব। সেইরূপ শুদ্ধমুক্ত আত্মার সান্নিধ্য লাভ করিয়া পরে তদংশস্থ হইতে হইলে আনন্দময়দেহের প্রয়োজন, অন্যান্য দেহে তাহা লাভ হইবার নহে। উক্ত দেহগুলির মধ্যে প্রথমটী হইতে দ্বিতীয়টী সূক্ষ্মতর, তৃতীয়টী তদপেক্ষা সূক্ষ্ম; এইরূপ তৃতীয়টী হইতে চতুর্থটী, চতুর্থটী হইতে পঞ্চমটী সূক্ষ্মতর; ষষ্ঠদেহ সমস্ত দেহের মধ্যে সূক্ষ্মতম।

জাগ্রতাবস্থায় আমরা স্থূলদেহ অবলম্বনে যাবতীয় ইন্দ্রিয়কার্য্য করিয়া থাকি। স্বপ্নাবস্থায় আমরা অজ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছার বিপরীতে প্রাণময় বা কামদেহ ধারণ করিয়া কামলোকে বিচরণ করিয়া থাকি, এবং আমাদের সংজ্ঞা ও সেইলোকে গমন করাতে তথাকার অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া থাকি। যাহাদের আধ্যাত্মিক জীবন অনুন্নত, তাহাদের প্রাণময় দেহটী অনুজ্জ্বল এবং বিশেষ কোন আকার বিশিষ্ট নহে, মলিন ধূম্র খণ্ডবৎ প্রতীয়মাণ হয়।

উন্নত মানবের এই দেহটী ঠিক্ স্থূলদেহেরই অনুরূপ হইয়া থাকে। মনোময় দেহটী অণ্ডাকৃতি, স্থূল এবং প্রাণময় দেহকে ওতপ্রোতভাবে (Interpenetrating অবস্থায়) আবৃত করিয়া আছে। ধীশক্তিশালী লোকের মনোময় দেহটী অত্যুজ্জ্বল; লোক যতই গভীর চিন্তাশীল, ভাবুক, উন্নতমনা এবং প্রতিভাশালী হইতে থাকে, তাহার মনোময় দেহটী ও তত সুন্দর, জ্যোতির্ম্ময় এবং আয়তনে বর্দ্ধিত হয়; এবং সেই জ্যোতিঃ স্থূলদেহের এবং প্রাণময় দেহের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া তাহাদের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে। মানসিক শক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই দেহ ও উন্নত, সুন্দর এবং দীপ্তিশালী হয়। আমাদের চতুর্দ্দিকে, আমাদের প্রাকৃত দৃষ্টিশক্তির বহির্ভূত হইয়া ভুবর্লোক (Astral world) স্থিত আছে। তল্লোকস্থ কত সূক্ষ্ম প্রাণীগণ প্রতিনিয়ত আমাদের মধ্যদিয়া, এই স্থূল শরীরের ভিতর দিয়া যাতায়াত করিতেছে; আমাদের অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞানশক্তি লাভ না হওয়াতে ও আমাদের চৈতন্য শক্তি সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় তথায় প্রেরণ ও পরিচালনা করিবার ক্ষমতা লাভ না করাতে তাহা আমরা টের পাই না।

সেইরূপ যিনি যোগসাধনবলে স্বেচ্ছায় স্বর্গলোকে যাতায়াত করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন ও তল্লোকে স্বীয় চৈতন্যশক্তি প্রসারিত ও পরিচালিত করিবার কৌশল অর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি মনোময় দেহ ধারণ করিয়া সেই রাজ্যের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হন। সেই রাজ্যের ভাষা বাক্যে প্রকাশিত হয় না। তাহাতে শব্দ, রূপ ও রংয়ের ভাষা বিদ্যমান; তদবলম্বনে তথায় ভাব বিনিময় হইয়া থাকে। তল্লোকস্থ অধিবাসীগণের মনে যেমনি একটী ভাবনার উদয় হইল, অমনি সেই ভাবনাটী একটী বিশেষ বর্ণে—একটী নির্দ্দিষ্ট অবয়ব বিশিষ্ট হইয়া বাহিরে প্রকাশিত হইল। এইরূপে তল্লোকের ভাষা জ্ঞাপক নানা রংয়ের অতি উজ্জ্বল ও সৌন্দর্য্য মাখা চিত্র সমূহ প্রতিনিয়ত তথায় চলা ফেরা করিতেছে, তাহা বড়ই মনোরম ও মনমুগ্ধকর। ইহাকেই দেবভাষা কহে।

মানসিক রূপের উর্দ্ধভাগ অধিক সূক্ষ্মতর বিধায় তাহাকে বুদ্ধিমনস্ বা বিজ্ঞান কহে। এই তত্ত্বে উপনীত হইলেই জীবের জীবত্ব অর্থাৎ তাহার প্রকৃতস্বরূপ জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞানোদয় হইলেই সাধক অরূপ স্বর্লোকে উপনীত হইবার অধিকারী হন। তথায় উপনীত হইতে হইলে স্থূলাদিদেহ ত দূরের কথা, সূক্ষ্ম মনোময় দেহাবলম্বনেও তথায় যাতায়াত করা কি উপস্থিত হওয়া অসম্ভব এবং অসাধ্য। এই সূক্ষ্মরাজ্যে উপনীত হইতে হইলে বিজ্ঞানময় দেহ বা কারণ শরীরের প্রয়োজন। এই কারণ শরীরটীই জীবের প্রকৃত দেহ, কারণ জীব যতদিন পর্য্যন্ত জন্ম মৃত্যুর হাত হইতে মুক্ত না হইয়াছে, ততকাল পর্য্যন্ত এই দেহ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, এবং মরণকালে এই দেহ ধারণ করিয়াই এই ভবনাট্যশালাহইতে প্রস্থান করিতে হইবে। এইরূপ পুনঃপুনঃ জীব যতবার জন্ম ধারণ করিবে, ততবারই এই দেহের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে, এবং মরণের সময় ও তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। জীব জন্মজরা ব্যাধি মৃত্যুর অতীত না হইলে এই দেহেরও বিনাশ হয় না। উর্দ্ধতন অরূপ স্বর্গলোকই তাহার প্রকৃত নিবাস স্থান। এই বাসস্থানের উপযুক্ত না হইলে তথায় অবস্থিতি করিতে পারা যায় না। যিনি যে পরিমাণে পুণ্য সঞ্চয় করেন, তাহা শেষ হইলেই ভোগাবসানে আবার তথা হইতে ধরাধামে অবতরণ করেন। তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং

বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকংবিশন্তি। এই অরূপ স্বর্লোকে উপস্থিত হইয়া পুণ্য ক্ষয় হইলেই জীব পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে।

ইহাকে কারণ শরীর বলার তাৎপর্য্য এই যে, এই সূক্ষ্ম শরীরে সমস্ত কারণ বীজরূপে নিহিত থাকে, জীবের মৃত্যু হইলে ও তাহা লোপ পায় না, শেষে পর পর জন্মে তাহা কার্য্যরূপে প্রকাশ পায়। আমরা যাহা কিছু কার্য্য করি, তাহার সারভাগ (Essence) সংস্কাররূপে এই কারণ শরীরে নিহিত থাকে। সূত্রের মধ্যে মণিগণ বা মালা যেরূপ নিহিত থাকে, ঠিক সেইরূপ আমরা প্রত্যেক জীবনে যে সকল সংস্কার আহরণ করি, তাহা বীজরূপে ক্রমশঃ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে এই সূত্ররূপ কারণ দেহে নিহিত থাকে, এই জন্যই ইহাকে সূত্রাত্মা কহে। ইহা মন্বন্তরকাল স্থায়ী।

সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া যাঁহারা এই কারণ দেহ অবলোকন করিতে পারেন, তাঁহারা ইহাকে বর্ণ বিহীন, অতি স্বচ্ছ, অতি সূক্ষ্ম ও অত্যুজ্জ্বল একটী মসৃণ আবরণের ন্যায় দেখিতে পান। সাধকগণ সাধনমার্গে কিরূপ অগ্রসর হইয়াছেন, সাধনার কিরূপ উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছেন, তাহা এই কারণ শরীর দেখিয়া সূক্ষ্মদর্শী যোগীগণ নির্ণয় করিতে পারেন। পরার্থপরতা, পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহের দ্বারা এই কারণ শরীরকে উন্নত ও দীপ্তিশালী করা যায়। যোগীদিগের কারণ শরীর অতি মনোরম এবং আলোক সামান্যপ্রভা-যুক্ত। তাহার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য ভাষায় প্রকাশ করা দুরূহ।

আমাদের আলোচ্য আনন্দময়দেহ বা হিরণ্যগর্ভটী কি, তাহা এখন বুঝিবার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে! এক কথায়, ইহা কথিত দেহ সমূহের সমষ্টিমাত্র (Synthesis), অথচ তদতিরিক্ত সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম, অত্যুজ্জ্বল, অত্যুন্নত এবং প্রদ্যোত আর ও কিছু। ইহাই জীবের অধ্যাত্মরূপ। ইহা জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়, এই অবস্থা চতুষ্টয়ব্যঞ্জক দেহ। এই আনন্দময় দেহের অবলম্বনে জীব এই চারি অবস্থার সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইতে পারে। এই অধ্যাত্মরূপই আত্মার প্রকৃত গুহ বাহন; ইহাতেই আত্মা স্বরূপতঃ প্রতিফলিত হন। উন্নত সাধকগণ, যাঁহাদের প্রজ্ঞা খুলিয়া গিয়াছে, যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা জীবের এই ছয়টী দেহই যুগপৎ দৃষ্টি গোচর করিতে পারেন। এই দেহ সমূহ স্থূল সূক্ষ্মভেদে নানা বর্ণ বিশিষ্ট

হওয়ার এবং প্রত্যেকে বিভিন্ন জাতীয় উপাদানে গঠিত হওয়ায়, তাহারা পৃথকভাবে অথচ এককালে সাধকের দৃষ্টিগোচর হয়।

সূক্ষ্ম জগতের সূক্ষ্ম বিষয়ের দৃষ্টিশক্তি লাভ হইলে, সাধক এই দেহগুলিকে এইরূপ দেখিতে পান:—স্থূল দেহটী অপরাপর দেহের মধ্যভাগে অবস্থিত আছে, অন্যান্য শরীর হইতে ইহা অধিকতর ঘনীভূত (Denser) দৃঢ়সন্নিবিষ্ট ও স্থূলতম। অপরাপর শরীর এই স্থূল দেহের বাহিরে ভিতরে ওতপ্রোতভাবে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার বহির্ভাগের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে। স্থূল দেহ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, পিণ্ডদেহ ভাণ্ডদেহ অপেক্ষা সূক্ষ্ম হইলেও ইহা ভাণ্ডদেহের অবিকল অনুরূপ, তৎপরে কামদেহ ও মনোময় দেহ কতক পরিমাণে বড়। শেষোক্ত দেহদ্বয় হইতে কারণ দেহ কিয়ৎ পরিমাণে বৃহৎ। আনন্দময় দেহ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

লোকের ইন্দ্রিয় লালসাবৃত্তি, বাসনাশক্তি অধিক কি অল্প, তাহাদের দেহ মন বিশুদ্ধ কি অবিশুদ্ধ, এই কামদেহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় এবং যথাযথরূপে অবধারণ করিতে পারা যায়। যাহারা অপেক্ষাকৃত কামাসক্ত ও ইন্দ্রিয়ের বশীভূত, তাহাদের কামদেহ, মনোময়দেহ ও কারণদেহ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত মলিন ও নিরাভ, কিন্তু যাহারা পবিত্র ও সাধনমার্গে উন্নত, তাহাদের প্রাগুক্ত দেহ সমুদায় পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ এবং নির্ম্মল। মনোময় দেহের ন্যায়, কারণদেহ ও আনন্দময়দেহ (আধ্যাত্মরূপ) ও অণ্ডাকৃতি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়। আনন্দময় দেহের জ্যোতিঃ ও আভা, সূক্ষ্ম কারণদেহ হইতে স্থূলতম ভাণ্ডদেহ পর্য্যন্ত এই পাঁচটী দেহে যুগপৎ ওতপ্রোতভাবে প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত দেহগুলিকে উদ্ভাসিত ও প্রদীপ্ত করে। এই দেহ সমূহের সমষ্টি স্বরূপ, সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধার, অত্যুজ্জ্বল, অতি মসৃণ, জ্যোতির্ম্ময় মন প্রাণের পরম প্রীতিকর যে জলন্ত, জীবন্ত অতি মহান্ আভা দেহ সমূহকে অণ্ডাকারে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই আনন্দময় দেহ, বা অধ্যাত্মরূপ। ইহা মানবদেহের বহির্ভাগকে অণ্ডাকারে পরিবেষ্ট করিয়া আছে বলিয়াই মানব মাত্রকে পিণ্ডাণ্ড কহে।

সূক্ষ্মজগতে চিন্তা ও ভাবনাশক্তির অপার মহিমা ও প্রচণ্ড প্রতাপ। এই আনন্দময় দেহ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হওয়াতে ইহার মধ্যে ভাবনা ও চিন্তাশক্তির ক্রিয়া

তাড়িৎপ্রবাহের ন্যায় নিমেষ মধ্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমাদের মস্তিষ্ক ও মন হইতে অতি অল্পই মৌলিক চিন্তা প্রসূত হইয়া থাকে। চতুর্দ্দিকে অপর লোকের চিন্তা সমুদ্রে আমরা সদা পরিপ্লুত ও পরিবেষ্টিত হইয়া আছি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই স্রোত আমাদের মনের ভিতর দিয়া অবিরত যাতায়াত করিয়া আমাদের মনকে নানা ভাবে প্রণোদিত করিয়া থাকে। যেই একটু সুচিন্তা করিতে বসা গেল, এবং যেই একটী সুভাবনা আসিয়া মনে উদিত হইল, অমনি অলক্ষিতভাবে ও অজ্ঞাতসারে একটী কুভাবনা আসিয়া হঠাৎ মনে উদিত হইয়া সুচিন্তাটীকে জোরে স্থানচ্যুত করিয়াদিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিল। এই সকল চিন্তা-তরঙ্গের হস্ত হইতে নিরাপদ থাকিয়া মনকে শান্ত ও সুস্থির না করিলে সাধনার ব্যাঘাত জন্মে। কথিত চিন্তা স্রোতকে রোধ করিয়া এই ব্যাঘাত দূর করিবার একটী প্রকৃষ্ট উপায় যোগীগণ তাঁহাদের প্রত্যক্ষ্যাত্মক জ্ঞান দ্বারা উদ্ভাবন করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সূক্ষ্মজগতে চিন্তা ও ভাবনা শক্তির অসীম ক্ষমতা। এই আনন্দময় রূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। যদি প্রবল ইচ্ছা ও চিন্তাশক্তির বলে মনে মনে কল্পনা করা যায় যে এই আনন্দময় রূপের চতুর্দ্দিকে একটী সুদৃঢ় আবরণ অর্থাৎ ডিম্বের খোলার ন্যায় একটী খোলা (Shell) হউক, অমনি তৎক্ষণাৎ এই আনন্দময় রূপ যে উপাদানে গঠিত সেই উপাদান দ্বারা তাহার চতুর্দ্দিকে একটী খোলা অথবা গণ্ডী সৃষ্ট হইবে। তদ্বারা আমাদের চতুর্দ্দিকের চিন্তাস্রোতের গতিরুদ্ধ হইবে; এই আবরণ ভেদ করিয়া অপরের চিন্তা তরঙ্গ আমাদের চিন্তা ও ভাবনার স্থান মস্তিষ্কে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না, কারণ আনন্দময় দেহ বা তাহার উপকরণকে মস্তিষ্কজাত চিন্তা ও ভাবনা ভেদ করিতে পারে না। এই জন্যই যোগীদিগকে বন্য হিংস্র জন্তুগণ আক্রমণ বা হিংসা করিতে পারে না, যেহেতু হিংসার ভীষণ ভাবটী এই দৃঢ় আবরণে প্রতিঘাত লাগিয়া ফিরিয়া গিয়া প্রশমিত হইয়া যায়; পুনঃ পুনঃ এইরূপ হইতে হইতে হিংস্র জন্তু শান্ত ভাব ধারণ করে। উপাসনার সময় ও নিদ্রা যাওয়ার প্রাক্কালে বিশেষ দৃঢ়তা সহকারে নিজ শরীরের বহির্ভাগস্থ জ্যোতিঃমণ্ডলের (অধ্যাত্মরূপের) চতুর্দ্দিগে কথিতমত সুদৃঢ় একটী আবরণের কল্পনা করামাত্রই তাহা নির্ম্মিত হইবে। তাহা হইলে নিজ মানসজাত চিন্তাতরঙ্গ তাহা ভেদ করিয়া বাহিরের চিন্তা

স্রোতের সঙ্গে মিশিতে বা তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না, এবং বাহিরের ভাবনাস্রোত ও তাহা ভেদ করিয়া মনে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না; উভয়ের মধ্যে এই সুদৃঢ় আবরণ একটী দুর্লঙ্ঘ্য ও দুর্ভেদ্য প্রাচীরস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এই আনন্দময় দেহটী সাধারণতঃ অত্যুজ্জ্বল নীলাভ; কিন্তু নবজাত শিশুদের দেহের বহির্ভাগে ইহা দুগ্ধফেণনিভ শুভ্রবর্ণের দেখায়। পারমার্থিক উৎকর্ষতার ইতরবিশেষানুসারে ইহার বর্ণের ও পার্থক্য হইয়া নানাজীবে ইহ নানারঙ্গের দেখা যায়।

সর্ব্বসমস্তে সাতটী বর্ণ। বেগুণে (Violet), নীল (Indigo), নিরদ (Blue), হরিৎ (Green), জরদ বা পীত (Yellow), কমলা (Orange), এবং লোহিত (Red), এই সাতটি বর্ণকেই সপ্ত মৌলিক বর্ণ কহে। বর্ণাভাবই কাল (Black), এবং সর্ব্ববর্ণের একত্র সংমিশ্রণ, সমন্বয় ও সমবায়ই শুভ্রবর্ণ (White)। বর্ণ, সংখ্যা ও শব্দ, এই তিন হইতেই জগৎ চরাচরের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে। পরাৎপর পরমেশ্বর এই তিনের অতীত হইয়াও এই তিনেই ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত আছেন, এই জন্যেই পরাবিদ্যা বা শিবজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বর্ণ বিজ্ঞান, সংখ্যা বিজ্ঞান ও শব্দ বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

সাধারণতঃ পিণ্ডদেহ (Etheric body) বেগুণে রঙ্গের (Violet); প্রাণ কমলারঙ্গের (Orange); কামদেহ লোহিত রঙ্গের (Red); কামমনস বা মনোময়দেহ হরিদ্বর্ণের (Green); মানসরূপ বা জীব এবং কারণ শরীর নীল বর্ণের (Indigo); বিজ্ঞানময় দেহ বা বুদ্ধি গৌর, জরদ, বা পীতবর্ণের (Yellow); এবং আনন্দময়দেহ বা হিরণ্যগর্ভ উজ্জ্বল জলদাভ বা নিরদবর্ণের (Blue); তাই বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী, আনন্দময়ী, প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধাবিনোদিনী নবীনহেম গৌরাঙ্গী, স্থিরসৌদামিনী; তিনি মহাভাবময়ী, দিব্যোন্মাদে মাতোয়ারা, তাই তিনি নীলাম্বর পরিধানা।

ক্রোধের বর্ণ গাঢ় রক্তিম; প্রেমের বর্ণ জলদাভ বা নিরদ; তাই বুঝি প্রেমময়, প্রেমাধার, প্রেমাবতার, পূর্ণ প্রেমিক, পরমানন্দ স্বরূপ পীতবসন ভগবান্ শ্রীরাধারমণ নবীন নিরদবরণ; কারণ, তিনি অপ্রাকৃত চৈতন্য ঘনানন্দ স্বরূপ; অন্তর্দ্দশায় সিদ্ধ অপ্রাকৃত দেহে মহাভাবের উদয় হইলে পর, তাহার

চরমসীমা দিব্যোন্মাদে প্রদ্যোত হইয়া যখন তন্ময়ত্ব লাভ হয়, তখনই তিনি আবির্ভূত ও প্রতিভাত হন।

ক্রমশঃ

যুগল সেবক।

দশমহাবিদ্যা।

(২য় সংখ্যার ৪৭ পৃষ্ঠার পর হইতে)

ঋষিগণ এই ব্রহ্মকে "যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ" বলিয়া দূর হইতে নমস্কার করেন; তাঁহাকে বুঝিতে হইলে নিজেকে ব্রহ্মাকারে পরিণত করিতে হয়। সেই ব্রহ্মহইতে যখন ঈশ্বরের বিকাশ হয় তখনই ব্রহ্ম যোগিগণের ধ্যান গম্য হয়েন। আবার, ঈশ্বররূপ বিশ্বের অভিধ্যান বা সঙ্কল্প হইতে বিশ্বাত্মার উৎপত্তি হয়। ঈশ্বরের নাদ বা শব্দ হইতে প্রাগুক্ত বিশ্বাত্মার উদ্ভব। বেদান্তিকগণ ঈশ্বরের অপরার্দ্ধকে প্রকৃতি, মায়া, অসৎ প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন; এই মায়াত্মক আদিম আবরণ অপসারিত হইলে পরাত্ম সূর্য্যের উদয় হয়। এক্ষণে দেখা যাউক, যদি কিঞ্চিৎমাত্রও মায়ার দুর্ভেদ্য আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করা যাইতে পারে। প্রতি-মন্বন্তরে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব হয় তাহাদিগের ভুরিদর্শনজাত বিজ্ঞান সমষ্টির নাম মায়া। প্রতি জীবের এক জন্মের কর্ম্ম বা সঞ্চিত জ্ঞান যেমন জন্মান্তর প্রসব করে (বুঝাইবার সুগমতার জন্য একজন্ম লইয়াই বলা হইল,) প্রতি মন্বন্তরের কোটি কোটি বিশ্বের জ্ঞান তদ্রূপ অপর মন্বন্তরের অবতারণা পক্ষে কার্য্যকরী হয়। ব্রহ্ম অনাদি, অবিদ্যা অনাদি, জীব অনাদি, কর্ম্ম অনাদি * সুতরাং অনাদিকাল হইতে এক মন্বন্তরের জ্ঞান অপর মন্বন্তরকে,

---

* "জীবে শৌ বিশুদ্ধাচিৎ তথাজীবেশয়োর্ভিদা
অবিদ্যাতচ্চাতোর্যোগঃ ষড়স্মাকমনাদয়ঃ"।

সুরেশ্বরাচার্য্যকৃততৈত্তিরীয় বার্ত্তিক।

এক বিশ্ব অপর বিশ্বকে প্রসব করিতেছে। এই ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তিই মায়ানামে অভিহিত। এই মহামায়ার দুইটী মহাবলীয়ান পুত্র একটীর নাম আকাশ, অপরটীর নাম কাল। পরমাত্মার দৃষ্টিতে আকাশের কোনও বাস্তব সত্ত্বা নাই, পরমাত্মা যৎকালে বুদ্ধির শৃঙ্খলে আবদ্ধ, যখন আত্মার কোষে অবরুদ্ধ, এবং স্থূল দেহের অন্তরে মনের মত অর্গলাদির দ্বারা রুদ্ধ তখন এক মাত্র অদ্বিতীয় সৎকে জানিতে হইলে তাঁহাকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বহুবিধরূপে, পারম্পর্য্যভাবে জানিতে হয়, পৃথকত্বরূপে (Analytically) জানিতে হয়; পুরুষ এক হইয়াও নানা; কাযে কাযেই বুদ্ধি যখন নানারূপ ধারণ করিয়া এক অদ্বিতীয়কে জানাইতেছে তখন সংযোগত্ব ন্যায়-মার্গে না গিয়া অগত্যা পৃথক্ত্ব ন্যায় পথ অবলম্বন করিতে হয়। কালও তদ্রূপ উভয়ই 'কথম্'—'করূপে'। 'কিম্'—কি নহে, "Space is a How, Time, too, is a How, and not a What." চিত্তের নানাত্ব নিবন্ধন দেশ এবং কাল উভয়েরই পারম্পর্য্য অবশ্যম্ভাবী; একের পর আর একটী, অর্থাৎ একস্থান হইতে অন্যস্থান, একক্ষণ হইতে ক্ষণান্তর—এই ভাবে ব্যতিরেকে পার্থিব জ্ঞান লাভে সম্ভাবনা নাই। পুরুষ একরস, মায়া তাঁহাকে বহুরস করিয়া তুলিয়াছে। সৎ হইতে চিৎ, এবং চিৎ হইতে পুনরায় সৎ, এবং সৎ ও চিৎ এতদুভয় শক্তির ফল স্বরূপ আনন্দ (The resultant of the two forces SAT and CHIT) অনাদি অনন্তভাবে এই ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে ও আসিবে। (১) মায়া পরিদৃশ্যমান এবং প্রতিনিয়ত উৎপৎস্যমান নানাত্বের কর্ত্রী; পুরুষ স্বয়ং অগাধ জলধি মধ্যে নিমগ্ন রত্নবৎ আপনি আপনার লীলার অনভিজ্ঞ। (২) আসাম প্রদেশস্থ মহিলাগণ গৃহকার্য্য, কৃষিকার্য্য, সন্তানাদির লালন পালন, কুটুম্বতা অর্থাগম সকল কার্য্য করিতেছেন; পুরুষ অলসবুদ্ধিরন্যায় ঘরে বসিয়া অহিফেন, চা, তাম্বুলাদির সেবা করিতেছেন—পুরুষের কোন কর্ম্মেও ভ্রূক্ষেপ নাই ইহা-রাই আসল প্রকৃতি পুরুষের প্রকৃত প্রতিচ্ছায়া !

(১)* Dream of Ravan নামক অতিব সুন্দর, সুললিত, রহস্যপুর্ণ গ্রন্থ হইতে উপরি উক্তভাব সংগৃহীত হইল।

(২) ব্রহ্মা নিজে নিজের রহস্যের অপরিজ্ঞাতা। একথার পোষকে একটী ঋকনিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বান

যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ৎসো অংগবেদ যদি বা নবেদ"

যে বিশ্বের উপাদান ভূত পরমাত্মা হইতে এই বিচিত্রা সৃষ্টি হইয়াছে তিনিই ইহা ধারণ করিয়া আছেন অথবা ধারণ করিয়া নাই, অর্থাৎ তিনি ব্যতীত অপর কে ইহা ধারণ করিবে। এই বিশ্বের যিনি অধ্যক্ষ যিনি স্বপ্রকাশ ব্যোমাকাশে অথবা বিশিষ্টজ্ঞানাত্মায় অবস্থিতঃ তিনিই জানেন। অথবা তিনিও জানেন না।

এস্থলে সাধারণের সহজ বোধ হইবে বলিয়া উপক্রম ও উপসংহারের সহিত তাদৃশ সম্বন্ধ না থাকিলেও কয়েকটী গুরুর নিকট হইতে প্রসাদলব্ধ লক্ষণ নিম্নে বলিবার অবকাশ গ্রহণ করিতেছি।

শরীর	= সংসার
সঙ্কল্পেশক্তি	= মায়া
সঙ্কল্পসম্পন্ন পদার্থজ্ঞানের জ্ঞাতা	= জীব
সঙ্কল্পের উৎপত্তির জ্ঞাতা	= ব্রহ্মা
সঙ্কল্পের লয়ের জ্ঞাতা	= শিব
সঙ্কল্পের স্থিতির জ্ঞাতা	= বিষ্ণু
সঙ্কল্পকে যিনি সত্বাদেন, অর্থাৎ যাঁহার সত্বা হইতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ভেদে সঙ্কল্পের রূপ পরিবর্ত্তিত হয়	= ঈশ্বর
সঙ্কল্পের স্থানে যিনি কেবল আনন্দের অনুভব করেন	= ব্রহ্ম

শাক্ত সাধক প্রাগুক্ত লক্ষণা মহামায়াকে অবলম্বন করিয়া সাধনার দশটী মার্গ দেখাইতেছেন; সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজননীর তত্ত্ব ও রহস্যও প্রদর্শিত হইতেছে।

বৈষ্ণবদিগেরও উক্ত প্রকার দশটী আনুক্রমিক সাধন পথ আছে, সর্ব্বশেষে তাহারও উল্লেখ করা যাইবে। বেদান্তের সপ্তভূমিকাও এই সাধন প্রণালীর জ্ঞাপন করিতেছে। ক্রমশঃ

শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

দোঁহামৃতলহরী।

—— ঃ॰ঃ ——

(৪র্থ ভাগের ১২শ সংখ্যার ৪৬৬ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

(৮১)

কহুঁ কহুঁ গুণ দোষ তেঁ উপজত দুঃখ শরীর।
মধুরী বাণী বোলি কৈ পরত পীঁজরা কীর॥

কখন কখন কোন বিশেষ গুণ থাকা অপরাধে দেহের দুঃখ উপস্থিত হয়; (তাহার নিদর্শন দেখ) সুমধুর বুলি বলিতে পারে বলিয়াই শুকপক্ষী পিঞ্জরে পতিত হয়।

(৮২)

ভলে বুরে নিবহৈঁ সবৈ মহত পুরুষকে সঙ্গ।
চন্দ সর্প জল অগ্নি যে বসত শম্ভুকে অঙ্গ॥

মহাপুরুষের সংসর্গে ভাল মন্দ সকলেই একত্রে সদ্ভাবে বাস করে; (তাহার নিদর্শন দেখ) চন্দ্র সর্প জল অগ্নি ইহারা সকলেই মহাদেবের দেহে একত্রে বাস করে।

(৮৩)

বিনা কহে হু সত পুরুষ পর কী পুরৈঁ আশ।
কৌন কহত হৈ সূর কৌঁ ঘর ঘর করত প্রকাশ॥

না বলিলেও সাধু পুরুষ পরের আশা পূর্ণ করিয়া থাকেন, সূর্য্যদেবকে সকল গৃহ আলোকিত করিতে কে বলিয়া থাকে?

(৮৪)

কছু কহি নীচ ন ছেড়িয়ে ভলো ন বাকো সঙ্গ।
পাথর ডারৈ কীচ মেঁ উছলি বিগারৈ অঙ্গ॥

কোন কথা বলিয়া নীচ ব্যক্তিকে উত্তেজিত করিও না, উহাদের সংসর্গ করাও ভাল নয়; কর্দ্দমের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে তাহা উৎক্ষিপ্ত হইয়া শরীর কলুষিত করে।

(৮৫)

মীঠীখাটী বস্তু নহিঁ মীঠী জাকী চাহ।
অমলী মিসরী ছাঁড়ি কৈ আফু খাত সরাহ॥

মধুর অথবা অম্ল বলিয়া জগতে কোনও বস্তু নাই, যে যাহা চায় তাহাই তাহার নিকট মধুর; কেহ কেহ আবার তেঁতুল মিছরী দুই ই ছাড়িয়া প্রশংসা পূর্ব্বক অহিফেণ খাইয়া থাকে।

(৮৬)

খায় ন খরচৈ শুন্ধমন চোর সবল লে জায়।
পীছে জোঁ মধুমক্ষিকা হাথ মলৈ পছিতায়॥

যে ব্যক্তি নিঃসঙ্কোচে ভোগও করে না দানও করে না তাহার অর্থ চোর ও বলবানগণ হরণ করিয়া লইয়া যায়, পশ্চাৎ তাহাকে মধুমক্ষিকার ন্যায় হস্ত মর্দ্দনপূর্ব্বক অনুতাপ করিতে হয়।

(৮৭)

উত্তম বিদ্যা লীজিয়ৈ যদপি নীচ পৈ হোয়।
পর্য্যো অপাবন ঠোর মেঁ কঞ্চন তজত ন কোয়॥

নীচের নিকট হইতেও উত্তম বিদ্যা গ্রহণ করিবে; অপবিত্র স্থানে পড়িয়াছে বলিয়া কাঞ্চনকে কেহ পরিত্যাগ করে না।

(৮৮)

জানি বুঝ অজুগত করৈ তা সোঁ কহা বসায়।
জাগত হী সোবত রহে তা কোঁ কহা জগায়॥

জানিয়া শুনিয়া যে অন্যায় আচরণ করে তাহার সহিত কে কি করিতে পারে? যে ব্যক্তি জাগ্রতাবস্থায়ও নিদ্রিত থাকে তাহাকে আর কিরূপে জাগাইবে?

(৮৯)

সজন বচাবৈ কষ্ট তেঁ রহৈ নিরন্তর সাথ।
নয়ন সহাই জোঁ পলক দেহ সহাই হাথ ॥

আত্মীয় স্বজন কষ্ট হইতে রক্ষা করে এবং নিরন্তর সঙ্গে থাকে; যেমন নয়নের সহায় পলক ও দেহের সহায় হস্ত।

(৯০)

অরিকে কর মেঁ দীজিয়ে অবসর কৌ অধিকার।
জোঁ জোঁ দ্রব্য লুটায়হৈ তোঁ তোঁ জস বিস্তার ॥

অবসর মত শত্রুর হস্তেও অধিকার দিবে; সে যতই তোমার ধনরাজি লুণ্ঠন করিবে ততই তোমার যশোবিস্তার হইবে।

(৯১)

বুদ্ধিমান গম্ভীর কো সঙ্গত লাগত নাহিঁ।
জোঁ চন্দন ঢিগ অহি রহত বিষ ন হোয় তিহিমাহি ॥

বুদ্ধিমান গম্ভীর প্রকৃতি ব্যক্তিকে সংসর্গ দোষ স্পর্শ করিতে পারে না; (তাহার নিদর্শন দেখ) চন্দনের পার্শ্বে সতত সর্প থাকিলেও তাহাতে কখনও বিষ জন্মায় না।

(৯২)

সজ্জন কো দুখ হু দিয়ে দুরজন পূরৈ আস।
জৈসে চন্দন কৌ ঘিসে সুন্দর দেত সুবাস ॥

সজ্জনকে দুঃখ দিয়াও দুর্জ্জনের আশা পূর্ণ হয়; (তাহার নিদর্শন দেখ) চন্দনকে ঘর্ষণ করিলেও তাহা সুন্দর সুরভি প্রদান করিয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঈশ্বরোপাসনা।

—:×:—

(৪র্থ ভাগের ১২শ সংখ্যার ৪৭৪ পৃষ্ঠার পর হইতে)

এইরূপে ঈশ্বরের ভিত্তির সত্বগুণপ্রধান অংশ হইতে জীব বা অহং-বীজের সৃষ্টি হয়। শুদ্ধসত্ব অবস্থাতে এই অহংবীজকে Higher-self বলে ও রজপ্রধান ভাবে Personality বা পরিচ্ছিন্ন রাম শ্যাম ও হরি ইত্যাদি ভাব উৎপন্ন হয়। এখন বুঝিয়া দেখ, ঈশ্বর এইরূপ প্রত্যেক তত্বে, তন্মাত্রে, ভূতে; ও প্রত্যেকে দেবশক্তিতে ও প্রত্যেক জীব ভাবে আপনাকে প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন। তিনিই এই তিন প্রকার সৃষ্টির একমাত্র মূল ও ভিত্তি। তাঁহার চিত্তে ও তাঁহার শক্তির প্রসারণে সমস্ত বিশ্ব সংসার ব্যবস্থিত। স্বভাবের (Nature) প্রত্যেক শক্তি তাঁহার অসীম শক্তির অন্যতম রূপ মাত্র; প্রত্যেক মানব তাঁহার অলীক ছায়ামাত্র। তিনি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নাই। নিজ মায়া সাহায্যে তিনিই জগৎরূপে প্রতিভাসিত হইয়া আছেন।

ছা। তিনি এক ও অদ্বিতীয় হইয়া কিরূপে বহুভাবে ব্যবস্থিত তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। একটী দৃষ্টান্ত দিলে ভাল করিয়া বুঝিতে পারি।

শি। মনে কর, একটী কাষ্ঠ দণ্ডের অগ্রভাগে অগ্নি জলিতেছে। মনে কর অগ্নি একটী বিন্দু (Geometrical Point) পরিমাণ। কাষ্ঠের অপর দিকটী লইয়া যদি জোরে ঘুর্ণায়মান করা যায় তাহাহইলে একটী আগুণের বৃত্ত (Circle) উৎপন্ন হইবে। ঐ বৃত্তের আকারটী মাত্র আছে। বাস্তবিক উহার অন্য কোন সত্বা নাই। বিন্দুর সত্বাতেই বৃত্তের সত্বা। তার পর ঐ বৃত্তটীকে যদি অক্ষের (Orbit) উপর বৃত্তের ব্যাসের (Diameter) চারিদিকে ঘুরান যায় তাহা হইলে একটী আলোকময় গোলক Sphere সৃষ্টি হইবে। ঐ গোলক বাস্তবিক অলীক। উহার একমাত্র সত্বা অগ্নিবিন্দু ও ঐ গোলকের প্রত্যেক অংশে ঐ অগ্নিবিন্দু মাত্র আর কিছুই নাই। সেইরূপ মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তি দ্বারা জগতের সত্বা ও কেন্দ্রস্থল ঈশ্বর আপনাকে বহুরূপে

প্রতিভাসিত করিয়াছেন এবং অবশেষে স্থূলজগৎরূপে তিনিই প্রতীয়মান। কিন্তু বাস্তবিক তিনি ভিন্ন ইহার অন্য কোন সতন্ত্র সত্ত্বা নাই। তিনিই ইহার একমাত্র আধার ও আলয়। তত্ত্ব তৎমাত্র ভূতগ্রাম প্রভৃতি তাহার স্বকীয় কল্পিত রূপ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তিনি এইরূপে জগৎরূপে পরিব্যক্ত হইয়াও বিন্দুরূপে ইহা হইতে সতন্ত্র। আমাদের পরিচ্ছন্ন ভাবজন্য আমাদের নিকট জগৎ সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। এই মিথ্যা প্রপঞ্চময় জগতের মধ্যে একমাত্র সত্য পদার্থ ঈশ্বরের সত্ত্বা উপলব্ধি করার নাম সাধনা বা উপাসনা। ইন্দ্রিয়গ্রাম মন বুদ্ধি প্রভৃতির পরিচ্ছন্ন ভাব পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বভূত ঈশ্বরের স্বরূপ দেখিবার পন্থার নাম ঈশ্বরোপাসনা।

ছা। বদ্ধজীবের পক্ষে সে জ্ঞান কি প্রকারে সম্ভবে?

শি। বদ্ধ বা মুক্ত ভাব কেবল মাত্র উপাধির অবস্থার উপর নির্ভর করে। উপাধি মাত্র সাধারণতঃ ক্রমে ক্রমে তিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। উপাধির প্রথম অবস্থায় জীবকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ করিয়া রাখে। এই অবস্থায় জীব দেহ বিশেষের অত্যন্ত পরবশ হইয়া দেহের প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সহিত সুখ ও দুঃখ বোধ করে। দেহের গুণসমষ্টি তাহার জ্ঞানকে একেবারে আবৃত করিয়া ফেলে। অনাত্ম জ্ঞানে জ্ঞান আবৃত হওয়ায় এ অবস্থায় জীবের স্বাধীনতার লেশমাত্র থাকে না। সাধারণতঃ আমাদের মনোময় ভাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এই সত্য প্রতীয়মান হইবে। আমাদের সুখ ও দুঃখ সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনোময় কোষের গঠন (Sructure) ও গুণ সমষ্টির (Constitution) উপর নির্ভর করে। আমরা আপন আপন স্বভাবের বশ হইয়া সুখ ও দুঃখ ভোগ করি। মানসিক ধারণার প্রতিকূল পদার্থ আমাদের নিকট দুঃখপ্রদ বলিয়া বোধ হয়। কলুর তেলের ঘানীগাছের ন্যায় আমাদের সুখ দুঃখ ও জ্ঞান আমাদের মনোময় কোষের উপর আত্যন্তিক ভাব নির্ভর করে। জীব এইরূপে দেহবিশেষের উপর নির্ভর করিলে তাহাকে তমোগুণান্বিত বলা যায়।

ছা। একটী দৃষ্টান্ত দিন।

শি। মনে কর, একজনের 'আমি' জ্ঞান স্থূল দেহের দ্বারা পরিচ্ছন্ন। আমি স্থূল ইত্যাকার জ্ঞানে তাহার আত্মজ্ঞান একেবারে রহিত হইয়া আছে, এই

প্রকার লোক শরীরের সুখদুঃখগুলি আপনাকে আরোপ করিয়া তদ্বারা আপনাকে সুখী ও দুঃখী কল্পনা করে, ইহাকেই তমোগুণ ও আবরণ শক্তির কার্য্য বলে। মায়াকল্পিত স্থূলভাবে পরবশ হইয়া জীব আপনার আমিত্বকে একবারে সঙ্কুচিত জ্ঞান করে। এইরূপে তমোগুণ দ্বারা অহংজ্ঞানের পরিচ্ছন্ন ভাব আসিলেও এই অবস্থা দ্বারা একটী মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয়। অহংজ্ঞানের প্রসারণ সঙ্গে সঙ্গে উহার স্থির (Stable) ধারাবাহী (Uniform) একরূপ ভাব উৎপন্ন হওয়া চাই।

ছা। অহং জ্ঞানের এরূপ স্থিরভাবের আবশ্যকতা কি?

শি। জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থার অহং জ্ঞান তুলনা করিয়া দেখ; জাগ্রতাবস্থায় সকল ভাব ওতঃপ্রোতভাবে আমি রাম শ্যাম ইত্যাকার জ্ঞানের দ্বারা একসূত্রে মালাগণের ন্যায় সূচিত হইয়া থাকে। শিক্ষিত লোকের দ্বারা চিত্তবৃত্তির কার্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, এইরূপ একটী স্থির আমি জ্ঞান তাহার জাগ্রতাবস্থার কার্য্য ভাবগুলিকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। সুখে দুঃখে একটী স্থির আমি ভাব বরাবর দেখা যাইতেছে ও এই আমি ভাবের জন্যই বুদ্ধির (Discrimination) কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে। দুইটী বিষয় বিচার করিতে গেলে কোন একটী সাধারণ (Common) পদার্থের সাহায্যে বিচার করিতে হয়। জন্ম হইতে মরণ অবধি স্থূল শরীরের প্রতিকৃতি একরূপই থাকে এবং এই এক রূপের জন্যই বাল্যকাল হইতে মরণ পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকার সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াও আমাদিগের আমি ইত্যাকার জ্ঞান ও তৎসঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য ও স্মৃতিশক্তি পরিস্ফুট হয়। প্রপঞ্চশীল জগতের মধ্যে স্থূল শরীরের একভাবের সাহায্যে আত্মার নিত্য সর্ব্বগত অচলভাব সর্ব্বপ্রথম ব্যক্ত হয় ও জীব স্থূল আমি ইত্যাকার জ্ঞানরূপ উপাধির সাহায্যে সর্ব্বপ্রথমে আপনার অচল অবিনাশী ভাব অল্প অল্প করিয়া বুঝিতে পারে। স্বপ্ন-জগতের ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এই সত্যই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। সাধারণ জীবের স্বপ্ন-শরীরের বিশেষ কোন স্থায়ীরূপ নাই, মানসিক ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিবর্ত্তন হয়। যে সকল কার্য্য স্থূল শরীরস্থ আমি জ্ঞানের সাহায্যে আমাদিগের করা উচিত নয় বলিয়া আমরা ত্যাগ করি, স্বপ্নাবস্থায় কিন্তু সে

সকল কার্য্যে আমরা পরবশ হইয়া পড়ি। জাগ্রতাবস্থায় স্থূল শরীরের সাহায্যে জীবনের অসংখ্য সুখ দুঃখ সহ্য করিয়া আমি রাম, আমার কর্ত্তব্য ইত্যাকার জ্ঞান সকল স্থিরভাবে রাখিতে পারা যায়। কিন্তু স্বপ্ন-জগতে তাহা পারি না কেন? জাগ্রত অবস্থায় আমার মহৎ বংশে জন্ম ইত্যাকার জ্ঞানের দ্বারা কতলোকে প্রলোভন জয় করিয়া চলিতে পারে? কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জন স্বপ্নাবস্থায় ঐ সকল প্রলোভনের হাত এড়াইতে পারেন? সেই জন্যই বোধ হয় শাস্ত্রে শরীরকে ধর্ম্ম সাধনের প্রধান সহায় বলে। সেই জন্যই বোধ হয় কলিকালে মোক্ষলাভ সহজ বলিয়া উক্ত হয়। জগন্মাতা এইরূপে তমোগুণের সাহায্যে গর্ভস্থ শিশুর ন্যায় আমাদিগের আত্মজ্ঞান পোষণ করিয়া যথা সময়ে প্রসব করিয়া মুক্ত করিয়া দেন। এই স্থির জ্ঞান আনয়ন (Centralisation of Consciousness) তমোগুণের সাহায্যে উৎপন্ন হয়। পরে ও সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণ দ্বারা এই অহং ভাবের প্রসারণ (Expansion) হয়।--রজোগুণ প্রাধান্যে শরীর ক্রিয়াশীল হইয়া আভ্যন্তরীণ তমোগুণাভিভূত অহং জ্ঞানকে ক্রমে ক্রমে বাহিরে লইয়া আসে ও বাসনা দ্বারা বস্তু সকলে অহং বোধ প্রতিবিম্বিত করিয়া অহং জ্ঞানের প্রসারণ সম্পাদন করে। রজোগুণের কার্য্যকালে জীব ও দেহের সম্পর্ক সাধারণতঃ স্বামী ও স্ত্রীর মত হয়। পরস্পর একেবারে অসংশ্লিষ্ঠ না হইয়াও অল্পস্বাধীন ভাবের অঙ্কুর দেখা যায়। রজোগুণের বন্ধনের মূল আবরণ নহে বরং ইহাকে বিক্ষেপ (Disipation of consciousness) বলা যাইতে পারে। তমোগুণ হইতে কেন্দ্রজ্ঞানটী এমন করিয়া প্রসারণ করিতে হইবে যাহাতে পরিচ্ছন্ন ভাব গিয়া আমিত্বের প্রসাদ আনিতে হইবে। জোর করিয়া বা অহংজ্ঞান তমোগুণের দ্বারা ঘনীভূত হইবার পূর্ব্বে, প্রসারণ করিলে আত্মজ্ঞান লোপ হয়। এই জন্য Mesmerised ব্যক্তির আত্মজ্ঞান স্থির থাকে না।

এই রূপে রজোগুণের কার্য্য শেষ হইলে সত্বগুণের কার্য্য আরম্ভ হইয়া তম ও রজোগুণের কার্য্যের সামঞ্জস্য করিয়া প্রকৃত আত্মজ্ঞান উৎপন্ন করে। তমোগুণে আমি দেহ এই জ্ঞান ক্রমে সঙ্কুচিত (Crystallised) হইয়া আসে। রজোগুণে আমিত্বের প্রসারণ হয়। কিন্তু সাধারণতঃ লোকে যেমন আমার আমার বলিয়া ব্যস্ত হইয়া নানা কার্য্য করে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে

সে একবার মনে করে না যে বিভিন্ন কার্য্য মধ্যে কোনটী আমি। সে একটী অস্পষ্ট অপরিব্যক্ত আমিকে সর্ব্বদা প্রসারণ করিতে যায়। এই দুয়ের মধ্যে প্রকৃত আমিত্বের দুইটী বিভিন্ন গুণ সাধনা হয়—একটীতে আমার অনুভব আর একটীতে আমার মহান ভাব সাধনা হয়। তৎপরে সত্ত্বগুণের উদয় হইলে শরীর হইতে আপনাকে ভিন্ন জানিয়া প্রকৃত আমি জ্ঞান প্রকাশিত হয়।

ছা। সাত্ত্বিক আমি জ্ঞানের লক্ষণ কি?

শি। সাত্ত্বিক আমি জ্ঞানে অহং পদার্থ অনু ও বিভু এ দুই ভাবেই ব্যক্ত হয়। অহং জ্ঞান দেহ বিশেষ দ্বারা আবদ্ধ নহে। কারণ ইহার স্থিরভাব (Stability) সাধনা হইয়া গিয়াছে। আর দেহের আবরণে থাকিতে হয় না, দেহকে আর,আমি বলিয়া ভ্রান্তি হয় না, দেহের কার্য্য কলাপ আর আমার বলিয়া মোহ হয় না। অথচ সাধারণ সুষুপ্তিকালের প্রজ্ঞার ন্যায় অহং জ্ঞান স্বীয় কেন্দ্রচ্যুত হইয়া আত্মহারা হয় না। আকাশের ন্যায় অহং জ্ঞান সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানকে অনুস্যূত করিয়া থাকে, অথচ অহং বলিয়া স্পষ্ট জ্ঞানটী থাকে। সত্ত্ব গুণে অহং দেহের সহিত একেবারে বিশ্লিষ্ট না হইয়াও দেহ হইতে পৃথক বলিয়া অনুভূত হয়। তমোগুণে জীব দেহ হইতে আপনাকে পৃথক জানিতে পারে না। মাতৃগর্ভস্থ শিশুর ন্যায় কোষের সহিত তাহার সম্পর্ক সম্পূর্ণ অভিন্ন। রজোগুণে জীব আত্মজ্ঞান প্রসারণ করিতে গিয়া আপনাকে বিষয়ে হারাইয়া ফেলে। সত্ত্বগুণে আমি জ্ঞান বস্তুবিশেষে লোপ হয় না—অথচ প্রসারণ পক্ষে কোন ক্ষতি হয় না। তমোগুণে দেহ আমি, রজোগুণে দেহ আমার, সত্বগুণে দেহ আপনার বলিয়া বোধ হয়।

ছা। একটী দৃষ্টান্ত দিন।

শি। শৈশবে স্থূল শরীর তমোগুণান্বিত থাকে ও জীব প্রকৃতি শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করে। দেহের সহিত আত্যন্তিক ঐক্যতা নিবন্ধন শিশু শারীরিক কষ্ট প্রভৃতি ব্যক্ত করিতে পারে না। শুধু সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে পারে। শরীর আমি এই জ্ঞান জন্য শরীরের সুখদুঃখ উন্নতি অবনতি স্থিতি বা গমনের সহিত আত্মজ্ঞান লোপ হয়। (ক্রমশঃ)

অনন্তরামের গুরুভাই।

সাধনা।

(৪র্থ ভাগের ১২শ সংখ্যার ৪০৭ পৃষ্ঠার পর হইতে)

এখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, শরীরের বিশেষ পরিবর্ত্তনই যখন মৃত্যুর কারণ, তখন দেহধারী ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির কেন মৃত্যু ঘটিবেনা? আমি বলি, শাক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী ভক্ত বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, তিনি মা তারার সম্পূর্ণ অধীন এবং মা তারারই সব কার্য্য; অগ্নিতেই কেহ দগ্ধ হউক, জলে পড়িয়াই কেহ মরুক, কি ব্যাঘ্রহস্তেই কেহ নিধন প্রাপ্ত হউক, কি রোগেই কাহারও মৃত্যু হউক,—এসমুদায় ঘটনাই মা তারার ইচ্ছায় মা তারারই কার্য্য। শাক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী ভক্ত আপনার অধীনতা বিশেষরূপে জানিয়া অসীমশক্তি মা তারার উপর আত্মনির্ভর করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার কোনও প্রকারেই মৃত্যু ঘটিতে পারে না, যেহেতু মৃত্যু যাঁহার অধীন তাঁহার ইচ্ছা না হইলে মৃত্যু কিরূপে ঘটিবে? এবিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র, তবে এইমাত্র বলিয়া বিরত হই যে, মা তারার অস্তিত্বজ্ঞান যাহার হয় নাই অথচ ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান হইয়াছে, এরূপ যদি সম্ভব হয়, তাহাহইলে তাহার নির্ব্বাণ হইবে; এবং মা তারার অস্তিত্বজ্ঞানে ও তাঁহার স্বরূপ বোধে তাঁহার প্রতি যাহার অচলা ভক্তি জন্মিয়াছে তাহার ইচ্ছামৃত্যু। জীব নিঃশক্তি, এবং এক বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি অনন্তর্জ্যোতির্ম্ময়ী মা তারার সম্পূর্ণ অধীন, ইহা কে না স্বীকার করিবেন? প্রতি মুহূর্ত্তে পদে পদে অধীনতা বোধসত্ত্বেও অধীনতা স্বীকার না করিলে স্বীয় অস্তিত্বও অস্বীকার করা অসম্ভব নহে। অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার উদর মধ্যে স্থিত আছে এবং যাঁহার কটাক্ষমাত্রেই কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি, ও লয় হইয়া থাকে, তাঁহার উদরমধ্যে আপনাকে স্থিত জানিয়া এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই আপনাকে শক্ত্যাধীন অবগত হইয়াও যিনি মা তারার অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন না, তাঁহার পক্ষে গর্ভধারিণী জননীর অস্তিত্ব অস্বীকার করাও অসম্ভব নহে। যাঁহার ইচ্ছায় এবং যাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া আমরা স্ব স্ব ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য সম্পাদনে আত্ম প্রসাদ লাভ করিতেছি,

এবং দেহ ধারণোপযোগী দ্রব্যজাত সংগ্রহ পূর্ব্বক তদ্বারা জীবন ধারণ করিতেছি, তিনি যদি আমাদের বাঁচিয়া থাকার মূল কারণ না হয়েন, তাহা হইলে শৈশবাবস্থায় মাতৃক্রোড়ে নিঃসহায় অবস্থায় মাতৃস্তন্য পান করিয়া জীবন ধারণ করিবার সময়েও মাতা ব্যতীত আমরা বাঁচিতে পারিতাম, বলিতে হয়। গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে যাঁহাকর্ত্তৃক মাতৃস্তনে জীবন ধারণোপযোগী দুগ্ধ সঞ্চিত হইয়াছিল তাঁহাকর্ত্তৃক এখনও যে আমরা খাদ্যাদি দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছি, ইহা কিরূপে অস্বীকার করিব? যাঁহাকর্ত্তৃক মাতৃশরীরের রক্ত ও দুগ্ধাকারে পরিণত হইতে পারে, যাঁহাকর্ত্তৃক গর্ভস্থ অতি সামান্য শুক্র ও রজঃ বিন্দুদ্বয় ও পরস্পর সংযোগে জীবদেহাকারে পরিণত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র মা মা করিয়া রোদন করিতে পারে, তাঁহাকর্ত্তৃক নিঃশক্তি জীব যে অহংকারে বিমূঢ় হইয়া আপনাকে শক্তিমান মনে করিবে, ইহাই বা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যাঁহাকর্ত্তৃক অতীব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চন্দ্রসূর্য্যাদি পাঞ্চভৌতিক জড় পদার্থ সকল পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে নীত হইতে পারে, তাঁহার কর্ত্তৃত্বে যে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড় পাঞ্চভৌতিক শরীর সকল নানাবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে ইহাই বা অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যাঁহাকর্ত্তৃক সামান্য বিষ্ঠা মূত্রাদি হইতেও অসংখ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গমনাগমনশীল জীব উৎপন্ন হইতে পারে, তাঁহাকর্ত্তৃক এক বিন্দু রজঃ ও শুক্র হইতে উৎপন্ন নরদেহধারী জীব যে অজ্ঞানমোহে বিমূঢ় হইয়া পরম মাতার অস্তিত্ব ও তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনতা অস্বীকার করিবে, ইহাও বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। যাঁহার শক্তিতে ও যাঁহার ইচ্ছায় বিমিশ্রিত একবিন্দু শোণিত ও শুক্র এতবড় মানবাকার ধারণ করিয়া দম্ভমোহাদির বশীভূত হইতে পারে, তাঁহার শক্তিতে যে কোন জীব অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থিতি করিবে, ইহাই বা কেন অসম্ভব হইবে? যাঁহার শক্তির ক্রিয়া বৈচিত্র প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রতি বস্তুতে লক্ষিত হইতেছে, তাঁহার ইচ্ছায় জীব বিশেষ যে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থূলদেহ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা তৎপর থাকিবে ইহা অসম্ভব কি? যাঁহার শক্তিতে এবং যাঁহার ইচ্ছায় সাধনা তৎপর হইয়া জীব অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিতে পারে, তাঁহারশক্তিতে জীববিশেষ যে অমরত্ব লাভে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে ইহা কেন না সম্ভব হইবে? যাঁহার অসীমশক্তিতে অসীম জড় জগৎ উৎপন্ন হইয়া

বিচিত্রভাবে স্থিতি পূর্ব্বক মহাপ্রলয়ে বিনষ্ট হইতে পারে, তাঁহার শক্তিতে জীববিশেষের অমরত্বলাভ কেনই না সম্ভব হইবে? যাঁহার শরীর হইতে অনন্ত কোটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব নিঃসৃত হইয়া নানাভাবে নৃত্যাদি করিয়া আবার তাঁহার দেহেই বিলীন হইয়া যায়, তাঁহার অসাধ্য কি হইতে পারে?

যিনি যে ভাবেই বিচার করুন না কেন, প্রকৃততত্ত্ব বোধ হইবামাত্র সকল-কেই মা তারার অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। মা তারা সাক্ষাৎ উমানাম্নী মাহেশ্বরী শক্তি। মাতারা ত্রিতাপ হরণ করেন বলিয়াই যেমন তাঁহার তারা নামের সার্থকতা, সেইরূপ দুঃখে পড়িয়া বাধ্য হইয়া তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতে হয় বলিয়াই তাঁহার উমা নামের সার্থকতা, যেহেতু উঃ শব্দ দুঃখবোধক এবং এই জন্যই সহসা কেহ দুঃখ পাইলে তাহার কণ্ঠ হইতে উঃ শব্দ নির্গত হইয়া থাকে। দুঃখে পড়িয়া তাঁহাকে ডাকিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তিনি দুঃখ হরণ করেন বলিয়াই তাঁহার দুর্গা নামের সার্থকতা। হঠাৎ দুঃখে পড়িয়া যে কারণে উঃ মা বলিতে হয়, সেই কারণেই সর্ব্বদেশে গর্ভস্থ সন্তান যন্ত্রণার আতিশয্যাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়া মা মা করিয়া রোদন করিতে থাকে এবং এই জন্যই বলি গর্ভধারিণী মাতা পরম মাতার অবতার। গর্ভধারিণী মাতার স্নেহ হইতেই পরম মাতার স্নেহ অনুভূত হইতে পারে। বৃহৎ ধর্ম্মপুরাণের যে শ্লোকটী ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই মাতাকে পরম মাতার অবতার স্বরূপ দেখান হইয়াছে। যে মাতা পরম মাতার অবতার সেই মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা পরম মাতার অন্বেষণে সংসারাশ্রম পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক হৈ চৈ করিয়া বেড়ায় তাহারাই যথার্থ অনার্য্য এবং তাহাদের সাধনা ও চেষ্টা পাষাণে বীজবপনের ন্যায় নিষ্ফলা সন্দেহ নাই। সংসারাশ্রমে থাকিয়া ভক্ত সাধকগণের পক্ষে, পিতৃপুরুষদিগের তৃপ্ত্যর্থ তর্পণ ও গয়া শ্রাদ্ধাদি শ্রেষ্ঠতম নিষ্কাম কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য যিনি গয়া শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে কখনওই ব্রতী হয়েন নাই, তাঁহার পক্ষে পরম মাতার দর্শন প্রাপ্তির আশা যে কখনও ফলবতী হইবে এরূপ আমি বিশ্বাস করিতে পারিনা। গরুড় পুরাণে উক্ত আছে,—

"ব্রহ্মজ্ঞানং গয়াশ্রাদ্ধং গো গৃহে মরণং তথা
বাসঃ পুংসাং কুরুক্ষেত্রে মুক্তিরেষা চতুর্ব্বিধা॥"

এবং বৃহৎ ধর্ম্মপুরাণে ও নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রাপ্ত হওয়া যায়;—

"অস্নায়ী চ মলং ভুঙ্‌ক্তে অজপী পূযশোণিতম্।
অকৃত্বা তর্পণং নিত্যং পিতৃহা চোপজায়তে॥"

তবে তর্পণ বিধিতে যে সমুদায় মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাদের সমস্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বকই যে প্রত্যহ তর্পণ করিতে হইবে এমত বলা যাইতে পারে না; অন্ততঃ নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় পাঠেই প্রত্যহ তর্পণ করা যাইতে পারে;—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ দেবর্ষিমুনিমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীত কুল কোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
ময়াদত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবন ত্রয়ম্॥"
"যে বান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্য জন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মৎ তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥"

হঠাৎ দুঃখে পড়িলে উঃমা শব্দ, এবং রোগের ভীষণ যন্ত্রনায় অস্থির অবস্থায় মা শব্দ, কি কারণে কণ্ঠ হইতে নিঃস্থত হইয়া থাকে? মা নামের এমনই মোহিনী শক্তি যে, মার ডাকে অন্তকরণের দুঃখের শান্তি বোধ হইয়া থাকে, এবং এই জন্যই অনাদি কাল হইতেই ভক্ত সমাজে নামজপের প্রথা প্রচলিত আছে। মা তারার নামজপের এবম্বিধ ফল যিনি বিশেষরূপে বুঝিয়াছেন, তিনিই যথার্থ যোগ ও যোগফল বুঝিয়াছেন; এবং এইজন্যই মহর্ষি দ্বৈপান ব্যাস ভারতাদি পুরাণ গ্রন্থ সমূহ রচনায় সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়াছিলেন এবং অন্যান্য ঋষিগণ হইতে এতদ্‌বিষয়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠতরতা রাজর্ষি জনক কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত হইয়াছিল। তাঁহার যে শ্লোক শ্রবণে মহাত্মা জনক তাঁহাকে ভারতাদি গ্রন্থ রচনায় শ্রেষ্ঠতম অধিকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন সেই শ্লোকটী বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ হইতে নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

"নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তির্পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং নশক্তঃ স্যাৎ পাতকং পাতকীজনঃ॥"

এখানে "হরি" শব্দে উপাস্য দেবতা এবং "পাপ" শব্দে ভাবি দুঃখোৎপাদক

কর্ম্ম বুঝিতে হইবে। এক মা তারাকেই ভিন্ন ভিন্ন নামে এবং ভিন্ন ভিন্নাবেস্থ সাধকগণ আরাধনা করিয়া থাকেন, যেহেতু কেবল তিনিই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়-কারিণী বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি; "ইচ্ছাক্রিয়া জ্ঞানশক্তিঃ শৈবীব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী" (গোরক্ষসংহিতা)। এইজন্যই যথার্থ বৈষ্ণব-লক্ষণ নিরূপণার্থ নিম্নলিখিত বাক্যগুলি ভগবান্ বামনদেবের প্রমুখাৎ তাঁহার মাতা অদিতী শ্রুত হইয়াছিলেন ;—

"সর্ব্বতঃ সমচিত্তাত্মা সদা সর্ব্বোপকারকঃ।
সত্যবাদী ক্ষমাশীলো মাং ধারয়তি বৈষ্ণবঃ॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষুবিগত স্পৃহঃ।
সর্ব্বত্র সমভাবো যঃ স মাং ধরতি নিত্যশঃ॥

পিতুর্মাতুঃ প্রীতিকরো গুরুভক্তঃ প্রিয়ংবদঃ।
শিবপূজারতো সাধুর্মাং ধরতি নিত্যশঃ॥
যঃ পুমান্ পুত্রবিত্তাদৌ পদ্মপত্রজলোপমঃ।
সবৈ ভাগবতো জ্ঞেয়ঃসমাং ধরতি নিত্যশঃ॥

শিবশঙ্কররুদ্রেশ নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন।
ইতীরয়তি যো নিত্যং স মাং ধরতি নিত্যশঃ॥
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বৈষ্ণবী চণ্ডিকেতি চ।
মুদা গায়তি যো নিত্যং স মাং ধরতি নিত্যশঃ॥
অহং মহানহং দীর্ঘো বামনোঽহমহং কৃশঃ।
স্থূলশ্চাহমণুশ্চাহং সুরূপশ্চ কুরূপকঃ॥"

(বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ)

সারকথা এই যে, যিনি অসীমশক্তিস্বরূপা মাতারাকে চিনিয়াছেন তিনি শাক্তও বটেন, শৈবও বটেন, এবং বৈষ্ণবও বটেন, যেহেতু যে এক বিশ্বব্যাপিনী জ্যোতির্ম্ময়ী মহাশক্তি জাগতিক সর্ব্ববিষয়ের মূলীভূত কারণ তাঁহাকে জানিলেই সমুদায়-তত্ত্বাবোধ হইয়া থাকে এবং তাঁহাকে অবগত হইলেই সহজে ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

"অতস্তে কথিতং ভদ্রে ব্রহ্মমন্ত্রেন দীক্ষিতঃ।
যৎফলং সমবাপ্নোতি তৎফলং তবসাধনাৎ॥"

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

(ক্রমশঃ)

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল।

আধ্যাত্মিক
রামায়ণ।

জীবমাত্রেই দশানন।—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভ, দ্বেষ, হিংসা ও পৈশুন্য, এই দশ বদন ব্যাদন করিয়া জীব বিশ্বসংসার গ্রাস করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল রহিয়াছে। জীবমাত্রেই যে কেবল দশটী মুখ, তাহা নহে। তাহার বিংশতি হস্তও আছে। কাম ক্রোধাদির সৎ ও অসৎ, এই উভয় ব্যবহারই দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কাম, জগতের মঙ্গলদায়ক; ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কাম অশেষ মঙ্গলের আকর। ক্রোধাদিও ঐরূপ ন্যায্য ও অন্যায্য ব্যবহারানুসারে মঙ্গল ও অমঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। এই কাম ক্রোধাদির প্রত্যেকের ন্যায্য ও অন্যায্য ব্যবহারই জীবের বিংশতি হস্ত!

অজ্ঞ জীবের ভ্রাতা তমোরূপী কুম্ভকর্ণ। তমঃ প্রধান্যে জীবের অহংজ্ঞান বা অহঙ্কার অধিক হয়। অহঙ্কার বৃহদাকার; এইজন্য কুম্ভকর্ণ ও বৃহদাকার। অহঙ্কার সর্ব্বদাই বিশ্ব-সংসার তৃণ জ্ঞান করিয়া থাকে এবং সর্ব্বদাই গ্রাস করিবার জন্য সচেষ্টিত। এইজন্য দেব নরাদি উদরস্থ করিয়া জঠোর পূর্ণ করাই কুম্ভকর্ণের প্রধান কার্য্য;—এইজন্যই কুম্ভকর্ণ অধিকাংশ সময় ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকিত।

জীবদেহে পরমাত্মাবিরোধিনী একটী শক্তি আছে। ঐ শক্তিই কলহ-কারিণী নিকৃতিরূপিণী সূর্পনখা;—ইনিই রাম ও রাবণে,—(জীব ও পরম-ব্রহ্ম) কলহ উপস্থিত করাইয়া দেন।

নিকৃতি যেরূপ জীব ও ব্রহ্মে বিবাদের কারণ, জীবদেহ বিবেক সেইরূপ জীব ও ব্রহ্মের মিত্রতা সংস্থাপনের চেষ্টা পায়। বিভীষণই বিবেক। যখনই রাবণ কোন অন্যায় কার্য্যের সঙ্কল্প করিতেন, বিবেকরূপ বিভীষণ তাহাতে বাধা দিতেন।—জীব মোহ বশতঃ বিবেকের উপদেশ গ্রহণ না করিয়া বিপদে পতিত হয়; রাবণেরও সেই দশা হইয়াছিল। অবশেষে বিবেক মোহান্ধ জীব কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া রামরূপ পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

এই শোভন বর্ণ সুবর্ণকান্তি দেহই সুবর্ণ লঙ্কা! (জীব শরীরই লঙ্কা)। জীবমাত্রেতেই দেব ও রাক্ষস ভাব,—এই দুই ভাব আছে। ব্রহ্ম ও মায়া হইতে জীবের উৎপত্তি। মায়াই রাক্ষসী স্বরূপা। (সাধারণ বাক্য "মায়া-রাক্ষসী")!—নিকষাই মায়ারূপিনী; বিশ্বশ্রবা বা বিশ্ববশই পরমাত্মা।

দেবগণ রাবণের সেবক ছিলেন।—দেহস্থ ইন্দ্রিয়গণই দেবতা স্থানীয়। ইন্দ্রিয়গণ সদাসর্ব্বদাই জীবের সেবা করিয়া থাকেন।—পবন, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রূপে দেহের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করেন,—বরুন, দেহ মার্জ্জন করেন;—মনই দেহের চন্দ্র স্বরূপ; মস্তকে "দ্বিদল" মধ্যে মনের বাস;—চন্দ্রও রাবণের মস্তকে ছত্র ধারণ করিতেন। চক্ষুই দেহে সূর্য্য স্বরূপ; দর্শনকার্য্য চক্ষুর দ্বারাই হয়; এইজন্য লঙ্কার পুরীদর্শক দ্বারপাল ছিলেন সূর্য্য।—জীব সর্ব্ব প্রথম ব্রহ্মার নিকট হইতেই দেবজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। লঙ্কার গুরুমহাশয়ও ব্রহ্মা। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নিযুক্ত হওয়া দৃষ্ট হয়। ঐ সমস্ত বৃত্তান্তে আধ্যাত্মিক-রহস্য নিহিত হইয়া আছে।

ব্রহ্মার চারিটী অবস্থা।—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। কৃষ্ণ অবতারে যেমন শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবাখ্য তুরীয় আত্মা,—রাম অবতারেও শ্রীরাম তদ্রূপ তুরীয় আত্মা। ঐরূপ জাগ্রদাবস্থায় সঙ্কর্ষণাখ্য আত্মা লক্ষণ; স্বপ্নাবস্থায় প্রদ্যুম্নাখ্য আত্মা শত্রুঘ্ন এবং সুষুপ্তাবস্থায় অনুরুদ্ধাখ্য আত্মা ভরত। কৃষ্ণাবতারে রুক্মিণী যেরূপ মূল-প্রকৃতি, রামাবতারে সীতাও সেইরূপ মূল-প্রকৃতি।

ইহা যে কেবল কল্পনা, তাহা নহে;—কারণ রামোত্তর-তাপনীয় শ্রুতি বলেন:—

অকারাক্ষর সম্ভূতঃ সৌমিত্রির্বিশ্বভাবনং।
উকারাক্ষর সম্ভূতঃ শত্রুঘ্নতৈজসাত্মকঃ॥
প্রজ্ঞাতকস্তু ভরতো মকারাক্ষর সম্ভবঃ।
অর্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ॥
শ্রীরামসান্নিধ্যবসাজ্জগদানন্দদায়িনী।
উৎপত্তি-স্থিতি-সংহারকারিণী সর্ব্বদেহিনাম্॥
সা সীতা ভবতি জ্ঞেয়া মূলপ্রকৃতি সংজ্ঞিতা।
প্রণবত্বাৎ প্রকৃতিরিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ॥

রামোত্তর তাপনীয়।

শ্রুতির ব্যাখ্যা নারায়ণ ভাষ্যকার এইরূপ করেনঃ—

প্রণব ষড়াক্ষর সম্ভূত। যথাঃ—অ, উ, ম, অর্দ্ধমাত্র, বিন্দু ও নাদ। এই ষড়াক্ষরের প্রথম অক্ষর "অ" জাগ্রত-অভিমানী সঙ্কর্ষণ লক্ষণ। দ্বিতীয়াক্ষর "উ" তৈজসাত্মক স্বপ্নাভিমানী প্রদ্যুম্ন শত্রুঘ্ন। তৃতীয়াক্ষর "মকার" প্রজ্ঞাত্মক সুষুপ্তাভিমানী অনুরুদ্ধাখ্য ভরত। তুরীয়াবস্থায় ব্রহ্ম কৃষ্ণাখ্য রাম। "বিন্দু" ও "নাদ" মূল-প্রকৃতি সীতা,—রুক্মিণী। এই মূল-প্রকৃতিই পরমাবিদ্যা।

রামায়ণে বর্ণিত আছে, সীতা ভূমি হইতে উত্থিত হন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পৃথিবী সমস্ত ধর্ম্মের আধার স্বরূপা। চিত্ত শুদ্ধি না হইলে বিদ্যালাভ হয় না এবং শাস্ত্র-বিহিত যজ্ঞাদি কার্য্য না করিলে চিত্ত-শুদ্ধিও হয় না; এইজন্যই যজ্ঞ-ভূমি (দেহ বা জীবাত্মা) কর্ষণে সীতার জন্ম হয়। পরমযোগী জনক রাজর্ষি যজ্ঞাদি-বিহিত-কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া সাধন বলে জ্ঞানস্বরূপা সীতাকে লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যেই পরমাত্মা শ্রীরামকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"পঞ্চবটী" বনের ব্যাখ্যা যামল বচনে এইরূপ ঃ—

নিম্ব, আমলক, শ্রীফল, বট ও অশ্বত্থ। এই পঞ্চবট যোগীদিগের যোগ-সিদ্ধির প্রধান স্থান। যে স্থানে যোগীগণ নিয়ত যোগাভ্যাস করেন, সেই স্থানই যোগীর ধন, ভগবান বিরাজমান।

রামচন্দ্র পঞ্চবটী হইতে অন্য স্থানে গমন করিলেই সীতা তত্ত্ববিরোধী

মোহরূপ রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হইয়াছিলেন। অর্থাৎ যোগী যোগমার্গে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও পরমাত্মার সহিত তাঁহার সামান্য বিচ্ছিন্নভাব ঘটিলেই জ্ঞান অপহৃত হয়। রাবণ সন্ন্যাসীর বেশে সীতাকে অপহরণ করিয়াছিলেন। উহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তির হৃদয়ে বিষয়-বাসনা প্রবল, সে ব্যক্তি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া কেবল জ্ঞান অপহরণ করে মাত্র।

যোগের প্রধানতঃ ছয়টী অঙ্গ, যথাঃ—

আসন, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি। ইহারাই জ্ঞান প্রাপ্তির সাহায্য করিয়া থাকে। সুগ্রীবাদি প্রধান ছয় কোপি এই ষড়ঙ্গ যোগ।—সুগ্রীবই " সমাধি " যোগ।—সমাধি হইলে জীব ও ব্রহ্মে অভেদ অবস্থা হইয়া থাকে। রাম ও সুগ্রীব অভেদাত্মা; সুতরাং জ্ঞানরূপা সীতার উদ্ধার সাধন জন্য সমাধিরূপে (আর আর কোপি সহ) সাহায্য করিয়াছিল॥—আসন আয়ত্ত করিতে না পারিলে কেহ যোগ সাধনে মনঃস্থির করিতে পারে না;—মনঃ স্থৈর্য্য-সাধক হেতু উহাই যোগীর ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার সেতু স্বরূপ।—নলই আসন স্থানীয়, তিনিই সেতু প্রস্তুত করিয়াছিলেন।—প্রত্যাহার দ্বারা মোহাদি দমন করা যায়; এইজন্য প্রত্যাহার স্থানীয় নীল, দশাননের (কাম-ক্রোধ, লোভ মোহ আদি) দশ শিরে পদাঘাত করিয়াছিলেন। হনুমান প্রাণায়াম স্থানীয়। প্রাণায়াম দ্বারাই জন্ম মৃত্যুরূপ ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া মানব জ্ঞানপদবী দর্শন করিতে পারেন। হনুমানও শত যোজন পরিমাণ সমুদ্র পার হইয়া জ্ঞানরূপা সীতার দর্শন পাইয়াছিলেন।—প্রণবের আকার অঙ্গুরীয়কের ন্যায়। প্রণবই পরমাত্মার নিজস্ব বস্তু। যে ব্যক্তি প্রাণায়াম দ্বারা প্রণব-জপ সাধন করিতে পারেন, তিনিই ভগবানের নিজ জন হন। এইজন্য সীতা দেবী হনুমানের নিকট শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক দর্শনে তাহাকেই রামের নিজ জন বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। অপিচ, বায়ুসাধনার ফলই প্রাণায়ামতত্ব, তাই হনুমানও পবন-নন্দন! অঙ্গদ ধারণা স্থানীয়। যে ব্যক্তির ধারণাশক্তি হইয়াছে, মোহাদি তাহার নিকট সতত তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকে; এইজন্য অঙ্গদ কর্তৃক রাবণ মুকুটচ্যুত (মোহভঙ্গ) ও তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।

সুষেণ ধ্যান স্বরূপ।—ধ্যান পরায়ণ যোগী কখনও কোন রোগাক্রান্ত হন

না। এই জন্য সুষেণই রামায়ণে বৈদ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ধ্যান-যোগ মহৌষধেই ভব রোগ নিবারিত হয়।

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই জানিতে পারা যায় যে, রামায়ণ অধ্যাত্মতত্ত্বে পরিপূর্ণ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিভীষণ বিবেক স্থানীয়। জীবের লঙ্কারূপ দেহে যেমন মোহ বাস করে, সেইরূপ বিবেকও তদ্দেহবাসী। তাহারা একস্থানে বাস করিয়াও সর্ব্বদা শত্রুভাবাপন্ন।—মোহাদির লক্ষ্য কেবল বিষয়, বিবেকের লক্ষ্য পরমাত্মা। বিবেক সর্ব্বদাই নিপীড়িত হইয়া থাকেন; কিন্তু বিবেক দ্বারা জীব পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে আর মোহাদি তাহার অনিষ্ট করিতে পারে না। রাবণ সর্ব্বদাই পাপকার্য্যে লিপ্ত ছিল; বিভীষণ তাহাকে অহরহই সৎপরামর্শ দিতেন; রাবণ তাহাতে কর্ণপাতও করিত না। অবশেষে বিভীষণ রাবণের দারুণ অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া পরমাত্মা রামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

সুমতি বিবেকের পত্নী, বিবেক দ্বারা পরিচালিত হইয়া সর্ব্বদা সুমতি জ্ঞানের সেবা করিয়া থাকেন। বিভীষণ পত্নী সুমতি সরমাও অশোক বনে সীতার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। সুমতি যেরূপ জ্ঞানে পরিচর্য্যা করেন, কুমতি ঈর্ষা অসূয়া প্রভৃতিও সেইরূপ জ্ঞানকে কুপথাভিমুখে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করে। অশোকবনে চেড়ীগণও সীতাকে সেইরূপ রাবণের বশে আনিবার জন্যে বিধিমতে আয়াস পাইয়াছিল।

যোগ সাধন দ্বারাই মোহাদি নষ্ট হয়। বানরগণই সচেষ্ট হইয়া রাক্ষসগণের বিনাশ সাধন করে।

জীব সর্ব্বদাই মোহাদির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করে। সঙ্কর্ষণাখ্য জীবস্বরূপ লক্ষ্মণও রাবণের শক্তিশেল দ্বারা বিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন।

মোহাদির সংশ্রবে জ্ঞানের মলিনতা জন্মে। কিন্তু যোগাগ্নি প্রজ্জলিত করিলে ঐ মলিনতা বিনষ্ট হইয়া থাকে। সীতা জ্ঞান স্বরূপা হইলেও মোহরূপ রাবণের গৃহে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে উদ্ধার করিবার পর অগ্নি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য দেহরূপ লঙ্কায় মোহাদি প্রবল

পরাক্রান্ত হইলেও জীব বিবেক বুদ্ধি দ্বারা পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করিলে (যোগাগ্নি দ্বারা) মোহাদির ধ্বংস সাধন করিয়া শান্তিতে বাস (শান্তিলাভ) করিতে পারে। সীতার (জ্ঞানের) মার্জ্জনাই এইরূপ।

বিভীষণ (বিবেক) রাবণাদির বিনাশের পর লঙ্কায় শান্তিতে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। জীব যতই লোভ মোহাদির দ্বারা আক্রান্ত হউকই না কেন, তাহার বিবেকশক্তি একেবারে কখনই বিনষ্ট হয় না; কেননা, কোন সময়ে বিবেক বুদ্ধি প্রবল হয় এবং মোহাদি বিনষ্ট হয়। এই জন্য রাবণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়াও বিনষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু আপাতঃ-দুর্ব্বল বিভীষণ অমর বা অবশেষে জয়ী!

জীব সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইলেই ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণাবতারে বসুদেবই সাত্ত্বিকভাবাপন্ন জীব;—পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এইজন্যই তাঁহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রদিষ্ট ধর্ম্মাদি কার্য্য করিলেই সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হওয়া যায়। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ। এই দশবিধ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি সাত্ত্বিক ব্যক্তি। যাঁহারা এই দশবিধ ধর্ম্মের পদে গমন করেন, তাঁহারাই সাত্ত্বিকতা প্রাপ্ত হয়েন এবং সাত্ত্বিকতা প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করেন। দশরথ দশবিধ ধর্ম্ম আচরণ দ্বারা পরমাত্মাকে পুত্রস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দশধর্ম্ম-রথারূঢ় হইয়া কখনও সত্বপথ হইতে স্খলিত হন নাই, এজন্য তিনি রামচন্দ্রকে পুত্রস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রামায়ণে যেরূপ ঐতিহাসিক ঘটনা নিবদ্ধ রহিয়াছে, তদ্রূপ অধ্যাত্ম-তত্ত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের নিকট রামায়ণ একখানি উৎকৃষ্ট যোগ গ্রন্থ। ছান্দোগ্যশ্রুতির দেবাসুর-সংগ্রামও যাহা, রামায়ণে রাম রাবণের যুদ্ধও তাহাই।—প্রতিদেহে প্রতিমুহূর্ত্তেই রাম রাবণের যুদ্ধের ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। ভবসমুদ্রে ভাসমান দেহই লঙ্কাদ্বীপ। কাম ক্রোধাদি অসৎ প্রবৃত্তি সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয় সমূহকে সবলে বাধ্য রাখিয়া জীবকে পরমাত্মা হইতে বিচ্যুত করিতেছে; কিন্তু জীব বিবেক-বুদ্ধি ও যোগের সাহায্যে অসৎ প্রবৃত্তি দমন করিয়া পরমাত্মা মিলন লাভ করিতে পারে। রাবণ বধ ভিন্ন সীতার উদ্ধার হয় না; মোহবিনাশ ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানোদ্ধার অসম্ভব; ইহাই রামায়ণের ঐতিহাসিকতার অন্তরালস্থিত আধ্যাত্মিক উপদেশ।

শ্রীকেদারনাথ মিত্র।

অদৃশ্য সহায়।

ইতি পূর্ব্বে লোকে যে সকল বিষয় কুসংস্কার বলিয়া অগ্রাহ্য করিত, প্রায় তৎসমুদয়ই পরাবিদ্যা বা থিওসফির প্রভাবে যুক্তিসঙ্গত আকারে পরিণত ও ধর্ম্ম জগতের অনুকূল হইয়া উঠিয়াছে, ইহা পরাবিদ্যা সমাজের সাধারণ গৌরবের বিষয় নহে। যাঁহারা তথা কথিত অন্ধ বিশ্বাসের আবরণ উন্মোচন করিয়া যুক্তিমার্গ অবলম্বনে, স্বাধীন ও উন্নত মানসক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাদিগের সেই সমুজ্জ্বল উপচয়ে যে একটী বিশেষ অপচয় সংঘটিত হইয়াছে, তাহা তাহাদের মনে উদিতই হয় না। তাঁহারা দেখেন না যে শৈশবের বিশ্বাস পরিহার করিতে গিয়া জীবনের অধিকাংশ সৌন্দর্য্য ও কাব্যাংশটুকুও হৃত হইয়াছে। কেহ জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে ব্রহ্মবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাঁহার যে কিঞ্চিৎমাত্র ও অনিষ্ট না হইয়া সমূহ ইষ্টই সাধিত হয়, তাহা তিনি সত্বরই অনুভব করিতে থাকেন। জীবনের সৌন্দর্য্য, মহিমা ও কাব্যভাব যে তথায় পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান তাহা তৎ পূর্ব্বে তাঁহার মনেও হইত না। স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির স্তিমিত আলোকে এ অবস্থায় আর তাঁহাকে সুখস্বপ্ন হইতে সহসা জাগৃত করে না, বরং প্রকৃতির সমালোচনার বিষয় সমূহ যতই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুদ্ধিগম্য হয়, গূঢ় সত্য ততই সমুজ্জ্বল পূর্ণাবয়বে তাঁহার সম্মুখে প্রতিভাত হইতে থাকে। জড়বাদের তরঙ্গাঘাতে আমাদিগকে নিমজ্জিত করিবার পূর্ব্বে, অদৃশ্যমান জগৎ সকল শক্তির মূল বলিয়া পরিগৃহীত হইত, এক্ষণে পরাবিদ্যা প্রভাবে সেইমত পুনর্জ্জীবিত হইয়া যে, সংসারের বিশেষ উপকার সাধন করিতেছে, সেটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার সামগ্রী। সর্ব্ব প্রকার দৈত্যদানব দেবযোনীবর্গের গল্প মিথ্যা কুসংস্কার বলিয়া বিবেচিত হইলেও, তাহাতে যে গূঢ় বৈজ্ঞানিক সত্য অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, পরাবিদ্যা বা থিওসফির আলোচনায় তাহা বুঝিতে পারা যায়। "মানুষ যদি মরে, সে কি আর বাঁচে"? এই মৌলিক প্রশ্ন, ইহার উত্তর এবং মরণান্তরীয় অবস্থা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে, তত্ত্ববিদ্যার সুস্পষ্ট বিজ্ঞান সম্মত উপদেশে, অন্ততঃ পাশ্চাত্য জগতের দুর্ভেদ্য তমসাবৃত অনেক বিষয় সুচারুরূপে বুদ্ধি গোচর হয়।

আমরা থিওসফির বা পরাবিদ্যার আলোচনা প্রভাবে যে সকল জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তন্মধ্যে প্রকৃতির আনুকুল্য জ্ঞানই সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইতিহাসের শৈশবাবস্থা হইতেই এই বিশ্বাস জগৎব্যাপ্ত, অদ্যাপিও মুষ্টিমেয় নব-সংস্কারক দলেতব জগতেও অব্যাপ্ত নহে। উক্ত সম্প্রদায়স্থ উপাসকবৃন্দ, মধ্যবর্ত্তী কার্য্য-কারকের (দেবযোনী প্রভৃতি কর্তৃক মানবের উপকার বিষয়ক) জ্ঞান ধ্বংশ করিতে গিয়া পক্ষান্তরে আপনারাই জগৎ শূন্য, মোহজ্ঞানে জড়িত ও নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছেন। জগতের মূল শক্তির ইচ্ছাক্রমে এবম্বিধ কার্য্য বিশেষে হস্তক্ষেপ করার বিষয় সহসা ভাবিলে সামান্যতঃ বিধাতার কার্য্যে পক্ষপাতি দোষের সত্বা অনুমিত হয় ও তৎ সঙ্গে সঙ্গেই অহিতকর চিন্তা-স্রোত অনুধাবিত হয়। কিন্তু পরাবিদ্যা আলোচনায় বুঝিতে পারা যায় যে, যে ব্যক্তি কৃতকর্ম্মানুসারে এইরূপ সাহায্য প্রাপ্তির যোগ্য তিনিই তাহা লাভ করিয়া থাকেন; সুতরাং ইহাতে কোন আপত্তি উত্থিত হইতে পারে না, বরং ইহাতে ঈশ্বর হইতে আমাদিগের পদতলস্থ ধূলি কণা পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন জীব সোপানের প্রাচীন সুমহৎ জ্ঞান আমাদের মনে পুনরুদিত করিয়া দেয়।

দেশবিশেষে বিভিন্ন নাম ও বিভিন্ন কারণ নির্দ্দিষ্ট হইলেও প্রাচ্য জগতে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে অদৃশ্য সাহায্যের কথা বিশেষরূপে শ্রুত হওয়া যায়, অধিকাংশ প্রতীচ্য খণ্ডের গ্রীক্‌দিগের আখ্যায়িকায় মনুষ্যের কার্য্যে দেবতার হস্তক্ষেপ শুনিতে পাওয়া যায়। রোমক শল্পে কাস্তর ও পোনাকৃস্ লেক্ বন্‌পিসের সংগ্রামে সদ্যোজাত সাধারণ তন্ত্রের সেনার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রথিত আছে। শুনা যায় তাঁহাদের পরবর্ত্তী সময়েও পুণ্যাত্মাগণ সমরের বিপর্য্যয় অবস্থাতে খ্রীষ্টানদিগের অদৃষ্টচক্র ফিরাইয়া দিতেন অথবা কোন দেবযোনী মধ্যে পড়িয়া ধার্ম্মিক বিশেষকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতেন।

অধুনা নাস্তিকতার সময়ে এবং উনবিংশতি শতাব্দির ঘূর্ণবায়ু মধ্যে, বিজ্ঞানাভিমানী সত্বেও, কেহ ইচ্ছা করিলে একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া, জড়বাদের আসন হইতেও প্রাগুক্তরূপ বুদ্ধির অতীত দেবযোনীদিগের মধ্যবর্ত্তীতা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয়েন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইদানী নিরীহ বালকদিগকেই এইরূপ সাহায্য পাইতে দেখা যায়।

তাহা যথাস্থানে আমরা আলোচনা করিব। দেবযোনী প্রভৃতি কি ভাবে কি আকারে ও কেমন করিয়া বিপদ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করেন বা উদ্ধারের পন্থা নির্দ্দেশ করেন তাহার অনেক গল্প আছে—সত্য ঘটনা মূলক গল্প—অবিশ্বাস করিবার যো নাই। আমরা এই সকল গল্পের মালা গাঁথিয়া আগামী সংখ্যা হইতে কৌতুহলী পাঠকগণকে উপহার দিব।

(ক্রমশঃ)

জীবন-রহস্য।

(গল্প)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যোগীবর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া একবার অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যদেবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তখন ভগবান্ মরীচিমালী নিজ দৈনন্দিন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া বিশ্রামাচলের দিকে আনন্দের সহিত অগ্রসর হইতেছেন। যোগীবর সূর্য্যদেবের প্রতি চাহিয়া বুঝিলেন যে তাঁহার কার্য্য সম্পাদনের ইহাই উপযুক্ত সময়। তিনি অবিলম্বে একটী ক্ষুদ্র পেটিকা হইতে একখণ্ড ভূর্জ্জপত্র এবং একটী লেখনীদণ্ড বাহির করিয়া ভূর্জ্জপত্রের উপর কি লিখিলেন। ভূর্জ্জপত্রের উপর অঙ্কিত অক্ষরগুলি দেখিয়া উহা কোন ভাষার অক্ষর তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। যাহা হউক যোগীবর তাহার বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী অতি সমুজ্জ্বল দর্পণ বাহির করিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া আমাকে দর্পণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন।

আমি যেমন যোগীবরের হস্তস্থিত দর্পণটী স্পর্শ করিলাম অমনি আমার হস্তে কি এক অননুভূত পূর্ব্বক উত্তেজনা অনুভব করিলাম। ক্ষণকালের জন্য যেন আমার মানসিক অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতে

লাগিল। আমি যে প্রকার বিদ্রূপের চক্ষে এই প্রক্রিয়া দেখিতাম এবং এক্ষণেও দেখিব মনে করিয়া রাখিয়াছিলাম এক্ষণে আর সেরূপ বিদ্রূপের চক্ষে উহা দেখিতে সমর্থ হইলাম না। কেন এরূপ হইল? আমি কি ভাবে অভি-ভূত হইয়া আত্মহারা হইতেছি? না তাহা কখনই নয়। আমি এখনও বেশ্ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে যোগীবরের কোনই অদ্ভুত ও অলৌকিক ক্ষমতা নাই, এবং যোগীবর যে প্রকার ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন, তাহা হইতে কখনই কোনও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু হায়! এ কি হইল! কে যেন আমার মস্তিষ্কের মধ্যে একখণ্ড বরফ প্রবেশ করাইয়া দিতেছে। সমস্ত মস্তিষ্ক বরফবৎ শীতল হইয়া গেল, এবং হৃদয় প্রদেশ যেন বিষধর ভুজঙ্গের দংশনে একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। আমি সবলে আমার হস্তস্থিত দর্পণটী নিক্ষেপ করিলাম।

কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দের ন্যায় অবস্থিতি করিলাম। কিন্তু ভগ্নীর অবস্থা জানিবার জন্য উৎকণ্ঠা আমার অসহ্য বলিয়া বোধ হইল; আমি যেন মন্ত্রাবিষ্টের ন্যায় পুনরায় দর্পণটী গ্রহণ করিয়া উহাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

আমি যখন দর্পণটী বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিতে ছিলাম সেই সময় যোগীবর আমার পার্শ্বস্থিত বন্ধুকে অস্ফুট স্বরে কি বলিতে ছিলেন। আমি উঁহাদের উভয়ের প্রতি সন্দিগ্ধনেত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। কিন্তু ইহা যে আমার বিষম ভ্রম তাহা তখন বুঝিতে পারিলাম না। বন্ধুবর আমাকে সম্বো-ধন করিয়া বলিলেন "ভাই! যোগীবর তোমাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি-তেছেন এবং তোমাকে একটু সতর্ক করিয়াও দিতেছেন। এক্ষণে যদি তুমি নিজচক্ষে তোমার ভগ্নীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে চাহ তাহা হইলে তোমাকে এই প্রক্রিয়া শেষ হইবার পর রীতিমত আত্মশুদ্ধি করিতে হইবে। যদি তাহা করিতে স্বীকৃত না হও তাহাহইলে তোমার জীবনের অবশিষ্টাংশ অত্যন্ত শোচনীয়াবস্থাপন্ন হইবে। অদ্য তোমার যে সূক্ষ্মদৃষ্টির উন্মেষ ও বিকাশ হইবে তুমি জীবনে সেই সূক্ষ্মদৃষ্টির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেনা। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সদাসর্ব্বক্ষণই তুমি অতি দূরস্থিত অসংখ্য প্রচার পরস্পর অসম্বদ্ধঘটনা-বলি প্রত্যক্ষ করিতে বাধ্য হইয়া অশেষ প্রকার যাতনা ভোগ করিবে।"

আমি। আত্মশুদ্ধি করিতে হইলে আমাকে কি করিতে হইবে! আমি না জানিয়া কোনই অঙ্গীকার করিতে পারি না।

বন্ধু। তোমার নিজের মঙ্গলের জন্যই আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। তুমি যদি আত্মশুদ্ধি করিতে স্বীকৃত না হও তাহা হইলে তোমার জীবনান্তকর যাতনার জন্য যোগীবর দায়ী হইবেন। বল, তুমি আত্মশুদ্ধি করিতে প্রস্তুত আছ কি না?

আমি। আচ্ছা আমি যদি ভগ্নীর অবস্থা কিছুমাত্র অবগত হইতে পারি তখন সে কথা হইবে।

বন্ধু। তোমাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল। এক্ষণে তোমার নিজ দায়িত্ব তোমার নিজের উপর। নিজ কর্ম্মফল তুমি নিজেই ভোগ করিবে।

আমি কোনও কথা না বলিয়া সম্মুখস্থিত ঘড়ির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম সাতটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট অতীত হইয়াছে। যোগীবর আমায় চাঞ্চল্য দেখিয়া আমার হস্ত লিখিত ভূর্জ্জপত্রখানি ও দর্পণটী দিয়া বলিলেন "বৎস! এক্ষণে তুমি কি কি বিষয় জানিতে বাসনা কর তাহা বেশ্ স্পষ্টভাবে একাগ্রচিত্তে মনোমধ্যে ধারণা কর।" যোগীবরের কথা শুনিয়া একটু বিরক্তি বোধ হইল। যাহাহউক আমি দর্পণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই বলিলাম "আমার ভগ্নীর বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় জানিতে চাহি।"

আমি উপরোক্ত কথা কয়টী বাস্তবিক উচ্চারণ করিলাম কি উহা কেবল মাত্র মনে মনে চিন্তা করিলাম তাহা আমি অদ্য পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারি নাই। এক্ষণে আমার কেবল মাত্র বেশ মনে হইতেছে যে, আমি যখন দর্পণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম তখন যোগীবরও আমার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কতকক্ষণ এইরূপ ভাবে অতীত হইয়াছিল এক্ষণে তাহা কিছুমাত্র স্মরণ নাই। আমি যখন যোগীবরের হস্ত হইতে বামহস্তে দর্পণটী ও দক্ষিণ হস্তে ভূর্জ্জপত্রটী গ্রহণ করি সেই সময় পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই আমার বেশ্ স্পষ্ট স্মরণ আছে। কিন্তু তাহার পরই আমার চৈতন্য লোপ হইতে আরম্ভ হইল। আমি আর আমার পার্শ্বস্থিত দ্রব্যাদি কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমার বোধ হইতে লাগিল যেন আমি কোনও অনির্দ্দিষ্ট আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া কোনও এক অপরিচিত স্থলে নীত হইতেছি। আমার

সমস্ত ইন্দ্রিয়গণই যেন তাহাদের স্ব স্ব কার্য্যে বিস্মৃত হইয়াগিয়াছে! কেবল আমার দৃষ্টিশক্তি অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলাম। আমি আমার ভগ্নীর বাসগৃহ ও তৎসমীপস্থ সমস্ত বস্তু স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই বোধ হইতে লাগিল যে আমার মস্তিষ্ক হইতে ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞা সকল লোপ পাইতেছে। আমার বোধ হইল মনুষ্যের মৃত্যুসময়েও এইরূপে সকল ইন্দ্রিয়ের একশেষে মস্তিষ্কের কার্য্য ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়া থাকে। একে একে মস্তিষ্ক হইতে সমস্ত সংজ্ঞার লোপ হইয়া গেল। আমি নিবিড় ঘনান্ধকারে নিমহিত হইলাম।

ইহার পর কি হইয়াছিল এবং কতক্ষণই বা আমি এইরূপ অন্ধতমসে আবৃত ছিলাম তাহা কিছুই বলিতে পারি না। যখন পুনর্ব্বার সংজ্ঞা (?) লাভ করিলাম তখন দেখি যে, সে এক অপূর্ব্ব সংজ্ঞা। কই! আমার ত কিছুমাত্র ইন্দ্রিয়গণের অস্তিত্ব অনুভূত হইতেছে না! আমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ত কিছুই নাই, আমার স্থূল দেহই বা কোথায় গেল? আমার দেহের কিছুই নাই অথচ আমার স্পষ্ট জ্ঞান রহিয়াছে, এ কিরূপ প্রহেলিকা তাহা কিছুই বোধগম্য হইল না। আমি আমার মানসচক্ষে (দূর ছাই, মনই বা কোথায়?) সমস্তই প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম!! আমি দেখিলাম আমার স্থূল দেহ আমার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। মৃতব্যক্তি যেরূপ স্থিরনেত্রে অবস্থিতি করে আমার দেহও সেইরূপ স্থিরনেত্রে সম্মুখস্থিত দর্পণের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে! আমার দেহের নিকট দীর্ঘাকায় যোগীবর দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন। সেই সময়ে আমার যোগীবরের প্রতি ঘোরতর ঘৃণার উদ্রেক হইল। আমি যোগীবরকে ভণ্ড, জুয়াচোর ও বুজরুক্ বলিয়া গালি দিবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময়ে বোধ হইল আমার মৃতদেহ, যোগীপুরুষ, বন্ধুবর এবং গৃহস্থিত সমস্ত দ্রব্য ঈষৎ লোহিতবর্ণের আলোকে কম্পিত হইতে হইতে আমার সম্মুখ হইতে দ্রুতবেগে অন্তর্হিত হইতেছে! আমার কি ভয়ানক অবস্থা উপস্থিত হইল তাহার কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি এক্ষণে মৃত না জীবিত? এই ত আমার মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। তবে "আমি" কে? "আমি" কে? এই কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘনান্ধকারে

সমস্ত আচ্ছন্ন হইয়া গেল। "আমার" নিকট হইতে সমস্ত চিন্তা একেবারে বিদায় গ্রহণ করিল। এক্ষণে সমস্ত, নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন!!

(ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাগ।

রাগিণী সাহানা—তাল জৎ।

কি সুন্দর মনোহর হেরি হে রূপ তোমার।
অরূপ হয়ে হওহে সরূপ, স্বরূপ তোমার বুঝা ভার॥
যে ভাবে তোমার স্বরূপ,
শিলা কিংবা দারুময়,
ভক্তি চক্ষে স্থূল পক্ষে,
সেই সরূপই স্বরূপ তার। ১॥
নরে নারায়ণ যে রূপ,
যে ভাবে স্বরূপ সেইরূপ,
জীবন্ত রূপ কল্পনায়,
সেই সরূপই স্বরূপ তার। ২॥
যে ভাবে সেই বিশ্বরূপ,
দেখাইলেন নারায়ণ,
ব্যষ্টির সমষ্টি রূপ,
সেই সরূপই স্বরূপ তার। ৩॥
যে রূপ প্রকটে চিতে,
সূক্ষ্মরূপ ছায়াময়,
অবিদ্যার অন্ধকার,
সেই সরূপই স্বরূপ তার। ৪॥
যে রূপ সেই চিদাকাশে,
জ্যোতিঃ সহ পরকাশে,
যে ভাবে রূপ জ্যোতিস্বরূপ,
সেই সরূপই স্বরূপ তার। ৫॥

৫ম ভাগ।] শ্রাবণ ১৩০৮। [৪র্থ সংখ্যা।

মহাজনো যেন গতঃ স

পন্থা

নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি-এল্, ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
এম-এ, বি-এল্ সম্পাদিত।

১২০।২ নং মস্জিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৷৹ এক টাকা চারি আনা—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৷৵৹ এক টাকা ছয় আনা।

নগদ মূল্য ৵৹ দুই আনা।

Printed by Radhaballav Dass,

Savita Press—54/1, Boloram Dey's Street, Calcutta

নিয়মাবলী।

১।—কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ একটাকা চারি আনা মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০ এক টাকা ছয় আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না।

২। টাকা, কড়ি; পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ⁄০ আনা কমিশন লাগিবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৪। কলিকাতায় বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিল দেওয়া হইয়া থাকে আমার স্বাক্ষরিত বিল না পাইলে সহরের গ্রাহকগণ কাহাকেও টাকা দিবেন না এবং টাকা দিবার সময় যে লোক টাকা আদায় করিতে যাইবে তাহার নিকট বিলের পৃষ্ঠে রসিদ লইবেন। এই নিয়মে টাকা না দিলে আমি পন্থার বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য দায়ী নহি।

১২০।২ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত। প্রকাশক।

১। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

২। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিলে আমাদিগকে কিম্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ,—শ্রীউবানাথ মুস্কী ও শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ।
১২০।২ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম।

"পন্থায়" বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৲ তিন টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৲ দুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।০ এক টাকা চারি আনা লাগিবেক অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২॥০ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১॥০ টাকা লাগিবে।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক।
কার্য্যাধ্যক্ষ—বিজ্ঞাপন বিভাগ।
২০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।
প্রকাশক।
১২০।২ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

৫ম ভাগ। { শ্রাবণ ১৩০৮ সাল। } ৪র্থ সংখ্যা।

স্তুতিকুসুমাঞ্জলিঃ।

শিবকল্পতরু স্তোত্রম্।

(১)

প্রভু মীশমনীশ অশেষ গুণং
গুণহীন মহীশ গরলাভরণং।
রণনির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যপুরং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং॥

যিনি প্রভু পরমেশ অনীশ ঈশ্বর
নির্গুণ অথচ সর্ব্ব গুণের আকর

পৃথিবীর পতি যিনি গরল ভূষণ
রণে দুষ্ট দৈত্যগণে করেন নিধন,
বাঞ্ছাকল্পতরু যিনি শুভ বিতরণে
প্রণাম করিনু সেই শিবের চরণে ॥১॥

(২)

গিরি রাজ সুতান্বিত বামতনুং
তনু নিন্দিত বাধিত কোটী বিধুং।
বিধি বিষ্ণু শিরস্তব পাদযুগং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥

গিরিরাজ সুতা শোভে বামপার্শ্বে যাঁর
তনু যাঁর নিন্দে কান্তি কোটী চন্দ্রমার
বিধি বিষ্ণু শিরে ধরি করিয়া যতন
সতত পূজেন যাঁর যুগল চরণ
বাঞ্ছা কল্পতরু যিনি শুভ বিতরণে
প্রণাম করিনু সেই শিবের চরণে ॥২॥

(৩)

শশলাঞ্ছিত রঞ্জিত সন্মুকুটং
কটিলম্বিত সুন্দর কৃত্তিপটং।
সুরশৈবলিনী কৃত জুট পুটং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং ॥

সুন্দর মুকুট যাঁর শশাঙ্ক রঞ্জিত,
মনোহর কৃত্তিপট কটিতে লম্বিত,
যাহার নিবীড় জটাজুটের ভিতর
সুরসিন্ধু মন্দাকিনী ভ্রমে নিরন্তর
বাঞ্ছাকল্পতরু যিনি শুভ বিতরণে
প্রণাম করিনু সেই শিবের চরণে ॥ ৩ ॥

(৪)

নয়নত্রয় ভূষিত চারুমুখং
মুখপদ্ম বিরাজিত কোটী বিধুং।
বিধুখণ্ড বিমণ্ডিত ভাল তটং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥

সুচারু বদন যাঁর ত্রিনেত্রে ভূষিত
শ্রীমুখ সরোজ কোটীশশী সুশোভিত,
বিধুখণ্ড বিমণ্ডিত ললাট যাঁহার
উজল অমলরূপ ধরে চমৎকার
বাঞ্ছাকল্পতরু যিনি শুভ বিতরণে
প্রণাম করিনু সেই শিবের চরণে ॥ ৪ ॥

(৫)

বৃষরাজনিকেতনমাদিগুরুং
গরলাশনমাজিবিষাণধরং
প্রমথাধিপ সেবক রঞ্জনকং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥

জগতের আদি গুরু বৃষভবাহন
কালকুট বিষ যিনি করেন ভক্ষণ
রণক্ষেত্রে গজাসুরে করিয়া নিধন
দণ্ড তার করে যিনি করেন ধারণ
ভূতপ্রেত পিশাচের যিনি অধিপতি
ভকত বৎসল বিভু অগতির গতি
বাঞ্ছাকল্পতরু যিনি শুভ বিতরণে
প্রণাম করিনু সেই শিবের চরণে ॥ ৫ ॥

(৬)

মকরধ্বজমত্তমাতঙ্গহরং
করিচর্ম্মগ নাশবিবোধকরং।

বরদাভয় শূল বিশাল ধরং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং ॥ ৬

প্রমত্ত মাতঙ্গ সম দুরন্ত মদনে
মথন করেন যিনি আঁখি উন্মীলনে,
করিচর্ম্ম পরিধান জগত নাশন
পুনঃ ঐ সংসার যিনি করেন সৃজন
বরাভয় দেন যিনি ভকত কাতরে
বিশাল ত্রিশূল সদা শোভে যাঁর করে
বাঞ্ছাকল্পতরু যিনি শুভ বিতরণে
প্রণাম করিনু সেই শিবের চরণে ॥ ৬ ॥

(৭)

জগদুদ্ভবপালন নাশকরং
করুনৈব পুনস্ত্রয় রূপধরং
প্রিয়মানব সাধু জনৈকগতিং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥

জগতের সৃষ্টিস্থিতি সংহার কারণ
কৃপা করি তিন মূর্ত্তি ধরেন যে জন,
প্রেমময় যিনি সর্ব্ব মানবের প্রতি
ভকতজনের যিনি একমাত্র গতি,
বাঞ্ছাকল্পতরু যিনি শুভ বিতরণে
প্রণাম করিনু সেই শিবের চরণে ॥ ৭ ॥

(৮)

ন দত্তং পুষ্পং সদা পাপচিত্তেন
পুনর্জ্জন্ম দুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো।
ভজতোঽখিল দুঃখ সমৃদ্ধি হরং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥

পাপী আমি সদা পাপে ডুবিয়া রয়েছি
তব পদে পুষ্পাঞ্জলী কভু না দিয়েছি
পাতকনাশন শম্ভো ! করুণা নিধান ॥
পুনর্জন্ম দুঃখে হ'তে কর পরিত্রাণ
ভকতজনের দুঃখ বিপদ সকল
বিনাশ করেন যিনি ভকত বৎসল,
বাঞ্ছাকল্পতরু যিনি শুভ বিতরণে
প্রণাম করিনু সেই শিবের চরণে ॥ ৮ ॥

প্রণাম ।

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর !

নমি শিব পরমেশ ! শান্ত দরশন
জগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহার কারণ
সঁপিনু পরাণ মন তোমার চরণে
তুমি মোর এক মাত্র গতি ত্রিভুবনে ॥

ইতি শিবকল্পতরুস্তোত্রং সমাপ্তং ।

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

উপসংহার ।

(১) আত্মা ।

পুরাণের সময় হইতে আর্য্যহিন্দু সমাজ প্রধানতঃ পাঁচটী ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া আছে ; শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর ও গাণপত্য । এই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উপাসকগণই স্ব স্ব উপাস্য ও ইষ্টদেবতাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বলিয়া জ্ঞান করেন । সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী আত্মার সমস্ত

স্বরূপই তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ ইষ্টদেবতাতে আরোপ করিয়া থাকেন। তিনি আদ্যন্তমধ্যরহিত, অথচ সমস্তের মূলেই তিনি রহিয়াছেন, তিনি জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যু বিহীন, অথচ তিনি সকলের জনক, পালক এবং সংহারক। তিনি নিত্য, শাশ্বত (ক্ষয় বিহীন) এবং পুরাণ পুরুষ (সর্ব্বদা একরূপ)। অস্ত্রদ্বারা তাঁহাকে ছেদন করা যায় না, তিনি অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে কর্দ্দমিত হন না, এবং বায়ুতে শুষ্ক হন না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বত্রগ। তিনি স্থূল হইতেও স্থূলতম, এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম। তিনি সর্ব্বব্যাপী হইয়াও নির্লিপ্ত, যেমন আকাশ সর্ব্বত্র অবস্থিত হইলেও সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত কিছুতেই লিপ্ত হয় না, জল যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ তিনি সর্ব্বদেহে অবস্থিতি করিয়াও কোনরূপ কর্ম্মফলে বা প্রকৃতির গুণাদিতে উপলিপ্ত হন না। তিনি নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প ও গুণাতীত।

ঘটে আকাশ আছে, ঘট ভগ্ন হইলে তদ্‌স্থিত আকাশ ধ্বংশ হয় না; সেইরূপ তিনি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে বিরাজমান আছেন, কিন্তু দেহাবসান হইলেও তাঁহার বিনাশ হয় না। যেমন একটী দীপশিখা হইতে রাশিকৃত দীপশিখা প্রজ্জলিত করিলেও সেই একটীর কোনরূপ ক্ষয় হয় না এবং তাহার সঙ্গে উদ্ভূত্পন্ন রাশি রাশি দীপ শিখার কোনরূপ বৈষম্য থাকে না; সেইরূপ তিনি ভিন্ন ভিন্ন ঘটে বিভিন্ন উপাধিযুক্ত থাকিলেও মূলতঃ সমস্তই তিনি; সকলই এক এবং এক হইতেই সমস্তের উদ্ভব, একেই স্থিতি এবং একেই লয় হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে।

আত্মার একটী বিশেষ শক্তি এই যে, তিনি বহুরূপী। যেমন ইচ্ছা মাত্রই তিনি এক হইতে বহু হইয়া থাকেন; সেইরূপ গুণাতীত, রূপাতীত হইলেও ইচ্ছামাত্র নানারূপ ধারণ করিতে পারেন। উক্ত পঞ্চ সম্প্রদায়ের উপাসকগণ তাঁহাদের উপাস্য দেবতায় যে সকল বিশেষণ ও স্বরূপ আরোপ করিয়া থাকেন, আত্মতত্ত্বজ্ঞ সাধকগণ আত্মাসম্বন্ধে ও অবিকল সেই সকল বিশেষণ ও স্বরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কাজেই বর্ণিত পাঁচ সম্প্রদায়ের উপাসকগণই আত্মার প্রতি চরম লক্ষ্য স্থির রাখিয়া স্ব স্ব ইষ্টদেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন। মূলতঃ আত্মা এবং পরমাত্মাই এই সকল সম্প্রদায়ের উপাস্য ইষ্টদেবতা। এবং এই আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া পরম পদ লাভ করাই উপা-

সনার এবং সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই তাঁহারা স্ব স্ব উপাস্য দেবতাকে অনুপম রূপলাবণ্য ও সৌন্দর্য্যের আধার, অসীম বল বীর্য্য, শক্তি সামর্থ্য সম্পন্ন বলিয়া কল্পনা ও ধ্যান করিয়া সাধনা করেন; এবং তিনি ও সেই সেই রূপ ধারণ করিয়া সাধকের মানস পটে দিব্যদৃষ্টির প্রত্যক্ষ গোচর হন। সর্ব্বজ্ঞ, অনন্ত শক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্রগ আত্মার অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে? তাই পরমাত্মারূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং," অর্থাৎ যে আমাকে (আত্মাকে) যে ভাবে ভজনা করে, আমি তাহাকে তদনুরূপ অনুগ্রহ করিয়া থাকি।

কিন্তু যে তত্বটীতে আত্মা প্রতিভাত ও প্রতিফলিত হন, যে তত্বের সাহায্যে আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া মানসচক্ষে তাঁহাকে দর্শন ও হৃদয়ে অনুভব করা যায়, সেই বুদ্ধিতত্বের, বিশেষতঃ হিরণ্যগর্ভ বা অধ্যাত্মরূপের প্রতি এই উপাসক সম্প্রদায়গণ বিশেষ কিছু মনোনিবেশ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। অপিচ এই তত্ব দুইটী তাহাদের দ্বারা উপেক্ষিত হয় নাই বলিলেও, তাহাদের সাধন প্রণালীতে তাহা যে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে বা পরিস্ফুট হইয়াছে, এরূপ দেখা যায় না। এই সপ্তরূপের সমবায়, সমন্বয় ও পরিণামে তত্বাতীত, রূপাতীত আত্মার সহিত সকলের অভিন্ন ভাবে চির সম্মিলন কেবল মাত্র এক যুগল রূপের উপাসনা পদ্ধতিতে, যুগল রূপের ধ্যান প্রণালীতে সুন্দররূপে পরিস্ফুট ও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। তাই সেই জ্ঞান ও প্রেম যুগলের বিষয় কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

উপসংহার।

(১) যুগলরূপ।

দেহাভ্যন্তরে, হৃদয় কন্দরে, বিকাশিত কমলাসনে বসিয়া একটী যুগলমূর্ত্তি! সা, রি, গ, ম, প, ধ, নি, ইহাদের মধ্যে 'ম' ঠিক্ মধ্যস্থ; আবার অন্ত হইতে আরম্ভ করিয়া আদিতে গেলে, নি, ধ, প, ম, গ, রি, সা ইহাতেও 'ম' মধ্যে পড়িল। 'ম' অর্থাৎ মধ্যম। সরজ, রিষভ, গান্ধার, মধ্যম,

ঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ, সঙ্গীত শাস্ত্রের এই সপ্ত স্বর। বাদ্যযন্ত্র সমূহ এই স্বরা; তন্মধ্যে 'ম' অর্থাৎ মধ্যম এই স্বর সপ্তকের কেন্দ্র বা লয় স্থান; হাতেই অন্যান্য স্বরের লয় হইয়া থাকে। এই মধ্যম স্বরে সুমধুর সুতান পুরুষ বলিতেছেন, 'ওঁ,' এবং তদুত্তরে সমতান স্বরে স্ত্রী বলিতেছেন, তৎসৎ', এই সুললিত ও শ্রুতিমধুর ধ্বনি অবিরাম, অবিশ্রান্ত গতিতে নিরন্তর চলিতেছে, তাহার আর বিরাম, বিশ্রাম নাই। এই যুগল রূপের তি জ্ঞাননেত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিবে, সিদ্ধ হেমপীঠে রত্নবেদির উপরে কাসনে বসিয়া হরগৌরী মূর্তি। তাঁহাদিগকে প্রেমের চক্ষে অবলোকন কর, খিতে পাইবে, কল্পতরু মূলে, মণিপীঠে রত্নাসনে বসিয়া রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি!

হরগৌরী জ্ঞানাবতার। রাধাকৃষ্ণ প্রেমাবতার। হরগৌরীতে জ্ঞানের উৎকর্ষ, রাধাকৃষ্ণে প্রেমের পূর্ণ বিকাশ ও চরম উৎকর্ষ। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ জ্ঞানী, পরমজ্ঞানী হইয়া ও জ্ঞানের কার্য্য তাঁহাতে সুস্পষ্ট বিকশিত নাই প্রেমই তাঁহাতে অত্যুজ্জ্বল ভাবে প্রতিভাত, তাই তিনি প্রেমাবতার। সেইরূপ হরগৌরীতে প্রেমের পূর্ণ খেলা থাকিলেও তাহা পরিস্ফুট না হইয়া তাঁহাতে জ্ঞানই পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত, তাই মহাদেব জ্ঞানাবতার।

হরগৌরী।

নগেন্দ্র নন্দিনী, মহা যোগিনী, যোগেশ্বরী ভগবতী গৌরী, যোগী, ঋষি, মহামুনিগণের চির আবাসস্থান, শক্তি নিকেতন সেই শুভ্র, স্বচ্ছ, তুষার মণ্ডিত হিমাদ্রি কন্দরে কঠোর তপস্যা সাধনা দ্বারা বিভূতিভূষণ, মহাযোগী, মহাজ্ঞানী দেবাদিদেব ভগবান্ শঙ্করকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি হরহৃদি বিলাসিনী, কৈলাস বাসিনী ভগবতী উমা। তিনি বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাই তিনি গৌরী তিনি অতসী পুষ্পবর্ণাভা।

অজ্ঞান ও পাপ কালবর্ণ, পুণ্য ও জ্ঞান শুক্লবর্ণ; তাই পরমজ্ঞানী, জ্ঞানাবতার মহাদেব শুভ্র রজতগিরিসন্নিভ। এই প্রপঞ্চ জগৎ তাঁহার আবরণ স্বরূপ; অবিদ্যায় আচ্ছন্ন থাকিলে জীব তাঁহার স্বরূপ সন্দর্শন লাভ ও উপলব্ধি করিতে পারে না, তাই তিনি বিভূতিভূষণ। অসীম, অজ্ঞেয়, অনাদি, অনন্ত মহাদেব ঈশান! তাঁহার আদিও নাই, অন্তও নাই, তিনি আত্মতত্ত্বমগ্ন রহিছে

তিনি বিশ্বাত্ম, বিশ্বজীব, নিখিল ভয় হরণ কারী, তাই তিনি হর নামে খ্যাত। তিনি ব্যোমকেশ, তাঁহার আকার যেরূপ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ, তাঁহার হৃদয় ও সেই পরমপিতা পরব্রহ্মের প্রতিরূপ। যেমন কঠোর, তেমি কোমল; একদিকে যেমন মহাজ্ঞানী ও মহাযোগী, অপরদিকে আবার তেমি প্রেমিক। তিনি গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসী। তিনি শ্মশান বাসী। ভাই বল দেখি এই মহাযোগী মহাত্রাণ, মকরাত্মক, মঙ্গলময়, মহাদেব শ্মশান বাসী কেন?

শ্মশান ভূমি ভয়ানক ভীষণ স্থান! এই অপবিত্র স্থানে পবিত্রাত্মা দেবাদিদেব মহাদেবের অবস্থান! বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! ইহার ভিতরকার গূঢ় রহস্যটী ভেদ করিতে কি পারিয়াছ? না পারিয়া থাক ত শুন বলি।

আমাদের এই পার্থিব মানব জীবনটা একটা শ্মশান ভূমি। ইন্দ্রিয় লালসা, পার্থিব বস্তুর ভোগাশক্তিই এই শ্মশান ভূমির পূতিগন্ধময় শব। অস্বাস্থ্যজনক, ব্যাধি সংক্রামক দুর্গন্ধের দূরীকরণ করিতে হইলেই শবকে বহ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিতে হয়। শবদাহের সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ দুর্গন্ধের ও বিলোপ হয়, ঠিক্ সেইরূপ মঙ্গলালয় মহাদেব জীবের হৃদয় কন্দরে বসিয়া জ্ঞান রূপ বহ্নি প্রয়োগে তাহার বাসনা রূপ শবকে ভস্মীভূত করিয়া জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ জ্ঞান নেত্রের প্রত্যক্ষ গোচর হন। আমাদের ইন্দ্রিয় লালসা বৃত্তির বিনাশ হইলেই আমরা জন্ম মৃত্যুর অতীত হই, তখন আমাদের জীবপোধির বিলোপ হয়। ভগবান শঙ্কর আমাদের জীবোপাধির বিনাশ অর্থাৎ সংহার করেন বলিয়াই তিনি সংহার কর্ত্তা বলিয়া খ্যাত; প্রকৃত পক্ষে তিনি জীবের উদ্ধার কর্ত্তা ও মুক্তিদাতা। এমন যে জ্ঞানদাতা মঙ্গলময় বাণেশ্বর মহাদেব, এস, তাঁহাকে ভক্তিভরে সকলে মিলিয়া প্রণাম করি।

বাণেশ্বরায় নরকার্ণব তারণায় জ্ঞান প্রদায় করুণামৃত সাগরায়।
কর্পূর কুন্দ ধবলেন্দু জটা ধরায় দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়।

রাধাকৃষ্ণ।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমাবতার। মানবের হৃদয়রাজ্যে প্রেম কতদূর উৎকর্ষতালাভ করিতে পারে, বৃষভানুনন্দিনী, বৃন্দাবনবিলাসিনী, ব্রজগোপিকাপ্রিয়াজি রাধার প্রেমই তাহার পূর্ণ বিকাশ। রাধা প্রেম অপ্রাকৃত, গভীর, অতলস্পর্শ অসীম ও অনন্ত! এই প্রেমবন্যার প্রবল ও খরতর প্রবাহবেগের তুলনা,

দিবার জিনিশ ত্রিভুবনে বিদ্যমান নাই। পার্থিব জগতে এমন ভাষা নাই, যাহার সাহায্যে ইহা প্রকাশ করিয়া বলা যাইতে পারে। এমন যে অতুলনীয়া, কৃষ্ণ প্রেমানুরাগিণী, কৃষ্ণ প্রাণগতা, কৃষ্ণের অত্যন্তবল্লভা প্রেমময়ী রাধাপ্যারী, তিনি স্বরূপতঃ কি? এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে দেখা যাউক প্রেমাবতার, প্রেমের মহাজন, প্রেমানন্দ সেই গোপীজনবল্লভ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ কিরূপ পদার্থ?

ঈশ্বরঃ পরমঃকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং॥

ব্রহ্ম সংহিতা।

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর, তাঁহার বিগ্রহ (শ্রীমূর্ত্তি বা স্বরূপ) সচ্চিদানন্দময় অর্থাৎ নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। তিনি গোবিন্দ; প্রকৃত পুরুষাদি করিয়া যে সমস্ত জগতের মূল কারণ আছে, সেই সমুদয় কারণেরও কারণ, অথচ স্বয়ং অনাদি, তাঁহার উপর আর কোনই কারণ নাই, তিনি স্বতঃসিদ্ধ বা স্বয়ম্প্রকাশ।

এখন দেখা গেল যে পূর্ণ পরব্রহ্ম প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ! সদর্থে, সঙ্গিনী, নিত্য, বিদ্যমানতা (Pure Existence), ভগবান তুমি আছ; তুমি মহাদেব।

চিদর্থে সম্বিত, জ্ঞান, চিন্ময় অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ (Pure Intelligence, Creative Energy, Universal Ideation), ভগবান্ তুমি ব্রহ্মাণ্ডের চৈতন্যস্বরূপ; তুমি ব্রহ্মা। আনন্দার্থে হ্লাদিনী, পরমানন্দস্বরূপ (All pervading and Unifying Energy,—Pure Bliss), ভগবন্, তোমা হইতে জীবের পরমানন্দ লাভ হয়; তুমি বিষ্ণু।

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয় বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ান্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময় সদুজ্জ্বল বিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥

পরমাত্মারূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি নিচয় মধ্যে স্বরূপ শক্তি, মায়া শক্তি ও জীব শক্তি, এই তিনটী শক্তি প্রধান। স্বরূপ শক্তিকে অন্তরঙ্গ, মায়া শক্তিকে বহিরঙ্গ এবং জীব শক্তিকে তটস্থ শক্তি বলা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অন্তরঙ্গ স্বরূপ শক্তি এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে প্রধান। অন্তরঙ্গ স্বরূপ শক্তি আনন্দময় স্বরূপ; তাহার ধর্ম্ম আনন্দ অর্থাৎ আহ্লাদ বিধান করা, এই জন্যে ইহাকে হ্লাদিনী শক্তি কহে। এই হ্লাদিনী শক্তির সারভাগ (Essence) কে প্রেম কহে; এই প্রেম আনন্দচিন্ময় স্বরূপ। প্রেমের পরম সারকে মহাভাব কহে।

শ্রীমতী রাধিকা সেই মহা ভাব স্বরূপিণী।

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করেন সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ প্রেম তার নাম।
আনন্দ চিন্ময়রূপ প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী।
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণ বাঞ্ছাপূর্ণ করে এই কার্য্য যার॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধিকা অনুক্ষণ কৃষ্ণ প্রেমের নবানুরাগে উন্মাদিনী। এই অনুরাগ যখন ক্রমশঃ গাঢ় হইতে গাঢ়তর ও ঘনীভূত হইয়া চরম সীমায় উপনীত হয়, তখন পূর্ণানন্দ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে প্রেমময়ী ও লীলাময়ী রাধাবিনোদিনীর শুভ সম্মিলন হয়; তখন নিভৃত নিকুঞ্জবনে উভয়ে মিলিয়া নিত্যলীলা করেন। এই যুগল মিলন ও নিত্যলীলারস বড় চমৎকার জিনিশ। এই

সুধারস পান করিবার জন্যই ভক্ত সাধকের চিত্তচকোর অনুদিন, অনুক্ষণ উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে ; কারণ ইহাই প্রেমভক্তি সাধনার চরম ফল। তাই প্রেমিক সাধক প্রেমাবেশে আবিষ্ট হইয়া গাইলেনঃ—

রাধাকৃষ্ণ নিবেদন এইজন করে।
দোঁহে দোঁহে রসময়, সকরুণ সহৃদয়,
অবধান কর নাথ মোরে ॥
হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র, হে গোপী প্রাণ বল্লভ,
হে কৃষ্ণ প্রিয় শিরোমণি।
হেম গৌর শ্যাম গায়, শ্রবণে পরশ পায়,
গুণ শুনি জুড়াবে পরাণি ॥
জয় জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ, জয় রাধে জয় কৃষ্ণ.
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে।
অঞ্জলি মস্তকে ধরি, নরোত্তম ভূমে পড়ি,
কহে দোঁহে পুরাও মনোসাধে ॥

কিন্তু করুণেক্ষণ, কৃপাসিন্ধু শ্রীগুরুদেবের করুণাকণা লাভ করা ভিন্ন, শ্রীগুরুর শ্রীচরণ সরোজে শরণ লওয়া ভিন্ন, তাঁহার শ্রীপাদ পদ্মে আত্ম সমর্পণ করা ব্যতীত এই মনোরথ যে পূর্ণ হইবার নয়! তাই ভাবুক ভক্ত, ভক্তিভরে বিভোর হইয়া আবার গাইলেনঃ—

হরি হরি হেন দিন হইবে আমার।
দোঁহা অঙ্গ নিরখিব, দোঁহা অঙ্গ পরশিব,
সেবন করিব দোঁহাকার ॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল ভরি,
যোগাইব বদন কমলে ॥
রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ, সেই মোর প্রাণধন,
সেই মোর জীবন উপায়।

জয় পতিত পাবন, দেহ মোরে এই ধন,
তুয়া বিনে অন্য নাহি চায়॥
শ্রীগুরু করুণা সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোক নাথ লোকের জীবন।
আহা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ॥

প্রেমিক সাধকের প্রেমানুরাগ বর্দ্ধিত হইয়া যখন পরিপক্ক হয়, যখন দেহ মন পরম পবিত্র হয়, হৃদয় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হয়, তখন তাহার প্রতি গুরুদেব কৃপাকটাক্ষপাত করেন। সেই কৃপাবলে সাধক নিত্য বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণযুগল-রূপের নিত্যলীলা সন্দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হন, হইয়া তাঁহাদের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্যেই একমাত্র অভিলাষ করিয়া থাকেন! তাই অনুরাগী ভক্ত, প্রেমানুরাগভরে বিভোর হইয়া পুনরায় গাইলেন :—

বৃন্দাবন রম্য স্থান, দিব্য চিন্তা মণিধাম,
রতন মন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দী নীরে, রাজহংস কেলি করে,
কুবলয় কনক উৎপল।
তার মধ্যে হেম পীঠ, অষ্টদলে সুবেষ্টিত,
অষ্টদলে প্রধান নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে, বসি আছেন দুই জনে,
শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা॥
ও রূপ লাবণ্য রাশি, অমিয়া পড়িছে খসি,
হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে।
নরোত্তম দাস কয়, নিত্য লীলা সুখময়,
সেবা দিয়া রাখ শ্রীচরণে॥

(৩) ঃ মহামিলন।

এই যুগলরূপের সন্দর্শন, পার্থিব দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে লাভ করিতে

আশা করা দুরাশা মাত্র। সাধনার পরিণাম অবস্থায় অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহে, দিব্যমানস চক্ষে তাহা লাভ হইয়া থাকে।

শাস্ত্রবিহিত বৈধকর্ম্মের অনুশীলন করিতে করিতে মনে বৈরাগ্য ও নিষ্ঠার উদয় হয়; নিষ্ঠা হইতে শ্রদ্ধা জন্মে; এই শ্রদ্ধাকে গৌণীভক্তি ও বলা হইয়া থাকে। শ্রদ্ধার উদ্রেক হইলেই ভগবদুপাসনার দিকে মন প্রধাবিত হয়। ভগবদুপাসনা করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি, সত্বশুদ্ধি ও ভাবশুদ্ধি হয়; মনের যাবতীয় আবর্জ্জনারাশি বিধৌত হইয়া গিয়া হৃদয় শুদ্ধ স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হয়। তাহাতে হৃদয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয়; তাহার পর হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া গিয়া জীবোপাধির বিনাশ হওয়াতে, সাধক স্বীয় স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন; তখন ত্রিগুণাতীত হইয়া মুক্তি লাভ করেন। মুক্তি লাভের পর ভক্ত ভগবৎ কৃপা লাভ করেন। ভগবানের এই কৃপাদৃষ্টি হইতেই পরাভক্তির বা অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয়, তখন ভক্ত সাধক প্রেমানন্দে নিত্যানন্দময় হইয়া যান। ইহাই প্রেমভক্তির চরম সীমা।

পরম জ্ঞান বা পরজ্ঞান লাভের সোপানগুলি ও ঠিক্ তদনুরূপ। পরিণামে সাধক জ্ঞানানন্দে নিত্যানন্দময় হইয়া যান। পরাভক্তি ও পরজ্ঞানে কিছু-মাত্র প্রভেদ নাই। পরাভক্তিই পরজ্ঞান, পরজ্ঞানই শিবজ্ঞান, শিবজ্ঞানই পরাবিদ্যা, এই পরাবিদ্যারই ইংরেজি নাম থিওসফি (Theosophy.)

ভক্তির সারভাগ প্রেম। যদি প্রেমে ও জ্ঞানে মূলতঃ, স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ দেখা গেল না, তবে প্রেমানন্দ হরিতে এবং জ্ঞানানন্দ হরেতে বিভিন্ন ভাব থাকে কোথায়? কৃষ্ণপ্রেমানুরাগিণী, প্রেমানন্দদায়িনী, কৃষ্ণ বক্ষঃবিলাসিনী, প্রেমময়ী রাধিকায় এবং জ্ঞানানন্দদায়িনী, হরহৃদিবাসিনী, জ্ঞানময়ী গৌরীতে আর প্রভেদ থাকে কোথায়?

প্রেম-প্রীতিভরে জ্ঞাননেত্রে নিরীক্ষণ কর, দেখিবে, হর হরিতে, রাধা গৌরীতে কোন পার্থক্য নাই। তাই হরি হর একাত্মা, হরহরি অভেদাত্মা; হরই হরি, হরিই হর; হরেতে হরিতে মিশিয়া একত্রে শুভ্র, স্বচ্ছ, পরমানন্দ শিব স্বরূপ হইয়া গেলেন। আবার ভাই, ভাবরসে বিসিক্ত হইয়া জ্ঞাননেত্র উন্মীলন কর, দেখিবে যেই রাধা সেই গৌরী, যেই গৌরী সেই রাধা; রাধা অঙ্গে গৌরী অঙ্গ মিশিয়া এক হইয়া গেল। একদিকে পুরুষ হইলেন নিত্য

মুক্ত বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরমানন্দ শিব ! প্রকৃতি হইলেন আনন্দচিন্ময়স্বরূপিণী মহাভাবময়ী, প্রেমানন্দময়ী রাধা !

কৃষ্ণ বিচ্ছেদে রাধা আত্মহারা, বিরহ বেদনায় রাধার দশমদশা উপস্থিত ! তাই তিনি চিত্তহারা, আত্মহারা, প্রেমোন্মাদে মাতোয়ারা এবং দিব্যোন্মাদে অন্মোতা হইয়া কেবল এইমাত্র বলিতে লাগিলেন :—

"নপাপং ন পুণ্যং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ
নাহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপং শিবো হহং শিবোঽহং ॥"

এই বলিতে বলিতে শিব অঙ্গে রাধা অঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গেল ! এই মহামিলনের পর কেবল "সোঽহং," "সোঽহং" এই প্রতিধ্বনিটী শ্রুতি গোচর হইতে লাগিল। এই প্রতিধ্বনিটীও আবার ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া কেবল "ওঁ," "ওঁ" এই মহাবাক্যের মহাধ্বনিটী মাত্র রহিয়া গেল। এই শেষ যুগলের শেষ ও শুভ সম্মিলনের সময় যে জলদগম্ভীর মহান্ নিনাদ উত্থিত হইল, তাহা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হৃদয় ভেদ করিয়া উঠিয়া, সুললিত ও সুমধুর তানে অনন্ত কাল বক্ষে নানা লহরী তুলিয়া খেলা করিতে লাগিল।

তোমরা ত চারিতে প্রথমে দুই হইলে, শেষে দুইয়ে আবার এক হইয়া গেলে ! হইয়া শেষে সম্মিলনের পরিণাম ও ফল স্বরূপ 'ওঁ' এই মহাবাক্যের মহানিনাদটী ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলে ? তোমরা ত চর্ম্ম চক্ষের অতীত হইলে, পার্থিব দৃষ্টির বাহিরে গেল ! আনন্দময়, জ্ঞানময়, প্রেমময় তোমরা ! তাই তোমাদের প্রাণের খেলা, প্রেমের লীলা রাখিয়া গেলে ! তাহা অব্যয়, অক্ষয় এবং নিত্যস্বরূপ, আবহমান কাল যাবৎ চলিয়া আসিয়াছে ও অনন্তকাল ব্যাপিয়া তাহা চলিতে থাকিবে।

আমরা এক হইতে পারিব না, কারণ এক হওয়ার ক্রম আমরা অভ্যাস করি নাই, কৌশল আমরা শিক্ষা করি নাই ; তবে আমাদের সমবেত চেষ্টা, চিন্তা ও ভাবনার দ্বারা তোমাদের বিষয় যথাসাধ্য আলোচনা করিলাম। মহাবাক্যের যে মহানাদটী তোমরা ত্যাগ করিয়া রাখিয়াছ, তাহাকে অবলম্বন

করিয়া তোমাদের লীলার সাহায্যে আমরা হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া সেই হৃদ্‌পদ্মাসনে ধীরভাবে, স্থিরচিত্তে, অতি সন্তর্পণে তোমাদের অনুসন্ধান করিব, দেখিব তোমাদের কোন খোঁজখবর মিলে কি না? যখন সেই মহান্ ও সুমধুর ধ্বনিটী শ্রুতি গোচর হইয়াছে বুঝিতে পারিব, তখনই তাহাতে আমরা তানলয় মিশাইয়া সমবেত স্বরে তদুত্তরে বলিব "তৎসৎ"। তখন কি তোমাদের যুগল রূপের দর্শন লাভ ঘটিবে না? সেই অমৃত যোগ, সেই মাহেন্দ্রক্ষণ কবে আসিবে?

ওঁ তৎসৎ।

যুগল সেবক।

পৌরাণিক কথা।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র।

"আদর্শ মানব" দেখাইবার জন্য রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বাল্মীকি ঋষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কোন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্।
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥
চারিত্রেণচ কোযুক্তঃ সর্ব্বভূতেষু কোহিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈকপ্রিয়দর্শনঃ॥
আত্মবান্ কোজিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোহনসূয়কঃ।
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে॥

নারদঋষি উত্তর করিলেন, যে রামচন্দ্র সেই আদর্শ পুরুষ। অপূর্ব্ব রাম চরিত্র শ্রবণ করিয়া, বাল্মীকি ঋষি শিষ্য সমভিব্যাহারে তমসা নদীর তীরে বিচরণ

করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে এক ব্যাধ ক্রৌঞ্চ মিথুনের মধ্যে পুরুষ ক্রৌঞ্চকে বধ করিল। ক্রৌঞ্চী কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিল। ঋষির হৃদয়ে অত্যন্ত করুণার উদ্রেক হইল। নিষাদকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—

মানিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেক মবধীঃ কামমোহিতম্॥

রামানুজ স্বামী বলেন, যে নিষাদ শাপরূপ স্পষ্ট অর্থ ব্যতীত, এই শ্লোকের গূঢ় অর্থ আছে।

"মা, লক্ষ্মীঃ, নিবীদতি অস্মিন্ তৎসম্বোধনং মানিষাদ। যদ্ যস্মাদ্ হেতোঃ ক্রৌঞ্চ মিথুনাৎ মন্দোদরী রাবণরূপাদ্ একং কামমোহিতং রাবণং অবধীঃ হতবানসি, তস্মাৎত্বং শাশ্বতীঃ সমাঃ অনেকান্ সংবৎসরান্ অদ্বিতীয়াং প্রতিষ্ঠাং অখণ্ডৈশ্বর্য্যানন্দাবাপ্তিং অগমঃ প্রাপ্নুহি"।

হে লক্ষ্মীনিবাস রামচন্দ্র, মন্দোদরীরাবণরূপ ক্রৌঞ্চমিথুন মধ্যে কামমোহিত রাবণকে তুমি বধ করিয়াছ, এই জন্য তুমি অনেক সংবৎসর অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

"কিঞ্চ নিতরাং সদেবর্ষিগণং ত্রৈলোক্যং অবসাদয়তি পীড়য়তীতি নিষাদঃ তস্য সম্বুদ্ধিঃ। হে নিষাদ, রাবণ, যদ্ যস্মাৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাৎ। অল্পীভাবার্থ ক্রুঞ্চেঃ পচাদ্যচ্, ক্রুঞ্চ, ততঃ স্বার্থিকোঽণ্ ক্রৌঞ্চম্। রাজ্যক্ষয়বনবাসাদি দুঃখেন অত্যল্পীভূতং পরমকার্শ্যং গতং যৎ মিথুনং সীতারামরূপং তস্মাদ্ একং সীতারূপং যস্মাদ্ অবধীঃ বধাভ্যধিকপীড়াং প্রাপিতবানসি, তস্মাৎ ত্বং প্রতিষ্ঠাং যা লঙ্কাপুরে পুত্র পৌত্রভৃত্যগণবৈশিষ্ট্যেন ব্রহ্মণা প্রতিষ্ঠা দত্তা তাম্, অতঃপরং মাগমঃ"।

ত্রৈলোক্যের অবসাদক, হে রাবণ, তুমি রাজ্যক্ষয় বনবাসাদি দুঃখে পরমকৃশতাপন্ন সীতারাম রূপ মিথুনের মধ্যে সীতাকে বধের অধিক পীড়া দিয়াছ, এই জন্য লঙ্কাপুরে বরদত্ত প্রতিষ্ঠা তোমার দীর্ঘকাল থাকিবে না।

স্বামী রামানুজ বলেন, ইহা অপেক্ষাও গূঢ় অর্থ—আছে।

রামচন্দ্র স্বয়ং নিষাদরূপে বাল্মীকির নেত্রগোচর হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র

যখন নারদমুখে স্বগুণ বর্ণন শুনিলেন, তখন করুণরসপ্রধান তাঁহার চরিত্র বর্ণনা করিতে বাল্মীকি সমর্থ হইবেন কি না, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি ঋষির সম্মুখে ক্রৌঞ্চ বধ করিলেন। কেবল তাহাই নহে। তিনি অন্তর্যামী হইয়া ঋষির হৃদয়ে ক্রোধ ও মুখে দুষ্ট সরস্বতী প্রেরণ করিলেন। সেই প্রেরণায়, শান্তচিত্ত তপস্বীর মুখে শাপ বাক্য উচ্চারিত হইল।

পত্নীবিয়োগরূপ শাপ ভগবানের অনেকবার হইয়াছে। বাল্মীকিমুখে কেবল সেই শাপের পুনরুক্তিমাত্র হইয়াছিল।

পদ্মপুরাণে, সীতা নির্ব্বাসনের সময় রামচন্দ্রের যে উক্তি আছে তাহা দ্বারাও বোধ হয় বাল্মীকি শাপ দিয়াছিলেন।

আহুয় লক্ষ্মণং প্রাহ রামো রাজীবলোচনঃ।
শৃণু মে বচনং গুহ্যং সীতাসংত্যাগ কারণম্॥
বাল্মীকিনাথ ভৃগুণা শপ্তোঽস্মি কিল লক্ষণ।
তস্মাদেনাং ত্যজাম্যদ্য জনো নৈবাত্র কারণম্॥

হে লক্ষ্মণ, বাল্মীকিদত্ত ও ভৃগুদত্ত শাপের জন্য আমি সীতাকে ত্যাগ করিতেছি। লোকাপবাদ ইহার কারণ নহে।

স্কন্দ পুরাণে, কথিত আছে—

শাপোক্ত্যা হৃদি সন্তপ্তং প্রাচেতসমকল্মষম্।
প্রোবাচ বচনং ব্রহ্মা তত্রাগত্য সুসৎকৃতঃ॥
ন নিষাদঃ সবৈ রামো মৃগয়াং চর্তুমাগতঃ।
তস্য সংবর্ণনেনৈব সুশ্লোক্যস্তং ভবিষ্যসি॥

শাপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া, প্রাচেতস বাল্মীকি ঋষি সন্তাপিত হৃদয় হইলেন। এমন সময়ে ব্রহ্মা আগমন করিলেন। ঋষি তাঁহার সৎকার করিলে তিনি বলিলেন, তুমি যাহাকে নিষাদ ভাবিয়াছিলে, তিনি রামচন্দ্র। মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারই বর্ণনা করিয়া তুমি যশস্বী হইবে।

যোগবাশিষ্ঠে কথিত আছে, যে সনৎকুমার বিষ্ণুকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন—

তেনাপি শাপিতো বিষ্ণুঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং তবাস্তিযৎ।
কিঞ্চিৎকালংহি তৎ ত্যক্ত্বা ত্বমজ্ঞানী ভবিষ্যসি॥

হে বিষ্ণো, তোমার যে সর্ব্বজ্ঞতা আছে, তাহা কিঞ্চিৎ কালের জন্য ত্যাগ করিয়া তোমাকে অজ্ঞানী হইতে হইবে। তাই রামচন্দ্র পত্নী বিয়োগ জনিত বিলাপ করিয়াছিলেন।

ভৃগু ঋষি ভার্য্যা নিহত দেখিয়া শাপ দিয়াছিলেন,
"বিষ্ণো, তথাপি ভার্য্যয়া বিয়োগাহি ভবিষ্যতি"।

বৃন্দা শাপ দিয়াছিলেন—

"বৃন্দয়া শাপিতো বিষ্ণুঃ ছলনং যৎ ত্বয়া কৃতম্।
অতস্ত্বং স্ত্রীবিয়োগং হি বচনান্ মম যাস্যসি॥

দেবদত্তের ভার্য্যা নৃসিংহবেশধারী বিষ্ণুকে দেখিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাই তিনি শাপ দিয়াছিলেন

"তথাপি ভার্য্যয়া সার্দ্ধং বিয়োগোহি ভবিষ্যতি"।
তারার শাপ রামায়ণে প্রসিদ্ধ।

বাল্মীকির রামায়ণে "মানিষাদ" শ্লোক সম্বন্ধে এইমাত্র লিখিত আছে, যে বাল্মীকি শাপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া অত্যন্ত অপ্রসন্নচিত্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে শান্ত্বনা করেন এবং গূঢ় রামতত্ব তাঁহাকে উপদেশ করেন। গূঢ় রামতত্ব ঋষিরাই জানেন এবং বাল্মীকির শাপ বাল্মীকিই জানেন। সমগ্র রাম কথা বাল্মীকি লবকুশের মুখে প্রকাশিত করেন নাই এই জন্য তাহা জানিবার উপায় নাই।

তবে আচার্য্য রামানুজ সাহস করিয়া বলেন, যে বাল্মীকি এইরূপ শাপ দিয়াছিলেন যে

স ত্বয়া স্ত্রীবিরহিতঃ কৃতঃ, সাচ নায়কহীনা কৃতা, তথা ত্বমপি প্রিয়য়া স্বভার্য্যয়া হীনো ভব, সাচ ত্বয়া হীনা ভবতু। আচার্য্য সাহস করিয়া ইহাও বলেন, যে যদি এ অর্থে কাহারও সন্দেহ থাকে, তিনি আপনার অন্তর্যামীকে জিজ্ঞাসা করুন।

তত্র সন্দেহশ্চেৎ স্বান্তর্যামিণং পৃচ্ছ।

হায়রে, আমরা অন্তর্যামীকে প্রশ্ন করিবার অধিকার কি এখনও প্রাপ্ত হইয়াছি? অধিক কথায় কায নাই, স্বামী রামানুজ যাহা বলেন, তাহাই মানিয়া লই।

রামচন্দ্রের স্ত্রীবিয়োগই রামায়ণের বীজ মন্ত্র। এই স্ত্রীলাভ করিতে গিয়া তাঁহার দুই পরীক্ষা। হরধনু ভঙ্গ করিয়া তিনি স্ত্রীলাভ করেন। আবার সস্ত্রীক গমন করিতে করিতে, তাঁহাকে বৈষ্ণব ধনুতে জ্যারোপণ করিতে হয়।

অকালে পৃথিবী প্রলয়ের অভিমুখে গমন করিতেছিল। উচ্ছৃঙ্খলতা, নিয়মাবহেলন, ধর্ম্মবৈপরীত্য, ঈশ্বর দ্রোহ ও প্রতিকূলাচরণের শেষ সীমায় রাবণ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি মূর্ত্তিমান্ অধর্ম্ম। তাঁহাকে দেখিয়া ধর্ম্ম-পালগণও ভয়ে কম্পমান। প্রলয়ের বিভিন্ন রূপ। এক প্রলয় ধর্ম্মের উপযোগী, এক প্রলয় তাহার বিরোধী।

ধর্ম্মের অনুরোধে মহাদেব বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইয়া হরিহর মূর্ত্তি ধারণ করেন। আবার অধর্ম্ম পরায়ণ ভক্তের অনুরোধে ধর্ম্মের বিরোধী হইয়া তিনি বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করেন। বিশ্বরাজ্যে যেমন ধর্ম্মের প্রয়োজন, তেমনি অধর্ম্মেরও প্রয়োজন। অধর্ম্মের প্রতিকূল গমন করিয়া ধর্ম্ম প্রবর্দ্ধিত হয়। অধর্ম্মের পরাভব চেষ্টায় ধর্ম্মের বল সঞ্চার হয়, ধর্ম্ম পরিপুষ্ট হয়। তাই প্রলয়ের অবান্তর রূপ অধর্ম্মও মহাদেবের অনুগত।

অধর্ম্ম যতদূর পরিপুষ্ট হইতে হয়, ততদূর পরিপুষ্ট হইয়াছে। আর অধর্ম্মের স্রোত চলিলেই, ধর্ম্ম অন্তর্হিত হয়। তাই ধর্ম্ম মূর্ত্তি রামচন্দ্র অবতার গ্রহণ করিলেন। অধর্ম্মের বিনাশ ও ধর্ম্মের সংস্থাপন—এই দুই তাঁহার মহান্ উদ্দেশ্য। তাই বিশ্বামিত্রের নিকট জ্ঞান লাভ। তাই অধর্ম্ম নাশের জন্য তাঁহার হরধনু ভঙ্গ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য তাঁহাতে বৈষ্ণব শক্তির আবেশ।

যখন রামচন্দ্র বৈষ্ণব ধনুতে শরযোজন করিলেন, তখন পরশুরাম বলিয়া উঠিলেন

অক্ষয্যং মধুহন্তারং জানামিত্বাং সুরেশ্বরম্।
ধনুষোঽস্য পরামর্শাৎ স্বস্তিতেঽস্তু পরন্তপ।

যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বৈষ্ণবী শক্তি পরশুরামে আবিষ্ট ছিল, আর তাহা

প্রয়োজন রহিল না। পরশুরামের দেহ হইতে সেই বৈষ্ণবী শক্তি নির্গত হইয়া রামচন্দ্রে প্রবেশ করিল।

ততঃ পরশুরামস্য দেহান্নির্গত্য বৈষ্ণবম্‌ ;
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং তেজোরামমুপাগমৎ ॥

পুত্রধর্ম্ম, পতিধর্ম্ম, ভ্রাতৃধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম—একাধারে সকল ধর্ম্মই রামচন্দ্রকে আশ্রয় করিল। ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ত্যাগ। ত্যাগের জ্বলন্ত মূর্ত্তি রামচন্দ্র। রাজ্যত্যাগ, বনবাস, পত্নী বিসর্জ্জন প্রত্যেক চিত্রই কি পবিত্রতাময়, কি বিস্ময়-জনক, কি হৃদয়বিদারক। এত বিকীর্ণ কণ্টকের মধ্যে রামচন্দ্র কি মধুর। এত উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে, তাঁহার কি শান্ত ও গম্ভীর মূর্ত্তি।

রামচন্দ্র, তুমি ত্যাগের জন্যই অবতার গ্রহণ করিয়াছিলে! তোমার দ্রব্য তুমি সকলই ত্যাগ করিতে পার। কিন্তু দেব, তুমি আমাদের জননী সীতাকে কেন পরিত্যাগ করিলে। মা বেদময়ি সীতে, মা তুমি কি দোষে আমাদিগকে ত্যাগ করিলে। পবিত্র মন্ত্রশক্তি, বেদের সাবিত্রী, যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী, মা তুমি এই কলুষিত জগৎ হইতে আপনার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি অন্তর্হিত করিলে। আর কি বেদের পবিত্র ওঁকার ধ্বনি আপনার মহাশক্তি বিস্তার করিবে না? আর কি মন্ত্রের যথার্থ স্বরূপ আমরা দেখিতে পাইব না। হায় বাল্মীকি ঋষি, তুমি কি করিলে? তুমি কাহাকে শাপ দিলে? নিষাদের কি ক্ষতি, বৃদ্ধি? তবে আর যজ্ঞ কেন? তবে আর বেদের কর্ম্মকাণ্ড কেন? সোণার সীতা লইয়া আর যজ্ঞ আচরণ কেন? মা তোমার সেই শেষোক্তি শ্রবণ করিয়া এখনও আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মিরামাৎপরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥

মা তুমি পৃথিবীর বিবর মধ্যে প্রবেশ করিলে আর "তম্মুহূর্ত্তমিবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতং জগৎ ॥"

ব্রহ্মার বাক্যে রামচন্দ্রের মোহ অপনীত হইল, এবং আমরাও আশ্বস্ত হইলাম।

সীতাহি বিমলা সাধ্বী তব পূর্ব্বপরায়ণা।
নাগলোকং সুখং প্রায়াত্ত্বদাশ্রয় তপোবলাৎ ॥
স্বর্গে তে সঙ্গমো ভূয়ো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।

বেদময়ি, তুমি যে রূপে আমাদের নিকট হইতে অপসরণ করিয়াছ, স্বর্গে সেইরূপ দেখিতে পাইব। কিন্তু তোমার উপনিষদময়ী অন্তরূপ আমাদিগকে সতত আলোকিত করিবে, সেই আলোকে আমরা প্রকৃত পন্থা অনুসরণ করিতে পারিব, এবং সেই পন্থার অধিকারী সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দর্শন পাইব।

এইখানেই রামকথা শেষ করিতাম এবং কৃষ্ণ কথার আরম্ভ করিতাম। কিন্তু একটি কথা বলিবার প্রবল ইচ্ছা অতিক্রম করিতে পারিলাম না। নিষ্কলঙ্ক রাম চরিত্রে লোকে এক কলঙ্ক আরোপণ করে—চোরাবাণে বালি বধ। উৎকট পাপে যখন মনুষ্যের মস্তকে বজ্রপাত হয়, তখন কেহ বজ্রের দোষ দেয় না, কেহ দৈবের দোষ দেয় না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত নানা রূপে হয়। মনুষ্যের অধিকার নহে, যে সে বলে কোন রূপে প্রায়শ্চিত্ত হইবে। বালির সহিত রাম যুদ্ধ করেন নাই। যুদ্ধের নিয়ম দেখা তাঁহার আবশ্যক ছিল না।

যখন বালি বলিলেন, তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া, আমাকে কেন বাণবিদ্ধ করিলে, তখন রামচন্দ্র বলিলেন—

তদেতৎ কারণং পশ্য যদর্থন্ত্বং ময়াহতঃ।
ভ্রাতুর্ব্বর্ত্তসি ভার্য্যায়াং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মং সনাতনম্ ॥
প্রচরেত নরঃ কামাত্তস্য দণ্ডো বধঃ স্মৃতঃ।
ভরতস্তু মহীপালো বয়ং ত্বাদেশবর্ত্তিনঃ ॥
শাসনাদ্বাপি মোক্ষাদ্বা স্তেনঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
রাজা ত্বশাসৎ পাপস্য তদবাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥

আর্য্যেণ মম মান্ধাত্রা ব্যসনং ঘোরমীপ্সিতম্।
শ্রমণেন কৃতে পাপে যথা পাপং কৃতং ত্বয়া॥
অন্যৈরপি কৃতং পাপং প্রমত্তে র্বসুধাধিপৈঃ
প্রায়শ্চিত্তঞ্চ কুর্ব্বন্তি তেন তচ্ছাম্যতে রজঃ॥

রাজদণ্ড কিম্বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপীর রজোগুণ শান্ত হয়। আমার পূর্ব্ব পুরুষ মান্ধাতা এক শ্রমণের প্রতি এইরূপ পাপাচরণের জন্য এইরূপ দণ্ড করিয়াছিলেন। তাই তোমার অনুগ্রহের জন্য, তোমার রজোগুণের শান্তির জন্য এইরূপ দণ্ড করিলাম। বাস্তবিক ভক্ত বলিয়াই বালি এইরূপে অনুগৃহীত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম। কর্ম্মবিপাক অতি দুর্ব্বোধ। না জানিয়াই, আমরা রামচন্দ্রের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপণ করি।

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥
রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥
শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

পাগলের প্রলাপ।

(২য় সংখ্যার ৫২ পৃষ্ঠার পর হইতে)

(১০১)

আঁব কেন মিষ্ট হয়, তেঁতুল কেন টক হয়, গোলাপ কেন লাল হয়, মল্লিকা কেন হয় না, ইহার কারণ কে নির্দ্দেশ করিতে পারে? সকলই দয়াময়ের ইচ্ছা। তাঁহারই ইচ্ছামত কেহ বা সাধু কেহ বা অসাধু হয়, স্ব ইচ্ছায় কেহ সাধু বা অসাধু হইতে পারে না।

(১০২)

মানুষ প্রতিক্ষণ কত নূতন নূতন ইচ্ছা করিতেছে কিন্তু কৈ তাহা কি সব পূর্ণ হইতেছে? তবু তাহার ইচ্ছাবৃত্তির নিবৃত্তি নাই। এরূপ বেহায়া বেয়াড়া জানোয়ার ত কোথাও দেখি নাই!

(১০৩)

সন্ন্যাসী হইতে হইলে গায়ে ছাই মাখিতে হয় না, হৃদয়ের কামক্রোধাদি রিপুগণকে ভস্ম করিতে পারিলে গা দিয়া আপনিই ছাই ফুটিয়া বাহির হয়।

(১০৪)

শিশুদের মধুমিশ্রিত করিয়া গাভী দুগ্ধই দাও বা অন্য যতই উৎকৃষ্ট উপাদেয় খাদ্যপেয় দাও না কেন তবু যেমন মাতৃস্তন্যসুধা পান করিতে না পাইলে কিছুতেই তাহাদের পরিতৃপ্তি হয় না; সেইরূপ মানব সংসারে সহস্র প্রকার সুখ সম্পদ ধন ঐশ্বর্য্য পাইলেও সেই জগজ্জননীর স্নেহ পীযূষপান ব্যতীত কিছুতেই প্রাণের পরিতৃপ্তি বা শান্তি লাভ করিতে পারে না।

(১০৫)

সুখ দুঃখ দুইটী যমজ ভাই, ইহাদের একটীকে ডাকিলে অপরটী সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়, কোনটী যে কে তাহা চিনিবার যো থাকে না, তাই মানব একটীকে লইতে আরটী লইয়া বসে, আর প্রতারিত হয়।

(১০৬)

কাহার নামের চিঠি পৃথিবীর যেথানেই পোষ্ট করনা কেন—পথের ধারে বা গাছেরডালে ভিলেজ লেটার বক্সেই হউক বা ব্রাঞ্চ আফিসে বা সাব আফিসে বা হেড আফিসেই হউক যেখানে ফেল তাহা সেই ব্যক্তির হস্তে পঁহুছিবে। সেইরূপ শিলাখণ্ডেই হউক বা মৃত্তিকাখণ্ডেই হউক বা কাষ্ঠখণ্ডেই হউক বা বৃক্ষমূলেই হউক মন্দিরে মস্‌জিদে চার্চ্চে যেথানেই তুমি তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিবে তাহা তাঁহার চরণে পঁহুছিবেই পঁহুছিবে।

(১০৭)

সেই প্রিয়তম প্রাণেশ্বরের বিয়োগ ব্যথা হৃদয়ে সর্ব্বদা অনুভব করিয়া ব্যাকুল হওয়ার নামই প্রকৃত "যোগসাধন" এতদ্ভিন্ন আর যা' বল সমস্তই বৃথা।

(১০৮)

কাঁচ স্বচ্ছ বটে কিন্তু তাহাতে শুধু বাহিরের জিনীষ দেখা যায় কিন্তু তাহার পৃষ্ঠে পারদ লেপন করিলে তবে নিজের প্রতিমূর্ত্তি তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয় সেইরূপ শুধুজ্ঞানে বাহ্যজগতের বিষয় বুঝা যায় কিন্তু আত্মার স্বরূপ জানিতে হইলে তাহার পৃষ্ঠে প্রেমের প্রলেপ লাগাইতে হইবে। প্রেমপ্রলিপ্ত জ্ঞানই। পরমাত্মার প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয়।

(১০৯)

দুগ্ধ জ্বাল দিয়া স্থির পাত্রে রাখিলে তাহার উপর সর পড়ে অর্থাৎ তাহার সার ভাগ ভাসিয়া উপরে উঠে; সেইরূপ পাপের জ্বালা জুড়াইয়া হৃদয় স্থির হইলে মনের সারাংশ (ভক্তি) আপনিই ভাসিয়া উঠিবে।

(১১০)

রমণীগণ রমণকালে পূর্ব্বানুভূত গর্ভধারণ যন্ত্রণা ও প্রসব বেদনা একেবারে ভুলিয়া যান, স্মরণ হইলেও উপেক্ষা করেন; চোর চুরী করিবার সময় পূর্ব্ব-কারাবাস ক্লেশ বিস্মৃত হয়, মনে হইলেও গ্রাহ্য করেনা ইহারই নাম মোহ।

(১১১)

দয়াময় তাঁহার ভক্তগণকে জীবনের মধ্যে একবার দর্শন দেন, তাঁহাকে একবার দেখিলেই হৃদয়ে যে প্রেমের সঞ্চার হয় তাহাতেই ভক্ত জনমের মত পাগল হইয়া হা নাথ! হা নাথ! করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান। প্রেমের বিরহেই সুখ তাই ভক্ত ভগবানের দেখা না পাইলেও তঁহাতে আত্মহারা হইয়া জীবন যাপন করেন; জীবনান্তে তাঁহার সহিত মিলন হইবে এই আশাতেই তাঁহার সুখশান্তির লহরী খেলে।

(১১২)

একটী সিকি পয়সা হইতে মোহর পর্য্যন্ত সকল মুদ্রাতেই রাজার মুখ অঙ্কিত থাকিলেও যেমন তাহাদের উপাদান ও পরিমাণ অনুযায়ী মূল্যের ন্যূনাধিক্য হয়, সেই রূপ আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সকল হৃদয়েই সেই রাজ রাজ্যেশ্বরের রূপ অঙ্কিত থাকিলেও প্রকৃতি ও প্রসারের তারতম্যে তাহাদের উৎকর্ষ অপকর্ষ নিদ্ধারিত হয়।

(১১৩)

মায়ের কোলে উঠিতে হইলে শিশুর ন্যায় সরলতা পবিত্রতা, নিরীহতা ও নির্ভরতা চাই নতুবা ধেড়ে ছেলেকে মা কখন কোলে করেন না।

(১১৪)

অসহায় শিশু নিদ্রিতাবস্থায় ক্ষুধায় বা ভয়ে কাতর হইলে "মা" "মা" করিয়া কাঁদিয়া উঠে, তাহার মা অমনি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকে করিয়া লন ও স্তন্যসুধাদানে তাহাকে শান্ত করেন, সে কিন্তু কিছুই টের পায় না ; সেই রূপ আমাদের কোন আন্তরিক অভাব বা ভয় হইলে যখন প্রাণ কাঁদিয়া উঠে তখন জগজ্জননী ছুটিয়া আসিয়া আমাদের কোলে করিয়া লন ও আমাদের অভাব উদ্বেগ দূর করেন, আমরা মোহনিদ্রাবশে কিছুই টের পাই না।

(১১৫)

আমাদের শারীরিক ব্যাধির বিষয় বৈদ্যকে যেমন বিবিধ প্রকারে বিশদ-রূপে বুঝাইয়া না বলিলে মনের তৃপ্তি বা ব্যাধির উপশম হয় না; সেইরূপ আমাদের মানসিক বিকারের বিবরণ সেই ভবরোগ বৈদ্যকে সবিশেষ না জানা-ইলে যখন মনের ব্যাকুলতা ঘুচিবে না তখনই জানিবে তাহার উপযুক্ত প্রতী-কারের আশা করা যাইতে পারে ; নতুবা রোগ গোপন করিলে তাহা হইতে কেহ কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারে না। তাই বলি হৃদয়ের অসুস্থতা প্রত্যহ হৃদয় নাথকে জানাইও তিনিই তাহার প্রতিবিধান করিবেন।

(১১৬)

চুম্বক লৌহকেই আকর্ষণ করে ! স্বর্ণ রৌপ্য পিত্তলাদি অন্য কোন ধাতুকে করে না। সেইরূপ সাধুমহাত্মাগণ প্রেমিক ভক্তকেই প্রেমের টানে টানিয়া লন, ধনী জ্ঞানী বিদ্বানের সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই।

(১১৭)

কেহ ওষ্ঠ হইতে কথা বলে কেহ বা জিহ্বা হইতে বলে আবার কেহ বা কণ্ঠ হইতে কথা বলে পরন্তু প্রাণের অন্তস্তল-হইতে না বলিলে কাহারও কথা কাহারও কাণে লাগে না। শুধু কাণের পর্দায় প্রতিধ্বণিত হইয়া যে কথা নিবৃত্ত হয় সে কথা কথার মতই নয়। যে বাক্য "শ্রবণ বিবর দিয়া মরমে পশিতে" না পারে সেরূপ বৃথা জল্পিতের আবশ্যক নাই।

(১১৮)

দীন হীন কাঙ্গাল হইতে না পারিলে দীননাথের দয়া হয় না।

(১১৯)

অশীতি লক্ষবার জীবন ধারণ করিয়াও যদি আমাদের জড়ত্ব ঘুচিল না তবে আর চৈতন্যোদয় কবে হইবে। দয়াময়! চেতনা দিয়া চৈতন্যে বঞ্চিত করিলে কেন? চৈতন্যহীন জীবন বৃথা বিড়ম্বনা মাত্র, তার চেয়ে জড়ত্ব সমধিকতর বাঞ্ছনীয়।

(১২০)

নব প্রস্ফুটিত পুষ্পের সুরভির ও আতরের যে প্রভেদ, সুপক্ক ফলের মাধুরির ও মোরব্বায় যে প্রভেদ, প্রকৃত বস্তু ও প্রতিমায় যে প্রভেদ, ভক্তের সহজ প্রেম (অহৈতুকী ভক্তি) ও জ্ঞানীর ভক্তিতে সেইরূপ প্রভেদ।

(১২১)

মানুষ নিজে যাহাকে ভালবাসে আর কাহাকেও তাহাকে ভালবাসিতে দেয় না, সেইরূপ দয়াময় যাঁহাকে ভালবাসেন সমস্ত জগৎ তাহাকে দূর ছাই করে, অথবা জগতে কেহ যাহাকে ভাল বাসেনা তাহাকেই তিনি ভাল বাসেন।

(১২২)

সেই পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের বিরাটরূপে একবার হৃদয় ভরিয়া গেলে তাহাতে আর অনুমাত্র অন্যচিন্তার অবকাশ থাকে না।

(১২৩)

কাম ক্রোধ লোভাদির মধ্যে যে কোন একটীকে বশ করিতে পারিলে আর গুলি ক্রমে আপনিই বশ হইয়া আইসে।

(১২৪)

মা! তোমার রাঙ্গা চরণ দুখানি বুকে করিয়া পাগল ভোলার নেসার জ্বালা, বিষের জ্বালা, আগুণের জ্বালা, প্রাণের জ্বালা সকল জ্বালা জুড়াইল আর তোর পাগল ছেলের পাপের জ্বালা জুড়াইল না কেন?

(১২৫)

যদি সঙ্গ করিতে চাও ত সুকুমার শিশুর সহিত মিশিও, যে সত্যে সরল-

তায় কোমলতায় মধুরতায় পবিত্রতায় উদারতায় প্রেমে বিশ্বাসে ও স্বর্গীয় স্বভাবে তোমা হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ; নতুবা সেই প্রকৃতির চিরশিশু প্রেমিক সাধুর সহিত সঙ্গ করিও, যিনি প্রবীন হইলেও নিত্যলীলাময় যাঁহার হৃদয় সদাই প্রেমময়ের ভাবে বিভোর সাংসারিকতায় লেশমাত্র যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সারল্য ও মাধুর্য্যের উপাদানে যাঁহার অন্তর বাহির গঠিত এবং যাঁহাকে দর্শন করিলে প্রাণ পবিত্র ও প্রসন্ন হয়। এই দুই প্রকার শিশুতেই আনন্দময়ের প্রকৃতস্বরূপ পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি হইবে।

(১২৬)

দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ বিকৃত ব্যাধীত বা প্রদাহিত হইলে তাহার উপর ব্লিষ্টার দিয়া পোড়াইয়া দিলে তাহা আরোগ্য হয়, সেই জন্য পাপীর বিকৃত হৃদয়ে নৈসর্গিক নিয়মে সদাই আধি ব্যাধি অনুতাপের ব্লিষ্টার লাগিয়া থাকে। এইরূপ ব্লিষ্টার না থাকিলে হয় ত সে বাঁচিত না কারণ দেহে একবার পাপ বিষ ঢুকিলে দেখিতে দেখিতে তাহাতে সর্ব্বশরীর জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে। পাপ প্রদাহের প্রসার রোধ করিবার জন্যই পাপীর প্রাণ সদাই জ্বলে, এ জ্বালা দয়াময়ের কৃপা। জ্বালা না করিলে জানিবে ব্যাধি গুরুতর; জীবনীশক্তির অভাব না হইলে হৃদয় অসাড় হয় না।

(১২৭)

মা, তুই দেবতাদের জন্য শুম্ভ নিশুম্ভ বধ করিতে পারিস, মহিষাসুর বধ করিতে পারিস, চণ্ড মুণ্ড অসংখ্য দৈত্যদানব সব নাশ করিতে পারিস আর ছেলের চিরশত্রু কাম ক্রোধ অহঙ্কার এই তিনটেকে শাসন করিস না কেন মা? এরা মিলেজুলে মা ও পুত্রকে চিরদিনের জন্য পর করিয়া রাখিল, আর তুই ঘরের শত্রু না দমন করে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াস, এ তোর কেমন রীতি মা? সাধে কি আর তোকে আমি "পাগলী মা" বলি?

(১২৮)

মৃত্তিকার নিম্নে হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ বিহীন কীটাদির মুখে যিনি আহার যোগাইতেছেন তিনি কি আর তোমার আমার আহার যোগাইতে পারিবেন না? জীবন দিয়াছেন যিনি রক্ষা করিবার ভার তাঁহারই।

(১২৯)

মা তোর চোকের সামনে তোর ছেলেটাকে ছটা রাক্ষসে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্চে আর তুই দাঁড়িয়ে মজা দেখ্‌ছিস, এ তোর কেমন রীতি মা ?

(১৩০)

ময়দা ঘৃত চিনি ক্ষীর ছানা এই পাঁচপ্রকার জিনিষে প্রায় যাবতীয় মিষ্টান্ন দ্রব্য প্রস্তুত হয় কিন্তু তাহাদের আকার ও আস্বাদন বিভিন্ন। গজা, মতিচুর, জিলিপী, সন্দেশ, বরফি, রসগোল্লা সমস্তই প্রায় পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ উপাদানের কোন না কোনটীর দ্বারা প্রস্তুত হয় কিন্তু তথাপি সব জিনীষ সকলের ভাল লাগে না, কাহারও বা মতিচুর কাহারও রসগোল্লা ভাল লাগে, কেহ বা সন্দেশ ভক্ত, কাহারও বা জিলাপী প্রিয় সামগ্রী হয় তাহার প্রধান কারণ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি। সেইরূপ ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চ উপাদানে গঠিত মানব বস্তুতঃ সকলে অভিন্ন হইলেও আকার প্রকারে পরস্পর পৃথক বোধ হয়। প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে কেহ বা কাহারও প্রিয় কেহ বা অপ্রিয় হয়, প্রাকৃতিক নিয়মে তাহাদের পরস্পরে প্রেম হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোবিন্দলালবন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ।

মগধের প্রাচীন ইতিবৃত্ত।

আমাদের একটা অপবাদ আছে প্রাচীন ভারতের কোন ইতিহাস নাই। আমাদের দেশের পুজ্যপাদ প্রাচীন মনস্বীগণ সময় নিরূপণের প্রতি কোন মনোযোগ প্রদান করেন নাই। যদি ভারতবর্ষের কোন যুগের বা কোন প্রদেশের ধারাবাহিক, শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস থাকে তাহা মগধের। মগধের ইতিহাস ভারতবর্ষের গৌরব। মগধের যশ, সভ্যতা ও জ্ঞান সমস্ত ভারতবর্ষ কেন একসময় সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এক কথায়

বলিতে গেলে মগধের ইতিহাস অর্থে বৌদ্ধযুগের ইতিহাস বুঝায়। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মগধের যশ চারিদিকে বিকীর্ণ হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের যত কীর্ত্তি চিহ্ন মগধে পরিলক্ষিত হয়, কুত্রাপি এত দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই সকল প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষমাত্র বক্ষে ধারণ করিয়া প্রাচীন মগধ এক্ষণে দণ্ডায়মান আছে। মগধের ইতিহাস সম্বন্ধে মতামত প্রদান করিবার পূর্ব্বে কোন প্রদেশকে আমরা মগধ বলিতে পারি অগ্রে দেখা উচিৎ। মগধের পশ্চিমে কাশীরাজ্য, উত্তর পশ্চিমে কোশল রাজ্য, উত্তরে মিথিলা বা বিদেহ, পূর্ব্বে অঙ্গ ও বঙ্গদেশ ও দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি। এই ভূমি খণ্ডকে মগধ বলে। মগধের প্রাচীন রাজধানী গিরিব্রজ। প্রাচীন পুরাণাদিতে এই গিরিব্রজের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গিরিব্রজের বিখ্যাত ভূপতি জরাসন্ধ, দ্বাপরে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের সময় জীবিত ছিলেন। এই গিরিব্রজ নগর পঞ্চ পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত যথা, বিপুলগিরি, সোনগিরি, বৈভারগিরি, উদয়গিরি ও চৈত্যগিরি। ইহার মধ্যে চৈত্যগিরি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জ্জুন সহ গিরিব্রজ-নগরে উপনীত হন ও ভীম সম্মুখসমরে জরাসন্ধকে হত্যা করেন। মহাভারত পাঠকমাত্রেই এই সকল কথা অবগত আছেন। এই গিরিব্রজই কালে নামান্তরিত হইয়া রাজগৃহ নাম গ্রহণ করে। গিরিব্রজ নাম কাহার দ্বারা ও কি জন্য পরিবর্ত্তিত হয় তাহার কোন সঠিক বিবরণ জানা যায় না। এই গিরিব্রজ বা প্রাচীন রাজগৃহের সন্নিকটে কুশাগার পুর নামে একটী নগরছিল। বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক ইউএনসাঙ তাহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে কুশাগারপুর নগরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বীল (Beal) সাহেব বলেন যে কুশাগার পুর, গিরিব্রজ ও প্রাচীন রাজগৃহ একই নগর। কুশাগারপুর যে প্রাচীন রাজগৃহ সে বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত Major General Cunninghum তাঁহার প্রণীত Archæological Reportএতে এই কথার উল্লেখমাত্র করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আবার অনেকে বলেন যে কুশাগারপুর ও প্রাচীন রাজগৃহ ভিন্ন নগর। এই প্রাচীন রাজগৃহ নগর যখন ধ্বংশাবস্থায় পরিণত হয় সেই সময়ে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক রাজা বিম্বিসার প্রাচীন রাজগৃহের কিছু উত্তরে নূতন রাজগৃহনগর স্থাপিত করেন। বহুকাল ধরিয়া এই নূতন রাজগৃহ নগর মগধের রাজধানী ছিল। এই নূতন

রাজগৃহও এক্ষণে ভগ্নাবশেষ মাত্র। ইহার বর্ত্তমান নাম রাজগির্। ইহার সন্নিকটে সপ্তপর্ণী গুহা। এই গুহাতে বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে ৫০০ শত বৌদ্ধ মহাস্থবীর বুদ্ধ শিষ্য মহাকাশ্যপের নেতৃত্বাধীনে মিলিত হইয়া বুদ্ধদেবের উপদেশ সকল সংগ্রহ করেন। ইহা বৌদ্ধদিগের প্রথম মহা-সমিতি। ইহারই নিকট গৃধ্রকুট পর্ব্বত। অনেক সময় বুদ্ধদেব এইস্থানে অবস্থান করিতেন ও এই স্থানে তিনি সৎধর্ম্ম পুণ্ডরীক শাস্ত্র উপদেশ প্রদান করেন। ইহারই কিছু পূর্ব্বে ইন্দ্রশীলা গুহা। প্রবাদ আছে এই পর্ব্বতে বুদ্ধদেব ইন্দ্রের ১০০টী প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন, ইহাহইতেই ইন্দ্রশীলা নাম হয়।. এই স্থানে অনেক বৌদ্ধ ও জৈন কীর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়। নূতন রাজ-গৃহের ৮ মাইল উত্তরে নালন্দ। এই স্থানে বৌদ্ধদিগের একটী বিহার অবস্থিত ছিল। এই নালন্দ বিহার বৌদ্ধদিগের উজ্জ্বল কীর্ত্তি। নালন্দ বিহারের যশ ভারতময় ব্যাপ্ত ছিল। দিবারাত্র এই স্থানে শাস্ত্র অধ্যয়ণ হইত। বহু দূর দেশ হইতে ছাত্রগণ নালন্দ বিহারে অধ্যয়ণ করিতে আসিলে ও রীতমত পরীক্ষা—দিয়া প্রবেশ লাভ করিতে হইত। এই নালন্দ বিহারে এক সময় ১০০০০ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ব্রহ্মচারী বাস করিতেন। নালন্দ বিহার বৌদ্ধ-দিগের বিশ্ব বিদ্যালয়। নালন্দ ব্যতীত বিক্রমশীলা ও উদন্তপুরী নামে আর দুটী বিখ্যাত বিদ্যালয় মগধে ছিল কিন্তু ইহাদের এক্ষণে চিহ্নমাত্রও নাই। এই নালন্দ বিহার হইতে এক সময়ে অসংখ্য বৌদ্ধ সাধু এসিয়ার নানাদেশে অসংখ্য সংস্কৃত শাস্ত্র লইয়া গমন করেন। এখন পর্য্যন্ত চীন ও জাপান দেশে এই সময়ের আনীত সংস্কৃত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

কালে এই নূতন রাজগৃহ নগরের ও প্রাধান্য হ্রাস হইতে থাকে, ও ইতি-মধ্যে বৈশালী নামে একটী নগর কিছু দিন প্রাধান্য লাভ করে। এবং এই নগরেই কালাশোকের রাজত্ব কালে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসমিতি আহুত হয়। যখন অজাতশত্রু মগধের রাজা সেই সময় বজ্জিনামক একজাতি মধ্যে মধ্যে মগধ আক্রমণ করিত, সেই জন্য তিনি গঙ্গা তীরে এক দুর্গ স্থাপন করেন। কালে এই স্থানই পাটলীপুত্র নামে বিখ্যাত হয়। কেহ কেহ বলেন অজাত শত্রুর পৌত্র উদয়াশ্ব পাটলীপুত্র স্থাপন করেন। পাটলীপুত্র অতি প্রাচীন নগর। অনেকে বলেন ইহার পূর্ব্ব নাম কুসুমপুর বা পুষ্পপুর। কোন কোন

প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন যে পুষ্পপুর ও পাটলীপুত্র ভিন্ন সহর। এই পাটলীপুত্র নগর মৌর্য্য নৃপতিদিগের রাজত্ব কালে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। মৌর্য্যদিগের পূর্ব্বে যে সকল ভুপতি মগধে রাজত্ব করেন তাহাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা গেল। জরাসন্ধের পুত্র সহদেবের পর ২১ জন ভুপতি মগধে রাজত্ব করেন। ইহাদের পর প্রদ্যোৎবংশের ৫ জন রাজা হন। তাহাদিগের পর শিশুনাগ, কাকবর্ণ, ক্ষেমধর্ম্মণ্, ক্ষত্রৌজ, বিম্বিসার, অজাতশত্রু, ধর্বক, উদয়াশ্ব, নন্দীবর্দ্ধন ও মহানন্দ প্রভৃতি রাজাগণ রাজত্ব করেন। তৎপরে নন্দ বংশের ৮ জন রাজা রাজত্ব করেন। তৎপরে মৌর্য্যবংশ মগধের অধিপতি হয়। চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার ও অশোক এই বংশের বিখ্যাত নৃপতি। ঐ পাটলীপুত্র নগর ভারতের ঐতিহাসিক যুগের সর্ব্ব প্রধান নরপতি অশোকের রাজধানী। এখন পর্য্যন্ত প্রাচীন নগরের ধ্বংশাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। অশোকের ন্যায় একছত্র সম্রাট বোধ হয় ভারত সিংহাসনে আরূঢ় হন নাই। অশোকের সময়ে একদিকে আফগানীস্থান ও গুজরাট হইতে আর একদিকে সমস্ত গৌড় বঙ্গ ও উড়িষ্যা প্রদেশ পর্য্যন্ত রাজত্ব বিস্তার হয়। এই বিশাল সম্রাজ্য অশোকের অধীনতা স্বীকার করে। অশোকের নাম ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট বিশেষ আদৃত, কারণ অশোকের রাজত্ব কালের যত বিবরণ জানিতে পারা যায় তত আর কাহার সময়ে নহে। অশোক ধর্ম্মাশোক নামে বৌদ্ধ জগতে পূজনীয়। সকলই অবগত আছেন, অশোক তাঁহার রাজত্বের নানা দিকে প্রস্তরফলক ও শীলা স্তম্ভসকল নির্ম্মাণ করেন। দুই হাজার বৎসরেরও অধিক এই সকল শীলা স্তম্ভ ও প্রস্তর লিপি ভারতের নানাস্থানে পতিত ছিল। কেহ তাহার কোন মর্ম্মোৎঘাটন করিতে পারেন নাই। অবশেষে প্রিন্সেপ নামে এক অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন পণ্ডিত এই সকল লেখার নকল লইয়া তাহাদিগকে ভারতবর্ষের নানা ভাষার সহিত মিলাইতে লাগিলেন। এইরূপে মিলাইতে মিলাইতে সকলগুলির মধ্যে একটী বিশেষ নাম তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। সে কথাটী দেবানামপিয়পিয়দসি। এখন দেখিতে হইবে এখন এই দেবানামপ্রিয়প্রিয়দর্শীকে। অনেক অনুসন্ধানের ফলে ইহা স্পষ্ট জানা যায় যে দেবানামপ্রিয়প্রিয়দর্শী আর কেহই নহেন ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট অশোক। কারণ এই প্রিয়দর্শীর রাজত্ব কাল ও অশোকের

রাজত্ব কাল এক। তদ্ব্যতীত সিংহলে দ্বীপ বংশ নামে প্রাচীন পালি পুস্তকে বর্ণিত আছে দেবানামপ্রিয় ও অশোক অভিন্ন। অশোক ধর্ম্মের জন্য যাহা করিয়াছেন এমন আর কোন নরপতি করেন নাই। উপরে যে শীলালিপি ও প্রস্তর স্তম্ভের কথা বলা হইয়াছে তাহা ভারতবর্ষে অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। আফগানীস্থান, গির্ণার, দীল্লি, এলাহাবাদ, গয়ার নিকট বরাবর পাহাড়, ধৌলী ও জৌগদ ও লুম্বিনী প্রভৃতি স্থানে ঐ সকল আবিষ্কার হইয়াছে। এই সকল হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় অশোক একজন অতি উদারপ্রকৃতি নরপতি ছিলেন। তিনি নিজে যদিও বৌদ্ধ ছিলেন হিন্দুদিগের প্রতি সমান সম্মান করিতেন; তাঁহার রাজত্বে যাহাতে কোন প্রকার পশু বধ না হয়—তাহার জন্য নিষেধ বিধি প্রচার করেন। তাহা ধর্ম্মের মধ্যে যাহাতে কোন প্রকার মলিনতা না প্রবেশ করে তজ্জন্য মহামাত্র নামে কর্ম্মচারী নিয়োগ করেন। এই সকল শীলাস্তম্ভ ও প্রস্তরফলকের মধ্যে অনেকের মতে গির্ণার পাহাড়ে যে প্রস্তরফলক আছে সেইটী বিশেষ বিখ্যাত কিন্তু আমার মতে লুম্বিনী উদ্যানের নিকট যে শীলাস্তম্ভ আবিষ্কার হইয়াছে সেইটী সর্ব্ব প্রধান। কারণ ইহা হইতে একটী ঐতিহাসিক মহা ঘটনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। লুম্বিনীতে একটী অশোকস্তম্ভ ছিল কিন্তু এতদিন কেহই তাহার কোন সন্ধান করিতে পারে নাই। অনেক অনুসন্ধানের ফলে অল্প দিন হইল প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডাক্তার Waddellএর বিশেষ চেষ্টায় এই স্তম্ভটী আবিষ্কৃত হয়। তাহাতে নিম্নলিখিত কয়টী কথা উল্লেখিত আছে। "আমার রাজত্বে ২০শ বৎসরের সময় আমি তীর্থ যাত্রা উপলক্ষে এই স্থানে আগমন করি ও ভগবান বুদ্ধের জন্ম স্থানে চিহ্নেরস্বরূপ এই স্তম্ভটী নির্ম্মাণ করিলাম।" এই সংবাদ চারিদিকে প্রচার হইবা মাত্র ইংলণ্ড হইতে অধ্যাপক Bendall, অদ্বিতীয় পালি পণ্ডিত Dr. Rhys Davids, ফ্রান্স হইতে Sylvan Levi প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ এই স্থান দর্শন করিতে আগমন করেন। এইরূপ কথিত আছে যে অশোক ভারতবর্ষের নানাস্থানে ৮৪০০০ হাজার স্তূপ নির্ম্মাণ করেন ও নিজ ধর্ম্মার্থে প্রায় এক শত কোটি টাকা ব্যয় করেন। পাটলীপুত্র সন্নিকটে কুক্কুটারাম নামে একটী প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ছিল। বুদ্ধদেব অনেক সময় এই স্থানে অবস্থান করিতেন। এতদ্ব্যতীত হিরণ্যপর্ব্বত নামক স্থানেও অনেক

বৌদ্ধকীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। ইহা বর্ত্তমান মুঙ্গের। অশোকের পর তাঁহার পৌত্র সম্পদি মগধের রাজা হন। তৎপরে তাঁহার পুত্র বৃহস্পতি, তাহার পর বৃষসেন তার পর সূর্য্যবর্ম্ম ও সূর্য্যবর্ম্মণের পর পুষ্পমিত্র রাজা হন। বিষ্ণু পুরাণে উল্লিখিত যে অশোক ও সম্পদির পর আর ছয় জন মৌর্য্যবংশীয় রাজা রাজত্ব করেন। ও সেই বংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে বধ করিয়া মৌর্য্যদিগের সেনাপতি পুষ্পমিত্র নিজে রাজা হন। এইরূপে মৌর্য্য বংশের পর অন্যান্য রাজারা রাজত্ব করেন। ও মৌর্য্য বংশের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে মগধের যশ হ্রাস হয়!!

শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

জীবন-রহস্য।

(গল্প)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ও! এ কি ও! এ কি হইল! আমি এক্ষণে কোথায়? আমি মৃত না জীবিত? আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে আমার ইন্দ্রিয়জ্ঞান অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে আমার দেহ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু এই পরিভ্রমণে আমার যেন কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই। উদ্দেশ্য ও চেষ্টা রহিত হইয়া আমি যেন অন্ধকারস্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছি। এক্ষণে ভাবনা হইল আমি কোথায় যাইতেছি। কখন ভূগর্ভ মধ্যে কখন অতলস্পর্শ জলরাশী মধ্যে এবং কখনও বা শ্বাসবদ্ধকর বায়ুরাশীর মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। এইরূপে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখি আমি যেন জলন্ত অগ্নি মধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছি। একি হইল। আমি

অগ্নি মধ্যে দণ্ডায়মান, অথচ অগ্নির তাপ কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারিতেছি না! ও! এ যে চিতাগ্নি! আমি শ্মশানক্ষেত্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছি। শ্মশানে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেখিতেছি কত লোকের সযত্নপুষ্ট সাধের দেহ চিতাভস্মে পরিণত হইতেছে। মনুষ্যের সকল আশা সকল ভরসা চিরকালের জন্য ফুরাইয়া যাইতেছে! দেখিতে দেখিতে অগণিত শব শ্মশানক্ষেত্রে আনীত হইল, ও শবদেহ চিতাভস্মে পরিণত হইয়া গেল!!

আমি উপরোক্তরূপে শ্মশানক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া মনুষ্যদেহের পরিণামের বিষয় চিন্তা করিতেছি এমন সময় দেখিতে পাইলাম একটী শবদেহ লইয়া কতিপয় ব্যক্তি শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইল। শববাহী ব্যক্তিগণকে যেন পূর্ব্বপরিচিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে যখন শবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনের জন্য উহার দেহ হইতে বস্ত্র উন্মুক্ত হইল তখন শব দেহের সমস্ত অংশ আমার দৃষ্টি পথে (?) পতিত হইল। (স্মরণ রাখিবেন এক্ষণে আমার দেহের কিছুমাত্র অস্তিত্ব নাই, তবে "আমি দেখিলাম" এই কথার অর্থ এই যে "আমার দৃষ্টির জ্ঞান হইল মাত্র) প্রথমতঃ শব দেহটী দেখিয়া উহাকে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হইল না। শবের দেহ এক্ষণে অত্যন্ত শীর্ণ ও যেন উহার সমস্ত অবয়ব কেহ নীল বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু যখন বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম তখন আর আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখিলাম শব দেহ আমার ভগ্নীপতির! আমার এ অবস্থার বিশেষত্ব এই যে আমি এক্ষণে কিছুতেই শোক বা দুঃখে অভিভূত হইতেছি না। তবে আমি যে সকল শোক বা দুঃখসূচক বাক্য উচ্চারণ করিতেছি তাহা আমার এই ঘটনা বর্ণনা কালীন অবস্থার কথা মাত্র। যাহা হউক আমি দেখিলাম আমার ভগ্নীপতির শব দেহ চিতার উপর রক্ষিত হইল। পরে দেখি একটী অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক—ও! এ যে আমার প্রিয় ভাগিনেয় অমৃতলাল! দেখি বালক অমৃতলাল চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে প্রজ্জলিত অগ্নি লইয়া শব দেহের মুখের উপর রক্ষিত করিল। দেখিতে দেখিতে চিতার কাষ্ঠ সমূহ অগ্নি সংযুক্ত হইল এবং ঐ অগ্নি যেন শত শত লোলজিহ্বা বাহির করিয়া শব দেহটীকে একবারে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমার প্রিয় ভগ্নীপতির নশ্বর দেহ চির দিনের জন্য এই পৃথিবী

হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। স্থূল দেহ একবারে ভস্মে পরিণত হইল। বালক অমৃতলাল জাহ্নবী স্রোত হইতে তিন কলসী জল আনিয়া চিতার উপর নিক্ষেপ করিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে চিৎকার করিয়া বলিল "ও গো বাবা গো! তুমি আমাদের ফেলে কোথায় গেলে গো! ও বাবা! আমাদের কি হবে গো! ও বাবা! আর আমাকে কে অমৃত বলে আদর কর্‌বে গো! ও বাবা তুমি একবার দেখা দাও গো! তোমা বিনা বুঝি আমার মা এতক্ষণ প্রাণে বেঁচে নাই গো!" বালক অমৃতলাল এইরূপে কাতরোক্তি করিতেছে দেখিয়া একজন পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি উহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে শ্মশানক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া লইয়া নদীর জলে স্নান করাইয়া শুভ্র নূতন বস্ত্র ও উত্তরীয় পরাইয়া দিল। এ দৃশ্য কি হৃদয়বিদারক তাহা আমার তৎকালীন অবস্থায় কিছু-মাত্র বুঝিতে পারি নাই। তখন কেবলমাত্র পরবর্ত্তী ঘটনাবলি জানিবার জন্যই আমার ঔৎসুক্য বাড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে যে ভয়ানক দৃশ্য আমার নয়নপথে পতিত হইল তাহা আমি আমার এ জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিব না। দেখি কতিপয় বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক আমার ভগ্নীকে ধরাধরী করিয়া নিম-তলার ঘাটের নিকট লইয়া আসিতেছে। ভগ্নীর তৎকালীন অবস্থার কথা অবর্ণনীয়। ভগ্নী আমার দ্রুতপদে শ্মশানের দিকে ছুটিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলেই তাঁহাকে ধরিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ভগ্নী তাহাদের বাধা না মানিয়া চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন। "ও গো, তোমরা কি নিষ্ঠুর গো! ও গো তোমাদের পায়ে পড়ি, একবার আমায় দেখাও গো! ওরে সতীশ রে (আমার নাম) তুই এক্ষণে কোথায় রে। ও ভাই! একবার দেখে যারে তোর সাধের দাসমশাই আমাদের ফেলে অনাথ করে কোথায় চলে গেল রে।" ভগ্নীর পার্শ্বস্থিত স্ত্রীগণ ভগ্নীকে জোর করিয়া শ্মশানের দিক হইতে ফিরাইয়া আনিয়া গঙ্গার তীরে লইয়া গেল। তথায় বালক অমৃতলাল শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া কাছা গলায় দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অমৃতের প্রতি দৃষ্টিপাত হইবামাত্র ভগ্নী চিৎকার করিয়া বলিলেন "ও বাপ্‌ অমৃত রে কে তোর এমন দশা কর্‌লে রে। তাদের প্রাণে কি কিছুই দয়া মায়া নাই রে।" এই কথা বলিতে বলিতে ভগ্নী "মা গো! নাও মা!" বলিয়া গঙ্গার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিলেন।

কিন্তু স্ত্রীগণের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়া জলে পড়ি পারিলেন না। পরে স্ত্রীগণ তাঁহার হস্তের চুড়ি প্রভৃতি খুলিয়া লইবার ও ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু হায় মনুষ্যের কি ভ্রম! তখও অভাগিনী বলিতেছে "ওগো আমার হাতের নোয়া খুল না গো. ওতে আমার স্বামীর অমঙ্গল হবে গো।" কিন্তু এক্ষণে আর বিলম্ব করিয়া কোনও ফল নাই দেখিয়া সকলে মিলিয়া ভগ্নীর হস্তের চুড়ি নোয়া প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া দিল এবং জোর করিয়া উহার মস্তকের সিন্দুর রেখা অপহৃত করিল। সহসা আকাশমণ্ডল হইতে সূর্য্যদেব অপহৃত হইলে যেমন সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায় ভগ্নীর মস্তক হইতে উজ্জ্বল সিন্দুর চিহ্ন অপহৃত হওয়ায় ভগ্নীর মুখখানীও চিরদিনের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। পরে ভগ্নীকে স্নান করাইয়া একখানী থানকাপড় পরাইয়া চিরদিনের জন্য ভগ্নীর বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া উহাকে অনাথি বিধবার বেশ ধারণ করাইয়াদিল। তৎকালীন আমার দেহ থাকিলে আমি নিশ্চয়ই মস্তিষ্কের ভারে ভূপতিত হইতাম। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সকল ঘটনাবলি দেখিয়া আমার কিছুমাত্র শোক বা দুঃখ অনুভূত হইল না। আমি কেবলমাত্র পরবর্ত্তী ঘটনা জানিবার জন্য উৎসুক হইলাম। আমার জাগ্রত প্রকৃতিস্থ অবস্থায় আমি যে সকল ঘটনাবলিতে আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতাম না এক্ষণে আমার তাহাই প্রত্যক্ষের বিষয় হইল। পূর্ব্বে যদি কেহ আমাকে বলিত যে মনুষ্য তাহার মস্তিস্ক ব্যতীত চিন্তা করিতে পারে এবং নিমেষের মধ্যে শত সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তীঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করিতে পারে তাহা হইলে আমি তাহাকে একবারে বাতুল বলিয়া উড়াইয়া দিতাম। কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি যে আমিও সেই বাতুল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছি!! আমাদের স্থূল দেহ ছাড়িয়া আমরা অবস্থিতি করিতে পারি এই ঘটনার পর তাহা আমি শত শত বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কি অশুভ মুহূর্ত্তেই পৈশাচিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলাম! পাগলে মনে মনে যাহা কল্পনা করে তাহা কল্পনা মাত্র; বাস্তবিক সেই সকল ঘটনার কোনই ভিত্তি নাই! কিন্তু আমার মানসিক দৃষ্ট ঘটনাবলি একটীও অলীক নহে; সমস্তই সত্য!! ইহাই ত সর্ব্বাপেক্ষা যাতনাদায়ক! যাহা হউক আমার ভগ্নীর কথা বলি।

মনে করিতেছিলাম ভগ্নী ও ভাগিনেয়রা যখন নদীর তীর হইতে নিজ

বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে তখন আমিও উহাদের অবস্থা দেখিতে দেখিতে যাইব, কিন্তু কি যেন এক অভাবনীয় ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িলাম ও মনে হইল যেন কি এক দুর্লক্ষ্য শক্তির প্রভাবে আমি শতসহস্র ক্রোশ স্থানান্তরিত হইয়া পড়িতেছি। এই ভাব মনে হইবা মাত্র আমি চক্ষু উন্মীলিত করিলাম। চক্ষু চাহিয়া দেখি আমি আমার মুশৌরীস্থ গৃহমধ্যে অবস্থিতি করিতেছি। সন্মুখস্থিত ঘড়ির প্রতি চাহিয়া দেখিলাম তখন সাতটা বাজিয়া সাড়ে পাঁচ মিনিট মাত্র হইয়াছে!! আমি আনুপূর্ব্বিক আমার ভগ্নীর যে ভয়ানক অবস্থার বিষয় এতক্ষণ ধরিয়া প্রত্যক্ষ করিলাম উহা কেবল মাত্র অর্দ্ধ মিনিট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হইল!!

আমার জ্ঞান হইবার পর আমার দৃষ্ট উপরোক্ত ঘটনাবলী অতি অল্প কালের জন্য আমার স্মৃতিপথ হইতে অন্তহিত হইল। আমি যে মুহূর্ত্তে যোগীবরের হস্ত হইতে দর্পণ গ্রহণ করি এবং যে মুহূর্ত্তে আমি পুনরায় চক্ষুরুন্মীলন করি উহার মধ্যে কিছুমাত্র ব্যবধান ছিল বলিয়া বোধ হইল না। যোগীবরকে শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার কার্য্য শেষ করিতে অনুরোধ করিতে যাইতে-ছিলাম এমন সময় বিদ্যুৎবেগে সমস্ত কথা আমার স্মৃতিপথে উপস্থিত হইল। ভগ্নীর বৈধব্যের সমস্ত ঘটনা যেন আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলাম। শোকে দুঃখে ও নৈরাশ্যে হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িল, মস্তিস্ক সবেগে ঘুরিতে লাগিল, মনে হইতে লাগিল যেন সমস্ত সৃষ্টি করাল বদন ব্যাদান করিয়া আমাকে গ্রাস করিতে অসিতেছে। পুনরায় সমস্তই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। আমি পুনরায় সংজ্ঞা হারাইলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্র নাথ নাগ।

ভগবদ্ গীতা।

প্রথম অধ্যায়।

অর্জ্জুন-বিষাদ।

(২য় সংখ্যার ৭৬ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

(অমিত্রাক্ষর ছন্দে)

পরম ইষ্বাস কাশ্য, বিরাট, শিখণ্ডী
মহারথ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি অজিত,
দ্রুপদ, দ্রৌপদী পুত্র পঞ্চ, মহাবাহু
সৌভদ্র, হে নরেশ্বর নাদিলা সকলে
কম্বুকুল একে একে। সেভীম আরাব
চৌদিকে আকাশ পৃথ্বী পুরি কোলাহলে
ব্যথিল মরমে পশি তব পুত্র শতে ॥১৭—১৯॥
অনন্তর [রণস্থলে] ব্যবস্থিত দেখি
তববংশধর শতে, পাণ্ডুবংশ ধর
কপিধ্বজ, অস্ত্রক্ষেপ উপক্রম কালে
উত্তমি কার্ম্মুক, [করে অমনি স্তম্ভিয়া]
সম্বোধিলা হৃষীকেশে, নৃপতি, এমতি ॥২০॥
কহিলা গাণ্ডীবধর, স্থাপরথ মম,
অচ্যুত, উভয় পক্ষ সৈন্যদল মাঝে ॥২১॥
যাবত এসবা আমি দেখি নিরখিয়া
যুদ্ধকামি যোদ্ধদলে স্থিত রণভূমে,
কা'দের সহিত [আজি] [এসবা মাঝারে]
যুঝিতে হইবে মোরে এরণ উত্তমে ॥২২॥
দেখিব বিশেষ করি অরিবীর দলে

সংগ্রামে আগ্রহি যাঁরা, এসমর ভূমে
সমাগমি, ইচ্ছু এবে তুষিতে সমরে
দুর্ম্মতি সে ধৃতরাষ্ট্র নৃপতি আত্মজে ॥২৩॥
এমতি কহিলা যদি—কহিছে সঞ্জয়—
গুড়াকেশ, (১) হে ভারত, হৃষীকেশ তবে
ব্যূহযুগ মধ্যভাগে, ভীষ্মদ্রোণ আদি
আর যোদ্ধৃ ভূপবৃত; সবাকার আগে
স্থাপি রথোত্তম, "পার্থ! দেখ অগ্রে তবে
কৌরব সংহতি [রণে],"—হেন সম্বোধিলা ॥২৪-২৫॥
দেখিলা তখন পার্থ [সাংগ্রামিক বেশে]
আচার্য্যে, মাতুলে, পুত্রে তথা পিতামহে,
ভ্রাতৃবর্গে, সখিগণে, শ্বশুরে, পিতৃব্যে,
সমস্ত সুহৃদে তথা, উভবলদলে ॥২৬॥
এরূপে সন্মুখে সর্ব্ব বন্ধুজনে দেখি,
উপজিল কৌন্তেয়ের চিত্তে [আচম্বিতে]
অপূর্ব্ব করুণ রস, জন্মিল বিষাদ
[রণ—উৎসাহের স্থলে] ; বিষাদে অমনি
কহিতে লাগিলা [কৃষ্ণে, কৌন্তেয়] এমতি ॥২৭॥
হে কৃষ্ণ! কহিলা পার্থ—আজি এসমরে
সমস্ত স্বজন মমরণ মদে মাতি
ধরে অস্ত্র ; এসবারে চক্ষে নিরীখিয়া
অবশে শরীর মম, শোষে কণ্ঠ তালু,
কম্পে কলেবর, ক্ষণে উপজে পুলক,
গাণ্ডীব খসিয়া পড়ে হস্তমুষ্টি হ'তে,
জ্বলে সর্ব্ব অঙ্গ ; শক্তিনাহি হেন এবে,

(ক্রমশঃ)

---

(১) গুড়াকানিদ্রা, তাহার ঈশ অর্থাৎ জিতনিদ্র অর্জ্জুনের বিশেষণ—স্বামী

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

৫ম ভাগ। ভাদ্র ১৩০৮ সাল। ৫ম সংখ্যা।

স্তুতিকুসুমাঞ্জলিঃ।

:×:

দেবগণ কৃত লক্ষ্মী স্তোত্রম্।

(১)

ক্ষমস্ব ভগবত্যম্ব ক্ষমাশীলে পরাৎপরে।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপে চ কোপাদিপরিবর্জ্জিতে॥

ক্ষমা কর ভগবতি! ওমা ক্ষমাশীলে!
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণি! ওগো মা কমলে!
সারাৎসারা পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি
কোপাদি বর্জ্জিতা তুমি মূর্ত্তিমতী ধৃতি॥১॥

(২)

উপমেসর্ব্বসাধ্বীনাম্ দেবীনাং দেবপূজিতে।
ত্বয়া বিনা জগৎসর্ব্বং মৃততুল্যং চ নিষ্ফলম্॥

সতীসাধ্বী রমণীর তুমি মা উপমা
দেবতাপূজিতা রমা সর্ব্বদেবী সমা
তোমার বিহনে মাগো সকলি অসার
মৃত্তুল্য মনে হয় এ বিশ্ব সংসার ॥ ২ ॥

(৩)

সর্ব্বসম্পৎস্বরূপত্বং সর্ব্বেষাং সর্ব্বরূপিণী।
রাসেশ্বর্য্যধিদেবী ত্বং ত্বৎকলাঃসর্ব্বযোষিতঃ ॥

সুরনর সকলের সম্পদরূপিণী
জগতসর্ব্বস্ব তুমি বিশ্বস্বরূপিণী
রাসে অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি রাসেশ্বরী
সকলেই তব অংশ যত আছে নারী ॥ ৩ ॥

(৪)

কৈলাসে পার্ব্বতীত্বঞ্চ ক্ষীরোদে সিন্ধুকন্যকা।
স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মীত্বং মর্ত্ত্যলক্ষ্মী চ ভূতলে ॥

কৈলাসে পার্ব্বতী তুমি মহেশমোহিনী
ক্ষীরোদসাগরে তুমি ক্ষীরোদনন্দিনী
তুমি গো মা স্বর্গলক্ষ্মী ত্রিদিবমণ্ডলে
মর্ত্ত্যলক্ষ্মীরূপে তুমি বিরাজ ভূতলে ॥ ৪ ॥

(৫)

বৈকুণ্ঠে চ মহালক্ষ্মী দেবদেবী সরস্বতী।
গঙ্গা চ তুলসীত্বং চ সাবিত্রী ব্রহ্মলোকতঃ ॥

মহালক্ষ্মীরূপে কর বৈকুণ্ঠে বসতি
দেবদেবী মহাদেবী তুমি স্বরস্বতী
তুমিই তুলসী গঙ্গা পতিতপাবনী
সাবিত্রী বিরিঞ্চিপুরে বেদের জননী ॥ ৫ ॥

(৬)

কৃষ্ণ প্রাণাধি দেবী ত্বং গোলকে রাধিকা স্বয়ং।
রাসে রাসেশ্বরী ত্বং চ বৃন্দা বৃন্দাবনে বনে ॥

কৃষ্ণ প্রাণেশ্বরী তুমি কৃষ্ণ প্রাণাধিকা
তুমিই আপনি পুনঃ গোলকে রাধিকা,
রাসলীলা মাঝে মাগো তুমি রাসেশ্বরী
বৃন্দাবন বনে তুমি বৃন্দা গোপনারী ॥ ৬ ॥

(৭)

কৃষ্ণপ্রিয়া ত্বং ভাণ্ডীরে চন্দ্রা চন্দনকাননে।
বিরজা চম্পকবনে শতশৃঙ্গে চ সুন্দরী ॥

কৃষ্ণপ্রিয়া তুমি মা গো অশ্বথ কাননে
চন্দ্রাদেবী নাম ধর চন্দনের বনে,
বিরাজ চম্পক বনে বিরজা ঈশ্বরী
শতশৃঙ্গ শৈলে তুমি শোভিছ সুন্দরী ॥ ৭ ॥

(৮)

পদ্মাবতী পদ্মবনে মালতী মালতীবনে।
কুন্দদন্তী কুন্দবনে সুশীলা কেতকীবনে ॥

বিকসিত পদ্মবনে তুমি পদ্মাবতী
মালতী কুসুমকুঞ্জে তুমি মা মালতী,
কুন্দদন্তী নাম ধর তুমি কুন্দবনে
তুমি গো সুশীলা মতি ! কেতকীকাননে ॥ ৮ ॥

(৯)

কদম্বমালা ত্বং দেবী কদম্বকাননেঽপি চ।
রাজলক্ষ্মী রাজগেহে গৃহলক্ষ্মী গৃহে গৃহে ॥

তুমি মা কদম্বমালা কদম্ব কাননে
বন অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি বনে বনে,
রাজলক্ষ্মী তুমি গো মা নরপতিপুরে
সকলের গৃহলক্ষ্মী তুমি ঘরে ঘরে ॥ ৯ ॥

(১০)

ইত্যুক্ত্বা দেবতাঃ সর্ব্বে মুনয়ো মানবস্তথা।
রুরুদুর্ণম্রবদনাঃ শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতালুকাঃ ॥

এইরূপে নানামতে করিয়া বন্দন
দেবতামনুষ্য মুণি ঋষি তপোধন,
নতমুখে উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিল
কেঁদে কেঁদে কণ্ঠ তালু ওষ্ঠ শুকাইল ॥ ১০ ॥

(১১)

ইতি লক্ষ্মীস্তবংপুণ্যং সর্ব্বদেবৈঃ কৃতংশুভং
য পঠেৎ প্রাতেরুত্থায় সবৈ সর্ব্বং লভেৎ ধ্রুবম্ ॥

দেবগণ কৃত এই কমলার স্তুতি
সুপবিত্র সুমঙ্গল শুভকর অতি,
প্রভাতে উত্থানকালে যে জন পড়িবে
সকল সম্পদ সেই নিশ্চয় লভিবে ॥ ১১ ॥

ইতি দেবগণ কৃত লক্ষ্মী স্তোত্রম্ সমাপ্তম্।

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভগবদ্‌গীতা।

প্রথম অধ্যায়।

অর্জ্জুন-বিষাদ।

(৪র্থ সংখ্যার ১৬০ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

(অমিত্রাক্ষর ছন্দে)

স্থির থাকি, মন মম ভ্রমিছে যেমতি;
অশুভ নিমিত্ত দেখি কেশব কেবল ॥২৮-৩০॥

কিবা হবে শ্রেয়ঃ!　বধি স্বজনে, আহবে,
নহে বোধগম্য মম, না আকাঙ্ক্ষা, কৃষ্ণ,
বিজয় নাহিক চাহি রাজ্য, নাহি সুখ!　॥৩১॥
কিকায মোদের রাজ্যে, কিকাজ গোবিন্দ,
ভোগচয়ে, কিকায বা জীবন ধারণে!
যাঁদের লাগিয়া ইচ্ছি রাজ্য, ভোগ, সুখ,
এই তাঁরা, ধন প্রাণ ত্যাগ অঙ্গীকারি
রণব্রতে সমবেত এরণ অঙ্গনে;—
আচার্য্য, পিতৃব্য পুত্র, তথা পিতামহ,
শ্বশুর, মাতুল, পৌত্র, শ্যালক, সম্বন্ধী।
বধেন যদ্যপি মোরে, নাহি ইচ্ছি কভু
হে মধুসূদন আমি বধিতে এসবা,—
ত্রিলোকের রাজ্য যদি পাই বিনিময়ে,
তবুও না ইচ্ছি হেন, তুচ্ছ এ পৃথিবী!
কি প্রীতি বা জনার্দ্দ লভিব আমরা
ধৃতরাষ্ট্র সুত শত বধি এ সমরে?　॥৩২-৩৫॥
বধিলে এসবা, মোরা হব পাপাশ্রিত
[নিশ্চিত] যদিও জানি এঁরা আততায়ী (১)
[আততায়ী বধি হন্তা নহে লিপ্ত পাপে
সত্যবটে; কিন্তু ইহা অর্থ শাস্ত্র বিধি (২)
ধর্ম্মশাস্ত্র বিধিসহ তুলনে দুর্ব্বল,
ধর্ম্ম শাস্ত্রে পাপ কহে গুরুবন্ধু বধে;]।

---

(১) অগ্নিদাতা, বিষদাতা, শস্ত্রপাণি, ধনবিনাশক, ক্ষেত্র ও দাপ হারী এই ছয়জনে আততায়ী। আততায়ীকে সক্ষ দেখিলেই অবিচারে হনন করিবে। আততায়ী বধে হন্তার কোন দোষ হয় না।

(২) যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন অর্থ শাস্ত্র হইতে ধর্ম্ম শাস্ত্র বলবান, ইহা নিশ্চিত।

তেঁই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণে স্বজন সহিতে
বধিতে উদ্যম, কভু নহেত উচিতঃ
বন্ধু বধি হব সুখী কেমনে মাধব ? ॥৩৬॥
কুলক্ষয়.কৃতদোষ তথা মিত্র দ্রোহে
পাতক, এসবা যদি অক্ষম বুঝিতে,
রাজ্যলোভে বুদ্ধিহত; তা বলি আমরা,
ভাবিয়া [অবশ্য ভাবী] কুলক্ষয় আদি
পাতকে, তেমতি পাপে বিরতি উচিত
সর্ব্বথা, তা জনার্দ্দন, কেননা বুঝিব ? ॥৩৭—৩৮॥
সনাতন কুলধর্ম্ম হয় কুলক্ষয়ে
প্রণাশিত; ধর্ম্মনাশে [ক্ষয় শেষ] কুলে
অখিল প্রচুররূপে প্রবেশে অধর্ম্ম; ॥৩৯॥
অধর্ম্ম প্রবেশে, কৃষ্ণ, কুল নারী কুল
প্রদূষিত; বৃষ্ণি সুত! কুলনারী দোষে
বর্ণ শঙ্করের জন্ম; সঙ্কর জনমে
কুলের ও কুলঘ্নের নরক নিশ্চিতঃ
আরো, কুল ঘাতকের প্রেতপিতৃ লোকে
পিণ্ড—উদকের লোপে যায় অধঃপাতে (১) ॥৪০—৪১॥
শঙ্কর উদ্ভব হেতু উক্ত দোষাবলী;
এসবা দোষের ফলে লুপ্ত [পরিণামে]
চিরপ্রাপ্ত বর্ণ কুল আশ্রমাদি ধর্ম্ম
কুলঘ্নেরঃ লুপ্ত ভবে কুলধর্ম্ম আদি
যাদের, হে জনার্দ্দন, শুনি (২) [বৃদ্ধ মুখে]
নরকে নিয়ত বাস তাসবার ঘটে ॥৪২—৪৩॥

(১) "পতন্তি"—কুলক্ষয়কারী দিগের পৃতৃলোকেরানিরগামী হয়।

(২) "অনুশুম"—অকৃত প্রায়শ্চিত্ত অপশ্চাত্তাপী পাপাভিরত মনুষ্যেরা পাপ জন্য দারুণ নিরয় সকলে গমন করে ইত্যাদি বচন।

অহো! মহা পাপাচারে ব্যবসিত মোরা,
যথা, রাজ্য সুখ লোভে [দোষ না বিচারি]
উদ্যম মোদের, হায়, স্বজনে বধিতে ॥৪৪॥
যদি মোরে আত্মরক্ষা বিমুখ অশস্ত্র
দেখিও সংহারে রণে ধার্ত্তরাষ্ট্র দল
শস্ত্রপাণি তাও মম ক্ষেমতর গণি
[যেহেতু তাহাতে] পাপ স্পর্শিবেনা মোরে ॥৪৫॥
অর্জ্জুন এতেক বলি, কহিছে সঞ্জয়,
শোক আকুলিত মনা বিষাদে বসিলা
রথোপরি, রণারম্ভে ত্যজি ধনুঃশর ॥৪৬॥
"স্বজনং হি কথংহত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব!"

শ্রীমহেশচন্দ্র বসু।

পরাবিদ্যা।

(২য় সংখ্যার ৬৮ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

দ্বিতীয় কথা। ব্রহ্মযোনির স্বরূপ অব্যক্ত। জীব এই অব্যক্ত রূপ সলিলে ডুবিয়া রহিয়াছে এবং এই গর্ভোদকে সিঞ্চিত হইয়াই জীবিত রহিয়াছে এবং এক দেহ ত্যাগের পর অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া সংসার ভোগ করিতেছে। এই ব্রহ্মযোনি তত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি হইলেই জীব শিবত্ব লাভ করিয়া থাকে। অথবা এই কথাটি অন্যরূপে বলিলেই ভাল হয় যথা জীব শিবত্ব লাভ করিতে পারিলেই এই ব্রহ্মযোনির স্বরূপ বুঝিতে পারে, তাহার পূর্ব্বে ইঁহার তত্ত্ব কেহই বুঝিতে পারেন না। চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা ত্বক এই পঞ্চ বাহেন্দ্রিয় যেরূপ শব্দ ঘ্রাণ রস বা স্পর্শ আস্বাদন করিয়া থাকে ব্রহ্মপদার্থ সরূপ পদার্থ নহে; আমাদের মন নানা বিষয় কল্পনা করিতে পারেকিন্তু

এই ব্রহ্মের অনন্তভাব যখন ধরিতে চেষ্টা করে তখন খানিক দূর গিয়াই আত্ম-হারা হইয়া পড়ে; কল্পনা অনাদি অনন্তকে ধরিতে পারে না কারণ যাহা সান্ত সেই সম্বন্ধে সংকল্প ও বিকল্প বৃত্তিই মনের কার্য্য সুতরাং যাহা অনন্ত ও অসীম, মন তাহাকে কেমন করিয়া ধরিবে। দ্বন্দ্ববোধত্মক বুদ্ধি একমেবা-দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম পদার্থকে ধারণা করিতে পারে না; কারণ ব্রহ্মপদার্থ দ্বন্দ্বাতীত। দ্বন্দ্ববোধাত্মক বুদ্ধির পারে আর এক প্রকার বোধশক্তি আছে উহার নাম ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ এক প্রবণা বুদ্ধি। যোগীর সমাধি অবস্থায় এই বুদ্ধির উদয় হয়; যোগশাস্ত্রে ইহার নাম ঋতম্ভরী প্রজ্ঞা। এই ঋতম্ভরী প্রজ্ঞালোক যোগীর হৃদয়ক্ষেত্রে পতিত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা লাভের পর যোগীর চিত্তের যে অবস্থা উহার নাম ধর্ম্মমেঘ সমাধি। এই ধর্ম্মমেঘ সমাধিগত চিত্তকেই বুদ্ধের ধর্ম্মকায়া বলা হইয়া থাকে। যাহার চিত্ত এই ধর্ম্মমেঘ সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে তিনিই সম্যক্ সংবুদ্ধ, তিনিই তথাগত; ইঁহার যে কৈবল্য ভাব উহাই ব্রহ্মযোনির স্বরূপ। পাঠকগণ এই ধর্ম্মমেঘ সমাধি কথাটির দিকে লক্ষ্য রাখিবেন তাহা হইলে নবনীরদশ্যাম ও নবনীরদরূপিণী শ্যামার রহস্য বুঝিতে পারিবেন।

নীরদরূপিণী শ্যামা আনন্দময়ী
কালী কালেশ্বরী কলুষনাশিনী।
ব্রহ্মনন্দ জননী ভক্তি প্রসবিনী
বিবেক বৈরাগ্য জ্ঞান মুক্তি প্রদায়িনী॥

ভগবানের ধর্ম্মকায়া সম্বন্ধে মহায়ান শ্রদ্ধোৎপাদ গ্রন্থের অনুবাদে টিটারো সুজুকী যাহা লিখিয়াছেন উহা উদ্ধৃত করিলাম—

Enlightenment (সম্যক্ সংবোধি) is the highest quality of the mind; it is free from all the limiting attributes of subjectivity (সংস্কার). As it is free from all limiting attributes of subjectivity, it is like unto space (আকাশ) penetrating everywhere as the unity of all (ধর্ম্মধাতু) That is to say, it is the universal Dharmakaya (ধর্ম্মকায়া) of all Tathagatas. On account of

this Dharmakaya, all Tathagatas are spoken of as abiding in enlightenment a *priori*.

এই ধর্ম্মকায়া লাভ করিলেই জীব সম্যক্‌সংবুদ্ধ হয় অর্থাৎ শিবত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তখনই তিনি আপনার ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন। সুতরাং তর্কের দ্বারা কেহ ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে যাইও না, কল্পনা দ্বারা ব্রহ্মের কোন রূপ কল্পনা করিও না, ভ্রমে পড়িবে। ব্রহ্ম আছেন এবং তিনিই জীবের চরমধাম কেবলমাত্র ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া, যে পথে চলিলে সেই পরমধামে যাইতে পারিবে সেই পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে শিক্ষা করি এস।

যে পথে চলিলে সমাধি রস আস্বাদন করিতে পারা যায় সেই পথে চলিতে শিক্ষা করি এস। যে পথে চলিয়া জীব শিবত্ব পাইয়া থাকেন সেই পথে চলিতে শিখি এস। মহাজনগণ যে পথে চলিয়া শিবত্ব পাইয়াছেন সেই পথ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে শিখি এস।

জীব শিব হয় কিরূপে? পাশবদ্ধ পুরুষের নাম জীব এবং পাশমুক্ত পুরুষের নাম শিব, পাশ অর্থে ক্লেশপাশ। অবিদ্যা অস্মিতা, রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশপাশ ছিন্ন করিবার জন্য সতত চেষ্টা করাই শিবত্বলাভের পন্থা। ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং

ভগবানের উদ্দেশে কর্ম্ম করাই পাশমোচন মার্গের প্রথম সোপান!

কর্ম্ম দ্বিবিধ। ক্লেশ মূল ও কুশল মূল। অবিদ্যার প্রেরণায় যে কর্ম্ম করা যায়, সেই কর্ম্মের মূলে অস্মিতা বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ অহং কর্ত্তা এই অভিমান থাকে এবং হয় কোন সুখ লাভের উদ্দেশে, না হয় সুখ সাধনের প্রতিকূল কোন বিষয়ে বিদ্বেষাপন্ন হইয়া, অথবা শারীরিক কোন ভয়ে পড়িয়া সেই কর্ম্ম করা হইয়া থাকে। এইরূপ কর্ম্মই ক্লেশ মূল কর্ম্ম এবং উহাই জীবের পাশ। ইহলোকে বা স্বর্গলোকে সুখ ভোগ কামনা করিয়া বেদোক্ত যে সমস্ত ক্রিয়া কলাপ করা যায় তাহা কর্ম্মপাশ মধ্যে গণ্য। প্রবৃত্তির স্রোতে পড়িয়া সুখ অন্বেষণ করিতে গিয়া জীব কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া সংসার চক্রে ঘুরিতে থাকে; জীব সংসার চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় যখন তাহার সুখের স্মৃতি অপেক্ষা দুঃখের স্মৃতিরই প্রাধান্য উপস্থিত হয়। তখন তিনি সুখ অন্বেষণ

অপেক্ষা, দুঃখ নিবারণের উপায়ই চিন্তা করিয়া থাকেন এবং সংসারে বিরক্ত হইয়া কর্ম্মই জরা মরণাদি দুঃখের মূল বুঝিয়া সন্ন্যাস আশ্রয় করিয়া থাকেন এবং আত্মচিন্তা তৎপর হইয়া শেষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। সংসারে বৈরাগ্য [illegible]ত হইলে, নিবৃত্তির স্রোত তাঁহাকে নিবৃত্তি পথে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়; তিনি তখন কর্ম্মত্যাগী হন। জগৎযোনি উদ্ভূত জীবনী-শক্তির স্রোত প্রথম অধোমুখী হইয়া সার্দ্ধত্রিপাদ গমন করিয়া পুনরায় উর্দ্ধমুখী হইয়া আবার সার্দ্ধত্রিপাদ গমনে অব্যক্ত যোনীতে লয় হইয়া থাকে। শক্তির অধোমুখ স্রোতের নাম অবসর্পিণী এবং উর্দ্ধমুখ স্রোতের নাম উৎসর্পিণী শক্তি। উৎসর্পিণী শক্তির স্রোতে পড়িয়া আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় এবং ঐ পন্থার নাম উত্তরায়ণ গতি। বৌদ্ধধর্ম্মে ঐ পন্থাকে হীনযান পন্থা বলে।

এই হীনযান পন্থা অপেক্ষা সুপ্রশস্ত আর একটি পথ আছে উহার নাম মহাযান। এই মহাযান পন্থার উপদেশ এই যে কর্ম্মমাত্রেই ত্যজ্য নহে; যাহা অবিদ্যা মূল, যাহা ক্লেশ মূল সেই কর্ম্মই ত্যজ্য; কিন্তু অবিদ্যার পারে সর্ব্ব বিদ্যার মূল ভগবান যে কর্ম্মে প্রেরণা করেন উহা ধর্ম্ম কর্ম্ম, উহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নিজের ইচ্ছায় যে কর্ম্ম করা যায় উহা ক্লেশ মূল কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় যে কর্ম্ম করা যায় উহা কুশলমূল কর্ম্ম। কর্ম্ম কর, এবং সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ কর, ভগবদ্গীতার এই মুখ্য উপদেশ অনুসারে চলাই মহাযান পন্থা।

ভগবানের ধর্ম্মকায়া ত্রিপাদ এবং ভগবান স্বয়ং তুরীয় পদার্থ। প্রথম পাদ হইতে যে জ্যোতি ধারা নির্গত হইতেছে উহা প্রবৃত্তি শক্তি; দ্বিতীয় পাদ হইতে যে জ্যোতি ধারা নির্গত হইতেছে উহা নিবৃত্তি শক্তি; এবং তৃতীয় পাদ যাহা শ্রীহরি, বলি ও বলিপত্নীর মস্তকে রাখিয়াছেন উহা হইতে যে তেজ নিঃসৃত হইতেছে উহাই মহাযান পন্থার আলোক। প্রবৃত্তি কে এক পার্শ্বে এবং নিবৃত্তিকে অপর পার্শ্বে রাখিয়া মাঝের যে পথ পাওয়া যায় উহাই মহা-যান পন্থা। প্রবৃত্তি শক্তির নাম দক্ষিণা শক্তি এবং নিবৃত্তি শক্তির নাম উত্তরা শক্তি। দক্ষিণাকে দক্ষিণে রাখিয়া ও উত্তরাকে উত্তরে রাখিয়া পূর্ব্ব-মুখে উপবেশন করিয়া মধ্যস্থলে (উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যস্থল পূর্ব্বদিকে) যে জ্যোতি দেখিতে পাইবে উহাই মহাযান পন্থার আলোক। Hail Light

from the East, সুখ ও দুঃখ এই দুইটিকে দুই পার্শ্বে ফেলিয়া, ভগবানেকে লক্ষ্য করিয়া, মাঝের পথ দিয়া চলিতে শিখাই মহাযান পন্থা সাধনা। ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে যিনি দুঃখে উদ্বিগ্ন হন না এবং সুখেও যাঁহার স্পৃহা নাই যিনি কেবল ভগবানের কার্য্য করিয়াই তৃপ্ত তিনিই যোগী। এইরূপ যোগীর যে যোগমার্গ উহাই মহাযান পন্থা।

Hail Light from the East,

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

প্রকৃতি ও পুরুষ।

সাংখ্যাচার্য্যেরা জগৎতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া এক মহাদ্বৈতে উপনীত হইয়াছেন—তাহার নাম প্রকৃতি ও পুরুষ। তাঁহাদের মতে এই বিশ্লেষণের চরম সীমা। প্রকৃতি ও পুরুষ চরম তত্ত্ব—অত্যন্ত বিভিন্ন পদার্থ! এ দ্বৈতের সমন্বয় সাধন করিয়া কিছুতেই একত্বে উপনীত হওয়া যায় না।

এইরূপ রসায়ণ, বিজ্ঞান, জড়জগতের বিশ্লেষণ করিয়া ৬৫টি মূলভূতে (Elements) উপনীত হইয়া স্পর্দ্ধা সহকারে বলিতেন যে এই সকল ভূতই চরম ভূত—এই সকল মূল ভূতের আর বিশ্লেষণ করা যায় না। কিন্তু কাল সহকারে মনীষী বৈজ্ঞানিকগণ সপ্রমাণ করিলেন যে রসায়ণোক্ত ৬৫ মূলভূত এক অদ্বিতীয় মহামূল ভূত প্রোটাইলের বিকার মাত্র। প্রকৃতি পুরুষ রূপ মহাদ্বৈত ও কি কোন অদ্বিতীয় একত্বে পর্য্যবসিত করা যায় না?

প্রকৃতির অপর নাম প্রধান—পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক যাহাকে Matter বলেন। পুরুষকে অনেক স্থলে ক্ষেত্রজ্ঞ (Monad) বলা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রজ্ঞের অপর নাম জীব। ক্ষেত্রজ্ঞ বলিলে সাধারণতঃ মনুষ্য জীব মনে হয়। কিন্তু সে ধারণা ঠিক নহে। স্থাবর জঙ্গম—যাহা কিছু মূর্ত্ত পদার্থ আছে, সকলেই ক্ষেত্রজ্ঞ বিরাজিত আছেন। মনুষ্য, পশু, উদ্ভিদ্ ও স্থাবর—কেহই

ক্ষেত্রজ্ঞ বিযুক্ত নহে। সেই জন্য 'মোনেড' বাদীরা Mineral Monad, Vegetable Monad, Animal Monad ও Human Monad এইরূপ ভেদের উল্লেখ করিয়াছেন। গীতা পাঠেও জানিতে পারি—

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎ তদ্ বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥

স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ—প্রকৃতি ও পুরুষ সংযোগজনিত জানিবে। স্থাবর=Mineral আর জঙ্গমের তিন ভেদ, উদ্ভিদ্ (Vegetable), পশু (Animal) ও মনুষ্য (Human)। জড়বাদীরা স্থাবরকে অচেতন জড় মনে করেন। স্থাবর কিন্তু বস্তুতঃ জড় নহে। স্থাবরের দেহ জড় বটে কিন্তু অন্তরে পুরুষ বিরাজমান। আর ক্ষেত্রজ্ঞ অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়াই স্থাবরে আকর্ষণ বিকর্ষণ প্রভৃতির ক্রীড়া দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকেরা ইদানীং বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে স্থাবর (ধাতু প্রভৃতি) যেন শ্রান্তি ক্লান্তি অনুভব করে। তাঁহারা বলেন It gets tired—স্থাবর অবসন্ন হয়। আবার বিশ্রাম লাভ করিলে অবসাদ গিয়া সুস্থ হয়। সম্প্রতি অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে সজীব স্নায়ু পেশী প্রভৃতি যেমন আহত হইলে সেই আঘাতের প্রতিঘাত হয়, সেইরূপ কোন ধাতু পদার্থে আঘাত করিলে তাহারও প্রতিঘাত হয়। উভয় স্থলেই যে কেবল আঘাত প্রতিঘাত হয় তাহা নহে, কিন্তু সেই ঘাত প্রতিঘাতের প্রকার ও প্রণালী একইরূপ। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—কি স্থাবর কি জঙ্গম উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষেত্রজ্ঞ অধিষ্ঠিত আছে।

---

* One of the newest points of interest in recent science is the remarkable parallelism, which Prof. J. C. Bose of the Calcutta Presidence College has demonstrated to exist, between the response to electrical and mechanical stimulus on the part of living nerve and muscle and the response of metals. If you pinch or strike a bit of muscle it changes its volume and an electric current is excited in it. This has long been known; but Prof. Bose has now proved that if you strike or

pinch a metal rod, an electric current is set up in the meta also, and what is more, the entire character of this electric response is identical for both muscle and metal.

Science Notes in the August number of the Hindu College Magazine 1901.

যেখানেই ঘাতের প্রতিঘাত—যেখানেই বচনের প্রতিবচন, সেখানেই বুঝিতে হইবে যে প্রকৃতিতে পুরুষ মিলিত হইয়াছেন। প্রকৃতি জড়, পুরুষ চেতন এই জড় চৈতন্যের মিশ্রণে জগতের উৎপত্তি। যেখানেই প্রকৃতি সেখানেই পুরুষ।—যেখানেই matter সেখানেই force। সেই জন্য পাশ্চাত্য মনীষী বলিয়াছেন—no matter without force—no force without matter; matter and force are co-existent and inseparable. যেখানেই জড় সেখানেই শক্তি, যেখানেই শক্তি সেখানেই জড়; জড় ও শক্তি পরস্পরের নিত্য অভিন্ন সহচর।' এই যে শক্তি—পাশ্চত্য বিজ্ঞানের force—ইহা ক্ষেত্রজ্ঞের প্রকাশ মাত্র। শক্তি পুরুষেরই শক্তি প্রকৃতির নহে। আর শক্তি ও শক্তিমানে কোন প্রভেদ নাই। 'শক্তি শক্তিমতোর ভেদঃ'।

অতএব দেখা যায় যে বৈজ্ঞানিকের matter ও force এবং দার্শনিকের প্রকৃতি ও পুরুষ একই মহাদ্বৈতকে লক্ষ্য করিতেছে। এই দ্বৈতকে একত্বে সমন্বিত করা যায় কি না?

বৈদান্তিক এই সমস্যার এইরূপ মীমাংসা করেন। তিনি বলেন যে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পদার্থ বিদ্যমান আছেন—আর কিছুই নাই। এই একমেবা দ্বিতীয়ম্‌ই সত্য—আর সমস্তই মিথ্যা। এই যে বিবিধ বিচিত্র জগৎ যাহা আমাদের নয়নের সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে—যাহা আমরা প্রতি নিয়ত অনুভব করিতেছি ইহা ভ্রম মাত্র—ইহার বস্তুতঃ কোন সত্তা নাই, কারণ 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা'। এ মিথ্যা জগৎ মায়া বিজৃম্ভিত। যেমন স্বপ্নে কল্পনা বলে অদ্ভুত মায়া নগর রচিত হয়, যেমন ইন্দ্রজাল দ্বারা বিচিত্র ঘটনার অবভাস হয় যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়—এইরূপ মায়া দ্বারা ব্রহ্ম সত্তায় জগতের অধ্যাস হইতেছে মাত্র জগৎ নাই অথচ যেন বস্তুতঃ রহিয়াছে এইরূপ ভ্রম হইতেছে। ইহা অঘটন ঘটন পটিয়সী মায়ার খেলা মাত্র। অতএব যখন জগতই নাই—

তখন তাহার কারণভূত প্রকৃতি মানিব কেন? জগৎও নাই জগৎ কারণ প্রকৃতিও নাই। আছেন কেবল অদ্বৈততত্ব—একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।

ইহা গেল বৈদান্তিকের মীমাংসা। এ বিষয়ের আর একটা মীমাংসা আছে—রাজবিদ্যার মীমাংসা। রাজবিদ্যাবিদেরা বলেন যে ঐ যে মহাদ্বৈত প্রকৃতি পুরুষ অথবা প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ—উহা ভগবানেরই ভাব মাত্র। প্রহ্লাদ বিষ্ণুর স্তব করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

যতঃ প্রধান পুরুষৌ যাঁহা হইতে প্রকৃতি ও পুরুষ তাঁহাকে নমস্কার করি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতি। আর—

ক্ষরং প্রধানং অমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মনৌ
তৌ ঈশত দেব একঃ।

'এক অদ্বিতীয় দেব (শ্রীভগবান্) ক্ষর ও অক্ষর (প্রধান ও জীব) উভয়কেই শাসন করে।

গীতাতে ভগবান্ নিজের পরা ও অপরা প্রকৃতির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন এতদ্ যোনী ভূতানি সর্ব্বানীত্যুপ ধারয়।

সমস্ত ভূত এতদ্ উভয় হইতে উৎপন্ন। এই অপরা প্রকৃতি সাংখ্যোক্ত প্রধান। এবং পরা প্রকৃতি সাংখ্যোক্ত পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞ।

অপরেয়ং ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।

'এই অপরা প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন আমার পরা প্রকৃতি—যে প্রকৃতি জীবরূপী এবং যদ্দ্বারা এই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে;' পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এই জীবভূতা পরা প্রকৃতি মনুষ্য মধ্যে সীমাবদ্ধ নহেন ইনি স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বত্র monadরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন।

গীতার অন্যত্র এই উভয় প্রকৃতিকে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ
ক্ষর সর্ব্বানি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।

জগতে ক্ষর অক্ষর এই দ্বিবিধ পুরুষ দৃষ্ট হয়। ক্ষর পুরুষ সমস্ত ভূত, (অর্থাৎ যাহা কিছু মূর্ত্ত, যাহারই Form আছে) আর যিনি কূটস্থ (ক্ষেত্রজ্ঞ)

তিনিই অক্ষর পুরুষ। কিন্তু ভগবান্ অক্ষর ও ক্ষর উভয়ের অতীত—তিনি পুরুষ ও নহেন, প্রকৃতি ও নহেন তিনি পুরুষোত্তম।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহং অক্ষরাদপি চোত্তমঃ
তস্মাৎ লোকে চ বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।

আমি (ভগবান্) ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতে উত্তম সেই জন্য লোকে ও বেদে আমাকে পুরুষোত্তম বলে।—সেই পুরুষোত্তমের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করি।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ঈশ্বরোপাসনা।

(৩য় সংখ্যার ১০২ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

শি। এইরূপে তমোগুণের দ্বারা জীব শরীরে আবদ্ধ হইয়া অহংজ্ঞানের স্থির নিত্যভাব অভ্যাস করে। এই জগতের অসাম সুখদুঃখ জ্ঞান অজ্ঞানের মধ্যে এই অবস্থায় স্থূল দেহকেই নিত্য বলিয়া বোধ হয়! মনে করিয়া দেখ এই স্থূল দেহ শৈশবকাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কত ঝড় জল সুখদুঃখ সহ্য করিয়াও একভাবে রহিয়াছে। আজ দুঃখে বোধ হইতেছে আর বাঁচিব না—কিন্তু দশ দিন পরে সেই দুঃখ বেশ সহ্য হইয়া যাইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে আমাদিগের প্রজ্ঞা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই যে মনোময় ভাবগুলির স্থিরতা নাই ও মনোময় ভাবের সহিত প্রতি মুহূর্তে আত্মজ্ঞানের রূপান্তর প্রাপ্তি হয়, কিন্তু স্থূল দেহের স্থিরতা আছে বলিয়াই সাধারণ লোকের আজন্ম মরণাবধি এক অহংজ্ঞান ও অহংজ্ঞানের পরিপোষক স্মৃতি থাকিতে পারে। জীব বাস্তবিক নিত্য, তবে তাহার আপন নিত্যভাব উপলব্ধি করিবার জন্য ক্ষণভঙ্গুর জগতের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিত্য শরীরের আবশ্যকতা আছে। এইরূপে একদিকে স্থূল শরীরের নিত্যভাব অপরদিকে সমস্ত জগতের পরিণামী ও অনিত্য ভাব। এই দুইএর মধ্যে ও পরস্পর সংঘাতে জীবের স্বরূপ নিত

ভাবে সাধনা হয়, এই জন্যই এক অবস্থায় জীবকে তমোগুণান্বিত হইয়া শরীর বিশেষের সহিত আপনার অভিন্ন সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয়। পরে শরীরের সহিত একাত্মনিবন্ধন শরীরের অভ্যন্তরস্থ বৈশ্বানর শক্তির সাহায্যে গুণ সমষ্টির ঘাতপ্রতিঘাতে অহংভাব কতকটা স্থির হইয়া আসিলে শরীরকে আমার বলিয়া বোধ হয়। এত দিন শরীর আমি ছিল এখন শরীরের শৈশব প্রৌঢ় বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থা সত্ত্বেও জীবের জীবভাবের স্মৃতি, অক্ষুণ্ণ থাকে দেখিয়া শরীরকে আর আমি বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু শরীর পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতে জীব কখন ও সক্ষম হয় না। এই অবস্থায় জীব শরীরকে আপনার হইতে কতকটা পৃথক অনুভব করিলেও শরীরের গুণ সমষ্টির দ্বারা অহংজ্ঞানের পরিপুষ্টি হয় দেখিয়া শরীর হইতে আপনাকে একবারে পৃথক বলিয়া অনুভব করিতে পারে না। কামনার বশ হইয়া আপনার অভিষ্ট সিদ্ধি জন্য জীব আপন শরীর বিশেষে পরিচালনা করে ও এমন কি শরীরকে কষ্ট দিয়াও আপনার কামনার পরিতৃপ্তির চেষ্টা করে। কামনা বা তৃষ্ণা রজগুণ হইকে উদ্ভূত এবং তমোগুণকে অভিভূত করিবার জন্য এক অবস্থায় সাধনার পক্ষে বিশেষ আবশ্যক।

ছা। কামনার স্বরূপ কি ?

শি। পূর্ব্বে বলিয়াছি তমোগুণের সাহার্য্যে জীবের নিত্যভাব (Stability) সিদ্ধ হয়, কিন্তু তখনও জীবের স্বরূপগত পূর্ণভাব উপলব্ধি হয় না। কামনা বা তৃষ্ণা এই পূর্ণভাব উপলব্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। জীব দেশকাল পরিছিন্ন কেন্দ্রীভূত (Centralised) অহংজ্ঞানের দ্বারা পরিতৃপ্ত না হইয়া রজঃগুণের সাহায্যে স্বীয় সর্ব্বগত ভাব উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে।

বস্তুতঃ রজঃগুণের দ্বারা জীব আপনাকে প্রসারণ করিয়া কেবল দেশকাল পরিছিন্ন আমি জ্ঞানের পরিবর্ত্তে বিস্তৃত অহংজ্ঞানের উপলব্ধি করিবার জন্য আমার এই সাধনা করে। জীব দেহ বিশেষকে আমি বলিয়াই ক্ষান্ত হয় না, শুষ্ক কেন্দ্রীভূত আমি জ্ঞানে তাহার তৃপ্তি হয় না, সেই জন্যই রজঃগুণসাহায্যে তৎ তৎকালীন অহংজ্ঞানকে প্রসারণ করিবার জন্য অন্যান্য শরীর ও শরীরস্থ জীব সকলকে আমার বলিতে শিক্ষা করে। কেবলমাত্র শরীর বিশেষে আবদ্ধ না হইয়া সর্ব্বজগতের সহিত আপনার সম্বন্ধ স্থাপন করিবার চেষ্টা পায়। এই

রূপ প্রসারণের দ্বারা শরীরাত্মজ্ঞান ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায়। যিনি স্বরূপতঃ সর্ব্বগত তিনি কখনও শরীর বিশেষে অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারেন না। দেহাত্মজ্ঞানের অপূর্ণতা অনুভব করিয়াই জীব আত্মজ্ঞানের প্রসার করিতে চেষ্টা পায়। রজঃগুণের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলে এই এক তত্ত্ব অনুভূত হয়। ভগবৎশক্তি কামরূপে জীবকে আকৃষ্ট করে বলিয়াই জীব অপূর্ণতা অনুভব করিয়া প্রসারণ দ্বারা পূর্ণভাব প্রাপ্তির চেষ্টা করে। সাধারণতঃ লোকে সংসারে দ্বারাপুত্রদিগকে শত্রুবৎ পরিহার্য্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু মনুষ্যের আদি অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে কামনার দ্বারা মনুষ্যের যে কি উপকার হয় তাহা বুঝা যাইতে পারে। এখন পর্য্যন্ত জগতে এরূপ মনুষ্যজাত আছে যাহারা ক্ষুধার দ্বারা প্রপীড়িত হইলে আপন স্ত্রী পুত্রকে বধ করিয়া ক্ষুধার শান্তি করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ঐরূপ লোকের সহিত আধুনিক সভ্য সমাজের সাংসারিক কোন লোকের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে ভগবানের কামশক্তির কার্য্য ও উপকারিতা অনুভব হইবে। ঐরূপ বর্ব্বরের সহিত সূর্য্য-মুখীর তুলনা হয় না। কেবলমাত্র স্থূল দেহত্মজ্ঞান অপেক্ষা স্ত্রী পুত্র পরিবারকে আপন জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের জন্য দৈহিক মানসিক কষ্ট সহ্য করা কি উন্নতির পরিচয় নহে?

অহংজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে জীব আপনাকে আপন পরিবার স্বদেশ ও অবশেষে সমগ্র মানবজাতীর সহিত আপনার ঐক্যতা স্থাপন করে। এই প্রসারণ প্রথমাবস্থায় স্বকাম কিন্তু এরূপ স্বকাম হওয়া অপরিপক্ক নিষ্কাম অবস্থা অপেক্ষা ভাল। জোর করিয়া মানুষ নিষ্কাম হইতে পারে না। আধুনিক কালে অনেককে নিষ্কাম দেখা যায় কিন্তু সেরূপ নিষ্কাম হওয়ার অর্থ কেবলমাত্র ক্লেশের ভয়ে কর্ম্ম পরিত্যাগ নিষ্কাম ভাব কেবলমাত্র আত্মার পূর্ণতা উপলব্ধি হইলে ও আপনার আপনাকে অকর্ত্তা বুঝিতে পারিলে—আসে; সেই জন্যই অকাল পরিপক্ক নিষ্কাম ভাবের সম্পূর্ণ বিপদ আছে বলিয়াই ভগবান রজঃ গুণান্বিত ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মিতে পারে এমন কার্য্য গর্হিত বলিয়াছেন। যতক্ষণ জীব আপনাকে ক্ষুদ্র অপূর্ণ বলিয়া জানিবে ততক্ষণ জীব আত্মপ্রসা-রণের দ্বারা কামের সাহায্যে আপনার পূর্ণভাব ও স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিবে। সেই জন্যই শাস্ত্রে সকাম সাধনার বিধি আছে, সেই জন্যই

মানবকে এক অবস্থায় "ধনং দেহি মানং দেহি" বলিয়া উপাসনা করিতে হয়। সেই জন্যই গীতায় ভগবান স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ গর্হিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ছা। রজঃগুণের উপকারিতা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিন।

শি। সাধারণ মানবের অবশিষ্ট দেহগুলি অপরিস্ফুট (Undeveloped) অবস্থায় থাকে, ও ক্রমশঃ কর্ম্ম দ্বারা উপাধিস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এই স্থূল শরীরের দৃষ্টান্তেই এই বিষয় বুঝিতে পারিবে। সাধারণতঃ মানব সকাম হইয়া শরীরের চালনা করে। অভাব না থাকিলে চেষ্টা থাকে না, মানব আপনার দৈবী স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারাতে অভাব বোধ করে, ও সেই জন্যই চেষ্টার দ্বারা সেই অভাব পরিপূর্ণ করিবার প্রয়াস করে। কিন্তু শরীরাত্মজ্ঞান নিবন্ধন শরীর বিশেষের দ্বারা সেই অভাব পূর্ণ করিতে চেষ্টা পায়, অশরীরী আত্মা কখনও শরীর ও শারিরীক চেষ্টার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না, সেই জন্যই রাজশিক চেষ্টার শেষ ফল দুঃখ। সুখের আশায় শরীর বিশেষকে অবলম্বন করিয়া মানব প্রসারণ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাতে কখনও পূর্ণ কাম হইতে পারে না। কিন্তু না পারিলেও চেষ্টার ফল অবশ্যই পাইতে হয়। মমতা বা আমার ইত্যাকার জ্ঞানে চেষ্টা করিলে অভীষ্ট বস্তু বিশেষকে আমার করা যায় না সত্য কিন্তু এই চেষ্টার ফল স্বরূপ অহংজ্ঞানের প্রসার হয়।

এইরূপ চেষ্টার আর একটী বিশেষ ফল আছে। জীব শরীর বিশেষে সকাম হইয়াও চেষ্টা করিলে তাহার আভ্যন্তরিক শক্তিগুলির দ্বারা জড়শরীরকে অনুপ্রাণিত করে। প্রথম লিখিতে গেলে মানসিক শক্তির দ্বারা অঙ্গুলিগুলির পরিচালনা করিতে হয় ও এইরূব ক্রমশঃ পরিচালনা করিতে করিতে অঙ্গুলিগুলি মানসিক শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যায়। পরে এমন কি মানসিক শক্তির ব্যবহার না করিলেও অঙ্গুলি আপনা আপনি লিখিতে পারে। জড় শরীর এইরূপে কামনার দ্বারা জীবের আভ্যন্তরিক শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, তখন সে আপনার অভ্যস্থ কার্য্য গুলি আপনাআপনি করিতে পারে। ছেলেবেলায় চলিতে শিখিতে কত কষ্ট করিতে হইয়াছে, কত মানসিক শক্তির ব্যয় হইয়াছে, প্রত্যেক পদ বিক্ষেপে মানসিক শক্তির ব্যবহার করিতে

হইয়াছে। কিন্তু এইরূপে শরীর মানসিক শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে বলিয়া আমরা অন্যমনস্ক হইয়াও নির্ব্বিঘ্নে পথ চলিতে পারি। সেইরূপে সকাম কর্ম্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদিগের শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি ক্রমে ক্রমে আপনাআপনি কতক পরিমাণে কার্য্য করিতে পারে। শরীর গ্রহণ করিলেই কর্ম্ম আছে কিন্তু প্রথমাবস্থায় সকাম হইয়াই কার্য্য করা যায় বলিয়াই পরে শরীর হইতে পৃথক হইবার আশা আছে। যে কার্য্য প্রথমে পরবশ হইয়া করিতে হয় ঐ সকল কার্য্য পরে স্বাভাবিক হইয়া উঠে এবং স্বাভাবিক হইয়া গেলে আর জীবকে তৎপক্ষে মনোযোগী হইতে হয় না,—সুতরাং কার্য্যের দ্বারাই পরে জীবের স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ হয়, এই জন্যই মানব আপনার অধিকার অনুযায়ী কর্ম্ম করিলে তাহা হইতে পৃথক হইতে পারে, ইহা ভিন্ন অন্য কোন গতি নাই।

এইরূপে রজঃগুণাত্মক তৃষ্ণা নিবন্ধন মানবকে কর্ম্ম করিতে হয় ও ঐরূপ কর্ম্ম করিতে করিতে একপক্ষে সুখ দুঃখাদি দন্দ্বের সাহায্যে জীব আপনাকে শরীর হইতে পৃথক বলিয়া জানিতে পারে ও অপর পক্ষে আত্মজ্ঞানের প্রসারণ সম্পন্ন হয়। তখন ক্রমে ক্রমে সত্ত্বগুণের উৎপত্তি হয়, সত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হইলে জীব শরীরকে আপন হইতে পৃথক জানিতে পারে এবং পৃথক বলিয়া জানিতে পারে বলিয়াই উপাধি গুলির স্বরূপ অবগত হইতে পারে।

ছা। সে কিরূপে হয় বুঝাইয়া দিন।

শি। তমোগুণে শরীর বিশেষে আবদ্ধ হওয়াতে প্রজ্ঞা শরীরের গুণসমষ্টির দ্বারা বদ্ধ হয়। রজঃগুণে শরীর আমার ইত্যাকার জ্ঞান নিবন্ধন শরীরের সহিত অহংজ্ঞানের তারতম্য লক্ষিত হয়। শৈশবে জীব শরীরের বশ হয় বলিয়াই তমোগুণে আবৃত হইয়া সেই শরীরের সুখ দুঃখাদি পর্য্যন্ত স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারে না, সেই জন্যই শিশুরা আপন শারিরীক যন্ত্রণা নির্দ্দেশ করিতে পারে না। আবার বস্তু বিশেষে আমার ইত্যাকার জ্ঞান আরোপিত হইয়া মানবের সম্যকদর্শিত্ব ভাব বিনাস করে। ঐ অবস্থায় জ্ঞান বস্তু বিশেষের আমার সহিত সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। সেই জন্যই আমরা প্রিয়কে শ্রেয় বলিয়া মনে করি। সুতরাং নির্ব্বিশেষ (Absolute) নিরপেক্ষ, অব্যয় জ্ঞান সম্ভব হয় না। সত্ত্বগুণে দেহে আমি ও আমার ভাব থাকে না বলিয়াই

দেহকে ও দেহরূপ উপাধির দ্বারা অন্যান্য বস্তু নিচয়কে অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। রোগী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া আপনাবস্থা বুঝিতে পারে না। আত্মীয়েরা স্নেহ পরবশ হইয়া রোগীর অবস্থা বুঝিতে পারে না কিন্তু শিক্ষিত পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি অনায়াসেই রোগ স্বরূপতঃ নির্ণয় করিতে পারে।

তমোগুণাত্মক শিশু তাহার ক্রীড়ার পুতুল ভাঙ্গিয়া গেলে দুঃখ বোধ করিয়া অভিভূত হয়, সংসারী পিতা মাতাও আমার লোকসান হইল বলিয়া দুঃখিত ব্যাঘাগান্বিত হয় কিন্তু জ্ঞানী কেবলমাত্র পুতুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া অনুভব করে, তাহার সুখ দুঃখ কিছুই বোধ হয় না। তমোগুণান্বিত ব্যক্তি শরীরকে কষ্ট দিয়া কার্য্য করিতে পারে না. রজঃগুণান্বিত ব্যক্তি শরীরকে কষ্ট দিয়া কার্য্য করিতে পারে—কিন্তু সে শারিরীক কষ্টকে কষ্ট বলিয়া বোধ করিয়া তদপেক্ষা উচ্চস্তরের সুখ প্রাপ্তি কামনায় চেষ্টা করিয়া দুঃখ সহ্য করে, কিন্তু সত্ত্বগুণান্বিত জ্ঞানী শরীরকে উপাধি বলিয়া জানিয়া শারীরিক কষ্টকে আপনার সহিত সংশ্লিষ্ট করেন না। তাঁহার পক্ষে সুখ দুঃখ দুই সমান, অথচ তিনি কোন বস্তু বিশেষের প্রার্থী নহেন।

(ক্রমশঃ।)

অনন্তরামের গুরুভাই

দোঁহামৃতলহরী।

(৩য় সংখ্যার ৯৭ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

(৯৩)

সজ্জন চিত কবহু ন ধরত দুর্জন জনকে বোল।

পাহন মারে আমকোঁ তউ ফল দেত অমোল॥

সজ্জনের চিত্ত কখনও দুর্জ্জন ব্যক্তির বাক্যের দোষ ধরে না, আম্র বৃক্ষকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া আঘাত করিলেও তথাপি তাহা অমূল্য ফল প্রদান করে।

(৯৪)

বিরলে নর পণ্ডিত গুণী বিরলে বুঝন হার।
দুখ খণ্ডন বিরলে পুরুষ তে উত্তম সংসার॥

এ সংসারে সুপণ্ডিত গুণী ও তত্ত্বদর্শী বিজ্ঞব্যক্তি অতিশয় দুর্লভ এবং পরদুঃখ মোচনকারী মহাপুরুষ মানবের মধ্যে অত্যন্ত বিরল।

(৯৫)

জে করতার বড়ে কিয়ে মগ পগ ধরত বিচার।
দুর্জন হুঁসেঁ মিল চলৈঁ বোলৈঁ রোষ নিবার॥

বিধাতা যাঁহাদিগকে মহৎ করিয়া সৃজন করিয়াছেন তাঁহারা এই সংসার মার্গে অতি সাবধানে পদ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন; তাঁহারা দুর্জ্জনেরও সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলেন এবং এমন মধুর বচনে তাহাদের সম্ভাষণ করেন যে তাহাতে তাহাদের রোষ নিবারিত হয়।

(৯৬)

জাহি বড়াই চাহিয়ে তজৈ ন উত্তম সাথ।
জ্যোঁ পলাশ সঙ্গ পানকে পহুঁচৈ রাজা হাথ॥

যে জন মহত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করে সে কখনও সাধু সঙ্গ ত্যাগ করে না; (তাহার নিদর্শন দেখ) পলাশপত্র পানের সংসর্গে নৃপতিরও হস্তে উঠিয়া থাকে।

(৯৭)

বচন পারখী হোহু তু পহিলে আপ ন ভাখ।
অনপুছে নাহিঁ ভাখিয়ে যহী সীখ জিয় রাখ॥

তুমি বচন পরীক্ষক হইও (অর্থাৎ) অপরে যাহা বলিবে তাহা ধীরভাবে শ্রবণ ও বিচার করিও, স্বয়ং কদাপি প্রথমে কথা কহিও না; জিজ্ঞাসিত না হইলে কখনও কোন কথা বলিও না; এই উপদেশটী আজীবন স্মরণ রাখিও।

(৯৮)

মুখ শ্রবণ দৃগ নাসিকা সব হী কে ইক ঠৌর।
কহবো সুনবো দেখবো চতুরণ কো কছু ও'র॥

বদন, শ্রবণ, নয়ন, নাসিকা সকলেরই একস্থানে আছে; পরন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তির বচন, শ্রবণ ও দৃষ্টি কিছু ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে।

(৯৯)

ইক কামিন অরু কবিবচন দোউ রসকৌ ঠৌর।

বেধক কৌ মন বেধই বে কামিন কবি ঔর॥

কামিনী ও কাব্য দুইই রসের আধার পরন্তু মানবের মন বিদ্ধ করিতে কামিনী ও কাব্যে অনেক প্রভেদ।

(১০০)

জো তু চাহৈ অধিক রস সীখ ইখ কীলেয়।

জো তো সোঁ অনরস করৈ তাহি অধিক রস দেয়॥

যগ্যপি তুমি অধিক আনন্দ চাও তাহা হইলে ইক্ষু হইতে শিক্ষা লাভ কর; যে তোমার সহিত অপ্রীতি করিবে তাহার সহিত তুমি অধিকতর প্রীতি করিও।

(১০১)

নর কী অরু নল নীর কী গতি একৈ কার জোয়।

জ্যোঁ জ্যোঁ নীচৈ হৈব চলৈ ত্যোঁ উঁচৌ হোয়॥

মানবের ও জলের নলের গতি একই প্রকারের জানিবে; যে যত নীচু হইয়া চলে সে তত উচ্চে উঠিয়া থাকে।

(১০২)

কৈসে নিবহৈঁ নিবল জন করি সবলন সোঁ বৈর।

জৈসে বস সাগর বিষে করত মগর সোঁ বৈর॥

দুর্ব্বল ব্যক্তি বলবানের সহিত শক্রতা করিয়া কিরূপে রক্ষা পাইবে? মকরের সহিত বৈরতাচরণ করিয়া কে কোথায় সমুদ্রমধ্যে বাস করিতে পারে?

(১০৩)

অপনী পহুঁচ বিচার কৈ করতব করিয়ে দৌড়।

তে তে পাঁর পসারিয়ৈ জেতী লাম্বী সৌড়॥

আপনার সামর্থ্য বিচার করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য শীঘ্র সমাধা করিবে; তোমার গাত্রাবরণ যতটুকু লম্বা ততদূর পর্য্যন্তই পা ছড়াইও।

(১০৪)

পিশুন ছল্যো নর সুজন সোঁ করত বিশ্বাস ন চুকি।
জৈসে দাধ্যো দুধ কো পিবত ছাঁছ কো ফুঁকি॥

যে ব্যক্তি একবার দুর্জ্জনের নিকট প্রতারিত হইয়াছে সে ভুলিয়াও কথন আর সুজনকে বিশ্বাস করে না; যেমন গরম দুগ্ধ পান করিতে গিয়া যাহার জিহ্বা কথন দগ্ধ হইয়াছে সে ঘোলও ফুঁ দিয়া খাইয়া থাকে।

(১০৫)

কেয় ন হ্বৈহৈ কপট সোঁ জো কীজৈ ব্যৌপায়।
জৈসে হাণ্ডী কাঠ কী চঢ়ৈ ন দূজো বায়॥

ব্যবসা করিতে বসিয়া যে একবার কপট ব্যবহার (প্রতারণা) করিয়াছে সে পুনরায় কথনও আর ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিতে পারে না; যেমন কাষ্ঠের হাঁড়ী দ্বিতীয়বার কথনই উনানে চড়িতে পারে না। [বিশ্বাস একবার নষ্ট হইলে আর তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় না।]

(১০৬)

করিয়ে সুখ কোঁ হোত দুখ যহ কহো কৌন স্যান।
বা সোনে কো জারিয়ে জা সোঁ টুটৈ কান॥

যদিও তাহা হইতে পরিণামে দুঃখ হয় বটে তথাপি বিষয় সুখ ভোগ করিতে ছাড়িও না—এইরূপ কথা কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়াছেন? সে সুবর্ণকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিও যাহা হইতে (অর্থাৎ যাহা পরিলে) কাণ ছিঁড়িয়া যায়।

(১০৭)

ভলে বুরে জহঁ একসে তঁহা ন বসিয়ৈ জায়।
জ্যোঁ অন্যায় পুর সেঁ বিকৈ খর গুর একৈ ভায়॥

যেখানে ভাল মন্দ সবই এক সমান সে স্থানে যাইয়া বাস করিও না; যেমন বিচারহীন নগরে (অর্থাৎ যে নগরের অধিবাসীগণের ন্যায় বিচার নাই) চিনি ও গুড় এক মূল্যে বিক্রয় হয়।

(১০৮)

ভাব ভাব কী সিদ্ধি হৈ ভাব ভাব সেঁ ভেব।
জো মানে তো দেব হৈ নহীঁ ভীত কো লেব॥

যাহার যেরূপ ভাবনা তাহার সিদ্ধিও তাদৃশী হইয়া থাকে, প্রত্যেক মানবের ভাবনায় প্রভেদ আছে; মৃত্তিকাপিণ্ডকে যদি কেহ দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করে তবেই তাহা দেবতা নতুবা তাহা প্রাচীরের প্রলেপ মাত্র।

(১০৯)

অতি অনীত লহিয়েন ধন জো প্যারো মন হোয়।
পায়ে সোনে কী ছুরা পেট ন মারৈ কোয়॥

ধন সম্পদ তোমার প্রাণের প্রিয়তম বস্তু হইলেও কদাপি অত্যন্ত অন্যায় আচরণে তাহা উপার্জ্জন করিবে না; ছুরিকা সুবর্ণ নির্ম্মিত হইলেও তাহা কেহ নিজের পেটে বসাইয়া দেয় না।

শ্রীগোবিন্দলালবন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ।

(ক্রমশঃ)

প্রণব, ছবি ও গান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভৈরবী।

আমি ভৈরবী রাগিণী বড় ভাল বাসি। ভৈরবী দৈবী প্রকৃতির সম্পূর্ণ ছবি। ভৈরবী প্রণবের রূপ। তন্ত্রশাস্ত্রে ভৈরবী একটী নিগূঢ় তত্ত্ব। ভৈরবী রাগিণীমাত্র আমাদিগের আলোচ্য বিষয়।

ভৈরবী বিষ্ণুর শক্তি। ভৈরবী আনন্দময়ী। ভৈরবী রাগিণী সকলেরই ভাল লাগে কেন না হৃদয়স্পর্শী। কলকণ্ঠে মধুর কোমলস্বরে ভৈরবী রাগিণী গেয়। ভৈরবী বামাকণ্ঠে সতেজ এবং শ্রুতিমধুর হয়। যাঁহাদের জীবনীশক্তি এখনও পঞ্চমে উঠে তাঁহারা পঞ্চম সুরকে ষড়জ করিয়া ভৈরবী গান করেন।

অনাহত পদ্মে অথবা হৃদয়ে ভৈরবীর উৎপত্তিস্থান। ভৈরবীর সম্বাদী সুর "মা"। "মা" কিম্বা মধ্যম, শক্তির প্রস্রবণ। জাবের বিরামদায়িনী। হৃদয়ে প্রেমোচ্ছ্বাস, নয়নের বারি, ভক্তির অধীর কম্পন, সকলেরই অক্ষর "মা"।

ভৈরবী রাগিণীতে দৈবীপ্রকৃতি হৃদয়স্থিত পুরুষকে আহ্বান করেন। ভৈরবী প্রেমিকা। যে উপকূলে ভৈরবী তরঙ্গের প্রতিঘাত হয় নাই তাহা শ্মশান।

ঊষার নবীন শক্তি ধরিয়া, নীলগগণে স্থির নিশ্চল দৃষ্টি রাখিয়া প্রভাতকম্প্র কম্পিত আধ আধ স্বরে হৃদয় হইতে ভৈরবী উত্থিতা হয়।

ভৈরবী রাগিণীর কয়টী সুরই কোমল এবং প্রভাময়ী।

ভৈরবীর রূপ সপ্তবর্ণবিশিষ্ট চঞ্চলা সৌদামিনীর ন্যায়। গৌরী অবগুণ্ঠনমুক্তা হইয়া চক্ষের নিমেষে হৃদয়স্থিত পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া যেন প্রেমের হাসি হাসিতেছেন। প্রকৃতি এবং পুরুষের মধুর সম্মিলন হইয়াছে।

প্রাকৃতিক বর্ণে বিভক্ত করিলে ভৈরবীর রূপ এই প্রকার দাঁড়ায়:—

প্রকৃতি ১। ষড়জ হইতে মধ্যম। { স (ঊষার অরুণ বর্ণ) Vermillion.
Λ
রে কমলানেবুর বর্ণ Mixed Orange.
Λ
গ ধূসর হরিদ্বর্ণ Mixed yellew ochre.
ম শ্যামল বর্ণ Prussian Green. }



পুরুষ ২। পঞ্চম হইতে নিষাদ { প গাঢ় নীল Ultramarine.
Λ
ধ প্রাকৃতিক গাঢ়নীল Natural Indigo,
Λ
নি বেগুনে Violet. }



তরুণ সূর্য্যরশ্মির ক্রোড়ে এই কয়েকটী বর্ণ উপর্য্যুপরি সন্নিবেশিত করিলে যেমন একটী ভাব হয় ভৈরবী তাহাই। প্রকৃতির ক্ষেত্রে "মা" অর্থাৎ শ্যামল ই শ্রেষ্ঠ বর্ণ, উর্দ্ধে "পা" অর্থাৎ গাঢ় নীল শ্রেষ্ঠ। উভয়ের সম্মিলন মধ্য স্থলে।

শিখিপুচ্ছে ইহার অনেকটা আভাষ পাওয়া যায়।



গাঢ়নীল (প্রাকৃতিক)

ভৈরবীর মধ্যে চঞ্চল মিশ্র বর্ণই অধিক। শিখিপুচ্ছ সূর্য্যরশ্মিতে ঘন ঘন সঞ্চালন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে কখন কখন শ্যামলবর্ণ সম্পূর্ণ নীলভাব ধারণ করে এবং কখনও বেগুনে আভা শ্যামলে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হয়। মধ্যে মধ্যে বেগুনেবর্ণটী প্রধান হইয়া শ্যামল এবং হরিৎ বর্ণ গ্রাস করে।

আমরা জানি বেগুনে (নীল+হিঙ্গুল)

শ্যামল (নীল+হরিৎ)

তাৎপর্য্য এই যে নীলবর্ণই নিম্নস্থ প্রাকৃতিক বর্ণগুলির সহিত সম্মিলিত হইয়া স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করে। শিখিপুচ্ছে ম এবং প র মধ্যস্থলে সম্মিলনই অভূতপূর্ব্ব এবং আনন্দদায়ক। দুইটীই অতিশয় উজ্জ্বল। ভৈরবী রাগিণীতেও তাই।

১ম মিলন। ম প

২য় মিলন। $\hat{\text{গ}}$ $\hat{\text{নি}}$

৩য় মিলন। $\hat{\text{রে}}$ $\hat{\text{ধ}}$

গমক নিম্নস্তরে ... ... সা মা

„ উর্দ্ধস্তরে ... ... প নি

এই মধুর সম্মিলনের ভাষা কি তাহা কবিরাই জানেন। ভক্ত প্রথমে "মা" কে সম্ভাষণ করিয়া পরে পিতাকে ডাকেন ("পা") জননীকে জনকের বেদীপার্শ্বে লইয়া পরে সাত বার প্রদক্ষিণ করেন। রে গ ম ম প ধ নি এই ছয়টী স্বর বিশিষ্ট ষট্‌কোণ মন্দিরের অভ্যন্তরে বেদী, সেখানে সুনীল পদ্ম বিরাজিত। সেখানেই শিবমূর্ত্তি। সেই মন্দিরে প্রকৃতি পুরুষের সম্মিলন।

ভৈরবী রাগিণী শক্তিদায়িনী। মুমূর্ষ রোগীও ভৈরবী শুনিলে একবার উঠিয়া বসে। ভৈরবীতে এমন কি আছে? স্বরজ কম্পনে এমন কি আছে যাহাতে হৃদয় তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে? Harmonious Vibrationএর কোথা হইতে উৎপত্তি হয়? বিজ্ঞান একবার মানব হৃদয়ের Dynamics অনুসন্ধান করুন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা। কেবল ৩।০টী মাত্রা এবং ৩।০টী স্বর হৃদ্যন্ত্রে আবিষ্কার করিয়া পাশ্চাত্য দেহতত্ত্ববিৎগণ জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইতেও কি গূঢ়তর তত্ত্ব মানবশরীরে নাই?

ভাবগুলির উৎপত্তি শরীর হইতে, না শরীরের সংগঠন ভাব হইতে? ইথরের কম্পনে ভাবের উৎপত্তি হয়, না ভাবের উচ্ছ্বাসে ইথর কম্পিত হইয়া সূক্ষ্ম নাড়ীদেহ (Nerve bodies) সৃষ্টি করে? ভৈরবী রাগিণী আমাকে সৃষ্টি করে, না আমি ভৈরবী রাগিণী সৃষ্টি করি? Function পূর্ব্বে কিম্বা Organ পূর্ব্বে?

জড় পরমাণু আমাকে সৃষ্টি করিতেছে; না আমি জড় পরমাণু লইয়া দেহ রচনা করিতেছি? জড় পরমাণুর শক্তি আমাকে ভালবাসা শিখায়, না আমার হৃদয়ের দেবতা ভালবাসা শিখাইবার ও দেখাইবার জন্য পরমাণু লইয়া দেহ রচনা করেন?

ঐ সুন্দর পিয়ানো আমা হইতে সুমিষ্ট স্বরে গায়, তবে সে নিজে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে বাজিয়া উঠে না কেন? আমি না বাজাইলে সে বাজে না কেন? সহস্র বৎসর ধরিয়া একটী লজ্জাবতী লতার নিকট বংশীধ্বনি করিলে সে মানুষ হয় না কেন?

মানুষের পূর্ব্বে কোন্ পশু ভৈরবী গাহিয়াছিল ? বিজ্ঞানবিৎ ! যদি "আমি" বানরের বংশ, তবে অসভ্য বর্ব্বরের গলায় সাতটী স্বরের খেলা হঠাৎ কোথা হইতে আসে ? বানরের গলায় ত একটীও আসে না। ইহা কোন্ প্রণালীর আবর্ত্তন ? আমার একটী দেহ বানরের বটে, তবে এই প্রাকৃতিক দেহ ছাড়া কি অন্য কোন অদৃশ্য দেহ নাই যেখান হইতে ভাবগুলি সপ্তরথে আরোহণ পূর্ব্বক এই দেহে একটী পিয়ানোর সৃষ্টি করে ?

পুরুষ প্রকৃতির সপ্তপদী বিবাহ মানুষেই প্রথম। উহাই শিশুদিগের আধ আধ ভাব, যৌবনের প্রেম, বার্দ্ধক্যের বৈরাগ্য। যে শরীর হইতে সর্ব্বপ্রথম ভাবরাজ্যের সৃষ্টি হয় তাহা ঈশ্বরের কায়া। ইহাকে শাস্ত্র 'কারণশরীর' বলেন। ইহারই চতুর্দ্দিকে জ্যোতির্ম্ময় এবং বর্ণময় Aura। যখন মানব বিশ্বপ্রেমে মগ্ন হয় তখন প্রাকৃতিক বর্ণগুলি লোপ পায়। হৃদয়ে কোন কামনা থাকে না। অতি শুভ্র শত সূর্য্যপ্রভা সমন্বিত ঈশ্বরের জ্যোতি প্রাকৃতিক বর্ণগুলিকে Absorb করিয়া ফেলে। যখন জগতগুরুর জ্যোতি হৃদয়ে প্রথমে উদীয়মান হয় তখন নীল হইতে ক্রমে ক্রমে সকল বর্ণগুলিই অন্তর্ধান হইয়া সাধক দৃষ্টিহারা হন। প্রাকৃতিক ভাব সমুদায় লোপ পায়। তৎপরে যে রূপ দেখেন তাহ Anthropomorphic নহে। সে রূপ ও নহে। উহা অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কম্পন বিশিষ্ট বিমল আনন্দ। উহা ভাবের ভাব, জ্ঞানের জ্ঞান, চৈতন্যের চৈতন্য।

ঈশ্বরের কায়া স্পর্শ করিতে গেলে (বাস্তবিক তাহা শরীর নহে তবে ভাষাচ্ছলে আমরা কায়া বলিয়া উল্লেখ করিতে বাধ্য) মাতৃস্বরূপিনী দৈবী প্রকৃতির কোলে আত্মসমর্পণ করিয়া স্তম্ভিত শিশুর ন্যায় চুপ করিয়া বসিতে হয়। শাস্ত্রজ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, এবং মস্তিষ্ক একপার্শ্বে রাখিয়া ভৈরবীর পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া, করযোড়ে ইন্দ্রিয়গুলিকে একত্র করিয়া, দীন হীন কাঙ্গাল যেমন অতুল ঐশ্বর্য্য পাইলে সূক্ষ্মশরীরে প্রবেশ করে, অনেকটা সেই প্রকার সূক্ষ্মশরীরাবিষ্ট হইয়া, আনন্দে মগ্ন হইতে হয়। যখন সূক্ষ্ম শরীর লইয়া ভৈরবীর সাহায্যে ছয়টী স্বরের চক্র অতিক্রম পূর্ব্বক, বর্ণভাসিত পদ্মগুলি প্রদক্ষিণ করিয়া, সাধক ঈশ্বরের স্থানে যাইতে থাকেন তখন জড় প্রকৃতির শক্তি ধুলায় বিলুণ্ঠিত হইয়া যায়। মানবের ঊর্দ্ধ মস্তক নিম্নগামী হয়। জীবাত্মা প্রণত হয়। বেদ এই সনাতন প্রণালীকে প্রণব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রণবের ভাষা (অক্ষর) ওঁ (ইহার অন্যরূপ ও আছে)

প্রণবের ব্যাখ্যা বহুগ্রন্থে পাওয়া যায়। সুহৃদ্বর দেবেন্দ্র বাবু এবং আমাদিগের পূজনীয় কৃষ্ণধন বাবু "পন্থায়" অনেকবার প্রণবের অর্থ বুঝাইয়াছেন (পন্থা, ২য় ভাগ ৩য় সংখ্যা)। নাদবিন্দু উপনিষৎ এবং ললিতাসহস্রনামক গ্রন্থের টীকায় প্রণবের অনেক কথা পাওয়া যায়। প্রণব একটী ক্রিয়া বিশেষ। প্রণবতত্ত্বের অবতারণা করা আমার ন্যায় স্বল্পবুদ্ধির সম্ভবপর নহে। তবে ভৈরবী রাগিণীর সঙ্গে প্রণবের কোন সাদৃশ্য আছে কি না তাহা দেখা যাইতে পারে।

করেন্সী আফিসে স্বর্ণমুদ্রার সুমধুর ঝঙ্কার শুনিলে যেমন আমাদিগের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে, মানবের (জীবাত্মার) ওঁকার ধ্বনি সেইরূপ (অন্যভাবে) নিখিলনাথকে আলোড়িত করে। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বমূল, সর্ব্বাধার। ওঁকার ধ্বনি কোন স্থান বিশেষে লয় পায় না। ইহার বিলয় নাই। বিশ্বব্যাপিয়া এই ধ্বনি অপ্রতিহত ভাবে উঠিতেছে অথচ কর্ণ থাকিতে আমরা শুনিতে পাই না। সৌর জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য তৃণগাছি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত দৈবীশক্তির এই সুমহান্ শব্দ উত্থিত হইয়া ব্রহ্মের সহিত মিশিতেছে।

ন নাদ সদৃশোলয়ঃ। (শিবসংহিতা প্রতীকোপাসনা—৩০।]

নাদের সদৃশ লয় নাই। যাহার যতটুকু শক্তি প্রণব ধ্বনি ও তাহার পক্ষে তত ক্ষুদ্র। গুরোপদিষ্ট প্রক্রিয়া দ্বারা যখন মানব নিদ্রিতা জীবনীশক্তিকে জাগরিত করেন তখন সেই জাগরিতা শক্তি একটী বিশেষ পথ অবলম্বনপূর্ব্বক এক দেহ হইতে অপর দেহে যায়। এবম্বিধ গতির কারণে দেহাভ্যন্তরস্থ নাড়ী সমূহ কম্পমান হইয়া যে ধ্বনি উত্থিত হয় যোগশাস্ত্রে সাধারণতঃ তাহার নাম প্রণব দিয়া থাকে। সাধারণের জন্য সঙ্কলিত যোগশাস্ত্র পাঠ করিয়া অনেকে প্রণবের এইরূপ একটা কল্পনা করিয়া থাকেন। শক্তিতত্ত্বে ইহা প্রণবের একটী রূপ তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ এখন তাহার আলোচনা না করিয়া অন্যবারে কতকটা আভাষ দেওয়া যাইবে। তন্ত্রশাস্ত্রে উল্লিখিত দৈবীশক্তির সার্দ্ধত্রিতয়-বেষ্টন-বিশিষ্ট (কুণ্ডলীর আকার) রূপের উল্লেখ আছে।

"শঙ্খাবর্ত্তনিভা নবীন-চপলামালা-বিলাসাস্পদা
সুপ্তাসর্পসমা শিরোপরিলসৎসার্দ্ধ ত্রিবৃত্তাকৃতিঃ—

(ষট্‌চক্র—১১)

পূর্ব্বে অনেকটা আভাষ দিয়াছি যে মূলাধারস্থিত শক্তির উর্দ্ধগতির কম্পনে সুর এবং লয়ের সৃষ্টি হয়। সেই আত্মাশক্তির একটী রূপ হৃদয়উদ্ভূত। তাহাকেই আমরা ভৈরবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। সার্দ্ধ-ত্রিগুণ-মাত্রা, এবং সার্দ্ধ-ত্রিগুণ-সুর লইয়াই সঙ্গীতের খেলা। হৃদয়স্থিত দেবতার দৈবী প্রকৃতির সহিত আনন্দময় ক্রীড়ার প্রেমপূর্ণ উচ্ছ্বাসই গানের রূপ। সেই গানের ভাব (Expression) ঈশ্বরের কারণ দেহকে স্পর্শ করে এবং তাহারই আবেশে আমরা বিহ্বল হই।

শ্রীমদ্ভাগবৎ নামক ভক্তিগ্রন্থে (১২শ অধ্যায়—৩য়অঙ্ক—সৃষ্টিবর্ণনা) দেখিতে পাই যে তিনটী ব্যাহৃতি এবং প্রণব ঈশ্বরের হৃদয় হইতে উৎপন্ন। তাঁহার কারণ শরীরের অন্যান্য অংশ হইতে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ, জগতী, পংক্তি এবং প্রাণ হইতে বৃহতী ছন্দ সকল উৎপন্ন। জীবাত্মার দেহ স্পর্শ সংজ্ঞক বর্ণ (ককারাদি পঞ্চবর্গ) এবং ঈশ্বরের কারণ দেহ অকারাদি বর্ণ বিশিষ্ট। তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল উষ্মবর্ণ (শ ষ স হ) এবং তাঁহার শক্তি (য র ল ব) অন্তস্থ বর্ণ। সেই শক্তির ক্রীড়া (তাঁহার সহিত) হইতে স রে গ ম প ধ নি প্রভৃতি সপ্তস্বর উদ্ভূত। ব্যক্ত ভাষা বৈখরি, পরা, এবং পশ্যন্তি রূপেই অভিহিত এবং তাঁহার অব্যক্ত ভাষাই প্রণব। ঐ প্রণব হইতে ঈশ্বর নিত্যই আবির্ভূত হন।

প্রাণের এবং মনের সংযুক্তাবস্থার ক্রীড়া বিশেষের নাম ভাব। ক্রীড়ার অবসানে ভাব সমাধি। সমাধির পূর্ব্বাবস্থার নাম ধ্যান এবং ধারণা। ঈশ্বর শীঘ্র স্পর্শ দেন না। এখানে ওখানে লুকাইয়া, পলাইয়া নানারূপে ভক্তকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। মন প্রাণকে সেই লুকাচুরীর মধ্যে স্থির রাখিয়া তাঁহার অন্বেষণের নাম প্রত্যাহার। মন প্রাণকে সংযুক্ত করিবার বিশেষ প্রণালীর নাম প্রাণায়াম। ইহারই প্রত্যেক মাত্রা লইয়া সাধকের জপ-মালা।

হৃদয়ের ভাবগুলিই স্বরবর্ণ এবং তাহাই প্রকৃতির ক্ষেত্রে আরোপিত হইয়া ভাব ব্যঞ্জক হয় (ব্যঞ্জন)। বিশ্বমাঝে মানব প্রকৃতি বহুবিধ কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃতি সর্ব্বস্থানেই একরূপ। স্বরবর্ণের বৈলক্ষণ্য কোথায়ও দৃষ্ট হয় না, কিন্তু ব্যঞ্জন বর্ণের বৈলক্ষণ্য এবং তদনুযায়ী ভাষার বৈলক্ষণ্য সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। প্রেম, আত্মত্যাগ, সহানুভূতি প্রভৃতি গুণ (Moral and Emotional) সর্ব্বজাতিতেই সমান কিন্তু প্রাকৃতিক ধর্ম্ম এবং সাধন প্রণালী বহুবিধ। এইরূপে প্রাকৃতিক কারণবশতঃ রাগ রাগিণীর রূপ এবং ঈশ্বরের রূপ কল্পনাও নানাবিধ।

কিন্তু সুরের সপ্তবিভাগ সর্ব্বত্রই সমান। ইহা প্রাকৃতিক নহে। ইহা ঈশ্বরদত্ত মানব-সম্পত্তি।

যেমন নিস্বার্থ প্রেম এবং সেবায় মানব আকৃষ্ট হয় তেমনি মধুর স্বরেও মানব-হৃদয়ের কোন অংশ নাচিয়া উঠে। বংশী ধ্বনিতে কথা না থাকিলেও মানবের প্রাণ উদাস হয় কেন?

ইহা পূর্ব্বস্মৃতি। বৃন্দাবনে যে বংশী বাজিয়াছিল তাহা বোধ হয় এখনও ভারত সন্তানের সূক্ষ্মদেহের কর্ণ কুহরে লাগিয়া আছে। কোথা হইতে এক একটী মানুষ আসে যাহারা সুমধুর কাব্যে সুমধুর সঙ্গীতে, এবং সুমধুর কথায় আমাদিগকে পাগল করিয়া তুলে। ইহারা কোন বংশ পরম্পরা প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নহে। কখন হাসে, কখনও কাঁদে এবং গান গাহিয়া চলিয়া যায়। ইহাদের পরমাণু কে গঠন করে তাহা বুঝিনা। ইহা কি পূর্ব্বসংস্কার না অকস্মাৎ সৃষ্টি?

গান করা একটি বিশেষ শক্তি। Will force স্থিরভাবে সঞ্চালনা এবং সাধনার পথে আরোপন করা সাধারণ মানবের পক্ষে দুর্ঘট। নিকটে গুরু না থাকিলে, বহু জ্ঞান সঞ্চয়ের পর বৈরাগ্য না হইলে, বহুভক্তি না হইলে, এবং শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না থাকিলে কিছুদিন পরেই যোগাভ্যাস বিরক্তিজনক হইয়া পড়ে। সহস্র চেলার মধ্যে গুরুর কৃপায় একটী সাধনার প্রথম দুয়ার পার হয়। যতদিন জ্ঞানের পিপাসা থাকে, যোগের গুপ্ত মন্দিরের ঘণ্টা কাঁসরগুলি নাড়িবার চাড়িবার কৌতুহল থাকে, ততদিন শিষ্যমণ্ডলী অহঙ্কারের রথে চড়িয়া ধর্ম্মগাম্ভীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক সাধারণ লোকের বিস্ময় আকর্ষণ করেন, কন্তু গো টাকতক বৎসর অতীত হইলে পর "আমি সব—বুঝিতে পারিয়াছি —

কিন্তু—ওসব—করে—কে” এই ভাব মূল প্রকৃতি চেলার গলাটী টিপিয়া বাহির করেন। পূর্ব্বসঞ্চিত আতপতণ্ডুল, গোধুম এবং অপক্ক কদলী তখন আর ভাল লাগে না।

কৌশলই দুর্গম পথকে সুগম করে। টানাটানি করিয়া অষ্টধা প্রকৃতির হাত এ পর্য্যন্ত কোন ভদ্রলোক এড়াইতে পারেন নাই; সঙ্গীত সাধনার একটী সুকৌশল। কুৎসিত নৃত্যগীত ও বেশ্যালয়ের পঙ্কজ কেননা উহাতেও ভাব আবর্ত্তনের একটু সুরঞ্জ জ্যোতি আছে। হৃদয়ের ভাব কল্পনা করিয়া খেয়াল দুই চারিটী গাহিলেও সাধারণ জ্ঞান পথের কল্পনা হইতে আনন্দদায়ক। শক্তি পথে মধুর গম্ভীর সাধনা সঙ্গীত অনেকটা প্রাণায়ামের কার্য্যদায়ক। ঈশ্বর ধীরে ধীরে সকলকেই তুলিতেছেন। যত দিন গুরু উপস্থিত না হন ততদিন (Inner-self) মনেরের গুরু। তিনিই সখাসখীরূপে আমাদিগের সহিত খেলা করেন। তাঁহারই প্রেমের আবেশে আমরা ভৈরবী গাই।

যেমন যোগীর নিকট ওঁকার প্রণব সেইরূপ গায়কের নিকট ভৈরবী রাগিণী প্রণব। আমারও ভৈরবীতে এক গমকে অ উ পার হইয়া “মা” র নিকট পহুঁচাই। শিশুর যেমন মার হাঁসি দেখিয়া আনন্দ হয় গায়কেরও তেমনি মধ্যম সুর ভৈরবীতে স্ফুরিত হইলে আনন্দ হয়। আবার মা লুকাইলে গান্ধার ও রেখাব দিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া আসি এবং বাবার (পঞ্চমের) কোলে যাই এবং সেখানে আবার মা লুকাইত স্থান হইতে তাঁহার সহিত মিলিতা হন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

দশমহাবিদ্যা।

(৩য় সংখ্যার ৯৫ পৃষ্ঠার পর হইতে)

কাল-কামিনী এবং তমোগুণের আধারভূতা বলিয়া কালীর বর্ণ কৃষ্ণ, প্রকৃতিরূপ মহাগ্রন্থ হইতে যাবতীয় জ্ঞান লাভ হয় বলিয়া মাকে বিবসনা "দিগম্বরী" দেখান হইয়াছে—She is Isis Unveiled বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী কাল জ্ঞাপনার্থে মায়ের চতুর্দ্দিক মেঘাচ্ছন্ন তমসাবৃত; মা আলুলায়িত কেশা বা মুক্তকেশী হইয়া বুঝাইতেছেন ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী কাল-শক্তির পৃষ্ঠদেশে মায়াজাল বিস্তৃত রহিয়াছে; আরও, সেই মায়াজাল গুড়াইয়া যাবতীয় শক্তির প্রভু হও, আমার শক্তির অপব্যয় করিও না; এই অনন্তকোটী শক্তিপূর্ণ মায়াজাল কেন্দ্রীভূত করিয়া শক্তিমান হও। এই মহতী প্রকৃতিতে অনন্তকোটী বিশ্ব অনন্তকোটী মন্বন্তরের পর অনন্তবার লয় প্রাপ্ত হইয়াছে মুণ্ডমালা তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছে। সাধকের পক্ষে দেখাইতেছেন ইন্দ্রিয়াদি এবং তাহাদিগের অগণনীয় ভাব ও কার্য্য বশীকৃত করিয়া গলদেশে হার স্বরূপ না করিলে সাধন মার্গে প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। মুণ্ডমালার সংখ্যা পঞ্চাশৎ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলে পঞ্চাশৎ বর্ণমালা বুঝাইবে ("কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম রটে")। নির্গুণ ব্রহ্মভাব বুঝাইবার উদ্দেশে পদতলে সর্ব্বনিম্নে শব চিত্রিত হইয়াছে; ইনি গুণ ক্ষোভের পূর্ব্বাবস্থার পুরুষ; প্রকৃতির সংযোগ হইবামাত্র শব শিব হইয়া পড়িয়াছেন, তাই তন্ত্রে ইকার "সদাশিবময়ং বর্ণ পরংব্রহ্ম সমন্বিতং, হরি ব্রহ্মাত্মকং বর্ণং গুণত্রয় সমন্বিতম্" বলা হইয়াছে। প্রকৃতির সংযোগে শিবের দেহ উন্নত, নয়নদ্বয় বিস্ফারিত, কেশরাশি পুলকিত, বদন হাস্যময়। "শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চঃ" ইহাদ্বারা কোটি কোটি কল্প ও মন্বন্তর যাহা বিগত হইয়াছে বিশ্বজননীর দেহমধ্যে অলঙ্কৃত করিতেছে। সাধন পক্ষে, যে সকল দুর্ব্বার রিপু নিহত হইয়াছে তাহারা গত জীবন হইয়াও সাধকের অঙ্গে শোভা ধারণ করিতেছে; অর্থাৎ সাধক ইন্দ্রিয়াদির নিগ্রহ করিবেন বটে, কিন্তু সংসার সমরে সে গুলি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া সাধন পক্ষে কার্য্যকারী হইবে। নিষ্ক্রিয় পুরুষ শক্তিসংযোগে সক্রিয় হইয়াছেন বলিয়া শক্তির ক্ষিপ্রকারিতা এবং

উদ্যমশীলতা, এবং ব্যবসায় প্রদর্শনার্থে বিপরীতরতাতুরা বলা হইয়াছে। অব্যবহিত পূর্ব্বকল্পের তিরোভাব দেখাইবার নিমিত্ত, এবং, সাধনপক্ষে প্রবর্ত্তমান জন্মের ইন্দ্রিয়াদি বিনাশ বুঝাইবার উদ্দেশে "সদ্য ছিন্ন শিরঃ খড়্গ বামাধোর্দ্ধকরাম্বুজা" কথিত হইয়াছে। বিশ্বমাতৃত্ব সূচক "পীনোন্নত পয়োধরা" অঙ্কিত হইয়াছে। একহস্তে বর এবং অপর হস্তে অভয় দেখাইয়া আদ্যাশক্তি স্বয়ং সাধনার উপদেশ দিয়া সাধককে বলিতেছেন "আইস, তুমি এইরূপে সাধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হও, আমি বর দিতেছি, এ মার্গে নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণ কর, ফল প্রাপ্তি হইবে"। "ঘোরদংষ্ট্রাও করালাস্য" এই বিশেষণদ্বয় দ্বারা শক্তির সংহার কারিণীত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। লোচন ত্রিতয় দ্বারা মহামায়ার জ্ঞান ভাণ্ডারত্ব সূচিত হইয়াছে। আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু সাধক ষট্‌সম্পত্তি আয়ত্ত করিয়া যখন প্রকৃত সাধন মার্গে প্রবৃত্ত হন তখন বিদ্যাদির অমৃতধারা প্রবাহিত হইতে থাকে,—"সৃক্বদ্বয় গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতনন," তাহাই প্রকাশ করিতেছে। মা পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী নাদরূপিণী এই হেতু তিনি "ঘোরাবা ;" তাঁহার শব্দে বিশ্বের বিকাশ সাধিত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সাধককে "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্" উপদেশ দিয়াছেন। শব্দের অনন্ত, অসীম, অনির্ব্বচনীয় শক্তি। লয়কালে ব্রহ্মাণ্ড কালকবলে শয়ন করে এই কারণে শক্তি "শ্মশানালয়বাসিনী"। ইহাদ্বারা আরও সূচিত হইতেছে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে আদ্যাশক্তির চক্ষে অনন্তবিশ্ব শ্মশানবৎ। শক্তিই অর্থাৎ পরমা প্রকৃতি নির্গুণ নিশ্চেষ্ট পুরুষকে সচেষ্ট করিতেছেন, সগুণ শক্তি ব্যতিরেকে এক অদ্বিতীয় পুরুষ ও "নখলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি"—ইহা বুঝাইবার জন্য মার মুখকমলের বর্ণনায় "হসন্মুখী" "সুখপ্রসন্ন বদনা" ইত্যাদি বিশেষণ উক্ত হইয়াছে। মঙ্গলদায়িনী আবরণ দেবতাগণ শম, দম, শ্রদ্ধা, সমাধান, তিতিক্ষা, উপরতি, যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি শব্দ করিয়া কালীকে বেষ্টন করিয়া আছেন, সেই কারণ "শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতা" বলা হইয়াছে। "কর্ণাবতংসতানীত শব (শর) যুগ্মভয়ানকা"-ইহার তাৎপর্য্য কি ? এস্থলে কিয়ৎকালের জন্য ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ শরীর তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক ; এতদ্বারা সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের চিরপ্রচলিত কর্ণবেধ প্রথার কিয়ৎপরিমাণে রহস্যভেদ হইতে পারিবে, আশা করা যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

জীবন-রহস্য।

(গল্প)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যখন পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিলাম তখন ভগ্নীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া একবারে শোকে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা সত্য ঘটনা বলিয়া কিছুতেই প্রত্যয় করিতে পারিতেছি না। ভগ্নীর অবস্থা সম্বন্ধীয় সমস্ত দৃষ্ট ঘটনাবলী আমার চক্ষে স্বপ্নসম্ভূত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ভগ্নীর অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমার মস্তিষ্কের বিকার উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই বিকৃতির ফলেই আমি স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি মাত্র।

আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম। "যাহা দেখিয়াছি, কেবল মাত্র অর্দ্ধ মিনিটের ভিতর কি তাহা দেখা সম্ভব? কেবল মাত্র স্বপ্নেই এরূপ ঘটনাবলী দৃষ্ট হইতে পারে। আমাদের মস্তিষ্কের অবস্থা বিকৃত হইলে আমরা স্বপ্ন দেখিয়া থাকি, এবং স্বপ্নেদৃষ্ট ঘটনাবলীর সহিত সময় এবং স্থানের কোনই সংশ্রব থাকে না, অর্থাৎ আমরা স্বপ্নে শতবৎসরের ঘটনাবলি এক মিনিট সময়ে দেখিতে পারি এবং নিমেষের মধ্যে সহস্র সহস্র ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ হই। আমার দৃষ্ট ঘটনাবলীতে যোগীবরের কিছুই কর্তৃত্ব নাই। আমার মস্তিষ্কের বিকৃতিই আমার দৃষ্ট ঘটনাবলীর মূল কারণ। মোট কথা এই যে সন্ন্যাসীদের নানাবিধ ঔষধাদি জানা আছে, আমার মস্তিষ্কের বিকৃতি দেখিয়া দুষ্ট কপট যোগী কৌশলক্রমে কোনও ঔষধ দ্বারা আমার চৈতন্যহরণ করিয়া আমাকে একটী স্বপ্ন দেখাইয়াছে। আমার দৃষ্ট ঘটনাবলী সমস্তই মিথ্যা সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আঃ আর একথা ভাবিতে পারি না। আর এ অলীক চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান দিব না। আমি কল্যই

মশৌরী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিব। কলিকাতা যাইয়া নিজ-চক্ষে ভগ্নীর প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিব।"

আমি উপরোক্ত কথা গুলি একটু উচ্চৈঃস্বরেই বলিয়া ফেলিলাম। বন্ধুবর ও যোগীবর যে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন তাহা আমি একরূপ বিস্মৃতই হইয়া ছিলাম। চক্ষু চাহিয়া দেখি যোগীবর তখনও আমার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, তাঁহার সুতীক্ষ্ণ চক্ষুদ্বয় যেন আমার অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া আমার অন্তরের সমস্ত তত্ত্ব স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর করিতেছেন। বন্ধুবর আমার দুঃখে বরাবরই সমবেদনা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তিনি ধীরভাবে আমার নিকটে আসিয়া অতি যত্নে আমার হস্তখানি ধরিয়া বলিলেনঃ—

"বন্ধুবর! তুমি পূর্ব্ব কথিত মত রীতিমত আত্মশুদ্ধি না করিয়া মশৌরী পরিত্যাগ করিও না। তুমি যাহা দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলে তোমাকে তাহা দেখাইতে কতক গুলি নিম্নপ্রকৃতির অপদেবতার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যদি তুমি রীতিমত আত্মশুদ্ধি না কর তাহা হইলে এই সকল অপ-দেবতারা কখনই তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে না। সেই জন্য ভাই! আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া যোগীবরকে তাঁহার কার্য্য শেষ করিতে দাও।"

শরীরে ক্রোধের উৎপত্তি হইলে কিংবা অন্য কোনও কারণে মতিভ্রম হইলে তখন মনুষ্য নিজের হিতকথা কিছুতেই বুঝিতে পারে না। বন্ধুবরের কথা শুনিয়া আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। বন্ধুবর তাঁহার সানুনয় অনু-রোধের উত্তরে আমার রোষকষায়িত লোচনের তীব্র কটাক্ষ লাভ করিলেন। আমি সগর্ব্বে বলিলাম "আমি আমার ভগ্নীর অবস্থা সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছি তাহা সমস্তই ভুল; যোগীপুরুষ এক জন জুয়চোর সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি কল্য নিশ্চয় মশৌরী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা রওনা হইব। ইহাতে যদি আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয় তাহাতেও আমি পশ্চাৎপদ নহি।"

বন্ধু। যদি যোগীবর তোমাকে রীতিমত শুদ্ধ না করিয়া দেন তাহা হইলে এই কার্য্যের জন্য তোমাকে তোমার জীবনের অবশিষ্ট কাল অনুতাপ করিতে হইবে। আত্মশুদ্ধি না করিলে অপদেবতারা কিছুতেই তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে না এবং অবসর পাইলেই তোমার উপর উহাদের ক্ষমতা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবে।

আমি। আচ্ছা। সে যাহা হয় পরে বুঝা যাইবে। এক্ষণে যোগীবরের পারিশ্রমিক স্বরূপ কি দিতে হবে বল দেখি?

বন্ধু। যোগীবর পুরস্কারের আশায় এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহার অর্থের কিছুই প্রয়োজন নাই। যোগীবর যে শ্রেণীর মনুষ্য ঐ শ্রেণী জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী কারণ ইঁহাদের প্রার্থিব কোনও বিষয়েরই অভাব নাই, প্রার্থিব সুখভোগের সমস্ত আসক্তি ইঁহারা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তুমি যোগীবরকে বিদ্রূপ করিও না। তোমার দুঃখে বিগলিত হইয়াই ইনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং তোমার উদ্বেলিত চঞ্চল মনকে শান্ত করাই ইঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।"

এক্ষণে আমার মনের অবস্থা এতদূর মন্দ যে আমি বন্ধুবরের কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত করিলাম না। যোগীপুরুষের উপর এক্ষণে এরূপ বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছে যে আমি আমার সরল প্রকৃতি বন্ধুবরের বন্ধুত্ব, ভালবাসা, এবং উদারপ্রকৃতি সমস্তই বিস্মৃত হইলাম। ভণ্ড যোগীকে আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইবার আদেশ করিতে যাইয়া দেখি যোগীবর সম্মুখে নাই! আমি যোগীবরকে আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইতে দেখি নাই। তাহার সকল জুয়াচুরী ধরা পড়িল ভাবিয়া ভণ্ড যোগী নিঃশব্দপদসঞ্চারে গোপনে কখন পলায়ন করিয়াছে কিছুই জানিতে পারি নাই।

নির্ব্বোধ! ভ্রান্ত, গর্ব্বিত মনুষ্য! হায়! আমি তখন কি মূর্খের ন্যায়ই কার্য্য করিয়া ছিলাম। তখন বুঝিতে পারি নাই যে যোগীবরের সহিত আমার অবশিষ্ট জীবনের সকল সুখ শান্তি চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেছে। আমার হৃদয়ে অবিশ্বাসের প্রবল রাজত্ব। এক্ষণে সকল বিষয়েই আমার অবিাস উপস্থিত হইয়াছে। যোগীবর কর্ত্তৃক দৃষ্ট সমস্ত ঘটনাবলীই অবিশ্বাস্য বলিয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে। আমি মনে মনে ভাবিলাম "আচ্ছা মনুষ্যের 'মন' কি পদার্থ? মস্তিষ্ক আর মনে ত কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। মস্তিষ্কই ত মন। মস্তিষ্ক কতকগুলি জড়পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহা কি কখনও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের সাহায্য ব্যতীত কোনও বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারে? কখনই না। আমি কি এতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ভ্রান্তমতি যে আমি মনের এই কল্পিত ক্ষমতাতে আস্থা প্রদান করিব? কখনই না। বরং জ্যোতি-

দীদিগের গ্রহনক্ষত্রের ক্ষমতার কথা বিশ্বাস করিতে পারি কিন্তু বন্ধুবর কথিত অপদেবতার কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। অদৃশ্য প্রাণীর অস্তিত্ব স্বীকারকরিলে মনুষ্যের জ্ঞান ও বিবেচনা শক্তির অবমাননা করা হয়। যাহা চক্ষে দেখিতে পাই না এরূপ প্রাণীর অস্তিত্ব কিছুতেই সম্ভব-নয়,সম্ভব নয়।"

আমি বন্ধুবরকে অনুরোধ করিলাম যেন তিনি এবিষয়ে আর আমার সহিত কোন প্রকার তর্ক উপস্থিত না করেন। কিন্তু বন্ধুবর আমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বাস্তবিক দুঃখিত হইয়াছেন, তিনি আমার কল্যাণের জন্য পুনর্ব্বার অত্যন্ত অনুনয়ের সহিত বলিলেন "ভাই সতীশ! আমি তোমাকে করজোড়ে অনুনয় করিয়া বলিতেছি তোমার অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা পরিত্যাগ কর। এক্ষণে তুমি অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া আত্মশুদ্ধি করিতে অস্বীকার করিতেছ, কিন্তু ইহার জন্য তোমাকে নিশ্চয় অনুতাপ করিতে হইবে। ভগবান্ তোমাকে রক্ষা করুন। তুমি যোগীবরের কথা মত আত্মশুদ্ধি না করিলে যোগীবরও তোমাকে অপদেবতাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন না। আমি তোমার হিতাকাঙ্খী সুহৃদ; আমি তোমাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি তুমি নিজ অজ্ঞতার দোষে তোমার ভবিষ্যৎ জীবন একবারে নষ্ট করিও না। কি বল?

আমি। তোমার যাহা ইচ্ছা বলিয়া যাও। কিন্তু আমি কিছুতেই তোমার মিথ্যা কুসংস্কারে বিশ্বাস করিতে পারিব না।

বন্ধু। (সজলনেত্রে) এই আমার শেষ অনুরোধ। যোগীবরকে তাঁহার কার্য্য শেষ করিতে না দিলে তোমার অবশিষ্ট জীবন অত্যন্ত ভয়াবহ হইবে তাহা তোমাকে পুনর্পুনঃ বলিতেছি। তোমার যে জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইয়াছে উহা হইতেই তোমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হইবে। যাঁহারা বিশুদ্ধ চরিত্র সাধুপুরুষ এবং যাঁহারা দেবতাগণের কৃপালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন কেবলমাত্র তাহারাই দিব্য দৃষ্টি (Clairvoyance) প্রভাবে নিজও পর হিতসাধনে সমর্থ হন। এই সকল সাধুমহাত্মাদিগের নিকট কথিত অপদেবতারা কিছুই ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু ভাই তোমার মনের উন্মুক্ত দ্বার রুদ্ধ না করিয়া দিলে এই সকল অপদেবতারা তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যখন তখন তোমাকে তোমার ভবিষ্যতের ও দূরদেশস্থিত তোমার আত্মীয়স্বজনের চিত্র প্রদর্শন করিয়া একবারে বিহ্বল করিয়া তুলিবে। ইহাতে তোমার বিকৃত মস্তিষ্ক

আরও বিকৃত হইয়া উঠিবে। তুমি নিশ্চয়ই উন্মাদগ্রস্ত হইবে। যখন মনুষ্য এই সকল অপদেবতার দ্বারা দূরস্থিত ঘটনাবলী প্রদর্শন করিতে থাকে তখন তাহাতে প্রকৃত মনুষ্যের ভাব কিছুই থাকে না। তৎকালে ঐ মনুষ্যের মনে দয়া ভালবাসা, দুঃখ শোক প্রভৃতি কোনই মানবীয় ভাব স্থান পায় না।

উপরোক্ত কথা শ্রবণ করিয়া ভগ্নীর বৈধব্য দর্শন কালে আমার মানসিক ঔদাসীন্যের কথা স্মরণ হওয়ায় আমি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলাম। বন্ধুবরকে লক্ষ করিয়া বলিলাম "থাম! থাম! আমি আর তোমার পাগ্‌লামী শুনিতে পারি না। যদি তুমি জানিতে যে ইহাতে এতই বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাহইলে কেন জানিয়া শুনিয়া এরূপ কার্য্যে আমাকে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলে?"

বন্ধু। অতি অল্প কালের জন্যই তোমাকে ঐ অবস্থায় রাখা হইয়াছিল। তুমি আত্মশুদ্ধি করিতে স্বীকৃত ছিলে বলিয়াই এ কার্য্যে তোমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছিলাম। আমি তোমার ভালর জন্যই এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে তোমার অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া হৃদয় একবারে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

বন্ধুবর উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়া আর বলিতে পারিলেন না একবারে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমি অতি কষ্টে বন্ধুবরকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। পরদিন নিজ কার্য্যালয়ে যাইয়া নিজ প্রভুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সেই দিনই যশোহর পরিত্যাগ করিলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্র নাথ নাগ।

ওঁ

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম।

শ্রীযুক্ত "পন্থা" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

মহাশয়

নিম্নলিখিত পত্রখানিকে আপনার পত্রিকায় স্থান প্রদান করিলে অনুগৃহীত হইব।

যদিও তীর্থস্থানে অন্নসত্রাদির সদ্ভাব থাকায় সাধুদিগকে ভিক্ষাক্লেশ পাইতে হয় না সত্য, কিন্তু যে সকল তীর্থস্থান লোকালয় হইতে দূরে, বিশেষতঃ পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত, তথায় রোগাক্রান্ত হইলে যে তাঁহাদিগকে সমধিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

সাধু মহাত্মারা সচরাচর একাকী বিচরণ ও অবস্থান করিতে ভাল বাসেন, সুতরাং অসুস্থ হইলে তাঁহাদিগকে যে কত যাতনা সহ্য করিতে হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কত মহাত্মারই না সামান্য সেবার অভাবে সমগ্র জগতের শুভকল্পে নিযুক্ত, পুণ্য পুঞ্জময় দেহ বিসর্জ্জিত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত অভাবের গুরুত্ব অনুভব করিয়া তৎপ্রতিবিধানের যৎসামান্য চেষ্টা স্বরূপে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজের অনুবর্ত্তী সন্ন্যাসী মণ্ডলী, রোগগ্রস্ত, অসহায় সাধু ও তীর্থযাত্রীদিগের পরিচর্য্যার নিমিত্ত গত আষাঢ় মাস হইতে হরিদ্বারের নিকট কঙ্খলে একটী সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। এই সেবালয়ে ঔষধ ও পথ্য প্রদান করিয়া সাধু ও দরিদ্র তীর্থযাত্রীগণের সেবা করা হইতেছে। সহায়তা পাইলে ক্রমে অন্য তীর্থেও এবম্বিধ সেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পরের অভাব ও ক্লেশে আপনি অভাব ও ক্লেশ বোধ করিয়া উৎফুল্ল অন্তরে তাহা দূর করিতে সচেষ্ট হওয়া মনুষ্য জীবনের সার্থকতা সিদ্ধির অন্যতম উপায়। যাঁহারা ভারতের প্রাচীন পবিত্র ধর্ম্মভাব আজিও প্রদীপ্ত দেখিয়াছেন যাঁহারা ভারতবাসীর, কেবল ভারতবাসীর কেন, সমগ্র জগৎবাসীর হিত সাধনের জন্য আপনাদিগের মহৎ জীবনে মহৎ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অসুস্থতার সময় তাঁহাদিগের শারীরিক ক্লেশ উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করা যে পরম কল্যাণকর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা অপেক্ষা মনুষ্যের শরীর ও অর্থের আর কি সদ্ব্যবহার হইতে পারে? এই জন্যই আমরা আশা করি যে সকলেই আপনাপন সাধ্যানুসারে সাহায্য করিয়া উক্ত সেবালয়ের উৎকর্ষ ও স্থায়ীত্ব বিধান করিবেন।

যিনি যাহা কিছু এই শুভানুষ্ঠানের জন্য প্রদান করিবেন, তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও তাহার প্রাপ্তিস্বীকার "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রে প্রকাশিত হইবে। ইতি

বিমলানন্দ

অদ্বৈত আশ্রম।
মায়াবতী, আলমোরা।—সহকারী সম্পাদক, প্রবুদ্ধ ভারত।
১৩ ই ভাদ্র, সন ১৩০৮ সাল।

ওঁ
পন্থা
মহাজনো যেন গতঃ স
সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

৫ম ভাগ। { আশ্বিন ১৩০৮ সাল। } ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

স্তুতিকুসুমাঞ্জলিঃ।

আপদুদ্ধার স্তোত্রম্।

(১)

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

প্রণমি করুণাময়ি শরণদায়িনি!
জগত ব্যাপিনি শিবে বিশ্বস্বরূপিনি!
ত্রিভুবন পূজে তব শ্রীপদ নলিনী
নমি দুর্গে ত্রাণকর জগত তারিণি! ॥১॥

(২)

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমান স্বরূপে
নমস্তে মহা যোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দানন্দ স্বরূপে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

নিখিল জগতচিত্তে স্বরূপ তোমার
প্রণমি চরণ তব নমি বার বার
তুমি মা মহা যোগিনী জ্ঞানস্বরূপিনী
প্রণমি তোমারে মাগো! জগত জননী!
সদানন্দ হৃদে তুমি আনন্দ রূপিনী
নমি দুর্গে ত্রাণ কর জগততারিণি! ॥২॥

(৩)

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তো—
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তার দাত্রি
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

দীনহীন তৃষাতুর অনাথ জনের
ভীত সশঙ্কিত বদ্ধজগত জীবের,
তুমি দেবী একমাত্র নিস্তার কারিণী
নমি দুর্গে ত্রাণ কর জগত তারিণি! ॥৩॥

(৪)

অরণ্যে রণে দারুণ শত্রুমধ্যেঽ
নলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তার হেতু
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

বনে রণে শত্রুমধ্যে রাজনিকেতনে
অনলে জলধিজলে প্রান্তর বিজনে,

তুমি দেবি! একমাত্র গতি নিস্তারিণি!
নমি দুর্গে ত্রাণ কর জগত তারিণি ॥৪॥

(৫)

অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্ত ঘোরে
বিপৎ সাগরে মজ্জতাং দেহভাজাং।
ত্বমেকাগতির্দ্দেবি নিস্তার নৌকা
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

অপার দুস্তর ঘোর অতীব ভীষণ
বিপদ সাগরে জীব হতেছে মগন,
তুমি দেবি! একমাত্র নিস্তার তরণী
নমি দুর্গে ত্রাণ কর জগত তারিণী! ॥৫॥

(৬)

নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দ্দণ্ডলীলা—
লসৎ খণ্ডিতাখণ্ডলাশেষ ভীতে।
ত্বমেকা গতি বিঘ্নসন্দোহহন্ত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

বিস্তারি প্রচণ্ড লীলা চণ্ডিকে! তোমার
নাশিলে ইন্দ্রের ভয় অশেষ প্রকার,
তুমি একমাত্র গতি বিপদ নাশিনি!
নমি দুর্গে ত্রাণ কর জগত তারিণি ॥৬॥

(৭)

ত্বমেকাজিতারাধিতা সত্যবাদি—
ন্যমেয়াজিতা ক্রোধনা ক্রোধ নিষ্ঠা।
ইড়া পিঙ্গলাত্বং সুষুম্না চ নাড়ী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

তুমি মা অপরাজিতা ত্রিলোক পূজিতা
সুনৃত বাদিনী চণ্ডী অমেয়া অজিতা

তুমি মা পিঙ্গলা ইড়া সুষুম্নারূপিনী
নমি দুর্গে ত্রাণ কর জগত তারিণি ॥৭॥

(৮)

নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে
সরস্বত্য + রুন্ধত্য + মোঘস্বরূপে।
বিভূতিঃ শচী কাল রাত্রিঃ সতীত্বং
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

নমি দেবি দুর্গে শিবে ভীম নিনাদিনি!
সরস্বতি অরুন্ধতি অমোঘরূপিনি!
তুমি শচী সিদ্ধি সতী কালনিশী থিনী
নমি দুর্গে ত্রাণ কর জগত তারিণি ॥৮॥

(৯)

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাম্
মুনিদনুজ নরাণাম্ ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাম্॥
নৃপতি গৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাম্
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ ॥

তুমি মা শরণ দেব দৈত্য মানবের
সিদ্ধ বিদ্যাধর মুনি তপস্বী জনের
নৃপগৃহগত কিম্বা ব্যাধি প্রপীড়িত
অথবা দস্যুর হস্তে যাহারা পতিত,
তুমি দেবি! সকলের দুর্গতিনাশিনী
দীন জনে সুপ্রসন্ন হও গো জননি! ॥৯॥

ইতি বিশ্বসারে আপদুদ্ধার কল্পে দুর্গাস্তবরাজঃ সম্পূর্ণং;

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৌরাণিক কথা।

শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব।

অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি,
কেহ কোন মত কহে, যেমন যার মতি।
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নর নারায়ণ,
কেহ কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন।
কেহ কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার;
অসম্ভব নহে—সত্য বচন সবার।
কেহ কহে পরব্যোমে নারায়ণ করি;
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, যাতে অবতারী।
চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ।

নরনারায়ণ

মূর্ত্তিঃ সর্ব্বগুণোৎপত্তির্নরনারায়ণাবৃষী।
যয়োর্জন্মন্যদো বিশ্বমভ্যনন্দৎ সুনির্বৃতম্॥৪—১

সকল গুণের আস্পদ দক্ষকন্যা মূর্ত্তির গর্ভে নর ও নারায়ণ ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জন্মে এই বিশ্ব অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছিল।

তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংসাবিহাগতৌ।
ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ॥ ৪—১

পৃথিবীর ভারহরণ করিবার জন্য ভগবান্ হরির অংশরূপী সেই ঋষিদ্বয়ই যদুকুলে ও কুরুকুলে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কুরুকুলের কৃষ্ণ অর্জ্জুন।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী নিম্নলিখিত তন্ত্রোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অর্জ্জুনে তু নরাবেশঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ স্বয়ম্।

অর্জ্জুন নরের আবেশ অবতার। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ণ।

ব্যাসদেব মহাভারতের মঙ্গলাচরণে নরনারায়ণকে নমস্কার করিয়াছেন।

অর্জ্জুন প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, যে তিনি সদ্যোজাত ব্রাহ্মণ শিশুকে রক্ষা করিবেন। কিন্তু তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে, সেই শিশুর অনুসন্ধান পাইলেন না। অবশেষে "মহাযোগেশ্বরেশ্বর" শ্রীকৃষ্ণের সহিত তিনি অনন্তশায়ী পুরুষের নিকট গমন করিলেন। সেই পুরুষ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া সস্মিত তেজোময় বাক্যে বলিতে লাগিলেন—

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা
ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্
হত্বেহ ভূয়স্তরয়েতমন্তিমে॥
পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবৃষী।
ধর্ম্মমাচরতাং স্থিত্যৈ ঋষভৌ লোকসংগ্রহম্॥

তোমাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া আমি ব্রাহ্মণ বালকদিগকে এখানে আনিয়াছি। পৃথিবীতে ধর্ম্মের রক্ষার জন্য আমার কলারূপে তোমরা অবতীর্ণ হইয়াছ। এখন পৃথিবীর ভাররূপী অসুরগণকে বিনাশ করিয়া, তোমরা সত্বর আমার নিকট পুনরাগমন কর। হে নর নারায়ণ, তোমরা উভয়ে পূর্ণকাম। তথাপি জগতের স্থিতির জন্য লোক সংগ্রহ মূলক ধর্ম্মের আচরণ কর।

বামন

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মাতা দেবকীকে স্বয়ং বলিয়াছেন—

তয়োর্ব্বাং পুনরেবাহমদিত্যামাস কশ্যপাৎ।
উপেন্দ্র ইতি বিখ্যাতো বামনত্বাচ্চ বামনঃ॥

ক্ষীরোদশায়ী অবতার

গোরূপিনী পৃথিবীর কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা দেবতাদিগকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীর সমুদ্রের তীরে গমন করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা তদুপধার্য্যাথ সহদেবৈ স্তয়াসহ।
জগাম সত্রিনয়ন স্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ॥
তত্রগত্বা জগন্নাথং দেব দেবং বৃষা কপিম্।
পুরুষং পুরুষসূক্তেন উপতস্থে সমাহিতঃ॥

গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং
নিশম্য বেধা স্ত্রিদশনুবাচ হ ।
গাং পৌরুষীং মে স্তণুতামরাঃ পুন
র্বিধীয়তামাস্থ তথৈব মাচিরম্ ।
পুরৈব পুংসা বধৃতো ধরাজ্বরো
ভবদ্ভিরংসে র্যদুষূপজন্যতাম্ ।
স যাবদুর্ব্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ
স্বকাল সত্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ভুবি ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, পুরুষ স্বয়ং অবতীর্ণ হইবেন ।

পরব্যোমে নারায়ণ

বৃন্দাবন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া ব্রহ্মা তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন ।

জগত্রয়ান্তোদধি সংপ্লবোদে
নারায়ণস্যোদর নাভিনালাৎ ।
বিনির্গতোহজস্তিতি বাঙনবৈমৃষা
কিন্তীশ্বর ত্বন্ন বিনির্গতোস্মি ।
নারায়ণস্ত্বং নহিসর্ব্বদেহিনা
মাত্ম্যস্যধীসাখিললোকসাক্ষী ।
নারায়ণোহঙ্গং নরভূজলায়নাৎ
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥
শিশু বৎস হরি, ব্রহ্মা করি অপরাধ,
অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ—
"তোমার নাভিপদ্ম হইতে আমার জন্মোদয়
তুমি পিতা মাতা ; আমি তোমার তনয় ।
পিতা মাতা বালকের নালয় অপধার ।
অপরাধ ক্ষম মোরে করহ প্রসাদ" ।
কৃষ্ণ কহেন, "ব্রহ্মা, তোমার পিতা নারায়ণ
আমি গোপ তুমি কৈছে আমার নন্দন",

ব্রহ্মা বলেন "তুমি কিনা হও নারায়ণ
তুমি নারায়ণ শুন তাহার কারণ—
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টে যত জীবরূপ ;
তাহার যে আত্মা তুমি, মূলস্বরূপ।
পৃথীযৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়
জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্ব্বাশ্রয়।
'নার' শব্দে কহে সর্ব্বজীবের নিচয়
'অয়ন' শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয়।
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।
এই এক হেতু ; শুন, দ্বিতীয় কারণ—
জীবের ঈশ্বর পুরুষাদি অবতার
তাঁহা সবা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার।
অতএব অধীশ্বর, তুমি সর্ব্বপিতা ;
তোমার শক্তিতে তারা জগৎ রক্ষিতা।
নারের অয়ন যাতে করহ পালন
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ।
তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান—
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
ইথে যত জীব তার ত্রিকালিক কর্ম্ম
তাহা দেখ সাক্ষী তুমি জান তার মর্ম্ম।
তোমার দর্শনে সর্ব্ব জগতের স্থিতি।
তুমি না দেখিলে কার নহি স্থিতি গতি।
নারের অয়ন যাতে কর দরশন
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ"

চৈ, চ, আ, লী,

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্—

এতেকাংসকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

অন্যান্য লীলা অবতারেরা পুরুষের কলা ও অংশ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন।
তবে শুকদেব, মনে পেয়ে বড় ভয়
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়।
অবতার সব পুরুষের কলা অংশ
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস।
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ব। তিনি প্রথম পুরুষ হউন, বা দ্বিতীয় পুরুষ হউন, বা তৃতীয়পুরুষ হউন, কিম্বা পুরুষ অবতারদিগের প্রবর্ত্তক স্বয়ং ভগবান্ হউন, তিনি যে শ্রেণীর ঈশ্বর হউন, এবং যে রূপে যে কালে আবির্ভূত হউন, তিনি আমাদের সর্ব্বস্ব। তিনি কৃষ্ণ রূপে অবতার গ্রহণ করিয়া, জগতের আধিপত্য গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি প্রতি জীবের সহিত আপনার সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং অষ্টধা প্রকৃতির নায়ক হইয়াছেন। জীবের তিনিই সম্বল। জীবের তিনিই পরম আশ্রয়। তাঁহাকে অতিক্রম করিতে কোন জীব সমর্থ হয় না। যে যে ভাবে তাঁহাকে আশ্রয় করে, তিনি সেই ভাবে জীবকে আশ্রয় করেন। এই জন্যই তিনি আমাদের পরতত্ব। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্যকে জানিবার আমাদের আবশ্যক নাই।

শ্রী পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

ঈশ্বরোপাসনা।

(৫ম সংখ্যার ৭৯ পৃষ্ঠার পর হইতে)

শিষ্য। প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা করিবার পূর্ব্বে মানবকে একে একে পঞ্চকোষের পরিপুষ্টি সাধন পূর্ব্বক অবশেষে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য সম্পাদন

করিয়া আপনাকে তাহাদের সাক্ষীরূপে জানা চাই। এইরূপে মানব পঞ্চ কোষাতীত হইয়া কোষসকলকে তত্ত্বজ্ঞান লাভের পক্ষে উপযুক্ত উপাধিরূপে নির্ম্মাণ করে এবং কোষ সকল দ্বারা তৎ তৎ লোকের জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক আত্মজ্ঞানে অগ্রসর হয়। ঐ প্রকারে জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক ও প্রকৃত জ্ঞানযোগ, নিষ্কাম ভক্তিযোগ সাহায্যে জীব ক্রমে পূর্ব্বকল্পের স্থিতি মূলক ঈশ্বরের চিত্ত-বৃত্তির স্বরূপভূত মায়ারাজ্য অতিক্রম করিয়া আপন স্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক প্রকৃত ভক্তিদ্বারা উপাসনা করিতে পারে। এক্ষণে বুঝাযাইতেছে যে প্রকৃত জ্ঞান অর্জ্জন করিতে গেলে মানবকে, কোষ সকলের অতীত হইতে হইবে। যতক্ষণ চিত্ত দেহ বিশেষে আবদ্ধ হইয়া ঐ দেহের সুখ দুঃখাদি ভোগে রত থাকে, ততক্ষণ ঐ সকল কোষ বা ঐ প্রকার ভোগবৃত্তি দ্বারা আত্মজ্ঞান সম্ভবে না। আত্মজ্ঞান না থাকিলে ঈশ্বরোপাসনা হয় না। সেই জন্যই ঋষিগণ মানবকে পঞ্চযজ্ঞ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

ছা। পঞ্চযজ্ঞ কি, ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।

শি। মানবের উপাধি সকলের তমঃ ও রজোগুণ দূর করিবার উপায়। সকলের মধ্যে পঞ্চযজ্ঞ অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। তমোগুণের কার্য্যে শরীরের সহিত জীবাত্মার অভিন্ন সম্পর্ক স্থাপন হয়। সে শরীরকে 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ জ্ঞান করে। শরীরসকল লইয়া কার্য্য করিতে হইবে অথচ 'আমি' ও 'আমার' ইত্যাকার জ্ঞান থাকিবে না এমত করা চাই। কার্য্য না করিলে শরীরের পরিপুষ্টি হইবে না, সুতরাং স্বাতন্ত্র্য আনয়ন করা অসম্ভব। অথচ 'আমার' জ্ঞানটী দূর করাও চাই। এই দুইটী প্রয়োজন একে-বারে সিদ্ধ করিবার জন্য পঞ্চযজ্ঞ সাধন করা আবশ্যক। মানব যেমন সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া স্ত্রী পুত্রাদিকে ভাল বাসিতে শিখিয়া ক্রমে ক্রমে আপনার আমিত্বের প্রসার সম্পাদন করে, সেইরূপ উপাধির সহিত অত্যান্তাশক্তিবশতঃ তমোগুণাত্মক ক্ষুদ্র 'আমি' জ্ঞানকে শরীরের সাহায্যে প্রসারণ করা পঞ্চযজ্ঞের একটী উদ্দেশ্য ও

[illegible]য়ী কার্য্য দ্বারা শরীরকে উপাধিতে পরিণত করা আর একটী উদ্দেশ্য। মানবের আত্মপ্রীতি থাকা নিবন্ধন, মানব সর্ব্ব অবস্থাতেই আপনাকে অন্য বিষয়ের সহিত মিলিত করিতে চেষ্টা করে। এই আকর্ষণী শক্তিকেই প্রেম বলিয়া পরে জানাযায়। যেন ভিতর হইতে কে বলিয়া দেয় 'সবই আমি সবই আমার'।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয় আমার আমিত্বের নূতন ভাব আমার নিকট প্রকাশ করে। কিন্তু তামসিক শরীর দ্বারা আবদ্ধ ও আচ্ছন্ন আছি বলিয়া সেই একত্ব অনুভব হয় না। অতএব সেই একত্ব অনুভব করিতে গেলে প্রথমতঃ আত্মজ্ঞান পরিচ্ছন্নকারী শরীর সকলের একত্ব অনুভব করা চাই। বর্ব্বর অবস্থায় মানব আপনার দুঃখই অনুভব করে। সে আপনি খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট— অন্যের সুখ দুঃখ বিষয়ে কিছুই অনুভব করিতে পারে না। নিজের সুখ ভোগের তৃপ্তির জন্য অন্যের ক্ষতি করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অষ্ট্রেলিয়ায় এক বর্ব্বর জাতি আছে যাহারা ক্ষুধা পাইলে আপন স্ত্রীকে বধ করিয়া ভোজন করা দোষ বিবেচনা করে না। ঐ অবস্থা হইতে আধুনিক সভ্যজগতের অবস্থা দেখিলে বুঝা যাইবে মানবের কতটা উন্নতি হইয়াছে। বর্ব্বর আপনার স্ত্রী পুত্রাদি ভোজন করিতে লজ্জিত হয় না, কিন্তু আমরা সেই স্ত্রী পুত্রাদির জন্য নিজের সুখ সচ্ছন্দ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত আছি। ইহার অর্থ এই যে আমরা অল্পাধিক পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছি যে স্ত্রীপুত্রাদির সহিত আমাদের একটী সম্বন্ধ আছে এবং তাহাদের সুখে আমাদের সুখ হয়। ইহাতে আমিত্বের যে কতটা প্রসার হইয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সেইরূপে মানব পশুগণের সহিত আপনাকে পৃথক্ বলিয়া মনে করে। সে জানে না, যে তাহার স্থূল উপাধি পশুগণের চেষ্টা দ্বারা গঠিত। পশুগণ সুখ দুঃখাদি ভোগ দ্বারা ক্রমে ইন্দ্রিয় শক্তি, প্রাণশক্তি ও মনন শক্তির বীজ দ্বারা আপন আপন শরীরকে অনুপ্রাণিত করিয়া শরীর ত্যাগ করিলে ঐ সকল উন্নতির ফল দ্বারা উপাদানভূত তত্ত্ব সকলের উন্নতি হয়। অর্থাৎ উক্ত তত্ত্ব সকল ক্রমে মনোবৃত্তি পরিস্ফুট করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ উন্নত তত্ত্ব সকল দ্বারা মানবের স্থূল শরীর গঠিত, সেই জন্য ভূমিষ্ট হইবা মাত্রই স্থূল শরীর ঐ সকল কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। অতএব পশুদিগের নিকট মানব বিশেষ ঋণী এই ঋণকে শাস্ত্রকারগণ পশুঋণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রকার জ্ঞান হইলে মানব আর পশুদিগের সহিত আপনাকে অসংসৃষ্ট বিবেচনা করেন না। পরন্তু সমস্ত পশু জগতের সহিত তাঁহার সম্পর্ক স্থাপন হয়। ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে আত্মজ বা সহদরের সহিত আমাদের যে সম্পর্ক, পশু-দিগের সহিত আমাদের সেই সম্পর্ক, তবে কেন না তাহাদিগকে আমরা

আপনার মনে করিতে ও ভাল বাসিতে শিখিব ; এবং কেন না উক্ত ভালবাসা দ্বারা আমিত্বের প্রসার সম্পাদন পূর্ব্বক সমগ্র জগতের জীব শক্তির একত্ব অনুভব করিতে চেষ্টিত হইব ? এই জন্যই শাস্ত্রে পশুযজ্ঞের বিধান আছে। পশুদিগের প্রতি করুণা ও দয়া করিলে পশুগণেরদত্ত স্থূল শরীরে উক্ত প্রকার উচ্চ আত্মশক্তির ক্রিয়া হয় এবং তাহাতে পশুগণেরও উন্নতি হয়। পরন্তু দেহপাত হইলে দেহের ভূত সমষ্টি দ্বারা উচ্চপ্রকার পশু সৃষ্টিরপক্ষে সহায়তা করে এবং বহির্জ্জগতের শক্তির সহিত দেহের একতা ও সামঞ্জস্য সম্পাদন করে এবং দেহকে আমার বলিয়া যে ভ্রান্ত জ্ঞান আছে তাহাও চলিয়া যায়। এইরূপে ক্রমে স্থূল শরীর গঠিত পরিস্কৃত ও সত্ত্বগুণাত্মক হইয়া জীবকে শরীর হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্য জ্ঞান আনিয়া দেয়। অথচ বহির্জ্জগতের শক্তির সহিত এক তানে গঠিত হওয়ায়, শরীর আপনা আপনি স্বীয় উপযোগী ঈশ্বর কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়। হিংসাত্যাগের সহিত মানবশরীর রোগ ও ভয় মুক্ত হয়। মানব উক্ত প্রকারে গঠিত, সাত্বিক শরীকে আপন উপযুক্ত করিতে যাইয়া অনায়াসে অন্য উচ্চতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে ও তাহাকে প্রতিনিয়ত শরীরের সহিত মিলিত হইয়া থাকিতে হয় না।

ছা। ঈশ্বরোপাসনার সহিত সত্ব রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য প্রণালীর কি সম্পর্ক আছে ?

শিক্ষক। নিরুক্তে উপাসনা অর্থে ‘ উপ ’ সমীপে ‘ আসনা ’ ইতি উপাসনা অর্থাৎ ঈশ্বরের সমীপবর্ত্তী হইবার প্রক্রিয়ার নাম উপাসনা। ক্রমে ক্রমে ঈশ্বর ভাবে ভাবিত হইয়া জীবভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বর ভাব লাভ করা উপাসনার উদ্দেশ্য। জীব স্বভাবতঃ নিত্য শুদ্ধ, অপাপ, বদ্ধ ঈশ্বরস্বরূপ। কোন উচ্চ স্থান হইতে নলের ভিতর দিয়া জল পতিত হইলে যেমন পুনরায় যে স্থান হইতে পতিত হয় তদুচ্চ স্থান পাইবার চেষ্টা করে, সেইরূপ ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব জীব ঈশ্বর হইতে নির্গত হইয়া ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল উপাধির ভিতর দিয়া স্থূল শরীর প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা তাহার উৎপত্তিস্থান ভগবানে লয় হইবার চেষ্টা করিতেছে। নিম্নদিকে আসিবার সময়ে জীব এক একটী করিয়া কোষাবৃত হইয়া আইসে এবং উঠিবার সময়ে স্বীয় কেন্দ্ররূপ অহম্বীজের শক্তি বিকাশ দ্বারা ও দেহগুলিকে অনাত্ম পদার্থ বলিয়া জানিতে পারিয়া অধ্যাস রহিত,

হইয়া পূর্ণ আত্মজ্ঞানের সহিত ঈশ্বরে উপনীত হয়। এই নামিবার মার্গটীকে প্রবৃত্তিমার্গ এবং উঠিবার মার্গটীকে নিবৃত্তিমার্গ বলে। প্রবৃত্তিমার্গে প্রথমতঃ দেহগুলি গঠিত হয় ও আশক্তিবশতঃ জীব দেহের সহিত স্বীয় একাত্মতা নিবন্ধন দেহ বিশেষের গুণ সমষ্টি দ্বারা বীজরূপে প্রচ্ছন্ন শক্তিগুলিকে প্রকাশ করিতে শিখে ও অবশেষে আপনাকে দেহ হইতে পৃথক মনে করিয়া নিবৃত্তি মার্গে গমন করে। এই বিশাল ক্রমোন্নতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়। মানবের শৈশব অবস্থায় দেহ গঠনের জন্য, ও দেহকে পরিপুষ্ট (organised) করিবার জন্য ও তাহার স্বাতন্ত্র্য আনিবার জন্য দেহ সকলকে উপযোগী শক্তিবিশেষ দ্বারা অনুপ্রাণিত করা চাই। সেই জন্য বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে একেশ্বরবাদ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ঋষিগণ দেবতাবিশেষের উপাসনা বিহিত করিয়াছেন।

ছাত্র। দেহ বিশেষের স্বাতন্ত্র্য সম্পাদন অর্থে কি বুঝায় তাহার আবশ্যকতা কি এবং তাহা কি প্রকারে সম্পন্ন হয়?

শিক্ষক। স্বাতন্ত্র্য শব্দে ইংরাজিতে (Automatanism) বলিয়া কতকটা ভাব বুঝা যায়; স্বাতন্ত্র্য মানিতে গেলে দেহ বিশেষের তমোগুণকে রজঃগুণে এবং রজঃগুণকে ক্রমশঃ সত্বগুণে পরিণত করা চাই। মনে কর তোমার মানবশরীর নাই, তুমি স্থূল কাষ্ঠ কি প্রস্তর ভাব প্রাপ্ত হইয়াছ। অথচ ভিতরে অহং প্রত্যয়াত্মিক জীবভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ভিতরের সেই অহংজ্ঞানকে বাহিরে প্রকাশ করিতে গেলে ও জীব আপনাকে আপনার স্বরূপ চিনিতে গেলে ঐ প্রস্তরখণ্ডরূপ শরীরকে কতক পরিমাণে আত্মশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে হয়। ভিতরে আমার দেখিবার ইচ্ছা অথচ, বাহিরে ইন্দ্রিয় নাই, এ অবস্থায় জীবের আত্মস্বরূপ পরিস্ফুট হইতে পারে না ও বাহির হইতে প্রস্তরখণ্ডকে দেখিলে কেহই ভিতরে স্থিত সর্ব্বশক্তিমান্ জীবকে অনুভব করিতে পারে না সেইরূপ জীব সর্ব্ব প্রথমে দেহকে আপনার ভাবে গঠিত করিতে না পারিলে আপনাকে বাহিরে জানাইতে পারে না ও আপনাকে আপনি জানিতে পারে না। সেই জন্য ক্রমোন্নতি হইতে গেলে কামনার বহির্ম্মুখী বৃত্তির বিশেষ আবশ্যকতা আছে। প্রকৃতি স্নেহময়ী জননীর ন্যায় জীবকে আপন ক্রোড়ে লইয়া তাহাকে আপন স্বরূপ বুঝাইয়া দিবার জন্যই বাসনা

কামনার সাহায্যে জীবকে তাহার কেন্দ্রস্থল হইতে বাহিরে আনয়ন করিতেছেন ও ঐরূপে বহির্মুখী বচনের সঙ্গে সঙ্গে জীবের শক্তির বিকাশ ও উপাধিকে শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া দিতেছেন। শৈশব অবস্থায় ক, খ, শিখিতে গেলে বাহিরে শিক্ষকরূপে একটী শক্তির আবশ্যক। ঐ শক্তির সাক্ষাতে ভিতরে জানিবার ইচ্ছা জন্মে এবং ঐ ইচ্ছা দ্বারা জীব স্থূল শরীরে নিজ শক্তির বীজ প্রদান করে। সমস্ত মন সংযোগ করিয়া ভিতর হইতে অঙ্গুলীকে "ক" লিখিতে শিখাইবার ইচ্ছা দ্বারা জীব অঙ্গুলিকে অনুপ্রাণিত করে। এইরূপে অপেক্ষাকৃত জড় অঙ্গুলি মানবের উচ্চতর শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কতক পরিমাণে মানবের বিবেক বুদ্ধিশক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে অনেকে স্বপ্নাবস্থায় অত্যুচ্চ প্রাচীরের উপর দিয়াও চলিয়া যায়। ইহাকে ইংরাজিতে (Somnumbulism) বলে। এইরূপে মানব শরীর সকল আত্মশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া দেহীর ইঙ্গিত মাত্রে আপনাআপনি আপন আপন উপযুক্ত কার্য্য সম্পাদন করে। শিক্ষিত অনুগত ভৃত্যের ন্যায় দেহ সকল দেহীর কার্য্য সকল নিষ্পাদন করে। পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য করিবার জন্য দেহীকে দেহ বিশেষে মিলিত হইতে হইত, এখন সেই সকল কার্য্য বশীকৃত ও আত্মশক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত দেহ ও ইন্দ্রিয় দ্বারা আপনা আপনি সাধিত হইয়া যায়। মানবশরীরতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, পুরাকালে মানব শরীরের পাকস্থলী ও ফুসফুসের কার্য্য এককালে মানবের ইচ্ছাধীন ছিল, এক্ষণে উহারা স্বতন্ত্র হইয়াছে। এইরূপ স্বাতন্ত্র্যে মানবের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে খাদ্য পরিপাক করিতে হইলে মানবকে সেইরূপ ইচ্ছা করিতে হইত। কিন্তু এক্ষণে আর সেরূপ করিতে হয় না। সুতরাং পূর্ব্বে স্থূল শরীর রক্ষা করিতে মানবের যতটুকু আশক্তি ছিল ও যতটুকু চেষ্টা করিতে হইত, এক্ষণে তাহা করিতে হয় না। কেবলমাত্র আহার করিয়া জীব অনায়াসে অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে পারে, তাহাতে শরীর রক্ষায় কোন ক্ষতি হয় না। পরন্তু জীব উচ্চ কার্য্য করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হয়। উক্ত প্রকারে দেহসকল অনুপ্রাণিত হইয়া স্বাতন্ত্র্যের সহিত কার্য্য করিবার উপযোগী হইলে, জীব দেহ সকল হইতে মুক্ত হইতে পারে, ও ভগবদুপাসনার জন্য অবকাশ পাইতে পারে। সর্ব্বদা শরীরের প্রতি আশক্তিদ্বারা

বদ্ধ ও শরীরস্থ অভাব দ্বারা ক্লিষ্ট জীব স্বভাবতঃ আপনার সুখ দুঃখ লইয়াই ব্যস্ত, তাহা দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা সম্ভবে না। সেইজন্য প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনার পূর্ব্বে মানবকে কর্ম্মযোগ দ্বারা শরীর সকলকে গঠিত ও ক্রমে উহাদের স্বাতন্ত্র্য সম্পাদন করিতে হয়।

ছা। সকল কর্ম্ম দ্বারাই কি শরীরের স্বাতন্ত্র্য সম্পাদন করা যায়?

শি। না। কর্ম্ম অর্থে শরীর বিশেষকে উচ্চতর শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত করা। মানব যে ভাবে শরীরকে অনুপ্রাণিত করে, শরীরও সেই ভাবে গঠিত হয়। শরীরকে আমি বা আমার ভাবিয়া বাসনাভিভূত হইয়া তৎপ্রতি সমস্ত আত্মশক্তি প্রয়োগ করিলে, শরীরে রজোগুণ বা কার্য্য করিবার শক্তি জন্মায় বটে, কিন্তু তাহাতে জীবের আসক্তির বৃদ্ধি হয়। সেই জন্য আসক্তি অপেক্ষা কর্ত্তব্যকর্ম্মে মানবের বেশী উপকার সাধিত হয়। কর্ত্তব্য কর্ম্মের শক্তির কোনরূপ ন্যূনতা না হইয়াও ক্রমে ক্রমে আসক্তি কমিয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বর জ্ঞানে কর্ম্ম না করিলে দেহের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য সম্পাদন হইতে পারে না।

ছা। ঈশ্বর জ্ঞানে কর্ম্ম করিলে কিরূপে শরীরের স্বাতন্ত্র্য সম্পাদন হয়?

শি। পূর্ব্বে বলিয়াছি শরীরে স্বাতন্ত্র্য আনিতে গেলে শরীরকে শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া বহির্জ্জগতের শক্তির সহিত একতানে গঠিত করিতে হয়। বহির্জ্জগতের শক্তির সহিত শরীরস্থ শক্তির সামঞ্জস্য না হইলে স্বাতন্ত্র্য হইতে পারে না। মাটীতে একটী বল গড়াইয়া দিলে প্রকৃতিক সংঘর্ষণ (Friction) শক্তির প্রতিকূলে 'বল'টী বেশীক্ষণ চলিতে পারে না, শীঘ্রই থামিয়া পড়ে। আমি ইচ্ছা করিয়া আমার বাড়ী যেমন তেমন করিয়া গড়িতে পারি সত্য, কিন্তু ইষ্টকাদি রীতিমত না হইলে ও ঠিক সোজাভাবে না গাঁথিলে প্রাকৃতিক মধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে যাইলে বাড়ীটী ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু মধ্যাকর্ষণ শক্তির অনুকূলে গাঁথিলে তৎ সাহায্যে অনায়াসে ঝড় জল সহ্য করিয়া থাকিতে পারে। সেইরূপে মানব স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ জগতের শক্তি গুলির অনুকূলে আপন শরীরাদি অনুপ্রাণিত করিয়া গঠন করিলে শরীর সকলের স্বাতন্ত্র্য সম্পাদন করিতে পারে। অনুপ্রাণিত করার জন্য শরীরের শক্ত্যাবেশ হয় ও প্রাকৃতিক শক্তির অনুকূলে গঠন করিলে আপনা আপনি উপযোগী কর্ম্ম

করিবার ক্ষমতা জন্মে। সেইজন্যই দেবোপাসনা আবশ্যক। দেবোপাসনা দ্বারা মানব শরীরকে প্রাকৃতিক জগতের নিয়ন্তা দেবশক্তির সহিত একভাবে একতানে গঠন করিয়া শরীরের স্বাতন্ত্র্য সম্পাদন পূর্ব্বক আপনাকে দেহ ভাব হইতে পৃথক্ করিতে সমর্থ হইবে। তখনই মানব বুঝিতে পারে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মানি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মণ্যতে॥

(ক্রমশঃ)

অনন্তরামের গুরুভাই

প্রণব, ছবি ও গান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অসংখ্য কপিকুল হইতে ভগবান রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারার্থ শ্রীযুক্ত বীর হনুমানকেই বাছিয়া লইয়াছিলেন। হনুমান প্রথমতঃ অমর, দ্বিতীয়তঃ নিরীহ এবং খলবুদ্ধিশূন্য; তৃতীয়তঃ পবন তনয়। হনুমান অশেষ গুণসম্পন্ন না হইলে রামচন্দ্রের প্রধান সেনাপতিরূপে কখনই অভিষিক্ত হইতেন না।

যদি বানর মানবের পূর্ব্বপুরুষ হয় তবে হনুমানই যে গায়কগণের পূর্ব্ব পুরুষ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহার প্রমাণ :—

১। হনুমান ভক্ত।

২। পবনজাত না হইলে স্বরগ্রামের প্রণালী কণ্ঠে আসা অসম্ভব।

৩। অতি উর্দ্ধে উঠিতে হনুমান ভিন্ন আর কেহই সক্ষম ছিলেন না। হনুমান যে আকাশ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতেন তাহার প্রমাণ নন্দী-গ্রামের ইতিবৃত্তে অনেকটা পাওয়া যায়।

পুরাকালে সঙ্গীতগুরু-গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে হনুমন্ত, তুম্বুরু, কহ্লার প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয়। গন্ধর্ব্ব হনুমন্ত রামায়ণে বর্ণিত হনুমন্ত কিনা তাহা আমরা জানি না কিন্তু পুরাণে এরূপ সংঘটন কিছুই আশ্চর্য্য নহে। যদি সগরবংশ

ভস্মকারী কপিল ঋষি সাংখ্যকার কপিল হইতে পারেন তবে ভাগবতবর্ণিত ভগবানের (একটি) অবতার কপিল নিশ্চয়ই সাংখ্যকার।

শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিলে অমৃত ও গরল উভয়ই উঠে।

তবে শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক অর্থই অধুনা প্রীতিপ্রদায়ক। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মধ্যে শেষোক্তটীই শ্রেষ্ঠ। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মধ্যের যৌগিক সঙ্কেত থাকিলে সমধিক মনোরম্য হয়।

এখন বক্তব্য এই যে শাস্ত্রে উনপঞ্চাসটী বায়ু, এবং উনপঞ্চাশটী বর্ণের উল্লেখ আছে। প্রথমটী যোগ শাস্ত্রের অন্তর্গত, দ্বিতীয়টী ব্যাকরণ শাস্ত্রের বিষয়। যদি হনুমান বায়ুর তনয় ছিলেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় ব্যাকরণ শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন, অন্ততঃ মানুষের মতন স্বর এবং ব্যঞ্জন বর্ণ সংযোজিত করিয়া কথা কহিতে পারিতেন।

যদি ক্রমোন্নতি সত্য হয় তবে নিশ্চয়ই কোন উচ্চ শ্রেণীর বানর অন্ততঃ স্বরবর্ণের অধিকারী ছিলেন। তৎপরে তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর বানর এক একটী বর্ণ অভ্যাস করতঃ অবশেষে য র ল ব হ এবং এমনি ক্ষ পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন।

ইহার মধ্যে একটী আপত্তি আসিয়া পড়ে। যদি ক্রমোন্নতি সত্য হয় তবে ভাষাতত্ত্বেও ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে স্বরবর্ণ জীবকণ্ঠে বিকাশিত হইবার পূর্ব্বেই "ম" বর্ণ প্রকাশিত হয়। ব্যাব্যা, ম্যাম্যা, প্রভৃতি পশুর ধ্বনি আমরা অনেক শুনিয়াছি। ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি ইহার অধিকারী। তবে আশ্চর্য্য এই যে বানর হুপ্-হাপ্ এবং কিচি-মিচি ছাড়া অন্য কোন ধ্বনি করিয়া বাহাদুরী লইতে পারে না। প্রাণী জগতে ব্যাকরণের চর্চ্চা হয়ত লোপ পাইয়াছে কিংবা ইহার কোন বৈজ্ঞানিক প্রণালী নাই। গোটাকতক পশুর উদাহরণ লইলেই বুঝা যাইতে পারে।

অ — ভেক প্রভৃতি

আ — ব্যাঘ্র"

ই — শশারু"

উ — উকু বানর"

ও — ডাক পক্ষী"

ঃ : — দেখা যায় না, তবে ক্ষুধার্ত্ত কিংবা শ্রান্ত হইলে
বাদ্র প্রভৃতির রবে আভাষ পাওয়া যায়।

এই প্রকারে ব্যঞ্জন বর্ণ আলোচনা করিলে ক, ব, ম, স্ প্রভৃতির রব বানর, গৃহপালিত কতিপয় পশু এবং সর্পে দৃষ্ট হয়। যে সব পাখী পড়িতে পারে (ময়না এবং Mocking bird প্রভৃতি তাহাদিগের কণ্ঠস্বরে অনেক বর্ণ আসিয়া পড়ে।

একটী বিষয় কিন্তু মনোযোগ পূর্ব্বক দেখা উচিত। শব্দ ও ভাষা পৃথক পদার্থ। শব্দ শক্তির অভিব্যঞ্জক। ভাষা শব্দ সন্নিবেশিত করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করে। প্রথমোক্তশক্তি সত্বা প্রকাশক মাত্র, দ্বিতীয়টী চিৎশক্তির অনুজ্ঞাপক।

গভীর ভাবে ভাষাতত্ব আলোচনা করিলে সৃষ্টিপ্রকরণের কিছু আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। পশুদিগের কামদেহই বলীয়ান্। তাহাদের শব্দ কামদেহের অস্তিত্বজ্ঞাপক। দূর হইতে অশ্বের হ্রেষারব কিম্বা গর্দ্দভের বিকট স্বর শ্রবণ করিলে আমরা জানিতে পারি অশ্ব কিম্বা গর্দ্দভ চীৎকার করিতেছে কিন্তু সে অশ্ব রামের কি শ্যামের এবং সে গর্দ্দভ হরি ধোপার কিম্বা দীনু ধোপার তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বাবা বলিলেই জানিতে পারি যে আমার পুত্র কিংবা আমার শ্যালক পুত্র ডাকিতেছে! অন্ততঃ তাহাকে না চিনিলেও ইহা বলিতে পারি যে অমুক আমার পুত্র নয় কেননা এই নেপথ্যে শব্দকর্ত্তার গলার স্বর আমার কর্ণে নূতন। ইহাতে এই পর্য্যন্ত বুঝা যায় যে মানুষের গলার এবং পশুকণ্ঠের "শ্রুতির" তারতম্য আছে। এই শ্রুতি এবং আমাদিগের স্মৃতি উভয়ে ক্রিয়াশীল হইলে মানুষ চেনা অতি সহজ ব্যাপার হয়। সঙ্গীতে "শ্রুতি প্রকরণ" একটী দুরুহ জটিল বিষয়।

মনে করুন এডিসনের ফনোগ্রাফে আপনার এবং অন্য একটী গায়কের গান তুলিয়া লওয়া হইয়াছে! যদি উভয়েই জুড়ীর গায়ক হন তবে সেই গানটী কে গাহিয়াছে আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিব না। ইহার কারণ এই যে এখনও বিজ্ঞান এমন কোন উপাদান আবিষ্কার করিতে পারেন নাই যদ্দ্বারা সূক্ষ্মশ্রুতি সৃষ্টি করতঃ দুইটী মনুষ্যের কণ্ঠস্বরের তারতম্য দেখান যাইতে পারে তবে ইহা অসম্ভব নহে। যদি ঈথরে Impression ফেলিয়া তাহা

কোন যন্ত্রে রক্ষা করা যায় এবং ইচ্ছামত তাহাকে আমরা Reproduce করিতে পারি তাহা হইলে ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বর প্রকাশ করা অনেকটা আমাদিগের আয়ত্তাধীন হওয়া আশ্চর্য্য নহে!

স্বরের লঘুত্ব এবং গুরুত্ব (Intensity), মধুরতা এবং কোমলতা (Tone), এবং Expression প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আরও জটিল বিষয়। সার কথা এই যে উপাদান বিশেষে শ্রুতির তারতম্য হয়। আমরা বলি অমুকের মোটা গলা, অমুকের কণ্ঠস্বর বড় মধুর, উহার অর্থ যে তাঁহার দৈহিক উপাদান স্থূল কিম্বা সূক্ষ্ম। স্থূল উপাদান সত্ত্বেও কণ্ঠস্বর মধুর হইতে পারে এবং সূক্ষ্ম উপাদান থাকিলেও কণ্ঠস্বর কর্কশ হইতে পারে এবম্বিধ স্থলে গায়কের শ্রুতিজ্ঞানই বিশেষ বিবেচ্য।

স্বরতত্ত্বে শক্তি এবং উপাদানই (ক্ষেত্র) দুইটী প্রধান বিষয়। প্রথমতঃ শক্তির নানারূপ বিচার করিয়া না দেখিলে ভাষা সম্বন্ধে কোন কথা বলা বৃথা। আদ্যাশক্তির ছয়টিরূপ শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন :—

দ্বাদশ রাশিস্থ "কন্যা", (শক্তি বা মহামায়া)
(ষষ্ঠ স্থানীয়)

১। পরাশক্তি	২। ইচ্ছাশক্তি	৩। কুণ্ডলিনীশক্তি
৬। মন্ত্রিকাশক্তি	৫। জ্ঞানশক্তি	৪। ক্রিয়াশক্তি
আনন্দ	চিৎ	সৎ

উত্তাপ জ্যোতি প্রভৃতির বিকাশ পরাশক্তির অন্তর্গত। পরাশক্তি জীবের আনন্দদায়িনী এবং উহারইসহচরী মন্ত্রিকাশক্তি। মন্ত্রিকাশক্তি হইতে সঙ্গীতের উৎপত্তি। ইচ্ছাশক্তিকে আমরা সচরাচর "Will power" বলিয়া থাকি। কামদেহ ক্রিয়াশীল হইলে ইচ্ছাশক্তি, বাসনা, রিপু প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি রূপে দেখাদেয়। জ্ঞানশক্তি মূলপ্রকৃতির ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীলা হইলে অনুভূতি, স্মৃতি, প্রভৃতি রূপে দেখাদিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি জ্ঞান-শক্তি হইতে। কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে Electricity, magnetism, attraction,

repulsion প্রভৃতি রূপের আবির্ভাব হয় এবং ক্রিয়াশক্তি হইতে Phenomenaর সৃষ্টি হয়।

এই কয়টী শক্তি লইয়া ঈশ্বরের দৈবী প্রকৃতি। আমরা গীতায় পাঠ করিয়াছি যে মূল প্রকৃতি (মহদ্ব্রহ্ম) সৃষ্টির যোনি। চৈতন্য কিংবা ঈশ্বর যখন মূলপ্রকৃতির ক্ষেত্রে এই শক্তিগুলির সঞ্চার করেন তখন কুণ্ডলিনী এবং ক্রিয়াশক্তির স্ফুরণ প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় স্ফুরণে কিংবা বিকাশে জ্ঞানশক্তি প্রকাশিত হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়। ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইলেই সৃষ্ট পদার্থকে আমরা জীব বলিয়া থাকি এবং তাহার কামদেহ সেই সময় বিকাশিত হয়। কামদেহ হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিকাশ হয়। ইহাই প্রকৃতির "কর্ম্ম" বলিয়া গীতায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অহঙ্কার, মন, এবং পঞ্চভূতাত্মক প্রক্রিয়ার সমষ্টি জীবচৈতন্য কিংবা জীবাত্মা। ইহার মূলে চৈতন্য প্রাণরূপে অধিষ্টিত থাকায় আমরা জীব সৃষ্টি করিতে পারি না কেন না জড়কে একত্রীভূত করিয়াও অমরা তাহাতে চৈতন্য সঞ্চার করিতে অক্ষম। বাষ্পীয় শকট কিংবা কলের পুত্তলিকা প্রভৃতির মধ্যে যতই সৃষ্টি নিপুনতা প্রদর্শন করি না কেন উহাদের চৈতন্য কখনই হইতে পারে না। একগাছি তৃণ পর্য্যন্ত আমরা সৃষ্টি করিতে পারি না।

যাহাদ্বারা চৈতন্য সংস্কারানুসারে খণ্ডাবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহার নাম যোনি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মূল প্রকৃতি যোনি স্থানীয় অতএব অহঙ্কার, মন, এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সকলেই যোনি বিশেষ। যোনির উপাদান এবং গ্রাহিকা শক্তির তারতম্যানুসারে চৈতন্যের সংখ্যা এবং রূপের আবির্ভাব হয়। যেমন একই সূর্য্যরশ্মি কাঁচের উপরে পতিত হইলে সপ্তধা হইরা সাতটী বর্ণের সৃষ্টি করে কিংবা একই সুর বংশীর ছয়টী রন্ধ্রে নিনাদিত হইয়া ছয়টি সুর উৎপাদন করে সেই প্রকার একই চৈতন্য উপাদান বিশেষে বহুধা হইয়া নানা রূপে সৃষ্টিতে প্রকটিত হয়। এইরূপে একটী শক্তি স্ত্রীস্বরূপিণী হইয়া অন্য শক্তিকে ধারণ করে এবং উপরোক্ত ছয়টী শক্তিই পরস্পরের সংবাদী এবং বিবাদী হইয়া একটী অভূতপূর্ব্ব দেহের সৃষ্টিকরে তাহার নাম "মন"। মানসিক দেহের উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইলেই জীবাত্মা স্বয়ং ক্রিয়াবান্ হয় এবং সেই ক্রিয়ার ফল স্বয়ং অনুভব করিয়া সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য প্রভৃতির বিচার করে।

মানসিক দেহের ক্রিয়াই আত্মজ্ঞানের প্রথম সোপান। জগতের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় এবং আত্মার সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় এই দুইটীরই জ্ঞান পিপাসা মানবের অত্যন্ত বশবর্ত্তী এবং ইহার সৃষ্টির একটী উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহা মিথ্যা কেননা বহু অনুশীলন করিয়াও মূল প্রকৃতির তত্ত্ব এবং সীমা কোন বিজ্ঞানই নির্দ্দিষ্ট করিতে পারে নাই। অতএব পঞ্চ ইন্দ্রিয় ছাড়িয়া ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কিংবা মন দ্বারাই মানব আদিম কালে আত্মতত্ত্ব লাভ করিয়াছিল। এখন দেখিতে হইবে এই মনের কয়টী অংশ আছে।

স্থূলতঃ আমরা দেখিতে পাই যে জীবদেহ সমস্ত নাড়ীপুঞ্জের ক্রিয়া সমষ্টি যেখানে উপস্থিত হইয়া জ্ঞানের সঞ্চার করে তাহাকেই আমরা 'মন' বলিয়া থাকি। অতএব সাধারণ দেহতত্ত্ববিৎগণ বলিয়া থাকেন যে মস্তিষ্কই মনের আধার। কিন্তু ইহা প্রমাণিত হইয়াছে (Vide Bastian—Brain as an organ of mind—International series) যে জীবদেহের প্রত্যেক চক্রই (Plexus) এক একটী করিয়া মন এবং সেই চক্রস্থিত চৈতন্যের কিম্বা মনের সহিত জীবের সম্বন্ধ থাকিলেও (controlling centres) সেগুলি তাহার আয়ত্তাধীন নহে। দেহতত্ত্বের Cerebial & Sympathetic system অনুশীলন করিয়া দেখিলে এ বিষয় সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। কি করিয়া এই চক্রগুলি জীবাত্মার বশীভূত হয় এবং কি করিয়া জীবের পূর্ব্বসংস্কারস্বরূপ শক্তিনিচয় এই সব যোনিরূপী চক্রে ক্রিয়াশীল হইয়া উত্তরোত্তর জীব আত্ম সৃষ্টি করিতে থাকে তাহা যোগশাস্ত্র এবং পুনর্জ্জন্মতত্ত্বের অন্তর্গত এবং আমাদিগের আলোচ্য বিষয় নহে। আমাদিগের বক্তব্য এই যে মনের এক অংশ বাসনাময় এবং তদুদ্ভূত জ্ঞান, দ্বিতীয় অংশ উপরোক্ত জ্ঞানের বিশ্লেষণ করিয়া স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। স্মৃতি ইহারই অন্তর্গত। তৃতীয় অংশ অন্তর্মুখী অর্থাৎ বহির্জ্ঞানের ভ্রম প্রতিপাদন করিয়া সত্য পথ অনুসন্ধান করে এবং সেই পথে আলোক পাইয়া নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। Theosophy ইহাদের নাম Kama manas, Lower manas এবং Higher manas দিয়াছেন।

করুণা, মৈত্রী, প্রেম, সখ্যতা, ভক্তি, অনুতাপ, ব্যাকুলতা প্রভৃতির স্থিতি মনের তৃতীয়াংশে পরিলক্ষিত হয়। যখন নিম্নস্থিত দুইটী অংশকে উপেক্ষ

করিয়া চৈতন্য তৃতীয়াংশে স্থিত হয় তাহার প্রথম স্পন্দনকে আমরা conscience বলিয়া থাকি। তৃতীয়াংশের ধর্ম্মের ফল আনন্দ। ইহাই মস্তিকা শক্তি এবং পরাশক্তির অন্তর্গত।

জীবের জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনা এবং তাহা হইতে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এ দুইটী প্রক্রিয়াই Lower Manasএর অন্তর্গত; এখন দেখা যাইতেছে যে মস্তিকা শক্তি Lower মনসে ক্রিয়াশীলা হইলে ভাষার উৎপত্তি হয়। ইহার পূর্ব্বে ইচ্ছাশক্তি জিহ্বায় আরোপিত হইয়া প্রথমতঃ মস্তিকাশক্তিকে সাহায্য করে এবং উভয়ের ক্রিয়ায় জিহ্বা এবং ওষ্ঠ প্রভৃতি সঙ্কুচিত হইয়া কামমনসের শব্দ উৎপাদন করে। পশুদিগের আহার, বিহার প্রভৃতি বৃত্তির শব্দ আছে সেগুলি প্রায়ই স্বরবর্ণ বিশিষ্ট। কিন্তু আত্মচৈতন্যের দ্বিতীয় সোপানে অধিরূঢ় না হওয়ার কারণে অর্থাৎ Lower মনস্ তাহাদিগের না থাকায় তাহারা ভাষার সৃষ্টি করিতে পারে না। বানর এবং নানাবিধ পক্ষী প্রভৃতির দেহতত্ত্ব অধ্যয়ন করিলে বেশ বুঝা যায় যে তাহাদের ব্যঞ্জনবর্ণের শব্দের উপযোগী দৈহিক উপাদান থাকা সত্ত্বেও তাহারা সেই সব শব্দ উচ্চারণের অধিকারী নহে ইহার কারণ যে তাহাদের Lower manas নাই অর্থাৎ Lower manas অধিষ্ঠিত চৈতন্য তাহাদের নাই।

আত্মতত্ত্ব এবং জগতের সহিত সম্বন্ধ তত্ত্ব নিরূপণের নিমিত্ত যে মহা বিদ্যালয় বিশ্বে সৃজিত হয় মানব তাহার প্রথম ছাত্র। সে বিদ্যালয়ের গুরু স্বয়ং ঈশ্বর এবং মনুষ্যরূপে কারুণিক উপগুরুগণ বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ Private self study দ্বারাও ভক্তির প্রসাদে বিদ্যা উপার্জ্জন করেন। Higher manasএর উচ্চ বেদীর উপর গুরুমণ্ডলী উপবেশন করিয়া Lower মনস্‌রূপী বেঞ্চে অধিষ্ঠিত ছাত্র মণ্ডলীকে যথারীতি তাড়না পূর্ব্বক শিক্ষা দেন (পঞ্চ বর্ষাণি লালয়েৎ দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ?) পুরুষরূপী গুরুর তাড়না অসহ্য হইলে প্রকৃতি আসিয়া গর্ভজাত সন্তানগুলিকে বিদ্যালয় হইতে নাম কাটাইয়া চিরকালের জন্য তাহাদিগের মাথা খান। এইরূপ অবিদ্যা এবং বিদ্যার মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া অতি অল্প সংখ্যক ছাত্র অবশেষে গুরু স্থানীয় হন।

যেমন আমরা বহু অধ্যয়ন করিয়া অবশেষে উপলব্ধি করি যে সমস্ত জ্ঞানই

মিথ্যা সেইরূপ মানব Higher manasএ উঠিয়া উপলব্ধি করে। এই প্রকারে মানবাত্মা ক্রমে ক্রমে এক একটী বিশ্রামালয় ছাড়িয়া ঈশ্বরের মন্দিরে উপনীত হয়। যেমন সারেগম পধনি প্রভৃতি সাতটী চক্র উত্তীর্ণ হইয়া আমরা অন্য "গ্রামে" আসিয়া দেখি পুনরায় সেই "সারে গম পধনি" এইরূপ বহু যোনি ভ্রমণ পূর্ব্বক অবশেষে আমরা কেবল "সার" উপাসক হই, তাহাতেই যুক্ত হই এবং তাহা হইতেই তাবৎ বিশ্বের সৃষ্টি প্রক্রিয়া দেখিতে পাই।

এখন উপাদানের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক। কামমনসের উপাদান বা ক্ষেত্র এবং অনুভূতি, জ্ঞান এবং স্মৃতির ক্ষেত্র কখনই এক হইতে পারে না কেননা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে যোনি কিম্বা উপাদান প্রভেদে চৈতন্যের তারতম্য হয়। এক একটী ক্ষেত্রকে Theosophy প্লেন (Plane) বলিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

জাতকমালা।

বৈশ্বান্তর উপাখ্যান।

(৫ ম ভাগের ১ম সংখ্যার ৩১ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

এইরূপে শিবিদিগের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ দুর্নীতি মূলক শাসনে রাজ্যে অনর্থ ঘটিবে ইহা বুঝিতে পারিয়া স্নেহ মমতার বশবর্ত্তী হইয়া রাজ্যের মঙ্গলের জন্য সঞ্জয়কে কঠোর বাক্যে সম্বোধন করিলে রাজা তাহাদের হিতৈষিতা বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় অবনতবদন হইয়া রহিলেন এবং পুত্র বিয়োগ চিন্তায় অতীব মর্ম্মাহত হইয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যদি তোমাদের ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হয় তাহা হইলে এক অহোরাত্র মাত্র বৈশ্বান্তরকে অপেক্ষা করিতে সময় দাও। কল্য প্রাতঃকালে সে তোমাদের অভিপ্রায় সম্পাদন করিবে। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া শিবিগণ প্রস্থান করিল। অনন্তর রাজা রাজপুরীর অধ্যক্ষ বা কোষাধ্যক্ষকে ডাকিয়া এই সকল বৃত্তান্ত বৈশ্বান্তরকে জ্ঞাপন করিতে বলিলেন। বৈশ্বান্তর

তখন স্বীয় প্রাসাদে অবস্থান করিতে ছিলেন এমন সময়ে কোষাধ্যক্ষ অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল এবং শোকাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পদতলে পড়িলেন। বৈশ্বান্তর আগ্রহ ও উদ্বেগের সহিত রাজপুরীর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার এতাদৃশ কাতরতার কারণ জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হওয়াতে ধনাধ্যক্ষ বাষ্পাবরোধকণ্ঠে অস্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিলেন, যুবরাজ! শিবিগণ রাজাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া আপনাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতে বলিয়াছে।

বৈশ্বান্তর বলিলেন, শিবিরা আমাকে নির্ব্বাসিত করিতে মনস্থ করিয়াছে। ইহা অসম্ভব কথা। আমি কখনও নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিনাই এবং কর্ত্তব্যে অবহেলা করি নাই। তবে কি জন্য শিবিগণ আমার উপর ক্রুদ্ধ বুঝিতে পারিলাম না। কোষাধ্যক্ষ উত্তর করিলেন আপনার অলৌকিক উদারতাই তাহাদের ক্রোধের কারণ। আপনার নিঃস্বার্থপরতা জনিত চিত্ত প্রসন্নতা অতি পবিত্র, কিন্তু ভিক্ষুদিগের চিত্ত লোভ কলুষিত। আপনি যখন হস্তীটী দান করেন তখন শিবিগণ ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া কর্ত্তব্য জ্ঞান রহিত হইয়াছিল। আপনাকে বাস্তবিকই পরিব্রাজকের পথ অবলম্বন করিতে হইবে।

স্বভাবসুলভ দয়াশীলতা হেতু ভিক্ষুদিগের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করিয়া অলৌকিক ধৈর্য্য সহকারে তিনি বলিলেন শিবিগণ চপল স্বভাব এজন্য আমার প্রকৃতি বুঝিতে পারে নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকল আমাদের আত্মার অন্তর্ভুক্ত নহে অতএব স্বীয় চক্ষু মস্তকাদি অবয়ব দান করা বাহুল্য মাত্র। প্রাণীদিগের উপকারার্থে আমি এই দেহ ধারণ ও পালন করিতেছি; বস্ত্রাদি ও যান বাহনাদি দান ত সামান্য বিষয় মাত্র। আমি আবশ্যক হইলে স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি দ্বারা ভিক্ষুদিগের প্রার্থনা পূরণ করি, শিবিগণ ভয় প্রদর্শন দ্বারা আমাকে দান ধর্ম্মে বিরত করিতেছে ইহাতে তাহাদের অজ্ঞানতা ও চপলতা অধিকতর প্রকাশ পাইতেছে। শিবিগণ আমাকে নির্ব্বাসিত বা বধ করিলেও আমি দান করিতে ক্ষান্ত হইব না। এই ভাবে আমি তপোবনে গমন করিতে প্রস্তুত। অনন্তর বোধিসত্ত্ব স্বীয় সহধর্ম্মিণীর নিকট গমন করিয়া বলিলেন আপনি শিবিদিগের অভিপ্রায় শুনিয়াছেন? মাদ্রী উত্তর করিলেন,

হাঁ শুনিয়াছি। সুলোচনে তুমি তোমার পিতার নিকট হইতে ও আমার নিকট হইতে যে সমস্ত ধন সম্পত্তি পাইয়াছ তাহা একত্রিত করিয়া রাখ। এই সকল ধন উপযুক্ত সৎপাত্রে দান করিয়া দান ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

সৎপাত্রে প্রদত্ত সম্পত্তি কখন ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না এবং পরলোকে অনুগামী হইয়া থকে। তুমি শ্বশুর ও শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সর্ব্বদা প্রিয় হইবে; সন্তানগণকে সম্যক প্রতিপালন করিবে। ধর্ম্মাচরণে অবহেলা করিবে না। আর আমার অনুরোধ এই যে আমার বিরহ জনিত শোক প্রকাশ করিও না। এই সকল কথা শুনিয়া মদ্রী পাছে স্বামীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিষ্ফল হয় এই ভাবিয়া গভীর শোকাবেগ সংবরণ করিয়া বাহ্যিক ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বলিলেন, রাজন আপনার একাকী বনগমন উচিত নয় আমিও আপনার অনুগামিনী হইব আপনার সঙ্গিনী হইয়া বনবাসে মৃত্যুও আমার পক্ষে মহোৎসব; কিন্তু আপনার বিরহে গৃহে থাকা মৃত্যু অপেক্ষাও ক্লেশকর। আমি বনবাস কিছুমাত্র ক্লেশকর জ্ঞান করি না। বিবিধবিহঙ্গকুজিত, বৃক্ষ লতাসরিৎ সেবিত হরিৎ-শাদ্বলপূর্ণ মৃগসমাকীর্ণ দুর্জ্জনবিহীন তপোবন আমাদের ক্রীড়াবন অপেক্ষা অধিকতর তৃপ্তি কর। বস্তুতঃ আপনি যখন বৃক্ষতলে ক্রীড়াশীল, মাল্যধারী ও সমলঙ্কৃত ঋষিকুমার দিগকে দেখিবেন তখন আপনার রাজ্যসুখ তুচ্ছ জ্ঞান হইবে। ঋতুপ্রবত্তরচিত নব নব শোভাসমন্বিত সরিৎকুঞ্জ আপনার মনের প্রীতি সম্পাদন করিবে। রতি সুখ লোলুপ বিহঙ্গগণের সুশ্রাব্য সঙ্গীত, কামোন্মত্ত ময়ূরগণের নৃত্য ও মধুপগণের মধুর গুণ গুণ শব্দ দ্বারাই মধ্যে মধ্যে যে ঐক্যতান হইবে তাহা আপনার অতি মনোহর বোধ হইবে। রাত্রিকালে চন্দ্রকর সমুজ্জল শিলাতল পুষ্পসুগন্ধি বনমারুত ও সঞ্চরমাণ উপলখণ্ড বহনকারিনী স্রোতস্বিনীর অঙ্গনা ভূষণশিঞ্জন সদৃশ মৃদুমধুর ধ্বনি আপনার চিত্তের প্রসন্নতা প্রদান করিবে। অতএব এরূপ তপোবন বাস আমার পক্ষে অতি সুখকর, আপনি আমাকে গমনে অনুমতি প্রদান করুন। এইরূপে পত্নী কর্ত্তৃক বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া বিশান্তর বন গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং সঞ্চিত অর্থরাশি ভিক্ষুদিগকে দান করিবার সংকল্প করিলেন। অনন্তর বিশান্তরের বন গমন বার্ত্তা রাজপুরীতে প্রচারিত হইবা মাত্র রাজকীয় পরিজনবর্গ

যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; সমাগত ভিক্ষুগণ শোকে ও দুঃখে মূর্চ্ছিত ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া বহুবিধ বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন ধরিত্রী কি এতই সংজ্ঞাহীনা হইয়াছেন যে সুস্বাদু ফলচ্ছায়া-সমন্বিত বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইতে দেখিয়াও লজ্জাবোধ করিতেছেন না। সুমিষ্টশীতল জল পূর্ণ জলাশয় বিনিষ্টপ্রায় দেখিয়াও যখন কেহ তাহার প্রতীকার করিতেছেন না তখন স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা কেহই নাই, তাঁহাদের অস্তিত্ব কেবল নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। "হায়! রাজকুমার বিশ্বান্তর যখন রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন তখন বাস্তবিক বোধ হইতেছে যে ধর্ম্ম নিদ্রিত ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে।"— আমাদের ন্যায় সামান্য ভিক্ষোপজীবি নিরপরাধ ব্যক্তিগণকে অনাহারে রাখিয়া অনর্থ ঘটাইতে কাহার নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি জন্মিল?

অনন্তর বিশ্বান্তর তাঁহার কোষাগার হইতে বহুসংখ্যক বহুমূল্য মণি মুক্তা রজত কাঞ্চনাদি, বিবিধ ধান্যাদি পরিপূর্ণ শস্যভাণ্ডার, ও দাস দাসীযান বহন পরিচ্ছদাদি যথাযোগ্য পাত্রে প্রদান করিয়া পিতামাতার চরণ বন্দন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে শোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়া স্ত্রী পুত্র সমভিব্যাহারে রাজকীয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। পুরবাসীগণ শোকে ও দুঃখে বিলাপ করিতে করিতে তাঁহারঅ নুগমন করিতে লাগিল। তিনি বহুবিধ সান্ত্বনা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন। অতঃপর নিজে অশ্বরশ্মি আকর্ষণ পূর্ব্বক বঙ্ক পর্ব্বতাভিমুখে রথ পরিচালিত করিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি রাজধানীর প্রান্তরভাগে প্রফুল্ল মনে উপনীত হইয়া অরণ্যের সমীপবর্ত্তী হইলেন। বৃক্ষাদি পরিশোভিত জনশূন্য মৃগ যূথ সমাকীর্ণ, কলরবপূর্ণ অরণ্যানী দেখিয়া তিনি পরম প্রীতি লাভ করিলেন। তথায় উপস্থিত হইবা মাত্র ঘটনা ক্রমে কতিপয় ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার রথ-যোজিত অশ্বগুলি চাহিলেন। রাজকুমার জানিতেন যে তাঁহাকে স্ত্রীপুত্র ভারগ্রস্ত ও সহায়হীন হইয়া বহুযোজন যাইতে হইবে কিন্তু তথাপি তিনি অম্লান বদনে অশ্বগুলি দান করিলেন, ও ভবিষ্যতে যে তাঁহাকে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে হইবে তাহার জন্য কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন না, অধিকন্তু ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবার অবসর পাইয়াছেন এই ভাবিয়া আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিতে লাগিলেন।

তৎপরে বিশ্বান্তর নিজে রথ টানিবার বদ্ধপরিকর হইলেন এমন সময়ে লোহিতবর্ণ মৃগরূপধারী চারিটী যক্ষ তথায় উপস্থিত হইয়া বলবান অশ্বের ন্যায় রথযুগে তাহাদের স্কন্ধদেশ প্রদান করিল। তাহাদিগকে দেখিয়া তিনি বিস্ময়বিশাল লোচনা মাদ্রীকে বলিলেন প্রিয়ে! দেখ তপস্বীদিগের আবাসভূমি পরম পবিত্র তপোবনের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! বনবাসী মৃগদিগের হৃদয়েও অতিথিবাৎসল্য বদ্ধমূল রহিয়াছে। মাদ্রী তাহা শুনিয়া বলিলেন প্রভো, আমার বোধ হয় ইহা আপনার অমানুষী ক্ষমতার পরিচায়ক, কারণ যে ধর্ম্মাচরণ সাধুদিগের প্রধান কার্য্য হইলেও পাত্রাপাত্র ভেদে তাহার ন্যূনাধিক্য হয়। সলিলরাশির মধ্যে নক্ষত্র রাজির প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত শোভা অপেক্ষা প্রস্ফুটিত কুমুদিনীর হাস্যময়ী শোভা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী। ইহারও কারণ এই যে চন্দ্রদেব যেন কুমুদিনীর গুণে মুগ্ধ ও কৌতূহলী হইয়াই তাহার বিমল কিরণ বিস্তার করিয়া তাহাকে প্রস্ফুটিত করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

আমি কি চাই ? *

আমি মাঝে মাঝে ভাবি যে আমি কি চাই। আমি অনেক জিনিস্‌ই চাই, আমি ধন চাই, মান চাই, যশ চাই, স্নেহ চাই, প্রীতি চাই। আমি যাহা ভালবাসি তাহাই চাই। কিন্তু যাহা চাই তাহা ত সমস্ত পাই না; এবং না পাইলেই দুঃখ হয়। আমি এই যে নানাবিষয় চাই ইহাই ত আমার দুঃখের কারণ, তবে ত একপ নানাবিষয় চাওয়া আমার পক্ষে শ্রেয় নহে। এখন বুঝিতেছি শ্রেয় পদার্থ এক, এবং প্রেয় পদার্থ অন্য। ... ... আমি আর প্রেয় পদার্থ চাহিব না যাহা শ্রেয় তাহাই চাহিব। কিন্তু আমার শ্রেয়

* এই প্রবন্ধের লেখক পন্থা-সম্পাদক কৃষ্ণধন বাবুর পুত্র।

পঃ প্রঃ।

পদার্থ কি—কি পাইলে আমার সমস্ত অভাব পূর্ণ হয় তাহা আমি বুঝিতে পারি না, আমার শ্রেয় পদার্থ কি আমায় কে বুঝাইয়া দিবে ?

এই জগতে একজন গুরু আছেন, শুনিয়াছি যে জীবের পক্ষে কোন পদার্থ শ্রেয় এবং কিবা শ্রেয় নয় তাহা তিনিই সম্যক্‌রূপে বুঝেন। তিনি এই শ্রেয় পদার্থ কি তাহা বুঝাইবার জন্য পৃথিবীতে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। কুরুক্ষেত্র সমর সময়ে অর্জ্জুন যখন মোহে অভিভূত হইয়া, তাঁহার পক্ষে কি শ্রেয় এবং কি শ্রেয় নহে ইহা বুঝিতে অক্ষম হইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন এই জগত্‌গুরু তাঁহাকে শ্রেয় তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া শ্রেয় তত্ত্বসম্বন্ধে যাহা কহিয়া গিয়াছেন তাহাই সমগ্র মানবের পক্ষে শ্রেয় পদার্থ; এবং আমার পক্ষেও তাহাই শ্রেয়। বিষয় সুখে আশক্তির ত্যাগ এবং সেই ত্যাগের ফলরূপ যে শান্তি তাহাই ভগবদ্গীতায় কথিত "শ্রেয়" পদার্থ; এইবার হইতে এই শান্তি ভিন্ন আর আমি কিছুই চাহিব না।

যখনি কোন বিষয়ের সুখে মন ধাবিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও টানিয়া লইয়া যাইবে তখন আমি জোর করিয়া বলিব; মন! আমি আর বিষয় সুখ চাহি না, আমি শান্তি চাই। তুমি আমার সহিত হৃদয়ের ভিতরে প্রবেশ কর জগতগুরু প্রদর্শিত অনাশক্তির পন্থা অবলম্বন করিয়া শান্তিসুখ উপভোগ করি এস।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সাধনা।

(৩য় সংখ্যার ১৩৮ পৃষ্ঠার পর হইতে)

চৈতন্যাংশে জীব মাতারার সহিত এক ও অভিন্ন; অভেদজ্ঞানে মা তারার উপাসক ভক্তগণই দৃঢ়তার সহিত গুরুপদেশানুযায়ী তীব্র সাধনায় গুরু কৃপাতেই মহামাতার দর্শন পাইয়া থাকেন। গুরুদেব স্বয়ং শিষ্যকে দর্শন করা-

ইয়া না দিলে কেহই মাতারাকে দর্শন করিতে সক্ষম হয়েন না। গুরু কৃপায় যে মাতারার সাক্ষাৎ পাইতে হয়, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম; এ নিয়ম লঙ্ঘনে কেহই তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতে পারেন না। এই প্রাকৃতিক নিয়ম স্বতঃসিদ্ধ, ইহা কাহাকেও হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারা যায় না, তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, যাঁহারা মাতারার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইয়াছেন তাঁহারা আপনা আপনিই এই সত্য অন্তঃকরণে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। যাঁহারা বৃথা বাগাড়ম্বরে থাকিয়া এতাদৃশ গুরু মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস পূর্ব্বক স্বাধীন জ্ঞান চর্চ্চার ধূয়া ধরিয়া কেবল প্রগল্‌ভতারই পরিচয় দিয়া থাকেন এবং কেবল বিষয় সম্বন্ধ লইয়া ব্যস্ত ও তদ্‌বিষয়ক প্রস্তাব ও কথোপকথনেই আপনাদিগকে তৃপ্তি বোধ করেন, তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি অতীব দূরবর্ত্তী। যাঁহারা সদ্‌গুরু প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত আছেন এবং গুরুমাহাত্ম্য অন্তঃকরণে উপলব্ধি করিতেও অসমর্থ, তাঁহারা যতই তত্ত্ববিচার লইয়া বাক্‌বিতণ্ডায় রত থাকুন না কেন, দূর দৃষ্টির অভাব বশতঃ তাঁহাদের পক্ষে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি দুর্ঘট এবং কাজে কাজেই তাঁহাদিগকে কেবল বৃথা বৈষয়িক ব্যাপারের প্রস্তাব লইয়াই সময় অতিবাহিত করিতে হয় এবং সংসারাসক্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হওয়ায় কাম ক্রোধাদির ক্রমশঃ অধিকতর প্রশ্রয়তা নিবন্ধন ঘোরতর মোহান্ধকারে পতিত হইয়া ক্রমশঃই গভীরতর অশান্তি সাগরে তাঁহাদিগকে নিমগ্ন হইতে দেখা যায়। এক শান্তিদায়িনী অনন্তশক্তি স্বরূপিণী সচ্চিদানন্দময়ী মাতারার আশ্রয় না লইলে প্রকৃত শান্তি প্রাপ্তি সুদূরপরাহত সন্দেহ নাই। বিষয়বিষে দিবানিশি জর্জ্জরিত হইয়া সংসার প্রমত্ত, বাক্‌বিতণ্ডাপটু, তত্ত্বগানকারী পণ্ডিত সমাজে অগ্রগণ্য অনেক নরশিশুগণই বকাণ্ডপ্রত্যাশারূপ বিষয় প্রত্যাশাতে অমূল্য সময় বৃথা অতিবাহিত করিতেছেন।

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসাং সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥
ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥"

(শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা।)

"অহমিত্যঙ্কুরোৎপন্নো মমেতি স্কন্ধবান্ মহান্।
গৃহক্ষেত্রোচ্চশাখশ্চ পুত্রদারাদি পল্লবঃ॥
ধনধান্যমহাপত্রো নৈককাল প্রবর্দ্ধিতঃ।
পুণ্যাপুণ্যাগ্রপুষ্পশ্চ সুখদুঃখমহাফলঃ॥
তত্র মুক্তিপথব্যাপী মূঢ়সম্পর্কসেচনঃ।
বিধিৎসাভৃঙ্গমাচোচ হৃদ্যজ্ঞান মহাতরুঃ॥
সংসারাধ্বপরিশ্রান্তোঃ যে তচ্ছায়াং সমাশ্রিতাঃ।
ভ্রান্তিজ্ঞান সুখাধীনা স্তেষামাত্যন্তিকং কুতঃ॥
যৈস্তু সৎসঙ্গপাষাণশিতেন মমতাতরুঃ
ছিন্নোবিদ্যাকুঠারেণ তে গতা স্তেন বর্ত্মনা॥
প্রাপ্য ব্রহ্মবনং শীতং নীরজস্কমণ্টকম্।
প্রাপ্নুবন্তি পরাং প্রজ্ঞানির্বৃতিং বৃত্তিবর্জ্জিতাঃ॥"
(মার্কণ্ডেয় পুরাণ—দত্তাত্রেয়)

দিবানিশি অজস্র বিষয় ভাবনা ও তাহাতে মত্ততা কেবল শীঘ্র দেহ পাতের, এবং অপ্রমত্তভাবে স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের সহিত গুরুপদেশানুযায়ী সাধনায় রত থাকা সাধকের দীর্ঘায়ুতার পূর্ব্ব লক্ষণ, সন্দেহ নাই।

"দেহাৎ বিনির্গতো বায়ু স্বভাবাৎ দ্বাদশাঙ্গুলিং।
গায়নে ষোড়শাঙ্গুল্যো ভোজনে বিংশতিস্তথা॥
চতুর্ব্বিংশাঙ্গুলিঃ পান্থে নিদ্রায়াং ত্রিংশদঙ্গুলিঃ।
মৈথুনে ষট্‌ত্রিংশদুক্তং ব্যায়ামে চ ততোধিকম্॥
স্বভাবেঽস্য গতে মূলে পরমায়ুঃ প্রবর্দ্ধতে।
আয়ুক্ষয়োঽধিকে প্রোক্তো মারুতেঃ চান্তরোদ্গতে॥"
(স্বরোদয়)

"গচ্ছন্ তিষ্ঠন্ সদাকালং বায়ুস্বীকরণং পরম্।
সর্ব্বকালপ্রয়োগেন সহস্রায়ু ভবেন্নরঃ॥
যাবৎ পশ্যেৎ খগাকারং তদাকারং বিচিন্তয়েৎ।
খমধ্যে কুরুচাত্মানমাত্মমধ্যে চ খং কুরু।
আত্মানং খময়ং কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥"
(উত্তর গীতা)

১২শ পরিচ্ছেদ।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।"

(শ্রুতি।)

সৎস্বরূপ জ্ঞানই ব্রহ্ম এবং অনাদিঅনন্তকালই এক অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম অনন্তভাবে আছেন, এবং এইজন্যই আত্মার অনন্তত্ব স্বীকার্য্য। যখন মহাপ্রলয় ঘটে, তখন পাঞ্চভৌতিক জগৎ শক্তিতে লীন হইয়া যায় এবং জীবগণ ঈশ্বরে লীন হয়। শক্তি আবার অব্যক্ত হওয়ায় ঈশ্বর মহেশ্বর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। এই কালে এক অনির্ব্বাচ্য স্তিমিত গম্ভীর ভাব দাঁড়ায়। প্রকৃতির নিত্যতা হেতু মহেশ্বরের দর্শনে প্রকৃতির বর্ত্তমানতা মাত্র তখন থাকে! কিন্তু প্রকৃতি নিত্যা হইলেও জীববিশেষের নির্ব্বাণে প্রকৃতির মিথ্যাত্বহেতু প্রকৃতপক্ষে এক সজাতিবিজাতিবর্জ্জিত অদ্বয় ব্রহ্মই আছেন। "শান্তং শিবমদ্বৈতম্" (শ্রুতি)। ব্রহ্মের নিরুপাধি অবস্থায় ব্রহ্মকে যদি কোন সংজ্ঞায় অভিহিত করিতে হয় তাহাহইলে "পরমশিব" বা "পরবিষ্ণু" সংজ্ঞাই প্রযোজ্য; "নামরূপক্রিয়াহীনং সর্ব্বং তৎপরমং পদম্"। ব্রহ্মের এই পরমশিবাবস্থায় মায়া অন্তর্হিতা হয়েন। প্রলয় শেষে যখন ব্রহ্মেচ্ছাসংজ্ঞকনিয়তি অনুযায়ী স্তিমিত গম্ভীর ভাব ভঙ্গ হয় তখন মহেশ্বর হইতে ব্রহ্মশক্তি আবির্ভূত হওয়ায়, মহেশ্বর ঈশ্বর এবং অসংখ্য জীবরূপে প্রকাশমান হয়েন। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, ঈশ্বরত্ব ও জীবত্বের নিঃশেষ ধ্বংস হয় না। অর্থাৎ ব্রহ্ম অনন্তভাবে অনাদি অনন্তকালই আছেন, মহাপ্রলয়ে ঈশ্বর ও অসংখ্য জীব অব্যক্ত থাকেন এবং সৃষ্টারম্ভে ব্যক্ত হয়েন।

মহাপ্রলয়ে যে সমুদায় জীবগণ ঈশ্বরে লীন হয়, মহাপ্রলয়ান্তে মায়ার আবির্ভাবে তাহারা পুনরায় উত্থিত হয়। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, "যে সমুদায় জীব নির্ব্বাণপ্রাপ্তিতে পরব্রহ্মে লীন হয় তাহাদের এই সময়ে কি অবস্থা ঘটিয়া থাকে এবং যে সমুদায় জীব ঈশ্বরে লীন হয় সৃষ্টিপ্রারম্ভে তাহাদেরই বা পুনরুত্থানের কারণ কি?"

নির্ব্বাণ কাহাকে বলে? নির্ব্বাণের অর্থ কি? কোন জীব যখন মায়াশক্তির ক্রিয়ারূপ দর্পণে বা অন্তঃকরণে জগৎপ্রপঞ্চরূপ প্রতিবিম্ব দর্শন করে না এবং কেবল আত্মস্বরূপই দর্শন করে, তখন উক্ত জীবসম্বন্ধে মায়ার তিরো-

ভাব এবং অন্তঃকরণের লয় কথিত হয়, এই অবস্থা হইতে জীবভাবে তাঁহার পুনরাবৃত্তি না হওয়াতেই উক্ত জীব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল ও বলা যায় নিরুপাধি ব্রহ্মের সহিত এক ও অভিন্ন হয়। কিন্তু যে সমুদায় জীবের মহাপ্রলয়ের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্তও এইরূপ নির্ব্বাণ প্রাপ্তি ঘটে না তাহারা মহাপ্রলয়ে ঈশ্বরে লীন হইয়া যায়, এবং শক্তি অব্যক্ত হওয়ায় ঈশ্বরও মহেশ্বরাখ্য ব্রহ্ম হয়েন; নির্ব্বাণ প্রাপ্তিও কামনামূলক এবং এই কারণ ঈশ্বরের, দুঃখরাহিত্য প্রযুক্ত কামনাভাবে, মহাপ্রলয়ে নির্ব্বাণ হয় না বলা যাইতে পারে; ঈশ্বর সৃষ্টিপ্রারম্ভে পুনরায় জাগরূক হয়েন। যে সমুদায় জীব মহাপ্রলয়ের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানাভাবে এবং সংসার বাসনা তিরোহিত না হওয়ায় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না, তাহারা মহাপ্রলয়ান্তে অর্থাৎ সৃষ্টিপ্রারম্ভে পুনরায় পূর্ব্ব বাসনাজালসহ ঈশ্বরের সহিত উথিত হয়, যেহেতু মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে তাহাদের কর্ম্ম ক্ষয় হয় নাই। যাহারা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মের সহিত এক ও অভিন্ন হয়েন তাহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না, কারণ তাহাদের কর্ম্মক্ষয় ও বাসনানাশ হইয়া থাকে; কিন্তু জীবসংখ্যা অনন্তকালই অনন্ত, এজন্য স্বীকার করিতে হইবে যে, নির্ব্বাণ প্রাপ্ত জীবগণের সংখ্যা পূরণার্থ প্রাকৃতিক নিয়মে নূতন নূতন জীব সমুদ্ভূত হইয়া থাকে এবং শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যায় ;—

"মহ্যনন্তৌ চিদম্বুধৌ আশ্চর্য্যং জীব বীচয়ঃ।
সমুদ্যন্তি খেলন্তি প্রবিশন্তি স্বভাবতঃ॥"

(অষ্টাবক্র সংহিতা)

তথাহি যোগবাশিষ্ঠে,—

"সংখ্যাতীতাঃ পুরা জাতা জায়ন্তেঽদ্যাপি চাভিতঃ।
উৎপৎস্যন্তে তথৈবান্যে কণৌঘাইব নির্ঝরাৎ॥
কেচিৎ প্রথম জন্মানঃ কেচিজ্জন্মশতাধিকাঃ।
কেচিচ্চাসংখ্যজন্মানঃ কেচিৎ দ্বিত্রিভবান্তরাঃ॥"

প্রলয়ে যেরূপ জীবগণ ঈশ্বরে অব্যক্ত থাকে এবং প্রলয়ান্তে অর্থাৎ সৃষ্ট্যারম্ভে স্ব স্ব কার্য্য কারণ পরম্পরার সহিত প্রাদুর্ভূত হয়, তদ্রূপ মহাপ্রলয়েও অপ্রাপ্ত নির্ব্বাণ জীবগণ ঈশ্বরের সহিত ব্রহ্মে অব্যক্ত থাকে এবং মহাপ্রলয়ান্তে সৃষ্ট্যারম্ভে

ঈশ্বরের প্রাদুর্ভূত হয়। প্রলয়ান্তে জীবগণ যে অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্ত হয় তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে অবগত হওয়া যায় ;—

"ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসীঃ প্রজাঃ।
তচ্ছরীর সমুৎপন্নৈঃ কার্য্যৈস্তৈঃ কারণৈঃ সহ ॥"
(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

(ক্রমশঃ।)

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(৫ম সংখ্যার ১৬৭ পৃষ্ঠার পর হইতে)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাঙ্খ্যযোগ।

দ্বিতীয়ে শোক সন্তপ্তমর্জ্জুনংব্রহ্মবিত্তম।
প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিত প্রজ্ঞস্য লক্ষণম্ ॥

সঞ্জয় কহিছে ক্রমে :—অর্জ্জুনে তেমতি
করুণা-আবেশ-বশে বিষাদে কাতর,
সজল তরল চক্ষুঃ, দেখি মধুনাশী
কহিলা [সম্বোধি] হেন [উদ্বোধ] ভারতী ॥ ১॥

কহিলা শ্রীভগবান্,—এ সঙ্কট কালে
অর্জ্জুন! আবেশে কেন তোমারে এ মোহ ?—
অধর্ম্ম, অকীর্ত্তিকর, আর্য্য-অসেবিত ? ॥ ২ ॥

না হও কাতর পার্থ! এভাব তোমাতে
নহে যোগ্য ; পরিহর নীচত্ব—আবহ
হৃদয় দৌর্ব্বল্য নিজ, উঠ পরন্তপ! ॥ ৩॥

উত্তরিলা কুন্তীসুত ;—[আজি] এ সংগ্রামে,
হে মধু-অসুর-নাশী, নাশিব কেমনে
শান্তনব পিতামহে দ্রোণ গুরুবরে,
লক্ষিয়া নিক্ষেপি ইষু !—পূজ্যতম মম
এ উভয় ! হে সপত্নকুলনিসূদন ! ॥৪॥
মহা—অনুভাব দ্রোণ শান্তনব সম
গুরুতম যাঁরা, যদি, না বধি তাঁদেরে
হয় মোরে ভিক্ষা—অন্ন ভুঞ্জিতে জগতে,
তাও শ্রেয় ; বধি পুনঃ, হেন গুরুজনে,
ভুঞ্জিব যতেক ভোগ—অর্থ কাম—মাত্র—
এ লোকেই, রক্তে লিপ্ত হবেতো সকলি :
[পর এ নরকভোগ কে পারে খণ্ডিতে ?] ॥৫॥
যাঁদের জীবন বধি নাহি ইচ্ছি [কভু]
জীবন ধরিতে [ভবে], তাঁরা [অরিভাবে]
অগ্রে মম,—অন্ধরাজ—অঙ্গজনু—শত ;
যদি বা আমরা জিনি, জিনে বা কৌরবে
আমাসবে,—এ উভের কোন্ পক্ষ গুরু
মম পক্ষে, [তেঁই] আমি বুঝিতে না পারি ॥৬॥
স্বভাব বিকল মম [কুলক্ষয় হেতু ;]
পাপভয়ে, শোকাবেগে [বন্ধু বধ হেতু] ;
না পারে বুঝিতে চিত মোহের আবেশে
কি অধর্ম্ম ধর্ম্ম কিবা ; করি এ জিজ্ঞাসা,
যা নিশ্চিত শ্রেয়ঃ কল্প কহ তা [বিতরি
কৃপাদৃষ্টি [করি] মোরে ; আমি শিষ্য তব,
লইনু শরণ তোমা, শিখাও আমারে, ॥৭॥
আমিত নাহিক দেখি উপায় এমতি
খণ্ডিবে যাহাতে মম [বন্ধুবধ] শোক
ইন্দ্রিয় শোষক ; যদি, লভি ভূমণ্ডলে

অশত্রু সমৃদ্ধ রাজ্য [বলিতে কি তোমা,]
ইন্দ্রত্ব লভিও যদি, তথাপি না দেখি
[হেন শোক নিবারক প্রতীকার কোন]। ॥৮॥
এতবলি হৃষীকেশে, পার্থ গুড়াকেশ,
সঞ্জয় কহিছে নৃপে, বিজ্ঞাপিলা শেষে
গোবিন্দে,—বিরত আমি থাকিনু এ রণে ;
কহি হেন, পরন্তপ নীরব রহিলা, ॥৯॥
হে ভারত কুলধর! অর্জ্জুনে তেমতি
বিষাদে বিকল দেখি উভ বল মাঝে,
হৃষীকেশ হাস্য করি [আশ্বাসিতে—তাঁরে
ব্রহ্মবিদ্যা—যোগশাস্ত্র উপদেশময়ী]
এমতি [প্রবোধ] বাণী অবতার-নিলা, ॥১০॥
আরম্ভিলা ভগবান্ ;—শোচ্য নহে যারা,
শোচিলে তাদের তরে, অথচ ভাষিছ
পণ্ডিতের ভাষা তুমি ; পণ্ডিতেরা [কভু]
না শোচেন্ কারো জন্য মৃত কি জীবিত, ॥১১॥
না আছিনু কভু আমি, না আছিলা তুমি
কিম্বা এরাজন্যবর্গ, নহেত এমতি ;
না থাকিব, পরে সবে মোরা, তাও নহে, ॥১২॥
দেহীর এ দেহে যথা কৌমার যৌবন
আর জরা, দেহান্তর প্রাপ্তি ও তেমতি ;
ধীমান্ পুরুষ তাহে না মোহেন [কভু]! ॥১৩॥
বিষয়ে ইন্দ্রিয় বৃত্তিচয়ের সংযোগে
প্রদানে, কৌন্তেয়, শীত—উষ্ণ সুখ দুঃখ ;
বিষয়ে ইন্দ্রিয়ে যোগ উদ্ভব বিনাশী,
নহে নিত্য ; [তেঁই] তাহা তিতিক্ষ (১) ভারত ; ॥১৪॥

(১) তিতিক্ষ—"তিতিক্ষস্ব"—(সেই শীতোষ্ণাদি) সহ্যকর, তাহাতে হর্ষবিষাদ (অনুভব) করিওনা।

তাহা যাঁরে নাহি ক্ষোভে, পুরুষ প্রধান,
যাঁর পক্ষে দুঃখ সুখ উভয়ি সমান,
ধীমান্ পুরুষ তিনি অমৃতত্ব(২) যোগ্য।
যে বস্তু অসৎ,(৩) [যথা, শীত-উষ্ণ-আদি,
বিকার তাহারে কহি, কিম্বা কার্য্য কহি ;
বিকার বা কার্য্যবস্তু স্বকারণ বিনা
নহে উপলব্ধ কভু কারো এ জগতে,
নহে উপলব্ধ তথা জন্মের প্রাকালে
ধ্বংস পরে, তেঁই] তার নাহিক সম্ভাব।
আর সৎ যাহা, নাহি তার অসদ্ভাব
[কালত্রয়ে :] এ উভের [অসত সতের]
বুঝেন্ নির্ণয় হেন তত্বদর্শী জনে, ॥১৬॥
জানিহ সে সতে তুমি অবিনাশী বলি,
[উদ্ভব বিনাশশীল] এ অখিল ব্যাপী
স্থিত যিনি [সাক্ষিরূপে] ; সেই অব্যয়ের(৪)
বিনাশ সাধিতে কারো নাহিক শকতি ॥ ১৭ ॥
অপ্রমেয় (৫) অনশ্বর সদা একরূপী
দেহীর, এ যাবতীয় দেহই কেবল
নশ্বর,—কহিলা [তত্ব তত্বদর্শী যাঁরা] :
তেঁই [এ মোহজ শোক বিসর্জ্জি], ভারত !
হও রণব্রতে রত [—পাল ধর্ম্ম নিজ] ॥১৮॥

---

(২) "অমৃতত্ব"—অমৃতত্বের, অমৃতভাবে মোক্ষের। শঙ্কর।

(৩) "অসৎ"—অবিদ্যমান (যাহা থাকে না)।

"সৎ—আত্মা। শঙ্কর।

(৪) "অব্যয়ের"—অব্যয়স্য—যাহার উপচয় বা অপচয় হয় না, তাহার।

শঙ্কর।

(৫) "অপ্রমেয়"—অপ্রমেয়স্য—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য, (অপরিমেয়)

দেহীরে হননকর্ত্তা বলি জানে যেবা,
যে জন বা অঙ্গীকারে দেহীর নিধন ;
উভয়ে বিশেষরূপে নহে অবগত,—
দেহীনন্ হন্তা, কিম্বা নাহিন্ নিহত ॥১৯॥
দেহীর নাহিক জন্ম, নাহি মৃত্যু কভু,
তিনি অজ, তাঁর সত্তা নহে জন্ম জন্য,
সদা একরূপী তিনি শাশ্বত, পুরাণ, (৬)
শরীর নিধনে [কভু] না হন্ নিহত ॥ ॥২০॥
যে জানে তাঁহারে, পার্থ, নিত্য অবিনাশী
অজ ও অব্যয় বলি সে জন কেমনে
কারে বধে ?—কারেই বা নিয়োগে বধিতে ? ॥২১॥
ত্যজি জীর্ণ বাসঃ যথা নূতন অপর
গ্রহে নর, তথা দেহী, জীর্ণ কলেবর
পরিহরি, পরিগ্রহে অন্য দেহ নব ॥ ২২ ॥
তাঁরে শস্ত্র নাহি ছেদে, পাবক না দহে,
ক্লেদিত না করে জলে, না শোষে মারুতে ;
ছেদ্য, দাহ্য, ক্লেদ্য, শোষ্য কভু নন্ তিনি !
তিনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু ও অচল !

---

(৬) সাঙ্খ্যাদি মতে বিকার ষড়বিধ ; জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণতি, অপক্ষয় ও নাশ। আত্মার এই ষড়ভাব বিকার প্রতিষিদ্ধ করা হইয়াছে,

"সদাএকরূপী" নিত্যঃ—এতদ্বারা বৃদ্ধি প্রতিষেধ।

"শাশ্বত" শাশ্বতঃ —শশ্বদ্ভব, যিনি নিরন্তর আছেন, এতদ্বারা অপক্ষয় প্রতিষেধ। "পুরাণ" পুরাণঃ—যাঁহার অস্তিত্বের বিচ্ছেদ নাই। ইহাতে বিপত্তির নাম প্রতিষেধ। তিনি পূর্ব্বের হইলেও নূতনই। পরিণাম দ্বারা রূপান্তর পাইয়া নূতন হন্ না। স্বামী।

পূর্ব্বাবস্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম বিপরিণাম। গিরি।

তিনি সনাতন, তিনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য,
অবিকার্য্য,—অভিহিত হেন অভিধানে(৭) ;
এ হেতু, [নিশ্চিত] বুঝি দেহীরে এমতি,
[বধিনু এ সবা আমি, হত অস্ত্রে মম
অরিপক্ষ,] পরিহর [এ] অনুশোচনা ॥২৩—২৫ ॥

যদ্যপি স্বীকার, দেহী দেহের সহিত
নিত্য জন্মে নিত্য মরে, তথাপি এমতি
অনুশোক মহাবাহো, অনুচিত তব ;
কেননা জন্মীর মৃত্যু নিয়তই ঘটে,
নিয়ত মৃতের জন্ম ; তেঁই অনিবার্য্য
যে ঘটনা, তাহে শোক অনুচিত তব, ॥ ২৬—২৭ ।
এ ভূতপ্রপঞ্চ দেহ নহে অভিব্যক্ত
আদি,—অন্তে [—জন্ম—অগ্রে তথা মৃত্যু পরে,]
ব্যক্ত শুধু মধ্যভাগে, —জন্ম মৃত্যু মাঝে,
স্বপ্নকালে ইন্দ্রজালে দৃশ্যজাত যথা ;
হেন দেহ !—তুচ্ছদেহ !] এ দেহ লাগিয়া
বিলাপ [আবার] কিবা ভরতজ [তব] ? ॥২৮॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহেশচন্দ্র বসু।

---

(৭) "স্থাণু" স্থাণুঃ—স্থিরস্বভাব রূপান্তর প্রাপ্তি শূন্য।
"অচল" অচলঃ—যিনি পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ করেন না।
"সনাতন" সনাতনঃ—অনাদি। "অব্যক্ত" অব্যক্তঃ—চক্ষুরাদির অবিষয়।
"অচিন্ত্য" অচিন্ত্যঃ—মনের ও অবিষয়।
"অবিকার্য্য" অবিকার্য্যঃ—কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের অগোচর। স্বামী।
"অচল" অচল—অপ্রকম্প। রামানুজ।

পাগলের প্রলাপ।

(৪ র্থ সংখ্যার ১৪৯ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

(১৩১)

দয়াময়! গয়াসুরের পাষাণ মস্তকে তোমার কোমল পদ কমল অঙ্কিত হইতে পারে, আর সন্তানের পাষাণ হৃদয়ে কি তাহা অঙ্কিত হইতে পারে না?

(১৩২)

এই ভবরঙ্গমঞ্চে সকলেই যদি স্ব স্ব অভিনয় সুচারুরূপে সম্পন্ন করিত তাহা হইলে এই জীবননাট্যগীতি আর প্রহসনে পরিণত হইত না।

(১৩৩)

মা আমার আগে গৌরী ছিলেন, তাঁহার মহাপাতকী সন্তানের পাপের পরিণামে কি দুর্দ্দশা হইবে এই ভাবিয়া ভাবিয়াই তিনি সোনার অঙ্গ কালী করিয়াছেন।

(১৩৪)

শুধু ছানা চিনি খাও একরকম লাগিবে আর তাহাই আবার পাক করিলে সন্দেশ, রসগোল্লা, ছানার মুড়কি হইয়া অন্য প্রকার আস্বাদন হয়। জিনিষ সেই রহিল শুধু প্রকার ভেদে স্বাদের বিভিন্নতা হয়। সেইরূপ প্রেমপদার্থ, পিতা মাতা, বন্ধু স্ত্রী, পুত্র কন্যা প্রভৃতি প্রকার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদন হয়, জিনীষটা কিন্তু সেই একই থাকে।

(১৩৫)

সন্তানের শরীরের প্রত্যেক পরমাণুতে যেমন তাহার পিতামাতার স্বরূপ সমনাংশে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বর্ত্তমান থাকে সেইরূপ জগতের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের অণুতে অণুতে পুরুষ প্রকৃতি, জড় চৈতন্য সর্ব্বদা অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন প্রকারে দুইটীর পৃথক্ অনুভূতি হওয়া অসম্ভব।

(১৩৬)

পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হইয়াই "মা" বলিয়া কাঁদিয়াছিলাম, আবার যেদিন এই পৃথিবী ছাড়িয়া যাইব সে দিনই যেন মা! তোমাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে পারি।

(১৩৭)

কাণা, কালা, বোবা, পাষাণ না হইতে পারিলে সংসার ধর্ম্ম সাধন করা বড়ই সুকঠিন।

(১৩৮)

হৃদয়ে কালীমাকে বসাইতে না পারিলে হৃদয়ের কালিমা ঘুচে না।

(১৩৯)

বাহিরে কাহাকেও বা পুরুষ কাহাকেও বা স্ত্রী মনে হয় কিন্তু সবার ভিতরেই এক বস্তু, তাহা পুরুষ কি প্রকৃতি এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই।

(১৪০)

কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভিন্ন জগতে আর কিছুই করিও না। প্রত্যেক কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে তাহা তোমার কর্ত্তব্য কি না অগ্রে বিচার করিবে।

(১৪১)

মুকুলাবস্থায় ফলগুলি ঊর্দ্ধমুখে থাকে, ঈষৎ পরিপুষ্ট হইলে নিম্নমুখী হয় কিন্তু পরিপক্ক হইলে ভূমিতে আসিয়া পড়ে, সেইরূপ জ্ঞানের প্রথম উন্মেষে অভিমানে মানবের মস্তক উন্নত থাকে, ক্রমে তাহার পরিপুষ্টি হইলে মস্তক স্বতঃই অবনত হইয়া আইসে, পরন্তু জ্ঞানের পরিপক্কাবস্থায় মস্তক ক্রমশঃ ভূমিতে আসিয়া লুণ্ঠিত হয়। পরিণতির ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম।

(১৪২)

শিবের কণ্ঠে কালিমা কিসের তা' জান? উহা তাঁহার হৃদয়বাসিনী কালীমার ছায়া; তাহা না হইলে কি তাঁহার সৌন্দর্য্য অত বৃদ্ধি হইত!

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

৫ম ভাগ। { কার্ত্তিক ১৩০৮ সাল। } ৭ম সংখ্যা।

স্তুতিকুসুমাঞ্জলিঃ।

দেবীস্তুতিঃ।

(১)

দেবি! প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি! পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি! চরাচরস্য॥

জগতজননি! দেবি দুর্গতি হারিণি!
প্রসন্ন হও গো মাতঃ! বিশ্ব প্রসবিনিঃ
তুমি গো মা! চরাচর জগত ঈশ্বরী
বিশ্বেশ্বরি! বিশ্বরক্ষা কর কৃপাকরি॥১॥

(২)

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত
দাপ্যায়তে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে॥

জগতের একমাত্র আধার রূপিণী
তুমি মা ধরণীরূপে জগতধারিণী,
অপার মহিমা তব কে করে বর্ণন
বারিরূপে স্নিগ্ধ কর এবিশ্বভুবন॥২॥

(৩)

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি! সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

তুমি মা! বৈষ্ণবী শক্তি অনন্ত শকতি
বিশ্ববীজস্বরূপিণী পরমা প্রকৃতি,
তোমার মায়ায় মুগ্ধ নিখিল ভুবন
তুমি তুষ্ট হ'লে ঘুচে এভব বন্ধন॥৩॥

(৪)

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি! ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলাঃ জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ॥

হে দেবি! সমস্ত বিদ্যা তোমার মুরতি
জগতে সকল নারী তব প্রতিকৃতি,
মাতৃরূপে তুমি একা ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিণা
কি ব'লে তোমার স্তুতি করিব না জানি॥৪॥

(৫)

সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তি প্রদায়িণী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কাবা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥

তুমি দেবিঃ সর্ব্বভূতে কর অধিষ্ঠান
ভক্তজনে স্বর্গমুক্তি কর মা! প্রদান,
সাধন স্তবনে তুষ্টি হইলে তোমার
স্তুতি করিবার বাকি কি রহিল আর॥৫॥

(৬)

সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদিসংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি! নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

সর্ব্বজীব হৃদে তুমি বুদ্ধি স্বরূপিণী
সবাকার তুমি স্বর্গ মুক্তি প্রদায়িণী
নমি দেবি! নারায়ণি! শ্রীপদে তোমার
প্রণমি প্রণমি মাগো! নমি অনিবার॥৬॥

(৭)

কলাকাষ্ঠাদি রূপেণ পরিণাম প্রদায়িণী!
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

কলা কাষ্ঠারূপে কাল করি পরিমাণ
তুমি গো মা পরিণাম করিছ প্রদান
বিনাশিতে এই বিশ্ব শকতি তোমার
নারায়ণি! তব পদে নমি অনিবার॥৭॥

(৮)

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে!
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি! নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

সর্ব্ববিধ সুমঙ্গল মঙ্গল কারিকে!
শুভ প্রদায়িণি! শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে!

সবার শরণ্যে মাগো গৌরি ত্রিনয়নি
শ্রীপদ কমলে তব নমি নারায়ণি!
ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরানান্তর্গত দেবী মহাত্মে দেবীস্তুতিঃ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোবিন্‌লাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

কালী।

যা কালী বলিয়াছেন তিনি আমার মা। আমি তাঁকে বড় ভাল বাসি। তোমরা যদি আদর করে শুন তবে আমার মার সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলি।

কালী শিব শক্তি। কালী কৈবল্য দায়িণী।

পাতঞ্জল দর্শনে ক্লেশ, কর্ম্ম বিপাক, এবং আশয়ে অপরাস্পৃষ্ট যে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষকে ঈশ্বর বলিয়া বলা হইয়াছে তিনিই শিব। এই শিবের শক্তির নাম কালী। এই বর্ত্তমানে যাহা হইতেছে, অতীত কালে যাহা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহা হইবে এই সমস্ত যিনি জানেন তিনিই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ। সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বকালের জ্ঞাতা, সর্ব্বকাল তাঁহার জ্ঞেয় এবং যে জ্ঞান শক্তি সর্ব্বকাল রহস্য এই পুরুষের কাছে প্রকাশ করেন সেই জ্ঞান শক্তিই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের শক্তি। এই জ্ঞান শক্তিই শিব শক্তি। ইনিই পুরুষের কাছে ত্রিকাল সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রকাশ করেন সেই জন্য ইঁহার নাম কালী।

আমরা যেরূপ আমাদের বহির্জগতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থিত দ্রব্য দর্শন শক্তি সাহায্যে যুগপৎ দেখিতে পাই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ সেইরূপ চিদাকাশ রূপ ক্ষেত্রে ভুত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের যাবতীয় ঘটনা যুগপৎ দেখিতেছেন। এই চিদাকাশের ক্ষেত্রের নামই কালের ক্ষেত্র। এই চিদাকাশের রহস্য প্রকাশক শক্তিই কালী। পূর্ব্বে পন্থা পত্রিকাতে আকাশ, মহাকাশ ও চিদাকাশ এই ত্রিবিধ আকাশের কথা বলা হইয়াছে এই তিনটি কথা পাঠকগণ বিশেষ করিয়া

স্মরণ রাখিবেন। প্রকৃতির লীলার দেশ, কাল ও পাত্র এই ত্রিবিধ আকাশ। পঞ্চভূতের আদিভূত আকাশ তত্ত্ব প্রকৃতির ক্রিয়ার পাত্র, মহাকাশ দেশ এবং চিদাকাশ কালাধিকরণ। ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ কহে। এই ত্রিবিধ অধিকরণে প্রকৃতির যে ক্রিয়া হইতেছে ভগবতী কালী সেই রহস্য সাধকের কাছে প্রকাশ করিলেই তিনি আর অজ্ঞানী থাকেন না, তিনি তখন সর্ব্বজ্ঞ হইয়া আপনার স্বরূপ বুঝেন অর্থাৎ কৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন। সেইজন্য কালী কৈবল্য দায়িনী। এই কালীবিদ্যার পরিচয় ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

অর্জ্জুন ভগবানের ঐশ্বর্যরূপ দেখিতে ইচ্ছুক হওয়ায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট উক্তরূপ দেখিবার জন্য প্রার্থনা করেন। ভগবান বলেন যে—

"ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্যমে যোগমৈশ্বরং॥"

হে অর্জ্জুন তোমার এই চক্ষু দ্বারা তুমি সে রূপ দেখিতে সক্ষম হইবে না, তোমাকে দিব্য চক্ষু দান করিতেছি তুমি আমার ঐশ্বরযোগ দর্শন কর।

ভগবান অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষু দান করিয়া তাঁহার যে ঐশ্বররূপ, যাহা বিশ্বরূপ তাহা দেখাইলেন। যদি সহস্র সূর্য্য একত্রে উদিত হয় তবে সেই সহস্র সূর্য্যের জ্যোতির সহিত, সেই রূপের জ্যোতির তুলনা হইতে পারে। এই যে জগৎ অনেক ভাগে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে এই সমস্ত জগৎ একস্থ হইয়া সেই মহাজ্যোতি সমুদ্রে ভাসমান রহিয়াছে, ইহা অর্জ্জুন দেখিলেন। এই মহাজ্যোতি দর্শন করিয়া অর্জ্জুন প্রণাম করিলেন এবং বিশ্বরূপ বর্ণন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

পশ্যামি দেবাং স্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূত বিশেষ সংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থং
ঋষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥
অনেক বাহুদর বক্ত্র নেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপং॥

নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ
কিরীটিনং গদিনং চক্রিনঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তং ।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমস্তাৎ
দীপ্তানলার্ক দ্যুতিম প্রমেয়ং ॥
ত্বমক্ষরং শাশ্বত ধর্ম্ম গোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতোমে ॥
অনাদি মধ্যান্ত মনন্ত বীর্য্যং
অনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রং ।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্ত হুতাশ বক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তং ॥
দ্যাবাপৃথিব্যোবিদমন্তরংহি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥
অমীহি ত্বাং সুর সংঘা বিশন্তি
কেচীদ্ভীতা প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি ।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষি সিদ্ধসংঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥
রুদ্রাদিত্যা বসবো যেচ সাধ্যা
বিশ্বেশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ ।
গন্ধর্ব্ব যক্ষাসুর সিদ্ধসংঘাঃ
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥
রূপং মহত্তে বহু বক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহুরূপাদং ।
বহুদরং বহুদংষ্ট্রা করালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহং ॥

নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
　　　　ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রং।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
　　　　ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো
দংষ্ট্রা করালানি চ তে মুখানি
　　　　দৃষ্টৈব কালানল সন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
　　　　প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
　　　　সর্ব্বে সহৈবাবনি পাল সংঘৈঃ।
ভীষ্ম দ্রোণঃ সূতপুত্র স্তথাসৌ
　　　　সহাস্মদীয়ৈর পিযোধমুখৈঃ ॥
বক্ত্রানিতে ত্বরমানা বিশন্তি
　　　　দংষ্ট্রা করালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
　　　　সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈ রুত্তমাঙ্গৈঃ ॥
যথা নদীনাং বহবোম্বুবেগাঃ
　　　　সমুদ্রমেবাভিমুখাদ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
　　　　বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি ॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
　　　　বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধ বেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা
　　　　স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধ বেগাঃ ॥
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ
　　　　লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জলদ্ভি।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
　　　　ভাসস্তবোগ্রা প্রতপন্তিবিষ্ণো ॥

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমস্ত তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিং॥

অর্জ্জুনের এই স্তব শ্রবণ করিয়া বিশ্বরূপ ঈশ্বর উত্তর করিলেন :—

কালোঽস্মি, লোকক্ষয় কৃৎপ্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

ভগবানের এই মহাজ্যোতিস্বরূপ কালরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুন ভীতিচিত্তে বারবার নমস্কার করিলেন।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিত বিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষিততোঽসি সর্ব্বঃ॥

মহাবীর অর্জ্জুন ও, এই মহাজ্যোতিরূপ অধিকক্ষণ দর্শন করিতে সক্ষম হইলেন না। তিনি বলিলেন :—

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে
তদেব মে দর্শয় দেব-রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥

ভগবান তখন ঘোররূপ সম্বরণ করিয়া শান্ত চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইলেন। এই শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া অর্জ্জুনের ভয় দূর হইল; তখন ভগবান বুঝাইলেন যে সুদুর্দর্শ এই যে কালরূপ, দেবগণ ও এই রূপের নিত্য দর্শন কামনা করেন।— বেদ, তপস্যা, দান, যজ্ঞ এই সকল উপায়ে কেহই এই রূপ দেখিবার অধিকারী হয় না। যাঁহার অনন্যা ভক্তি আছে তিনিই কেবল এই রূপ দেখিতে, এই রূপের তত্ত্ব বুঝিতে এবং শেষে এই রূপের মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হন।

এই বারে আমরা কালীবিদ্যার অর্থ বুঝিতে পারিব। ভগবান মহাজ্যোতিস্বরূপ কালরূপ অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছেন সেই কালপুরুষ সম্বন্ধিনী বিদ্যার নাম কালীবিদ্যা। যে বিদ্যা লাভ করিলে এই কালরূপের জ্যোতি দর্শন ক্ষমতা জন্মে এবং এই কালরূপ দেখিতে, বুঝিতে ও ঐরূপের মধ্যে প্রবেশ

করিতে পারা যায় উহারই নাম কালীবিদ্যা। সে বিদ্যাটি যে কি তাহা ভগবান নিজেই বুঝাইয়াছেন; অনন্যা ভক্তিই সেই বিদ্যা। যিনি এই ভক্তি লাভ করিয়া কালরূপ দর্শন করিয়া শেষে ঐরূপের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন তিনিই ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা কৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন। এই ঘোর রৌদ্রমূর্ত্তির মধ্যেই ব্রহ্মের শান্তি নিকেতন; এই শান্তিধামই পুরুষের পরম ধাম।

একটি দীপশিখা যখন জ্বলিতে থাকে তখন উহার মধ্যের নীল বর্ণের স্থানটুকুতে অগ্নির কোন উত্তাপ থাকে না। যাঁহারা কেমিষ্ট্রী পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন যে দীপশিখায় ঐ নীল অংশটুকুর মধ্যে যদি কোন দাহ্য পদার্থ রাখিয়া দেওয়া যায় তবে উহা জ্বলিয়া উঠে না। কালাগ্নির মধ্যেও ঐরূপ একটি শান্ত ধাম আছে যেখানে বসিতে পারিলে চরমশান্তি লাভ করিতে পারা যায়। ইহাই চরম লক্ষ্যস্থল। উহাই কালীমার কোল। এই ক্রোড়ে একবার উঠিতে পারিলেই ত্রিবিধ দুঃখের পরানিবৃত্তি হয়; উহাই মোক্ষধাম; উহাই ব্রহ্মপদ। তৎ সৎ।

গীতায় একাদশ অধ্যায় পড়িয়া আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে কালরূপের জ্যোতি দর্শন করিতে হইলে প্রথম দিব্যচক্ষু লাভ করিতে হইবে। ভগবৎ পদে অনন্যাভক্তি থাকিলে ভগবান সেই ভক্তকে এই দিব্যচক্ষু দিয়া থাকেন। দিব্যচক্ষু লাভ না হইলে কালরূপের জ্যোতি দর্শনের ক্ষমতা হয় না। এই ক্ষমতা লাভের চেষ্টার নাম শক্তি সাধনা।

অন্তঃকরণের শক্তি দ্বিবিধ; একের নাম বুত্থান শক্তি, অন্যের নাম নিরোধ শক্তি। বুত্থান শক্তির প্রভাবে মন বর্হিমুখ হইয়া বাহ্যবিষয়ে আকৃষ্ট হয় এবং বাহ্যবিষয় সংস্পর্শজনিত ভাব সকল ভাবনা করিয়া থাকে। এই বুত্থানশক্তি অভিভূত হইয়া যখন নিরোধশক্তির অভ্যুদয় হয়, তখন মন অন্তরের জ্যোতি লাভের কামনা করিয়া থাকে। মন অন্তর্মুখ হইয়া অন্তর্জ্যোতি দর্শনকামী হইলে সেই জ্যোতি লাভের পন্থা পাইবার জন্য পথ প্রদর্শক গুরুর অন্বেষণ করিতে থাকে। সদগুরু তখন দীক্ষাদানে শিষ্যকে সুষুম্নামার্গের পথ [illegible] ইয়া দেন। নিরোধশক্তি সহ মন দ্বিদল পথে উঠিলে হৃনেত্র [illegible] সাধক দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন। এইবারে সাধক হৃদয়দহরবা[illegible] মহাজ্যোতি দর্শন করিতে সক্ষম হন। ইহারই নাম শক্তিসাধনা।

অর্জ্জুন মহাকালের রূপ দর্শন করিয়া যুগপৎ হৃষ্ট ও ভীত হইয়া, পুলকিত ও কম্পিতভাবে ভগবানকে বার বার নমস্কার করিয়াছিলেন। এবং শেষে শান্তরূপ দর্শন করিয়া সুস্থির চিত্ত হইয়াছিলেন। এই হর্ষ ও ভয়ের মিশ্রিত ভাবের পর শান্তরূপ দর্শনে চিত্তের যে আনন্দময় ভাব উহারই নাম ভক্তিভাব। এই ভক্তিভাব লাভের জন্ত নিরোধ শক্তি সাধনা চাই। কালরূপ দর্শনের পর ভক্তির পূর্ণতা জন্মে তাই ভগবান অর্জ্জুনকে কালরূপ দেখাইয়া তাহার পর ভক্তিযোগের কথা বলিয়াছেন।

যে জ্যোতি সমুদ্রে অনেক, এক হইয়া ভাসমান রহিয়াছে, যে জ্যোতির প্রথম অনুভব হৃদয় মধ্যে হইয়া থাকে মহাকালের সেই জ্যোতি হৃদয়ে ভাবিয়া সেই পরমপুরুষকে আমরা নমস্কার করিতে শিখিলেই মহাবিদ্যার স্ফুরণ ক্রমে ক্রমে হইতে থাকে। আমি কি ছিলাম, আমি কি আছি এবং আমি কি হইব, এই ত্রিকালের রহস্য মহাকাশে অঙ্কিত রহিয়াছে; হৃদয়ের জ্যোতি বিস্তার হইতে আরম্ভ হইয়া যখন বম্ শব্দে নিজের মাথা উড়িয়া যায় এবং জ্যোতি দিগন্তব্যাপী হইয়া পড়ে তখন সেই ত্রিকালের চিত্র সেই জ্যোতি মধ্যে দর্শন হয়। আমি সংসারচক্রে পড়িয়া যত মুণ্ড আশ্রয় করিয়া অনেক রূপ ধরিয়া আসিয়াছি, সেই অনেক মুণ্ড একস্থ হইয়া দিব্য দৃষ্টির সমক্ষে প্রকাশিত হয়। আমরা এই মুণ্ডমালিনীকে নমস্কার করি।

জয় কালী কপালিনী বিশ্বপ্রসবিনী
হর মন মোহিনী তারিণী মা।
জয় ত্রিজগত তারিণী রিপুকুল মর্দ্দিনী
নগেন্দ্রনন্দিনী শঙ্করী মা।

হর হৃদি সরোবরে দুই পদে শোভা করে
অনুমানি কোকনদ নীলজলে ফুটেছে।
আহামরি কিবা রূপ এ কি রূপ অপরূপ
চপলা চকিত যাহে প্রভাকরে নিন্দিছে।

কটিতে নাহি বসন নবকর আচ্ছাদন
নাভিকূপ সুশোভন কিবা শোভা পেয়েছে।

বক্ষে পীন পয়োধর ঝুরিতেছে [illegible]
যাহা পিয়ে দেবনর মুক্তিলাভ করিছে।

মুণ্ডমালা গলে দোলে নরশিশু শ্রুতিমূলে
আলুলিত কেশরাশি রাঙ্গাপায়ে লুটিছে।
মুণ্ড অসি বরাভয় চারি করে শোভা পায়
উলঙ্গিনী হয়ে বামা কালভয় নাশিছে।

বিশালাক্ষী মনোরমা কিবা বদন চন্দ্রমা
শতকোটী বিধু যেন একত্রিত হয়েছে।
জয় কালী জয় কালী ভগবতী শশীভালী
অধম সন্তান তব কাতরেতে ডাকিছে।

করাল বদনাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং
ত্বাম্ নমামি বরারোহে মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
সৎ।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

গুটীকত সাধনার কথা।

১।——কাম।

মানবের মন দৈব বা অদৃষ্ট বশতঃ ঈশ্বরে আকৃষ্ট হইলে ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হয়। কি কারণে ঈশ্বরের প্রতি মানব চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহা সময়ান্তরে বিবেচনা করা যাইবে। কিন্তু চিত্ত আকৃষ্ট হইলেই যে সব হইয়া গেল তাহা নহে। মানব হৃদয়ের অপরিস্ফুট আকর্ষণকে স্থির জ্ঞানে পরিণত করা চাই। ঈশ্বরে মন যাইলেই আস্তিক হয় না, ঈশ্বরের স্বরূপ কতকটা হৃদয়ে পরিস্ফুট হওয়া চাই। মানব হৃদয়ে ঈশ্বর ভাবের সম্পূর্ণ প্রকাশের যে যে

প্রতিবন্ধক আছে, সে সকলগুলির নিয়ম কার্য্য প্রণালী প্রভৃতি অনুসন্ধান ... নিবন্ধন ক্ষুদ্রজ্ঞান পরিত্যাগ করিতে পারিলে, আপনা হইতে আত্ম-... হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে অন্তর্জ্জগতে ...শেষ নিয়ম দেখা যায় না। সেই জন্যই লোকে স্মরণাদি কার্য্যে ...ক্লান্ত হয়। অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকগুলি দূর করিবার জন্য চেষ্টিত হয় ...। কিন্তু স্মরণাদি কার্য্যের সহিত আত্ম স্বরূপ নির্ণয় ও প্রতিবন্ধক সকল দূরীকরণ বিষয়ে চেষ্টা করিলে শীঘ্রই উন্নত হইতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কতকগুলি প্রতিবন্ধক দূর করিবার উপায় দেখাইয়া সেই সত্য প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিব।

সাধনপথের প্রধান শত্রু কাম। কাম অর্থে সাধারণ লোকে যাহা বুঝে তাহা অপেক্ষা বিস্তৃত অর্থে শাস্ত্রে ব্যবহার দেখা যায়। বাস্তবিক জীবের সহিত অনাত্ম পদার্থের সংযোগ হইলে, অনাত্ম পদার্থে আসক্তির নাম কাম। জীব আপন স্বরূপ তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত। কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা রঞ্জিত চিত্ত হইয়া আপনার ভিতরে অনুসন্ধান না করিয়া মায়ার ক্ষেত্রে সেই সৎ পদার্থের অনুসন্ধান করিতে যায়। কিন্তু বাহিরে অনুসন্ধান করিতে গিয়া বস্তু বা দেহ বিশেষে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ঐরূপ আবদ্ধ হইলে দুইটী ফল দৃষ্ট হয়। দেহ বিশেষে আবদ্ধ হইয়া আপনাকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। ও এই পরিচ্ছিন্ন ভাব জন্য অবস্থা অনুসারে আমি দেব, আমি মানব, আমি পশু ইত্যাদি মিথ্যা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। আমি সৎ চিৎ আনন্দের প্রতিষ্ঠা ও সেই জন্যই দেহ কর্ম্ম ও প্রাকৃতিক গুণে সকলের অতীত সাক্ষী, আমার সহি বস্তু নিচয়ের কোন সম্বন্ধ নাই, এই জ্ঞান ভুলিয়া গিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট পদার্থের সহিত আপনার সম্বন্ধ স্থাপন করাই মূল ভ্রান্তি। আভ্যন্তরীণ স্বপ্রকাশমান আমাকে বিষয়ে হারাইয়া ফেলি। বুদ্ধিতত্ত্বের ক্রিয়ার আভাস আপনার উপর আসিয়া পড়ে। অসীম আমি পদার্থের বুদ্ধিতত্ত্বের সঙ্কল্প কার্য্য নিবন্ধন এক অসীম ভাবের উৎপত্তি হয়। স্বভাবতঃ আমি বা আত্মপদার্থের স্বরূপ নিত্যশুদ্ধ ও অপাপ বিদ্ধভাব। একটু বুঝিয়া দেখিলে দেখা যায় যে "আমি" পদার্থের বাস্তবিক কোন ভাবান্তর হয় না। সুখে দুঃখে, পাপ পুণ্যে, ধর্ম্মে অধর্ম্মে, একভাবে "আমি" পদার্থ অবস্থিত আছে। আজ আমি

পুণ্যাত্মা হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতেছি, কাল হয়ত কত পাপ আচরণ করিয়াছিলাম। তাই বলিয়া কি কল্যকার ও অদ্যকার অহংজ্ঞানের মধ্যে কছু বিভিন্নতা আছে! তবে যখন আমরা সম্বন্ধহীন আত্মপদার্থকেই বস্তুবিশেষের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধের মধ্যে লইয়া আসি, তথনই ক্ষুদ্রজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই সম্বন্ধ স্থাপনের নাম সঙ্কল্প। বুদ্ধিতত্ত্বের কার্য্য সম্যগনির্ণয় এবং আপনাকে বস্তুবিশেষে সম্যক্ নির্ণয় করার নাম সঙ্কল্প। সঙ্কল্প অর্থে আপনাকে কোন বিশেষ অনাত্ম পদার্থের সম্পূর্ণরূপে কল্পনা করা। যতদিন আত্মজ্ঞান অপরিস্ফুট থাকে, ততদিন জীব আত্মস্বরূপ অবগত না হইয়া অথচ আত্ম স্বরূপ নির্ণয়রূপ তৃষ্ণা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া অনাত্ম পদার্থের প্রতিবিম্ব দেখিয়া, প্রতিবিম্বকে আমি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই নির্দ্দেশের (Determination) নামই সঙ্কল্প। নির্দ্দেশ হইতে সম্যগাসক্তির উৎপত্তি হয়। স্বভাবতঃ আপনাকে আপনি খুঁজিবার যে চেষ্টা তাহার জন্য এই আশপ্তি। বাস্তবিক মানব সর্ব্ব অবস্থাতেই আপনাকে অনুসন্ধান করিতেছে। পিতাপুত্র, ধন, মান, প্রভৃতি সকল পদার্থে আত্মজ্ঞান কতকটা পরিস্ফুট হয় মনে করিয়া, এ সকল পদার্থের সহিত সঙ্কল্পাত্মক সম্বন্ধ স্থাপন করে। আমি জীব, আমি সুখী ইত্যাকার সঙ্কল্প হইতে অমার ইত্যাকার জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। নিঃসঙ্গ এবং উদাসীন ভাবে আমি থাকিতে পারি না বলিয়াই, অথবা আমার "আমির" উৎপত্তিস্থান সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত থাকি বলিয়া হৃদয়ের অভাব প্রতিপূরণ করিবার জন্য অমার বাহিরের বস্তুনিচয়ে মমতা ন্যস্ত করি, সুতরাং বহির্মুখী প্রবৃত্তি বা কামের মূলদেশে আমি ক্ষুদ্র, আমি অল্পজ্ঞানী ইত্যাদি সঙ্কল্পাত্মক মিথ্যা জ্ঞান!

যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার আমিত্ব সঙ্কল্প দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই সঙ্গ ও কাম থাকিবে। কেবল মাত্র বাহিরে নিঃসঙ্গ হইলে হইবে না। যতক্ষণ আমি স্থূলশরীরে ধারী এই মায়া কল্পিত মিথ্যা জ্ঞান থাকিবে, ততক্ষণ আমার আমিত্ব স্থূলশরীরে সঙ্গ ও কামাদি দ্বারা, ও স্থূলজগতের নিয়মাবলী দ্বারা আবদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন থাকিবে।

এক্ষণে বুঝাগেল কামের মূলে সঙ্কল্পাত্মক মিথ্যা জ্ঞান অবস্থিত। এই মিথ্যা জ্ঞান অপনোদনের উপায় কি? এক্ষণে বলা বহুল্য যে এই মিথ্যাজ্ঞানে

জীব আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক তাপত্রয়ে তাপিত হইতেছে। এই সঙ্কল্পই সংসার বৃক্ষের মূল, এই সঙ্কল্পই ভগবদ্গীতায় উক্ত অশ্বথ বৃক্ষের মূলদেশে আছে এবং ভগবান্ এই বৃক্ষের নাশের জন্য জ্ঞান-অসিকে অস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জ্ঞান অর্থে গভীর গবেষণা ও মস্তক চালনা। স্থূল শরীর দ্বারা আবদ্ধ চিত্তে জ্ঞানার্জ্জন করিলে সে জ্ঞান কখনই ফলপ্রদ হইবে না। একটা মোটামুটি দৃষ্টান্ত লইয়া দেখিলে এই বিষয় বুঝিতে পারা যাইবে। সাধক মাত্রেরই জানা আছে যে আমি স্থূলশরীর ইত্যাকার জ্ঞান লইয়া লক্ষ জপ, ধ্যান প্রাণায়ামাদি করিলেও স্থূলশরীরের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারা যায় না। চিন্তাশীল মানব যে মুহূর্ত্তে চিত্ত হইতে স্থূল শরীরের জ্ঞান অপসারিত করিতে পারিবেন সেই মুহূর্ত্তে তিনি চিন্তা সাধনা ও জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা পরিষ্কৃত, পরিমার্জ্জিত সূক্ষ্মশরীরে সজ্ঞানে ও সম্পূর্ণভাবে স্মৃতিশক্তির সহিত যাইতে পারিবেন। সেইরূপে যেমুহূর্ত্তে চিত্ত পট হইতে আমি শরীরী ও ক্ষুদ্র ইত্যাকার জ্ঞান তিরোহিত হইয়া আমি অশরীরী ও মহান্ ইত্যাকার জ্ঞান আমি কে, তখনই আমি শরীর ভাবের উপরে যাইতে পারিব। সুতরাং তদ্‌সম্বন্ধীয় সমুদায় সঙ্কল্প জ্ঞানের হাত এড়াইতে পারিব। এবিষয়ে দুইটী কার্য্য আছে। একটী শরীর বিশেষের স্মৃতি অপনোদন, দ্বিতীয়টী কোন মহান্ অপরিচ্ছিন্ন সত্বার সহিত সম্বন্ধস্থাপন। কেবল মাত্র আমি শরীরী নই এই বলিয়া চেষ্টা করিলে অথচ আমি পদার্থের স্মরণ হৃদয়ে প্রতিভাসিত না হইলে, শরীর বিশেষের জ্ঞান যাইতে পারে, কিন্তু ঐ অবস্থায় মানব নিদ্রিতের ন্যায় অজ্ঞান হইয়া থাকে। কোন প্রকার আত্মজ্ঞান থাকে না। সুতরাং কেবল মাত্র "সোহহং" ইত্যাদি মন্ত্রজপ দ্বারা কিছুই হইবে না। আমিত্বকে একটী বিষয় হইতে উঠাইয়া আর একটী বিষয়ে ন্যস্ত করিতে গেলে অন্য একটী বিষয়ে আকৃষ্ট করিয়া উঠাইতে হইবে। সেই জন্য সাধনার উদ্দিষ্ট পদার্থ দ্বারা যদি মানব হৃদয় আকৃষ্ট না হয় যদি ঐ পদার্থকে মানব কতক পরিমাণে ও এমন কি অপরিস্ফুট জ্ঞান দ্বারা কথঞ্চিতভাবে উপলব্ধ না করে, তাহা হইলে সাধনা দগ্ধবীজের ন্যায় কোন ফলদান করে না। আমি পদার্থের সহিত সাধ্য পদার্থের সম্বন্ধ স্থাপন না করিলে কোনই ফল দেয় না। সেইজন্য সাধারণতঃ লোকে ধ্যান ধারণাদি করিতে গিয়া সুষুপ্তি ভোগ করিয়াই ফিরিয়া আইসে। সুতরাং কাম শক্তিকে

একেবারে বিসর্জ্জন করিতে গেলে উন্নতি হয় না। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই কামই আত্মান্বেষণের একটী ভাব মাত্র। বিষয়াকর্ষণ জনিত ভাবকে সাধারণতঃ কাম বলা যায়। কিন্তু ঈশ্বর বা আত্ম পদার্থযে শক্তিদ্বারা সর্ব্বক্ষণেই মানবকে আপনার নিকট টানিতেছেন, সেই আকর্ষণী শক্তিকে ও একভাবে কাম বলা যায়। তবে দুইটী পদার্থ লইয়া মানুষের মনে দ্বিধা উপস্থিত হইতে পারে এই শঙ্কায় ঈশ্বরানুরক্তিকে প্রেম বলা হয়। সেইজন্যই বৈষ্ণব কবি বলিয়া গিয়াছেন "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি তার নাম কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি তার নাম প্রেম"। ক্ষুদ্র আমি ও আমার ইত্যাকার সঙ্করে প্রেম কামে পরিণত হয়। কিন্তু ভগবানে প্রয়োগ করিলে তাহা প্রেমই থাকে।

সঙ্কল্লাত্মক মনোভব কামকে প্রেমে পরিণত করার নামই কাম জয় অনেকে ভ্রান্ত হইয়া মনে করেন যে ইন্দ্রিয়বৃত্তি দমন করিলেই কাম জয় হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা হয় না এবং বাঞ্ছনীয়ও নহে। কাহার সাধ্য ঈশ্বরের আকর্ষণ শক্তির লয় করে। কাহার সাধ্য সৃষ্টির প্রতি ঈশ্বরের প্রেম স্রোত রোধ করে। এই প্রেম শক্তিই অবস্থানুসারে ও উপাদিভেদে পরমাণু মধ্যে আকর্ষণী শক্তিরূপে, গ্রহনক্ষত্রমণ্ডলে মাধ্যাকর্ষণরূপে, পশু পক্ষীতে ইন্দ্রিয় শক্তিরূপে ও মানবে ভালবাসারূপে প্রকাশ পাইতেছে! তিনি সর্ব্বভূতে আপনি রহিয়াছেন বলিয়াই আপনাকে আপনার করিবার জন্য টানিতেছেন। তবে আমরা বস্তু বিশেষের আকার ও গুণ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া অভীষ্ট বস্তুর খোলসটী লইয়া খেলা করি,—ভিতরের সৎ পদার্থ দেখিতে পাই না ও কাজে কাজেই ঐরূপ কাম উপভোগে, ঐরূপ ইন্দ্রিয়াদি পরিচালনে তৃপ্তি পাই না। অধিকন্তু মোহজালে আবৃত হইয়া পড়ি। এই আকর্ষণী শক্তি পরিত্যাগ করিলে মানবচিত্ত গ্যাসহীন ব্যোমযানের ন্যায় হইয়া পড়ে। ব্যোমযানে গ্যাস যেমন প্রসারণ গুণ নিবন্ধন আপনার মত আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) বিশিষ্ট স্থানে উঠিতে চেষ্টা করে; ও আপনাকে প্রসারিত করে, সেইরূপ মানবচিত্তে প্রেমরূপী ভগবানের সদা আবির্ভাব বশতঃই মানব সর্ব্বদা আপনাকে ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রসারিত করিয়া আপনার উৎপত্তি ও লয় স্থান ভগবানে পৌঁছিতে চেষ্টা পাইতেছে। অতএব কাম জয় করিতে গেলে কামের স্বরূপ প্রসারণ ও আকর্ষণ শক্তি

অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মানসিক সঙ্কল্লাত্মক ও প্রসারণ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিরোধী ক্ষুদ্রজ্ঞান সকল বিনষ্ট করিতে হইবে।

ভক্তিমার্গে এই দুইটী কার্য্য বিশেষরূপে সাধিত হয়। একদিকে বিভু, সর্ব্বব্যাপী, অপরিচ্ছিন্ন, প্রেমময় ভগবানে ভক্তি বা আকর্ষণী শক্তি থাকায় মানব চিত্তের পরিচ্ছিন্ন ভাব পরিত্যাগের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। অপরদিকে ক্ষুদ্র আমির সহিত ভগবানের সম্পর্ক স্থাপন দ্বারা সঙ্কল্লাত্মক বুদ্ধির হাত এড়াইতে পারা যায়। সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহার তৃপ্তিকামনায় কার্য্য করিলে ও আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার শ্রীচরণে সমর্পণ করিলে, আমি পদার্থের ক্ষুদ্রতা দূরীভূত হইয়া গিয়া মানবকে অতি শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা করিয়া দেয়। অথচ তাঁহার আকর্ষণী শক্তি বলে মানব অল্পে অল্পে তাঁহার স্বরূপ বিশুদ্ধচিত্ত দ্বারা অনুভব করিয়া ক্রমে উল্লাসে ভাবিত হইয়া পড়ে। সেই প্রেমময়কে প্রেম ভাবে স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাতে পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সুখদুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সকল অর্পণ করিতে পারিলে মানব কাম ও কামের মূলীভূত সঙ্কল্পের হাত এড়াইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

অমুস্তরামের গুরুভাই।

সূর্য্যের স্তব।

বিশ্ববিকাশক বুদ্ধিবিধায়ক, গ্রহকুল নায়ক দিবাকর।
তুয়া চরিত নিগম ব্যপত, গায়ত্রী গায়ত, হামকোছার॥
জনম জনম ধরমাধরম করমাকরম ফলকো আধার।
তিন হি ব্যহৃতি ভু ভুবঃ স্বঃ ইতি তুংহি তদধিপতি মহিমা অপার॥
শ্রীমীন কুরম বরাহ বামন, শ্রীরাম রাম দশ অবতার।
যুগযুগান্তর মনু মন্বন্তর খেলত বার বার সমুখে তোঁহার॥
অনাথ শ্রীনাথ করযোড়ে যাচত, করবি কি তাহে নাথ সংলোকপার।

শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

দোঁহামৃতলহরী।

৫ম সংখ্যার ১৮৪ পৃষ্ঠার পর হইতে।

(১১০)

মূরখ কোঁ পোথী দই বাঁচন কো গুণ গাথ।
জৈসে নিরমল আরসী দই অন্ধকে হাথ॥

মূর্খকে ভগবদ্গুণ গাঁথার গ্রন্থ পড়িতে দেওয়া আর অন্ধের হস্তে নির্ম্মল দর্পণ দেওয়া দুইই সমান।

(১১১)

অতি হঠ মত্ত কর হঠ বঢ়ে বাতন করিহৈ কোয়।
জোঁ জোঁ ভীজৈ কামলী তোঁ তোঁ ভারী হোয়॥

কোনও বিষয়ে নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিও না, কারণ তোমার নির্ব্বন্ধ বাড়িয়া গেলে তোমার সহিত কেহ বাক্যালাপ করিবে না, কম্বল যতই ভিজে ততই অধিকতর ভারী হইয়া উঠে।

(১১২)

লালচ হ ঐসো ভলো জা সোঁ পূজৈ আস।
চাটেহু কহুঁ ওসকে বুঝত কাহুকী প্যাস॥

তাদৃশই লালসা করা ভাল যাহা হইতে আশা পূর্ণ হয়; শিশির লেহন করিয়া কখন কি কাহারও পিপাসা নিবৃত্ত হয়।

(১১৩)

জৈসো গুণ দীনো দই তৈসো রূপ নিবন্ধ।
যে দোউ কহঁ পাইয়ে সোনো ঔর সুগন্ধ॥

(ভগবান্) যেমন গুণ দিয়াছেন তেমনি রূপ নিরোধ করিয়াছেন; সুবর্ণ ও সুরভি এই দুই একত্রে কোথায় পাইবে? (ইহার তাৎপর্য্য এই যে একাধারে রূপ ও গুণের সম্মিলন বড়ই দুর্ল্লভ।

(১১৪)

প্রেম নিবাহন কঠিন হৈ সমঝ কীজিয়ো কোয়।

ভাঙ্গ ভখম হৈ স্থগম পৈলহর কঠিন হী হোয় ॥

প্রণয় রক্ষা করা বড়ই কঠিন অতএব অগ্রে বিশেষ বিচার করিয়া মৈত্রী করিবে; ভাঙ্গ ভক্ষণ করা (গাঁজা বা সিদ্ধি খাওয়া) সহজ পরন্তু তাহার মাদকতার উত্তাপ সহ্থ করা বড়ই কঠিন।

(১১৫)

এক বস্তু গুণ হোত হৈ ভিন্ন প্রকৃতিকে ভায়।

ভটা এক কোঁ পিত্ত করৈ করত এক কোঁ বায় ॥

প্রকৃতির বিভিন্নতা প্রভাবে একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন গুণ হইয়া থাকে, (তাহার নিদর্শন দেখ) বেগুণ কাহারও বা পিত্ত বৃদ্ধি করে কাহারও বা বায়ু প্রকোপিত করিয়া থাকে।

(১১৬)

বিন স্বারথ কৈসে সহৈ কোউ করুবে বৈন।

লাত খায় পুচকারি যে জু হোয় দুধার ধৈন ॥

স্বার্থ বিনা কি কারণে কেহ কাহারও কর্কশ বচন সহ্থ করিবে? ধেনু যদি দুগ্ধবতী হয় তবেই তাহার পদাঘাত খাইয়াও লোকে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া থাকে।

(১১৭)

করৈ বুরাঈ স্থখ চহৈ কৈসেঁ পাবৈ কোয়।

রোপৈ পেড় ববূল কো আম কহাঁ তে হোয় ॥

কুকার্য্য করিয়া কেহ সুখলাভ করিতে ইচ্ছা করিলে কিরূপে (তাহা) পাইবে? বাবলা বৃক্ষ রোপণ করিলে আম্র কোথা হইতে ফলিবে?

(১১৮)

হোয় বুরাঈ তেঁ বুরো যহ কী নৌ নিরধার।

খাড় খনে গো ঔর কোঁ তা কোঁ কূপ তয়ার ॥

মন্দ হইতে মন্দই হইয়া থাকে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যে ব্যক্তি অপরের জন্ত খানা খোঁড়ে সে তাহার নিজেরই কূপ তৈয়ার করে।

(১১৯)

এক ভেখকে আসরে জাতি বরণ ছিপ জাত।
জোঁ হাথীকে পাব মেঁ সব কৌ পাব সমাত॥

একমাত্র ভেকের (সাধু বেশের) আবরণে জাতি বর্ণ সমস্তই ঢাকিয়া যায়; (তাহার নিদর্শন দেখ) হস্তীর পদচিহ্নে সকলের পদচিহ্ন মিলাইয়া যায়।

(১২০)

কন কন জোরে মন জুরৈ খার্তে নিবরৈ সোয়।
বূঁদ বূঁদ সো ঘট ভরৈ টপকত রীতৈ তোয়।

এক এক কণা করিয়া এক মন পূর্ণ হয় এবং তাহাই আবার অল্প অল্প খাইতে খাইতে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়; বিন্দু বিন্দু জল পড়িয়া ঘট পরিপূর্ণ হয় এবং পুনরায় এক এক ফোঁটা জল নিঃসৃত হইয়া তাহাকে শূন্য করিয়া ফেলে।

(১২১)

শ্রম হী সোঁ সব মিলত হৈ বিন শ্রম মিলৈ ন কাহি
সীধী অঙ্গুরী ঘী জম্যো কবহু নিকরৈ নাহি॥

পরিশ্রম দ্বারাই সকল দ্রব্য মিলিয়া থাকে, বিনা পরিশ্রমে কাহারও কিছু মিলে না; সরল অঙ্গুরী দ্বারা ঘনীভূত ঘৃত কখনই নিষ্কাসিত হয় না।

(১২২)

হোত ন কারজ মো বিনা যহৈ কহৈ সো অযান।
জহঁা ন কুর্কট শব্দ তহঁ হোত ন কহা বিহান॥

আমা বিনা কাজ চলিবে না একথা যে বলে সে অজ্ঞান; যেখানে কুকুট ডাকে না তথায় কি রাত্রি প্রভাত হয় না?

(১২৩)

যহী বাত সব হী কহৈঁ রাজা করৈ সো ন্যাব।
জ্যোঁ চৌপর কে খেল মেঁ পাঁসৌ পরৈ সো দাব।

"রাজা যাহা করেন তাহাই ন্যায়" এই কথা সকলেই বলিয়া থাকেন; যেমন চোপড় খেলায় পাশা পড়িলেই দাঁও জিতিবে।

(১২৪)

পর কো অবগুণ দেখিয়ে অপনৌ দৃষ্টি ন হোয়।

করে উজেরৌ দীপ পৈতরে অন্ধেরৌ জোয়॥

পরের দোষ দর্শন করিলে আপনার দোষের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, প্রদীপ অপরকে আলোকিত করে সত্য পরন্তু তাহার নিজের তলায় অন্ধকার দৃষ্ট হয়।

(১২৫)

অপনী অপনী বৌর পর সব কো লাগৈ দাব।

জল মেঁ গাড়ী নাব পর থল গাড়ী পর নাব॥

আপন আপন পর্য্যায় ক্রমে সকলেরই এক একবার সুযোগ মিলে; জলে গাড়ীকে নৌকার উপর ও স্থলে নৌকাকে গাড়ীর উপর উঠিতে হয়।

(১২৬)

সুখ দিখায় দুখ দীজিয়ে খল সোঁ লরিয়ে কাহি।

জো গুর দীনে হী মরত কৈঁ্যা বিষ দীজৈ তাহি॥

সুখ দেখাইয়া দুঃখ দিবে, খলের সহিত কি জন্য বিবাদ করিবে? গুড় দিলেই যদ্যপি সে মরে, তবে কেন তাহাকে বিষ দিতে যাইনা? (ইহার তাৎপর্য্য এই যে খলের সহিত প্রকাশ্যে মধুর ব্যবহার করা উচিত)।

(১২৭)

অনপূছে হী জানিয়ে মূঢ় দেখ মন মাহিঁ।

ছলকৈ ওছে নীর ঘট পূরে ছলকৈ নাহিঁ॥

জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়াই মূর্খকে চিনিয়া লইবে; মনের মধ্যে ইহা বিচার করিয়া দেখিবে যে ঘট খালি হইলেই জল চলকাইয়া পড়ে, পূর্ণ থাকিলে চলকায় না।

(১২৮)

বিনসত বার ন লাগহী ওছে জন কী প্রীতি।

অম্বর ডম্বর সাঁঝকে জ্যোঁ বালুকী ভীতি॥

নীচ ব্যক্তির প্রীতি বিনষ্ট হইতে বিলম্ব লাগে না; নীচের প্রীতি সান্ধ্য মেঘের সৌন্দর্য্যের ন্যায় ও বালুকার ভিত্তির ন্যায় ক্ষণস্থায়ী।

(১১৯)

কুল সুপুত জান্যৌ পরৈঁ দেখি সব লক্ষণ গাত।
হোন হরে বিরবান কে হোত চীকনে পাত ॥

শারীরিক লক্ষণ সকল দেখিলে কুলপাবন সুপুত্র চিনিতে পারা যায়; আশাপ্রদ ভাবী বৃক্ষের পত্র প্ররোহাবস্থা হইতেই সুচিকণ হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দোপাধ্যায়।

প্রণব, ছবি ও গান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যেখানে দৈবীশক্তি ক্রিয়াশীল হয় তাহার নাম প্লেন। স্থূল দেহে ইহার একটী রূপ, এবং সূক্ষ্ম দেহে ইহার অন্য রূপ। কারণ দেহে ইহার নাম সূত্রাত্মা; স্থির ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে শব্দের Impression, এবং ভাষার Impression এবং সুরের Impression একই আধারে কখনই পড়িতে পারেনা। একটী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের হয়ত সুরজ্ঞান নাই এবং সুরে আনন্দ হয় না, কিন্তু হয়ত একটী রাখালবালকের সুর-চৈতন্য উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, এস্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে উভয়েরই প্লেন কিম্বা ক্ষেত্র স্বতন্ত্র।

আর একটী কথা, প্রত্যেক প্লেনের কিম্বা দেহক্ষেত্রের চৈতন্য যুক্ত স্পন্দন ভাষায় ইচ্ছাশক্তি দ্বারা প্রচারিত হয়। "করুণাময় তোমার দ্বারে আমি ভিখারী," "বেদান্তের মায়া এবং সাংখ্যের প্রকৃতি বিভিন্ন", "এক চপটাঘাতে তোর প্রাণ বিনাশ করিব," এই তিনটী ভাব তিনটী ক্ষেত্রের স্পন্দন অথচ তিনটীই বৈখরি (Sound) বাকে reduced হইয়া একই মুখ নিঃসৃত হইতেছে। সুতরাং ইহা যেন মনে থাকে যে শক্তির দেহ বিশেষে ক্রিয়া

উপস্থিত না হইলে ভাষার ফল কেবল শব্দোচ্চারণ মাত্র অর্থাৎ উহা চৈতন্যের ক্রিয়া নহে। ইহার আর একটী প্রমাণ যে উচ্চক্ষেত্রে চৈতন্য শূন্য স্বত্বেও যদি কেহ প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক উক্ত ক্ষেত্রের ভাব ভাষায় প্রচার করেন তাহা হইলে অন্যে তাহাদ্বারা Impressed হয় না। গভীর ভালবাসা না থাকিলে কথায় বুঝাইয়া মানবকে ছলনা করা যায় না এবং হৃদয়ে প্রেম না থাকিলে কোন প্রণয়িণী কবিতার চ্ছটায় কিম্বা কথার ছলনায় মুগ্ধ হইয়া যে প্রেমের প্রতিদান করিবেন ইহা আশা করা যায় না।

এইরূপে প্রত্যেক ক্ষেত্রের অহরহস্পন্দনে আমাদিগের ব্যাকরণ শাস্ত্র বাড়িয়া যাইতেছে। লট্ লুট্ লুঙ, লৃং প্রভৃতি কতই রূপ, এবং কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অধিকরণ প্রভৃতি কতই গুণ, আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে দেখিয়া শুনিয়া সহিয়া যাই তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার উপর আবারস্বার্থসম্বন্ধীয় আইন কানুন, এবং সংসারের বাজার খরচ এবং অধিকন্তু মাসিক পত্রিকার articleএর দাবী, ইহাতে যে মানব ক্ষিপ্ত হয় না কেন তাহা ভগবানই জানেন।

যাহাই হউক মনের যে তিনটী সর আছে তাহা অতি সহজে বুঝা যায়। এবং প্রথম স্তরের শক্তির বাহন যে বর্ণ ইহাও দেখিতে পাই, দ্বিতীয় স্তরের বাহন ভাষা তাহাও বোধ হয় সত্য এখন জিজ্ঞাস্য এই যে তৃতীয় স্তরের বাহন কে? অবশ্য কবিতা প্রভৃতি একটী বাহন কিন্তু আমার প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে সঙ্গীত তৃতীয় স্তরের একটী প্রধান বাহন, এমন কি জীমূত বাহন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ইহার সহিত উন পঞ্চাশ বর্ণের সম্বন্ধ থাকায় আমি পূর্ব্বেই তাহাকে হনুমান বলিয়া স্বীকার করিয়াছি।—

এই তৃতীয় স্তরের সামান্য অংশ এবং দ্বিতীয় স্তর এবং প্রথম স্তবের সমস্ত অংশ লইয়া Theosophy Astromental plane এবং Astral plane নামক ক্ষেত্রদ্বয় স্থাপন করিয়াছেন। একটু বিচার করিয়া দেখিলে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আমাদিগের সন্দেহ থাকে না। নামে কিছু আসে যায় না। যেমন Phonograph যন্ত্রে শব্দের impression রক্ষিত হয় সেই প্রকার Astral ক্ষেত্রে যে মনের শক্তি রেখা সকল অঙ্কিত থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই। যদি একটী ইমন কল্যাণ রাগিণীকে Phonograph পুনর্জ্জীবিত করিতে পারে তবে আকাশ (Ether) হইতে এক একটী জীবের মানসিক

ক্রিয়ার ইতিহাস পুনরার আধার পাইলে যে আবির্ভূত হইবে ইহার বিচিত্র কি? অবশ্যই মূলপ্রকৃতি শ্রীযুক্ত এডিসন সাহেব হইতে অধিক নিপুণ কারিকর ইহা স্বীকার্য্য।

অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে গানের শব্দটা কিছুই না। অনর্থক ফাঁকা শব্দ ভাষার, কবিতার কিংবা গানে ব্যবহার করা এবং অনর্থক ওস্তাদী করিয়া সারে গম প্রভৃতির আস্ফালন দ্বারা তৃতীয় কিংবা দ্বিতীয় সুরের কোন কার্য্যেই হয় না। এরূপ ধ্বনি কেবল পাশবিক ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে অধ্যবসায় পূর্ব্বক সুরের কিংবা ভাষার অনুশীলন করিলে উপাদান অর্থাৎ ক্ষেত্রের উৎকর্ষতা সাধিত হয় ইহা ভিন্ন ইহার অন্য কোন উপকারিতা নাই।

তৃতীয় সুরের অর্থাৎ মানসিক ক্ষেত্রের উপাদান যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাহাও স্বীকার্য্য। উপাদান (matter) না থাকিলে শক্তির স্ফূরণ হইতে পারে না এবং শক্তির আনন্দাবস্থা অতি কোমল। ইহাকেই পূর্ব্বে Expresion of the spirit বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। এই কোমল ভাবের রূপ ও ভাষা জগতে প্রতিফলিত দেখিতে পাই। সন্ধ্যার মেঘমালায় সূর্য্যরশ্মি প্রতিভাত হইলে যেমন অনির্ব্বচনীয় চিত্র প্রতিফলিত হয় তেমনি ঈশ্বরের প্রেম সুরে কিং ভাষার প্রতিফলিত হইলে সুমধুর সঙ্গীত এবং কবিতার সৃষ্টি হয়। জীবাত্মা কেবল Reproduced মাত্র। মানসিক ফনোগ্রাফটি সঞ্চালিত করিয়া স্রষ্টার সংগীত তাঁহাকেও শুনায় নিজেও শুনে এবং অন্যকেও শুনায়। এই ছোট খাট Musical Soiree একটী অদ্ভুত প্রক্রিয়া।

যখন সন্ধ্যাগগণে সূর্য্যাস্তের ছবি দেখিয়া প্রাণ উদাস হয় তাহার মূল কোথায়? কি যেন নাই, কি যেন হারাইয়াছি, তবে কি পূর্ব্ব জন্মে আরও কিছু ছিল? কি যেন চাই পাই না, তবে কি পূর্ব্বে কাহাকেও দেখিয়াছিলাম, সে কোথায়? স্মৃতি আছে, ভুলি নাই, শূন্য নীড়অভিমুখে পূর্ব্বস্মৃতি ছুটিতেছে, সেখানে বুঝি জনক জননী আছেন। কোথায়ও খুজিয়া পাই না, সে গৃহ কোথায় গেল? কতলোকে কত গৃহ দেখায় কিন্তু মন ত মানেনা। কাহাকে বিশ্বাস করি? জগৎমাত্রেই প্রবঞ্চনা। পূর্ব্বজন্মে প্রবঞ্চিত হইয়াছি তাই বিশ্বাস করি না।

আবার সন্ধ্যাগগণের চিত্রের সঙ্গে একটী মধুর স্বর শুনিতে পাই। "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" যদি বংশী ধ্বনি পশিতে পারে তবে সন্ধ্যার ভাব ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কবির হৃদয়ে সঙ্গীতরূপে কেননা দেখা দিতে পারিবে? তুমি তাম্‌পুরা লও, আমি চিত্র লই, তৃতীয় ব্যক্তি কবিতা লিখুন একই ভাবের সন্নিবেশে বিভিন্ন রূপ কেবল উপাদানের পার্থক্য মাত্র।

ইহার মূলে এই যে মানসিক ক্ষেত্রে দৈবী প্রকৃতির কিম্বা ঈশ্বরের শক্তির স্ফূরণ শব্দ বর্ণ ও রূপ প্রভৃতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাদানে প্রতিভাসিত হয়। যাঁহারা এই প্রকৃতিক ভাষা অবলম্বন না করিয়া মনদ্বারা রুদ্ধ করতঃ ধ্যান মগ্ন হন তাঁহারা মূলে একটীই দেখিতে পান, তাহার নাম চৈতন্য। ধীরে ধীরে লুক্কায়িত ভাবে অন্ধকার গৃহে যেমন নবীণা বধূ স্বামী অন্বেষণে মিটি মিটি আলোক লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় সেই প্রকার জীবাত্মা জীবন স্বামীকে অনুসন্ধান করে।

এই অনুসন্ধানের অপর একটী নাম প্রণব। প্রণব ফাঁকা শব্দ নহে, ভাষাও নহে, ইহাদ্বারা জীবাত্মা সপ্তদেহ ভেদ করিয়া ব্যাকুল স্বরে ঈশ্বরকে আবাহণ করে। ইহা দ্বারা প্রত্যেক দেহের ছয়টি চক্র ভেদ করিয়া ছয় শক্তি করযোড়ে বিশ্বনাথের উজ্জ্বল সিংহাসনের নিম্নে দণ্ডায়মান হয়। দক্ষিণ কর জ্ঞান মার্গ এবং বাম কর ভক্তি। ইহাই কর্ম্মের শেষ

The angels stand before the Throne of God, the light of lights whence they Emanate. (ক্রমশঃ।)

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মজুমদার।

জীবন-রহস্য।

(গল্প)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর হইতে।)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মশৌরী হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজেই পর্ব্বতের পাদ দেশস্থ রাজপুর নগরে উপস্থিত হইলাম, তথায় কিছু আহারাদি করিয়া একবারে দেরাদুন

রেল ষ্টেষণে উপস্থিত হইলাম। দেরাহুনে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালেই ট্রেণে উঠিলাম। আমি দেরাহুন হইতে একবারে হাবড়ার টিকেট্ গ্রহণ করিয়াছিলাম। ট্রেণে উঠিয়া একবার মশৌরীস্থ বন্ধুবরের কথা স্মরণ হইল। তাঁহাকে কত কর্কশ বাক্যই না বলিয়াছি! তাঁহার পূজনীয় যোগীবরকে কতই না বিদ্রূপ করিয়াছি। যোগীবরকে ভণ্ড জুয়াচোর প্রভৃতি বলিতেও ক্ষান্ত হই নাই। এই সকল কথা মনে হওয়ায় বাস্তবিক মনে মনে বড়ই কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম। মনে করিলাম আমার মনে যাহাই থাকুক মুখে যোগীবরকে কিছু না বলিলেই ভাল হইত। যাহা হউক কলিকাতায় পৌঁছিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া এক খানী পত্র লিখিলেই চলিবে।

নির্ব্বোধ! অতি নির্ব্বোধ! আমি আত্মাহঙ্কারের তেজে উত্তেজিত হইয়া সমস্তই বিপরীত দেখিতেছি! মনে মনে দর্প করিয়া বলিতেছি যোগীবর যে কৌশল করিয়া আমার ভগ্নীর অবস্থা সম্বন্ধে আমার মনে কতকগুলি মিথ্যা ধারণা জন্মাইয়াছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি যখন কলিকাতায় পৌঁছিয়া ভগ্নীর ও ভগ্নীপতির অবস্থা মঙ্গলময় দেখিব তখনই যোগীবরকে পত্র লিখিবার সুবিধা হইবে। তখন যোগীবরের সমস্ত বুজরুকী ভাঙ্গিয়া বুঝাইয়া দিব যে আমি তোমাদের ন্যায় ভণ্ড যোগীর কথায় অবিশ্বাস করিয়া কিছুমাত্র অন্যায় কার্য্য করি নাই। তোমাদের সকল কথাই মিথ্যা। আমার ভগ্নীপতি, ভগ্নী ও ভাগিনেয়রা বেশ সুখেসচ্ছন্দে বাস করিতেছে।

ট্রেণের মধ্যে দুই ঘণ্টা অতিবাহিত না করিতে করিতেই যোগীবর এবং বন্ধুবরের শেষ কথা গুলি স্মরণ করিতে বাধ্য হইলাম।

যে দিন মশৌরিতে যোগীবরের প্রদত্ত দর্পণে প্রথম দৃষ্টিপাত করি সেই দিন হইতেই বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে আমার ভিতরে ভিতরে কি এক মহা পরিবর্ত্তন সংসিদ্ধ হইয়াছে। ভগ্নীর অবস্থা ভাবিয়া ভাবিয়া আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে; সেই চাঞ্চল্য ও তজ্জনিত অবসাদই এই পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ। দিবসের মধ্যে বহুবার আমি আত্মবিস্মৃত হইতে লাগিলাম। কতিপয় মিনিট ধরিয়া আমি আমার পার্শ্বস্থিত সমস্ত মনুষ্য ও পদার্থের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাইতাম; চক্ষে কিছুই দেখিতে পাইতাম না। রাত্রে ঘুমিয়া ত

হইতই না, অধিকন্তু অতি কষ্টদায়ক এবং সময় সময় অতি ভয়াবহ বিভীষিকা পূর্ণ স্বপ্ন দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতাম। সততই মস্তিষ্কের মধ্যে গোলমাল অনুভব করিতাম; অতি পরিচিত ব্যক্তির ও মুখমণ্ডল দেখিয়াও আতঙ্কে আকুল হইতাম এক্ষণে আমার কলিকাতাস্থ জনৈক বন্ধুর মুখমণ্ডল মনে হইল, দেখিতে দেখিতে দেখি যে উহার স্কন্ধদেশ হইতে উহার নিজ মুখমণ্ডল অপসৃত হইয়া উহার মৃত বৃদ্ধ পিতার মুখমণ্ডল সেই স্থান অধিকার করিল! কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!! বন্ধুর কথা ছাড়িয়া এক্ষণে বন্ধুর মৃত বৃদ্ধ পিতার কথাই চিন্তা করিতে লাগিলাম, দেখি বৃদ্ধের মুখমণ্ডল কি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব আবরণে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। যেন এক অতি নিবিড় কুজ্ঝটিকার দ্বারা বৃদ্ধের মুখমণ্ডল একবারে ঢাকা পড়িয়াছে! দেখিতে দেখিতে কুজ্ঝটিকান্তর ঘন হইতে ঘনতর হইয়া বৃদ্ধের মুখ একবারে অদৃশ্য করিয়া দিল! ট্রেণের মধ্যে বসিয়া জনৈক ভদ্রলোক একটী চোরের গল্প করিতে ছিলেন, আমি ভদ্রলোকটির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র তাঁহার বর্ণিত চোরের পাণ্ডুবর্ণ পাপপূর্ণ মুখমণ্ডল স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। আমি এরূপ দৃশ্য দেখিয়া প্রথম দুই একবার কিছুই মনে করি নাই, কিন্তু ক্রমে যখন এই সকল দৃশ্য প্রতি মুহূর্ত্তেই দেখিতে লাগিলাম তখন আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। উদ্বিগ্ন হইলাম বটে কিন্তু ইহা আমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে, এ ধারণা মন হইতে দূরীভূত হইল না। আমি অনেক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তকে মস্তিষ্ক বিকৃতি বশতঃ উপরোক্তরূপ অদ্ভুত দৃশ্য দেখার বিষয় পাঠ করিয়া ছিলাম।

মস্তিষ্ক বিকৃতিই হউক আর যাহাইহউক যোগীবরের দর্পণে দৃষ্টিপাত করা অবধি আমার জীবন ধারাবাহিক মানসিক যন্ত্রণার আধার হইয়া উঠিয়াছে। আমি চক্ষু মিদ্রিত করিলেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যসকল প্রত্যক্ষকরিয়া অতীত,বর্ত্তমান এবং সময় সময় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয় দুঃখ কষ্ট মৃত্যু এবং পাপের চিত্র নিয়ত আমার সন্মুখে উপস্থিত হয়। মনে হয় যেন কোনও দুষ্টপ্রকৃতির প্রেতযোনী আমাকে আশ্রয় করিয়া, এই দুঃখশোকপূর্ণ জগতে, যাহা কিছু নৈরাশ্যজনক, যাহা কিছু পাপ-পূর্ণ এবং যাহা কিছু বীভৎস তাহাই দেখাইবার জন্য সতত ব্যস্ত রহিয়াছে। আমি যে সকল ভয়াবহ কুৎসিৎ দৃশ্য সকল দেখি সেই সকল দৃশ্যের মধ্যে ভ্রম

ক্রমেও কখনও সৌন্দর্য্য কিংবা ধর্ম্মের ক্ষীণজ্যোতিঃ ও লক্ষ্য করি নাই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড, বিশ্বাসঘাতকতার বীভৎস চিত্র, কামক্রোধপ্রভৃতি রিপু নিচয়ের পৈশাচিক ক্রীড়া নিয়তই আমার নয়ন পথে পতিত হয়। কেবল মাত্র রিপুপরবশ হইয়া ইন্দ্রিয় সুখ ভোগে মত্ত থাকিলে মনুষ্যের কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি পাপ প্রবৃত্তির যে দোর্দণ্ড প্রতাপ হয় সেই প্রতাপের ভয়ঙ্কর নকার-জনক, পৈশাচিক দৃশ্য সতত্তই আমার মানস চক্ষে নৃত্য করিয়া আমাকে একবারে অস্থির করিয়া তুলে ! !

মোশৌরীস্থ বন্ধুবর বলিয়া ছিলেন অপদেবতারা আমাকে আশ্রয় করিয়া নানাবিধ বীভৎস দৃশ্য দেখাইবে। বন্ধুবরের কথা সত্য নাকি ? মূর্খ আমি ! কখনই না। নিশ্চয় আমার মস্তিষ্কের পীড়া উপস্থিত হইয়াছে, নতুবা মনুষ্য মনের এরূপ পরিবর্ত্তন কি সম্ভব ? একবার কলিকতায় পৌছিতে পারিলে হয়; তাহা হইলেই সকল সমস্যার মীমাংসা হইবে। রীতিমত চিকিৎসা করাইলে মস্তিষ্ক বিকৃতি আরোগ্য হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার দৃষ্ট দৃশ্যাবলি যে অলীক তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে উহারা কেবল মাত্র এক শ্রেণীর ঘটনাবলিতে পরিপূর্ণ। জগতে যাহা কিছু মন্দ, যাহা কিছু পাপপূর্ণ কেবল মাত্র তাহারই দৃশ্য আমি দেখিতে পাই ! কেন ? জগতে কি কিছুই ভাল নাই ?

আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম। "মনুষ্যের মধ্যে আত্মা বা চৈতন্য বলিয়া স্বতন্ত্র কোনও পদার্থ নাই, মন মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত এক প্রকার তেজ ভিন্ন আর কিছুই নয়। মোট কথা চৈতন্য জড়েরই গুণমাত্র (Function of matter)। সুতরাং আমাদের মানস চৈতন্য জড় বস্তুর প্রতি বিশেষরূপ আকৃষ্ট হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?" উপরোক্ত কথাগুলি ভাবিতেছি এমন সময় দেখি যেন, যোগীবরের তপদীপ্ত উজ্জ্বল মুখমণ্ডল আমার নয়ন পথে পতিত হইল। আমি যেন যোগীবরের মুখের কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম ! যেন যোগীবর বলিতেছেনঃ—

"বৎস ! মনুষ্য কেবলমাত্র জড় পদার্থের সমষ্টি নহে। নিয়তই মনুষ্যের সম্মুখে দুই সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর পদার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিতে পাও না ? অনন্তকালস্থায়ী অবিনশ্বর প্রেম ও ভক্তি, ভগবানের পরমপদ লাভের নিয়ত

আকাঙ্খা প্রভৃতি এক শ্রেণীর বস্তু। ইহাই মনুষ্যে আত্মার গূঢ় নিহিত চেষ্টা। পক্ষান্তরে, অস্থির, অচিরস্থায়ী, ক্ষণভঙ্গুর, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল পার্থিব পদার্থের প্রতি আসক্তি আর এক শ্রেণীর বস্তু। ইহাই মনুষ্যের জড়প্রকৃতির জড় চেষ্টার ফল। চৈতন্ত ও জড় কখনই এক পদার্থ নহে।" যোগীবর আর কি বলিতে যাইতে ছিলেন শুনিতে পাইলাম না। ষ্টেষণ কুলিগণের "লক্-নাউ-উ-উ" "লক-নাউ-উ-উ" রূপ বিকট চিৎকারে চমক ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষু চাহিয়া দেখি, সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, আমি লক্ষ্ণৌ ষ্টেষণে পৌঁছিয়াছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্ণৌ ষ্টেষণে অনেক ক্ষণ গাড়ী অপেক্ষা করে। আমি ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া কিছু জলযোগ করিয়া পুনরায় আসিয়া ট্রেণে বসিলাম। দেখিলাম এই ষ্টেষণে সাহেবরা পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাত্রীকালীন আহার শেষ করিয়া লইতেছেন। আমি যখন ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে জলযোগ করিবার উদ্দেশে গমন করি, সেই অবসরে দুইটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমার গাড়ীর কামরায় উঠিয়াছিলেন। গাড়িতে ফিরিয়া শুনিলাম তাঁহারা উভয়েই মোগলসরাই পর্য্যন্ত গমন করিবেন। আমি ট্রেণে উঠিয়া অবধিই সহযাত্রীদের সহিত ভালরূপ আলাপ করি নাই। সুতরাং উক্ত ভদ্রলোক দুটীর সহিতও বেশী কথাবার্ত্তা না কহিয়া নিজের মনে নানা বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে আমাদের ট্রেণ লক্ষ্ণৌ ষ্টেষণ পরিত্যাগ করিল। কথিত ভদ্রলোক দ্বয় উভয়েই ইংরাজি শিক্ষিত, তাঁহারা ট্রেণে বসিয়া বসিয়া নানা বিষয় তর্ক উপস্থিত করিলেন। অনেক কথার পর কুসংস্কার সম্বন্ধে কথা উঠিল। আমার কোনও কথাই ভাল লাগিল না। অনেক তর্কের পর একজন ভদ্রলোক বলিলেনঃ—

"Superstition makes a man a fool."

ভদ্রলোকটীর ঐ ইংরাজি কথা শুনিয়া বড়ই ভাল লাগিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য; সেই মুহূর্ত্তেই আমার সম্মুখে যেন এক লাইন অগ্নিময় অক্ষর প্রতিফলিত হইয়াছে দেখিতে পাইলাম। প্রথমতঃ অক্ষরগুলি কি, কিছুই বুঝিতে

পারিলাম না, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই অক্ষরগুলি স্পষ্ট আকার ধারণ করিল এবং আমি দেখিলাম আকাশপটে স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে :—

"“And Scepticism makes him mad.”

ট্রেণের মধ্যে আমিই কেবল ঐ লেখা দেখিতে পাইলাম; অপর কেহ দেখিতে পাইল বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু এ কি হইল? আমার এ কি অপূর্ব্ব ক্ষমতা লাভ হইল? মনুষ্যের চিন্তা সকল মূর্ত্তিপরিগ্রহ করে এবং দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিরা (Clairvoyants) ঐসকল চিন্তামূর্ত্তি দেখিতে পান। প্রত্যেক বস্তুই একপ্রকার সূক্ষ্ম ।উপাদান দ্বারা আবৃত হইয়া আছে! দিব্য দৃষ্টি দ্বারা ঐ বহিরাবরণ স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। এই সূক্ষ্ম আবরণকে ওজঃ বা Aura কহে।* দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রত্যেক বস্তুর ওজঃশরীরে বা Auraতে নানাবিধ সূক্ষ্ম চিত্র দর্শন করিতে পান। কিন্তু ইহা ত আমার পুস্তকে পঠিত গল্প মাত্র। আজ এ কি হইল? আমি কি দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন [Clairvoyant] হইলাম! ছি ছি! কি লজ্জা! জীবনের বিড়ম্বনা মধ্যে এই আবিষ্কার এক প্রধান ঘটনা। এই অসম্ভব হাস্যাস্পদ ক্ষমতা কেন লাভ করিলাম? এ ক্ষমতা ত কাহাকেও দেখাইবার নয়। মনুষ্যের কুষ্ঠব্যাধি হইলে অন্য মনুষ্যের নিকট ঐ ব্যাধি গোপন করিবার চেষ্টা করে; আমার নূতন ক্ষমতা গোপন করিবার জন্যও আমাকে সেইপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে। এক্ষণে আমার মশৌরিস্থ যোগীবর এবং বন্ধুবর উভয়ের উপরেই বিজাতীয় ঘৃণার উদয় হইল। বন্ধুবর যদি ভণ্ড যোগীকে না ডাকিয়া আনিতেন তাহা হইলে আর এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না। দুষ্ট যোগী আমাকে অচেতন করিয়া আমার মস্তিষ্কের কোনও অংশের পরিবর্ত্তন করিয়া, মনুষ্য শরীর নিহিত উপরোক্ত অদ্ভুত গুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ করিয়া দিয়াছে!! হায়! হায়! কেন আমার যোগীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল!!

যাহা হউক কল্য সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় উপস্থিত হইব, এবং তখন আমার সকল সন্দেহ দূর হইবে। আমি ট্রেণস্থিত ভদ্রলোকদ্বয়ের তর্ক শুনিতে পারি-

---

* এ সম্বন্ধে গত ১৩০৭ সালের "পন্থায়" আমার লিখিত "মানবীয় সূক্ষ্ম-তত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন। লেখক।

লাম না, মস্তক আবৃত করিয়া গাড়ীর মধ্যে শয়ন করিলাম, কিছুক্ষণ পরে ঘোর নিদ্রার আবেশ হইল, আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। নিদ্রাবশে এক স্বপ্ন দেখিলাম।

দেখিলাম' যেন আমার মৃত্যু হইয়াছে। আমার দেহ অসাড় ও সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া চির নিদ্রা উপভোগ করিতেছে। আমার সংজ্ঞা [Consciousness] এখনও উহার "আমিত্ব' হারায় নাই, "আমি" বেশ মৃত্যুর কথা বুঝিতে পারিতেছি, এবং কিছুক্ষণ পরেই সমস্ত শেষ হইবে তাহাও জানিতে পারিতেছি। আমার বিশ্বাস যে মনুষ্যের সমস্ত শরীরের মধ্যে মস্তিষ্ক সর্ব্বশেষে তাপহীন হয়, সুতরাং মৃত্যুকালে শরীর অসাড় হইলেও কতিপয় মিনিটের জন্য মস্তিষ্ক সবল থাকে এবং আমরা চিন্তা করিতেও সমর্থ হই। এরূপ অবস্থায় আমার স্থূলশরীরের মৃত্যু হইলেও যে "আমি" এখনও বজায় রহিয়াছি তাহা তত আশ্চর্য্যজনক নহে। কি করিয়া শীঘ্রই "আমি" শূন্যে মিশিয়া যাইব, কি করিয়া "আমার" একবারে ধ্বংস হইবে, আমি অত্যন্ত কৌতুহলের সহিত তাহারই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। চিরবিস্মৃতি সাগরে ডুবিবার পূর্ব্বে মনের কি ভাব হয় তাহাই সাবধান হইয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। বাল্যকাল হইতে যাহা শিক্ষা করিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি যে মৃত্যু হইলেই "আমার" সমস্ত শেষ হইয়া যাইবে। অদ্য এই মহান সত্য নিজে প্রত্যক্ষ করিব ভাবিয়া আনন্দের সঞ্চার হইল। এক্ষণে প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার পার্শ্বস্থিত সমস্ত বস্তুই অন্ধকারাবৃত হইতে লাগিল। প্রকাণ্ড বিকটাকার ছায়ামূর্ত্তি সকল যেন আমার সম্মুখে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ঐ সকল মূর্ত্তিও অন্ধকারে মিশিয়া গেল। চতুর্দ্দিকস্থ অন্ধকার এক্ষণে ঘোর কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইল। এক্ষণে আমার সম্মুখে স্থির শব্দহীন, স্পন্দরহিত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী, অসীম, অনন্ত, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শূন্য ব্যতীত আর কিছুই রহিল না!! ইহাই কি সেই কূলকিনারাহীন অলঙ্ঘনীয় ভবসমুদ্র? কই মনুষ্যের মস্তিষ্ক ত ইহার পারাবারের কোনই উপায় আবিষ্কার করিতে পারে নাই?

আমরা জাগ্রত অবস্থায় যাহা পাইবার আশা করি কিম্বা যে সকল বস্তু হইতে দূরে থাকিতে চাই, স্বপ্নে সেই সকল বস্তুরই ছায়া মাত্র অবলোকন করিয়া থাকি। আমার জাগ্রত অবস্থায় আমি কখনও মৃত্যুকে ভয় করি নাই

সুতরাং আমার স্বপ্নাবস্থায় আমি মৃত্যুর সময় স্থির হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বরং আমার মৃত্যু হইতেছে ভাবিয়া আনন্দিত হইলাম, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমার মৃত্যু হইলেই আমার সকল সন্দেহ ভয়, ঔৎসুক্য, ভালবাসা, দুঃখ কষ্ট প্রভৃতি চিরকালের জন্য আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে। কি আনন্দ! কি মুক্ত ভাব। এখনই দেখিতে দেখিতে আমার সমস্ত মনোভাব ও চিন্তাশক্তি দুর্ব্বল হইয়া আসিবে এবং অনতিবিলম্বেই আমি বিস্মৃতির অগাধ সলিলে চিরদিনের জন্য ডুবিয়া যাইব! মৃত্যু কি সুখময়! কি আনন্দদায়ক! জানি না মনুষ্য মরিতে কেন ভয় করে? সংসারের সকল দুঃখ কষ্ট শোক তাপের হস্ত হইতে মৃত্যুই আমাদিগকে পরিত্রাণ দিতে সমর্থ। বাস্তবিক ব্যথিত হৃদয়ের পক্ষে মৃত্যুই একমাত্র পরম বন্ধু!

আমি প্রাগুক্ত প্রকারে মৃত্যুর গুণগান করিতে করিতে আমার সম্মুখস্থিত সংজ্ঞাহীন স্থূলদেহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, এবং কৌতুহলের সহিত উহা পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিকস্থ ঘনান্ধকার যেন ঘনতর হইয়া আমাকে একবারে চাপিয়া ধরিতে লাগিল, এবং আমার সর্ব্বশান্তিদায়ক মৃত্যুর নিকট পৌছিতে আর বিলম্ব নাই তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু কই আমি যাহা ভাবিয়া ছিলাম তাহার ত কিছুই হইল না। আমার প্রকৃত মৃত্যু হইলে ত আমার একবারে সংজ্ঞা লোপ পাইত! কিন্তু আমার মস্তিষ্ক ত পূর্ব্ববৎ সতেজ রহিয়াছে! আমার দুঃখ কষ্ট ঔৎসুক্য প্রভৃতি ত কিছুই কমে নাই! বরং মনোকষ্ট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্তই হইতেছে!... ... ... সম্পূর্ণ বিস্মৃতি সাগরে ডুবিতে আর কত বিলম্ব আছে? ... এই যে আমার স্থূল দেহ! ক্ষণ কালের জন্য উহা দৃষ্টি বহির্ভূত হইয়াছিল মাত্র কিন্তু উহা আবার আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। ওঃ দেহটা কি পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কি বিকটাকারই হইয়াছে! ... মস্তিস্ক ত একবারে সংজ্ঞাহীন হয় নাই এখনও যে "আমি" আমার অস্তিত্ব বেশ অনুভব করিতে পারিতেছি!

হঠাৎ ইচ্ছা হইল যে মনুষ্যের সম্পূর্ণ মৃত্যু হইতে কত সময় লাগে তাহা বেশ করিয়া পরীক্ষা করিব। এই উদ্দেশ্যে আমি আমার মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মস্তিষ্কের আবরণ স্থূল অস্থি ভেদ করিয়া অনায়াসে এবং অবাধে আমার দৃষ্টি শক্তি চলিতে লাগিল, আমি স ন্য

সত্যই আমার মস্তিষ্ক দেখিতে পাইলাম, এবং উহা স্পর্শ ও করিলাম। কি রূপে এবং কাহার হস্ত দিয়া মস্তিষ্ক স্পর্শ করিলাম তাহা কিছুই একণে বলিতে পারি না। কর্দ্দমবৎ, আঠাযুক্ত, বরফবৎ শীতল মস্তিষ্ক স্পর্শে আমার যে কি বোধ হইল তাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। দেখিলাম মস্তিষ্কের সমস্ত রক্ত একবারে জমাট বান্ধিয়া গিয়াছে, এবং মস্তিষ্কের অংশ সকলের এমন পরিবর্ত্তন হইয়াগিয়াছে যে সে সময়ে মস্তিষ্ক মধ্যে কোনও প্রকার আণবিক ক্রিয়া [Molecular action] সম্ভব নহে! কিন্তু মস্তিষ্কের অবস্থাই যদি এইরূপ হইল তাহাহইলে "আমি" চিন্তা করিতেছি কি করিয়া? তবে কি আমরা মস্তিষ্কের সাহায্য ব্যতীত চিন্তা করিতে পারি? আমার মস্তিষ্ক এবং "আমি" কি স্বতন্ত্র পদার্থ? এ প্রহেলিকা মর্ম্মভেদ করা আমার সাধ্য নহে। আমি আর চিন্তা করিতে পারিলাম না।

আমার চতুর্দ্দিকস্থ অন্ধকার পূর্ব্ববৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যে আমি যে দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছি সেই দিকেই এক প্রকাণ্ড ঘড়ি দেখিতে পাইতেছি। ঘড়িতে সাতটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট হইয়াছে!! এই সময়েই মশৌরিতে যোগীর সম্মুখে আমার মর্ম্মযাতনা আরম্ভ হয়। আমি মশৌরির কথা ভাবিবা মাত্র পুনরায় পূর্ব্ববৎ ভগ্নীর বৈধব্যের চিত্র দেখিয়া ব্যথিত হইলাম। পুনরায় সেই নিমতলার ঘাট! সেই মর্ম্মবিদারক ভয়ঙ্কর দৃশ্য!! একণে আমার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও একবারে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর অবস্থা এই যে একণে "আমি" একসময়ে নানাস্থানে অবস্থিত হইয়া নানাবিধ দৃশ্য দেখিয়া একবারে আকুল হইয়া পড়িতেছি। এ কি হইল কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না!! দেখিতেছি কিছুতেই সময়ের ক্ষয় নাই! মনে করিতেছি এখনই সমস্ত সময়ের অবসান হইয়া আমি বিস্মৃতি সাগরে ডুবিব। কিন্তু কই তাহাত কিছুতেই হইতেছে না!! দেখিতেছি আমার "সংজ্ঞা কিছুতেই লোপ পাইবে না! "আমি', অমর! কিছুতেই "আমার" মৃত্যু নাই!! হায়! ইহাই আমার অনন্তকালের জন্য শাস্তি! জড়বাদী সংসারসর্ব্বস্য লোকের মৃত্যু হইলে যে কি ভয়ানক অবস্থা হয় তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম।

আমার সম্মুখে যে ঘড়ি দেখিতেছিলাম আর তাহা দেখিতে পাইলাম না

সমস্তই অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। পরক্ষণেই এক বিষম গণ্ডোগোল আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। আমি ঘর্ম্মাক্তকলেবরে উঠিয়া বসিলাম, দেখি মাত্র প্রভাত হইয়া গিয়াছে এবং আমাদের ট্রেণ বক্সার ষ্টেষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাগ।

মহাপুরুষগণের অস্তিত্ব ও আদর্শ।

আমরা এই প্রবন্ধে মহাপুরুষগণের অস্তিত্ব ও আদর্শ এই দুইটী বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেরই মহাপুরুষগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান নাই তথাপি মহাপুরুষগণের উচ্চজীবনের মহৎ আদর্শ তাহাদের পক্ষে মহামূল্য ও মহাশক্তিশালী তাহার সন্দেহ নাই। পরা-বিদ্যার্থী সমিতির সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ মহাত্মাগণের অস্তিত্বের বিশ্বাস করেন কিন্তু অনেকেরই এ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান বা বিশ্বাস নাই। বাহ্যিক বিভিন্নতার মধ্যেও মানবগণ এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ আছে ইহা ব্যতীত পরাবিদ্যার্থী সমিতির সভ্যগণকে অপর কোন বিশেষ সত্য বিশ্বাস বা স্বীকার করিয়া সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে হয় না। সুতরাং উক্ত সমিতির মধ্যে মহাপুরুষগণের অতীত বা বর্ত্তমান অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী এই উভয়বিধ লোক থাকিবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু আমি* নিজে

---

* আমি অর্থে পাঠককে Mrs. Anni Besantকে বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধটী তাহার Master as Facts and Ideals নামক পুস্তকের অবলম্বনে লিখিত। পং সং

মহাপুরুষগণের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি ও ঐ বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। সেই জন্য পাঠকগণের নিকট উক্ত বিষয় প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত কয়েকটী ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি। আশা করি তাঁহারা এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।

মহাপুরুষগণের অস্তিত্ব আলোচনার সহিত তাঁহাদের উচ্চজীবনের মহামূল্য আদর্শ আলোচিত হইবে। এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা মহাপুরুষ এই শব্দ শুনিবা মাত্র নির্ব্বোধের ন্যায় হাস্য করিয়া থাকেন। মানবজাতির উন্নতির পক্ষে মহাপুরুষগণের আদর্শ বিশেষ প্রয়োজনীয় ও এই প্রকার উচ্চ আদর্শের সহিত উক্ত প্রকার উপহাস ও বিদ্রূপভাব জড়িত থাকিলে আদর্শের মহিমা হানি হয় ও তাহাতে সমগ্র মানবজাতির বিশেষ অমঙ্গলের কারণ আছে সন্দেহ নাই। জগতে যে সকল ধর্ম্ম বা বিশ্বাস দ্বারা মানব মনের উন্নতি সাধিত হইয়াছে কিম্বা মানবের আধ্যাত্মিক জীবনের জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান প্রদর্শিত হইয়াছে সেই ধর্ম্মের বা সেই বিশ্বাসের মূলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে সকলেই এক ঐশী ক্ষমতাপন্ন মহাপুরুষ স্বীকার করিয়াছে এবং স্ব স্ব স্থাপয়িতাকে জগতে আধ্যাত্মিক সত্য জ্ঞানের আনয়নকর্ত্তা বলিয়া পূজা করিয়াছে। অতীত ইতিহাসে যতদূর ইচ্ছা দৃষ্টিপাত করুন এবং যে ধর্ম্ম ইচ্ছা অনুসন্ধান করুন দেখিবেন প্রত্যেক ধর্ম্মই এই এক আদর্শ পুরুষ লইয়া গঠিত হইয়াছে কোন না কোন এক ঐশীশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ প্রত্যেক ধর্ম্মের মূলে উপদেষ্টা রূপে রহিয়াছেন শত শত নর নারীর আশা ভরসা তাঁহাতে জড়িত এবং সমুদয় মানবের চরম ভবিতব্যতা তাঁহারই আদর্শের উপরে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। মানুষ যদি আধ্যাত্মিক জীব না হইত, আধ্যাত্মিকতার বিকাশ যদি মানুষের জীবনে সম্ভব না হইত; মানবজাতির পক্ষে পূর্ণত্ব লাভ যে অসম্ভব ব্যাপার বা অলীকস্বপ্নবৎ নহে পরন্তু জলন্তসত্য যদি সে বিষয়ে সংশয় থাকিত; অতীত কালে কেহ কেহ ইহা লাভ করিয়াছেন ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ যদি কিছু না থাকিত, পূর্ণ পুরুষগণের নিকট পূর্ণত্ব প্রাপ্তির পথ যেরূপ মুক্ত ছিল আমার আপনার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষেও ঐ পথ যে সেইরূপ উন্মুক্ত ইহা যদি সত্য বলিয়া বোধ না হইত, তাহা হইলে মানবের আশা ভরসা সবই ভিত্তিহীন অসার হইত; মানবের পূর্ণতা লাভের আশা আকাশকুসুমমাত্রে

পর্য্যবসিত হইত। মানব জীবন কোথায় অনন্ত অমরত্বের অধিকারী, তাহা না হইয়া ক্ষণবিধ্বংসী জল বুদ্বুদের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। মানব যে ঐশী শক্তি লাভে সমর্থ এই সত্য ও গভীর বিশ্বাস দ্বারাই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ পুরুষ-গণ অনুপ্রাণিত হইয়াছেন—ইহাই দারিদ্র নিপীড়িত যাতনাময় মোনবহৃদয়ে বিমলশান্তি প্রদান করিয়াছে এবং এই গৌরবান্বিত ভবিষ্যতের দিকে মানব-হৃদয়ে যে আশার সঞ্চার করিয়াছে তাহা অলীক নহে। সেই জন্যই মহজ্জী-বনের এই আদর্শ অজ্ঞান লোকের অযথা আক্রমণ হইতে রক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

মহাত্মা অর্থ কি? মহাত্মা সেই পুরুষ যিনি পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন—যিনি ঈশ্বরের সহিত একত্ব লাভ করিয়াছেন—যিনি ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক ভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ করিয়াছেন এবং আজ আমরা যেখানে কঠিন সংগ্রামে প্রবৃত্ত রহিয়াছি তিনি সেখানে জয়ী পুরুষের ন্যায় অচল অটল ভাবে বিরাজ করিতে-ছেন। প্রত্যেক ধর্ম্মই ইহার সাক্ষ্য দিতেছে—প্রত্যেক ধর্ম্মই এক জন আদর্শ মহাপুরুষ সম্মুখে রাখিয়াছে; বিভিন্ন ধর্ম্মে বিভিন্ন নাম দিয়াছে সত্য কিন্তু পারস্যের জোরোষ্টার (Zoroaster) চীনের (Laotza) ভারতের মনু বা বুদ্ধ, প্যালেষ্টিনের খ্রীষ্ট সকলেই ঐশ পুরুষ। সকলেই স্বীয় প্রভাবান্তর্ব্বর্ত্তী মানবমণ্ডলীকে শিক্ষা দিয়াছেন যে মানবের পক্ষে পূর্ণতা লাভ অসম্ভব বা অনিশ্চিত নহে। এ হেন মহামূল্য আদর্শ জীবন অধুনা উপহাস ও রহস্যের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এই উপহাস ও বিদ্রূপ কতদূর অযৌক্তিক ও অমঙ্গল কর তাহা দেখাইবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

মহাপুরুষগণের অস্তিত্ব প্রমাণ জন্য আমরা প্রথমে দেখাইব যে মহাপুরুষের উৎপত্তি ও সত্বা প্রাকৃতিক ক্রম বিকাশ নিয়মানুসারে অসম্ভব নহে। অতঃপর সাক্ষাৎ প্রমাণ পথে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ দেখাইতে চেষ্টা করিব যে অতীত কালে এই মহাপুরুষগণ বর্ত্তমান ছিলেন এবং এখনও বর্ত্তমান আছেন। উপ-সংহারে মানুষের পক্ষে পূর্ণ পুরুষ হওয়া সম্ভব এবং যে উপায়ে মানুষ ঐ পূর্ণতা লাভে সমর্থ হয় তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইবে।

সৌভাগ্যক্রমে আজ কাল আর কেহ ক্রমবিকাশ নিয়মে কোন সন্দেহ করেন না। সকলেই এ কথা স্বীকার করেন যে মানবজাতি ক্রমশঃই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে কালের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহা জ্ঞানের বৃত্তিত্ত

বিকাশের উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিতেছে। প্রথম মানব সৃষ্টি হইতে এ পর্য্যন্ত যে বিশাল কাল প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে তন্মধ্যে মানুষ আত্মবিকাশের জন্য যে পরিমাণ সময় পাইয়াছে তাহা অবধারণ করিলে আর বর্ত্তমান সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে অধিকঢ় ব্যক্তি ও মানব জাতির সর্ব্বনিম্নস্থ অসভ্য বর্ব্বর অরণ্যবাসী উভয়ের মধ্যে যে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ তাহা চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে বর্ত্তমানে মানুষে মানুষে যখন এরূপ পার্থক্য রহিয়াছে তখন অতীত কালে ও কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে ক্রমবিকাশ এত উচ্চে আরোহণ করা অসম্ভব নহে। ফলতঃ এরূপ অনুমান কোন প্রকারেই অলৌকিক বা অসঙ্গত নহে। আর কেবল ইহাই নহে। অতীত সময়ে মানব জাতি আত্ম বিকাশের জন্য যে কেবল বহু বিস্তৃত সময় পাইয়াছে তাহা নহে আজ কাল অতীত সভ্যতার এরূপ চিহ্ন অনেক পাওয়া যাইতেছে যাহা হইতে জানা যায় যে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানবজাতি জ্ঞান দর্শন বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের অতি উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। তাদৃশ সভ্যতার সময় যে অত্যুন্নত শ্রেণীর মানবের আবির্ভাব ছিল তাহার সন্দেহ নাই। এখন একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে এই ক্রম বিকাশ নিয়মটা জোয়ার ভাটার খেলা নহে। একবার মানব সমাজ সভ্যতার উচ্চ শিখরে উঠিল আবার ধ্বংস হইয়া আদিম অসভ্যের রাজ্য হইয়া পড়িল পুনরায় নূতন করিয়া প্রথম হইতে ক্রম বিকাশ আরম্ভ হইল পূর্ব্ব বিকাশের সব চিহ্নই লোপ পাইল জ্ঞানের ধারাবাহিকতা কিছুই রহিল না। ক্রম বিকাশ নিয়মের ক্রিয়া সম্বন্ধে এরূপ ধারণা নিতান্ত অযৌক্তিক ও ভ্রমাত্মক ইহা বলা বাহুল্য। পরন্তু এপ্রকার ঘটনা অসম্ভব নহে প্রত্যুত সম্পূর্ণ সম্ভব যে মহান্ অতীতের গর্ভে কোন কোন ব্যক্তি ক্রমশঃ উন্নতির পথে প্রধাবিত হইয়াছেন এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানাবলী দ্বারা ক্রমশঃ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উন্নতি প্রকৃতির নিয়ম। অতএব মানবসৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে অদ্যাবধি যে বিশাল কাল প্রবাহ চলিয়াছে তাহাতে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে ক্রমবিকাশ নিয়মানুসারে পূর্ণতা লাভ কোন ক্রমেই অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজগোপাল গোস্বামী।

ব্রহ্মবিদ্যারস্বরূপ জিজ্ঞাসা।

জিজ্ঞাসুর আবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন ও গভীর চিন্তা ব্যতীত ধর্ম্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান এ তিনের কিছুরই নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে। হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ও বিজ্ঞানাংশ হইতে যে সকল পুস্তক রচিত হইয়াছে, সে সমুদয় সাধারণ লোকের বুদ্ধির অবোধ্য এবং সামান্য চিন্তার বিষয় বহির্ভূত হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম সকলের একটি চলিত অর্থাৎ সাধারণের বুঝিবার যোগ্য ও আর একটি দর্শন সম্মত ভাব আছে। ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধেও তদ্রূপ। এই সকলের অতি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে অসাধারণ বুদ্ধিমানেরও মস্তিষ্ক আলোড়িত হয়। কিন্তু ইহাদের স্থূল ভাবটি সাধারণ মানসিক শক্তির আয়ত্তাধীন—অধিকন্তু ইহাদের নৈতিক উপদেশ সুকুমার মতি শিশুগণেরও মনোরঞ্জনকারী করিয়া তোলা যায়।

সেই সকল সহজবোধ্য ভাব নীতি ও বিজ্ঞান এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; এবং সেই বিভাগদ্বয়ই এই প্রস্তাবের আলোচ্য। সেই সকল নীতি কথা হিন্দুর শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেবের বাক্যে, পারস্যের জোরেস্তার কথায় চীনের লাওজির উপদেশ ও পালাষ্টিনের যিশুখৃষ্টের প্রচারে জগতে বহু প্রাচীন কাল হইতে শ্রুত হওয়া যাইতেছে। প্রাগুক্ত সকল মহাত্মাদিগের উপদেশই অভিন্ন এবং জগজ্জনের অভ্যাস প্রাপ্ত না হইলেও সম্বিৎ কর্তৃক অঙ্গীকৃত ও তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা সমাজ কর্তৃক পুনরাবৃত্ত হইয়া থাকে মাত্র। কোন মহাত্মা বলেন— "যিনি সকল জীবকে আপনার ন্যায় দর্শন করেন তিনিই পণ্ডিত।" অধিকাংশ হিন্দু সন্তান শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের কথা বলিতে যাওয়া প্রয়োজনাভাব। তাঁহার পুতনার স্তনলিপ্ত বিষ পানে অর্থাৎ তাহার দোষাংশ ধ্বংশ করণান্তর, ক্ষীর

জীবনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দ্বারা জগৎকে অপরের দোষ মার্জ্জনা করিতে শিক্ষা প্রদান শ্রীমদ্ভাগবতের পত্রে পত্রে লক্ষ্য করিতে পারা যায়। রামায়ণ, মহাভারতাদি অন্যান্য হিন্দুধর্ম্ম গ্রন্থেও জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনা দ্বারা সদুপদেশের দৃষ্টান্ত ও অল্প নহে। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—"যিনি আমাকে অকারণে যন্ত্রণা দেন, আমি তাঁহাকে বিদ্বেষশূন্য বিশুদ্ধ প্রেমালিঙ্গন প্রদান করি! বিদ্বেষ বিদ্বেষ দ্বারা পরাজিত হয় না, অকপট প্রেমের নিকট পরাভব স্বীকার করে। কেবল দয়াবানই যে আমার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইবে এমন নহে—নিষ্ঠুরও আমার কৃপায় অংশ লাভ করিবেন। বিশ্বস্তই কেবল আমার বিশ্বাস ভাজন হইবে এমন নহে—অবিশ্বাসী ও আমার বিশ্বাসের আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে। লোভীকে ঔদার্য্যে বশীভূত কর, মিথ্যাকে সত্য দ্বারা পরাজিত কর। তোমার শত্রুদিগকে প্রীতি কর, যাহারা তোমাকে ঘৃণা করে তাহাদিগের উপকার কর। পাপের নিকট পরাভূত হইওনা পুণ্য দ্বারা পাপকে দূরীভূত করিয়া দাও।" যিশুর শিক্ষা এইরূপ। যাহারা তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদিগের মঙ্গলার্থ ভগবানের নিকট প্রার্থনা শুনিলে কোন্ পাষাণ হৃদয় না দ্রবীভূত হয়। এইরূপই মহাত্মাদিগের জীবনের জীবন্ত উপদেশ। ব্রহ্মবিদ্যা সমাজের এই সকল মূল সূত্রের অতিরিক্ত বলিবার কিছুই নাই এবং সেরূপ স্পর্দ্ধাও করেন না। কিন্তু এই সকল সূত্র প্রচার মাত্রে যাহা সম্পন্ন হয় নাই, উক্ত সমাজের যুক্তিসিদ্ধ দার্শনিক উপদেশ প্রযুক্ত শক্তি দ্বারা তাহা যেন বলপূর্ব্বক করাইয়া লয়।

প্রাচ্য রাজ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ব্রহ্মবিদ্যা সমাজের নামের সার্থকতা বর্ত্তমান অবস্থায় খৃষ্টিয় জগতে ও বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। যুদ্ধ বিগ্রহ, প্রাধান্য লাভার্থ উগ্র পরিশ্রম, হৃদয়বিদারক দৈন্য, সহৃদয়তা শূন্য প্রতিদ্বন্দিতা, নিষ্ঠুরতা, ব্যভিচার, পানাসক্তি এই সকল দোষ খৃষ্টিয় জগতের সর্ব্বব্যাপক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা অমূল্য জ্ঞানাসি হস্তে মানবের এবং জগতের প্রকৃতি বিহৃতি দ্বারা চরমে শ্রেয়ো লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন, মনুষ্য মিত্র এবং মনুষ্যে উন্নতিকামী মাত্রেই, তাঁহাদিগকে পাপ সন্তাপের সহিত সংগ্রামে সহকারী বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিতে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। প্রাচ্য ও

প্রতীচ্য উভয় রাজ্যকে সমভাবে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল মহাত্মা পূর্ব্বোক্ত সমাজ সংস্থাপনের নিমিত্ত অনুমতি করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন লিখিয়াছেন—"এই সমাজের প্রথম উদ্দেশ্য সর্ব্বহিতৈষিতা—যথার্থ তত্ত্ব জিজ্ঞাসুই' সর্ব্বহিতৈষী—তিনি জগতের মঙ্গল কামনায় জীবন ধারণ করেন—স্বীয় ব্যক্তিগত মঙ্গলার্থ নহে।" এই সর্ব্বহিতৈষিতা একমাত্র পার্থিব সাহায্যে আবদ্ধ নহে—জ্ঞানাহার প্রদানে উপবাস-মুমূর্ষু-মনকে সঞ্জীবিত করাও ইহার অন্তর্গত ; উক্ত মহাত্মা আরও লিখিয়াছেন—"কারণ এই সর্ব্বহিতৈষিতা, দর্শনাদি শাস্ত্র সাহায্যে মানবজীবন এবং তাহার প্রহেলিকার আবরণ উন্মোচন দ্বারা যথার্থ গন্তব্য পথ প্রদর্শন করে।

সৃষ্টির পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী অনন্ত সত্বাই গুপ্ত বা ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষার বিষয়।" সেই অনন্ত সত্বাই জগদ্রূপে সৃষ্ট বা প্রকাশিত। অনন্তদেবের ফুৎকারে অনন্ত দেব রূপ অনন্তসাগরে সৃষ্টিরূপ বুদ্‌বুদ্‌ উৎপন্ন হইয়াছে পরে ও ইহা সেই অনন্ত সাগরে মিলিয়া যাইবে তখন আর সৃষ্টির চিহ্ন মাত্র থাকিবে না ; কেবল সর্ব্ব সাক্ষী সেই অনন্ত সত্বাই বিরাজ করিবেন। এই দৃশ্যমান স্থূল জড় পদার্থের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মভাবে প্রাণ বা আত্মা ওতঃপ্রোত অবস্থিত। বিকাশমান জগতের প্রাণ ও জড় এই দুই অবস্থা—ইহার প্রতি রেণুতে এই দুই অবস্থা বিদ্যমান—প্রাণ শক্তির জনক এবং জড় আকারের পিতৃস্থানীয়। অথবা প্রাণই শক্তি, জড়ই আকার। জিজ্ঞাসুর চক্ষে এই অবস্থাদ্বয় ভাব অভাব, আলোক অন্ধকার, পুরুষ নারী এইরূপ যুগ্মবেশে স্বভাবের সর্ব্বত্র সুন্দররূপে পরিলক্ষিত হয়।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সমালোচনা।

WORDS AND THEIR SYNONYMS* নামক গ্রন্থের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার থাকিলেও আমরা ইহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়া ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলাম। এই গ্রন্থে বহুসংখ্যক একার্থ (Synonyms) ইংরাজি শব্দের সূক্ষ্ম ভেদ প্রদর্শন করা হইয়াছে। ঐ সূক্ষ্ম ভেদের জ্ঞান না থাকিলে ইংরাজি শব্দের বিশুদ্ধভাবে প্রয়োগ করা সুকঠিন হইয়া উঠে। এই জন্য এখনকার ছাত্রেরা ইংরাজি শব্দ প্রয়োগে এত ভ্রম প্রমাদের পরিচয় প্রদান করেন। ইংরাজি ভাষায় এই বিষয়ে অনেক গ্রন্থ আছে, সেই সকল গ্রন্থ অবলম্বনেই বর্ত্তমান গ্রন্থ খানি রচিত। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলি বিপুলায়তন ও তাদৃশ সুখপাঠ্য ও নহে। তজ্জন্য শ্রীযুক্ত বাবু বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত বর্ত্তমান গ্রন্থের আয়তন ক্ষুদ্র ও ছাত্রদিগের এত পাঠোপযোগী উহা সর্ব্বাংশে ভারতীয় ছাত্রবর্গের পাঠোপযোগী; এমন কি যাঁহাদিগকে কর্ম্ম কাজের নিমিত্ত প্রায়ই ইংরাজি ভাষায় লেখা পড়া করিতে হয় বা যাঁহাদিগকে ভাষান্তর হইতে ইংরাজিতে গ্রন্থাদির অনুবাদ করিতে হয় তাঁহারাও এই গ্রন্থ হইতে বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারিবেন। গ্রন্থখানির প্রশংসা পত্রের মধ্যে অনেক গণ্যমান্য ইংরাজের নাম দেখিলাম, উহা গ্রন্থের উপাদেয়তা সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আশা করি বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ এই গ্রন্থের এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া লেখকের উৎসাহ বর্দ্ধন ও নিজের উপকার সাধন করিবেন।

---

* ইহার মূল্য ১৲। এই পুস্তক শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ ঘোষের নিকট একজামিনার্স ডিপার্টমেণ্ট এপেলেট সাইড হাই কোর্টে প্রাপ্তব্য।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

৫ম ভাগ। অগ্রহায়ণ ১৩০৮ সাল। ৮ম সংখ্যা।

স্তুতিকুসুমাঞ্জলিঃ।

ষষ্ঠী স্তোত্রম্।

(১)

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ সিদ্ধ্যৈ শান্ত্যৈ নমোনমঃ।
শুভায়ৈ দেবসেনায়ৈ ষষ্ঠ্যৈ দেব্যৈ নমোনমঃ॥

নমি দেবি! সিদ্ধি! শান্তি! চরণে তোমার
নমি মহা দেবি পদে নমি বার বার,
শুভঙ্করী যিনি দেবসেনা যাঁর নাম
সেই ষষ্ঠী দেবিপদে করিনু প্রণাম॥১॥

(২)

বরদায়ৈ পুত্রদায়ৈ ধনদায়ৈ নমোনমঃ।
সুখদায়ৈ মোক্ষদায়ৈ ষষ্ঠী দেব্যৈ নমোনমঃ।
বরদা সুখদা ধন পুত্র প্রদায়িনী
পুরাণ মনের বাঞ্ছা সকলের যিনি
মোক্ষদাত্রী সেই ষষ্ঠী দেবীর চরণে
পুনঃ পুনঃ প্রণমিনু ভক্তিপূর্ণ মনে ॥২॥

(৩)

শক্তি ষষ্ঠাং শরূপায়ৈ সিদ্ধায়ৈ চ নমোনমঃ।
মায়ায়ৈ সিদ্ধযোগিন্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমোনমঃ ॥
আদ্যাশক্তি প্রকৃতির ষষ্ঠাং শরূপিণী
জননী সিদ্ধযোগিনী যোগমায়া যিনি
সিদ্ধবিদ্যা সেই ষষ্ঠীদেবীর চরণে
প্রণমিনু পুনঃ পুনঃ ভক্তিপূর্ণ মনে ॥৩॥

(৪)

সারায়ৈ সারদায়ৈ চ পারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
বালাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমোনমঃ ॥
সারাৎসারা পরাৎপরা সর্ব্ববিধায়িনী
শিশুজীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যিনি,
প্রণমি সে ষষ্ঠীদেবী সারদা চরণে
প্রণমি অসংখ্যবার ভক্তি পূর্ণ মনে ॥৪॥

(৫)

কল্যাণদায়ৈ কল্যাণ্যৈ ফলদায়ৈ চ কর্ম্মণাং।
প্রত্যক্ষায়ৈ চ ভক্তানাং ষষ্ঠীদেব্যৈ নমোনমঃ ॥
কল্যাণী কল্যাণ দাত্রী জগতজীবের
কর্ম্মফল প্রদায়িনী সর্ব্বমানবের
ভক্তজনে দেন যিনি প্রত্যক্ষ দর্শন
সেই ষষ্ঠীদেবপদে নমি অগণন ॥৫॥

(৬)

পূজ্যায়ৈ স্কন্দকান্তায়ৈ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মসু।
দেবরক্ষণ কারিণ্যৈ ষষ্ঠীদেবৈ নমোনমঃ॥

কার্ত্তিকেয় পত্নী দেব রক্ষণকারিণী
সবার সকল কর্ম্মে পূজনীয়া যিনি,
সেই ষষ্ঠীদেবী পদে করি নমস্কার
ভক্তিপূর্ণ মনে আমি নমি অনিবার ॥৬॥

(৭)

শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপায়ৈ বন্দিতায়ৈ নৃণাং সদা।
হিংসা ক্রোধ বর্জ্জিতায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমোনমঃ॥

শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপিণী জগত পূজিতা
ষষ্ঠীদেবী যিনি হিংসা ক্রোধ বিবর্জ্জিতা,
চরণ যুগলে তাঁর নমি বার বার
ভক্তিপূর্ণ মনে পুনঃ করি নমস্কার ॥৭॥

(৮)

ধর্ম্মং দেহি যশো দেহি বিদ্যাং দেহি সুপূজিতে।
কল্যাণঞ্চ জয়ং দেহি ষষ্ঠীদেব্যৈ নমোনমঃ॥

সুপূজিতে তুমি গো মাএতিন ভুবনে
ষষ্ঠীদেবী প্রণমিয়া তোমার চরণে,
যাচি ধর্ম্ম যশো বিদ্যা বিজয় কল্যাণ
দয়াকরি দীনহীনে কর মা প্রদান ॥৮॥

(৯)

ষষ্ঠী স্তোত্রং ইদং পুণ্যং যঃ শৃণোতি চ ভক্তিতঃ।
অপুত্রো লভতে পুত্রং বরং সুচির জীবিনং॥

সুপবিত্র এই ষষ্ঠিদেবীর বন্দন
আন্তরিক ভক্তিভরে যে করে শ্রবণ
অপুত্র সুচিরজীবী সুশীল তনয়
নিশ্চয় লভিবে সেই নাহিক সংশয় ॥৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্ম বৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে ষষ্ঠিস্তোত্রং। (ক্রমশঃ)।

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৌরাণিক কথা।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম।

শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবে জগৎ আলোকিত হইয়াছিল। সেই আলোক অনুসরণ করিয়া কতলোক নবীন উদ্যমে, নবীন উৎসাহে নব নব মার্গে গমন করিতে লাগিল। কত নূতন পন্থা প্রবর্ত্তিত হইল। দর্শন শাস্ত্রের আবির্ভাব ও প্রচার হইতে লাগিল। বোধহয় এই কালের জন্যই বলা হইয়াছে, "নাসৌ মুনির্যস্য মতংন ভিন্নম্"। যেমন এক শ্বেত রশ্মি দৃষ্টির আনুসাঙ্গিক উপাধি দ্বারা বিভক্ত হইয়া সাত বিভিন্ন বর্ণে পরিণত হয়, সেইরূপ এক উপনিষদ দর্শকের বুদ্ধিভেদ দ্বারা বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দর্শনে পরিণত হয়। ভেদ দ্বারা কিনা হইতে পারে? ধর্ম্ম কেবল আপন আপন বুদ্ধিতে পরিণত হইল। সকলে অহঙ্কারে উন্মত্ত হইল। বিরোধী আচার্য্যদিগের শিষ্যগণ যেমন হইয়া থাকে তাহাই হইল।

অহঙ্কারের আনুসঙ্গিক ক্রোধ, দর্প, অভিমান, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি অত্যন্ত প্রবল হইল। আলোর পর অন্ধকার অতি ভীষণ। এরূপ অন্ধকার ধর্ম্মজগতে কথনও দেখা যায় নাই। আসুরিক ভাবের এরূপ প্রচার, পূর্ব্বে কথনও সম্ভব ছিল না। বুদ্ধির বিকাশের সহিত যে আসুরিক ভাব হয়, তাহা অতি দুর্দ্দান্ত। পৃথিবীদেবী আজ অতি অধীর। তিনি পূর্ব্বে কথনও এত আকুল হন্ নাই। অসুরের ভার তিনি আর সহ্য করিতে পারেন না। কাতরা পৃথিবী মাতা গোমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রহ্মার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মা দেবগণ ও পৃথিবীদেবীর সহিত ক্ষীর সমুদ্রের তীরে গমন করিলেন এবং সেখানে পুরুষ সূক্ত দ্বারা পুরুষের উপাসনা করিলেন। ব্রহ্মা আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া দেবতাদিগকে বলিলেন—

পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো
ভবদ্ভিরংশৈ র্যদুষূপজন্যতাম্।
স যাবদুর্ব্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ
স্বকাল শক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ভুবি॥

ঈশ্বর পূর্ব্বেই পৃথিবীর দুঃখের কথা জানিতে পারিয়াছেন। ঈশ্বরের ঈশ্বর কালশক্তি অবলম্বন করিয়া যে কালে পৃথিবীর ভার অপহরণ করিবার জন্য পৃথিবী মধ্যে বিচরণ করিবেন, তোমরা তাহার পূর্ব্বেই আপন আপন অংশে যদুকুলে জন্মগ্রহণ কর।

বসুদেব গৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ॥

বসুদেবের গৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ পরম পুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন। দেবনারীগণ তাঁহার প্রীতিসাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করুন।

বাসুদেব কলানন্তঃ সহস্রবদনঃস্বরাট্।
অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া॥

বাসুদেবের কলাস্বরূপ সহস্র বদন অনন্ত দেব শ্রীহরির প্রিয়সাধনেচ্ছায় অগ্রে জন্মগ্রহণ করিবেন।

বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি॥

ভগবতী বিশ্বমোহিণী বিষ্ণুমায়া প্রভুদ্বারা আদিষ্ট হইয়া তাঁহার কার্য্যের জন্য অংশে অবতীর্ণ হইবেন।

ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ পৃথিবীর রাজা। তাই পৃথিবীর দুঃখ জানাইবার জন্য তাঁহার নিকট যাওয়া। কিন্তু তিনি একথা বলেন নাই যে আমি অবতীর্ণ হইব। বরং তিনি বলিয়াছিলেন সাক্ষাৎ পরম পুরুষ ভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন। যাহারা একথা বলে যে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ তাহারা ভ্রান্ত।

বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করিয়া গৃহ প্রত্যাগমন করিতেছেন। কংশ ভগিনীর আনন্দ বর্দ্ধন করিবার জন্য রথবাহী অশ্বের রশ্মি ধারণ করিয়াছেন। দৈববাণী হইল "রে কংশ, যে দেবকীকে মূর্খের ন্যায় বহন করিতেছ, তাহারই অষ্টমগর্ভ তোমার হন্তা হইবে।"

বসুদেবের ছয় পুত্র হইল। ছয় জনকেই কংশ বধ করিলেন। সপ্তম গর্ভে অনন্তদেবের আবির্ভাব হইল।

তখন ভগবান্ যোগমায়াকে সম্বোধন করিয়া আদেশ করিলেন—

গচ্ছদেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্।

রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে।
আন্যাশ্চ কংশসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি॥
দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্।
তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেসয়॥
অথাহমংস ভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দ পত্ন্যাং ভবিষ্যসি
অর্চ্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্ব্বকাম বরেশ্বরীম্।
ধুপোপহার বলিভিঃ সর্ব্বকাম বর প্রদাম্॥
নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ॥
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়নী শানী শারদেত্যম্বিকেতি চ॥

হে দেবি, হে ভদ্রে তুমি ব্রজ গমন কর। গোপ ও গো সমূহ দ্বারা সেই ব্রজ অলঙ্কৃত। বসুদেবের ভার্য্যা রোহিণী নন্দগোকুলে আছেন কংশভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া অন্য ভার্য্যাগণ ও অলক্ষিত স্থানে বাস করিতেছেন। দেবকীর জঠরে এখন যে গর্ভ আছে, তাহা আমার শেষাখ্য ধাম। সেই গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রহিণীর উদরে সন্নিবেশিত কর। অনন্তর হে মঙ্গলময়ি, আমি অংশভাগে দেবকীর পুত্রতা প্রাপ্ত হইব। আর তুমি নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। মনুষ্যেরা তোমাকে সর্ব্বকামবরেশ্বরী সর্ব্বকামবরপ্রদা বলিয়া ধূপ, উপহার ও বলি দ্বারা পূজা করিবে। তাহারা তোমাকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পূজা করিবে ও দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, সারদা ও অম্বিকা এই সকল নাম দ্বারা সম্বোধন করিবে।

মা, ভগবতি, মহামায়ে, যোগমায়ে মা, একবার ভক্তি ভাবে তোমাকে প্রণাম করি। মা, তোমাকে পূজা করিয়া, রামচন্দ্র রাবণকে বধ করেন। তুমি বলদেবকে রক্ষা কর, তুমি যশোদার মোহ উৎপাদন কর, মা, তোমাকে অর্চ্চনা করিয়া ব্রজগোপীরা কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়। মা, তোমাকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিতে সমর্থ হন্। মা, গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে

সম্বন্ধ, কেবল মাত্র তুমিই তাহার মূল। মা, তোমার সাহায্য ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ পঙ্গু। তিনি কোন লীলা করিতেও সমর্থ হইতেন না। সেই আত্মারাম, মহাযোগেশ্বরেশ্বর, সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ, মায়াতীত পুরুষে তুমিই কামের ভান করাইয়াছিলে। মা. তাহার মোহন বাঁশি, ও মধুর হাঁসি তুমিই দিয়াছিলে। সেই নির্গুণ পুরুষকে তুমিই লম্পট করিয়াছিলে। সব তোমারি ভেল্কি, মা। কৃষ্ণের লীলা বুঝিতে পারি, ত তোমার লীলা বুঝিতে পারি না। মা যদি এত করেছ, ত আরও কিছু কর। মা, আমাদিগকে আর মনের আগুণে দগ্ধ করিও না। সেই মনচোরা, মা। তোমারি শিক্ষাতে সে এত শঠ, মা। আর সে বৃন্দাবন নাই। আর ব্রজগোপী নাই। সে শঠকে বশ করিবার আমাদের সাধ্য নাই। মা, তুমিই ইহার উপায় বলিয়া দাও। এস, ভারতবাসীগণ, এস কায়মনচিত্তে মা ভগবতীর পূজা করি। সেই লম্পটেরই এই আদেশ বটে। তাহার আদেশ পালিয়া যদি তাহাকে পাই। কে কোথায় আছ সখীগণ। এ অন্ধকারে যে কাহাকেও দেখিতে পাইনা। ভাই আপনা আপনি দেখা দিয়ে এস সবে একত্র হও।

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥

সঙ্কর্ষণ রোহিণীর গর্ভে আকৃষ্ট হইলেন। তখন ভগবান্ দেবকী গর্ভে প্রবেশ করিলেন। আর জগন্মাতা দেবকীর শোভা দেখে কে?

সা দেবকী সর্ব্বজগন্নিবাস
নিবাসভূতা নিতরাং নরেন্দ্রে।
ভোজেন্দ্রগেহেঽগ্নিশিখেবরুদ্ধা
সরস্বতী জ্ঞান খলে যথা সতী॥

কিন্তু সে শোভা কেবল দেবকীই দেখিতে লাগিলেন। জগতের লোক বঞ্চিত হইল। ভোজরাজের কারাগারে আজ অগ্নিশিখা রুদ্ধ হইল। জ্ঞান বঞ্চক পণ্ডিতের পেটে আজ সরস্বতী রুদ্ধ হইল।

আর কংশ! কংশ আজ মহাভাগ্যবান্। তাঁহার তন্ময়তা যোগের বীজ আজ অঙ্কুরিত হইল। তিনি শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে, আজ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্যটন্ মহীম্
চিন্তয়ানো হৃষীকেশ মপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ ॥

দেবতাগণের মহা আনন্দ। ব্রহ্মা, শিব, নারদাদি ঋষিগণ ও সানুচর দেবগণ সকলেই গর্ভস্থ বালকের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্য নেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, তুমিই সত্য ইহাতে আর ভুল কি? আজ গর্ভমধ্যেও পূর্ণাবতারের পরম ভাব দেখিয়া, দেবতারা বিভোর হইলেন। তাঁহাদের হৃদয়ে ভক্তি উথলিতে লাগিল।

ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিল সত্ত্বধাম্নি
সমাধিনাবেশিত চেতসৈকে।
ত্বৎপাদ পোতেন মহৎকৃতেন
কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্ ॥

হে পদ্মলোচন, অখিল সত্ত্বের আস্পদ তোমাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া তোমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চরণতরি দ্বারা কেহ কেহ অপার ভবসমুদ্রকে গোবৎসপদগামী করেন। তাঁহারা মুক্তির জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা করেন না। "ভজনানুনিষ্পাদিনী তেষাং মুক্তিঃ।" কিন্তু ভক্তি বলে কাকে? নিজের ভজনকে ভক্তি বলে না। ভক্তের নিজপর নাই। যাহা ভগবানের রাজ্য তাহাই ভক্তের রাজ্য। ভক্ত নিজের ভাবনা করেন না, কেবল পরের ভাবনা করেন। তাই দেবতারা বলিতেছেন—

স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্
ভবার্ণবং ভীমমদভ্র সৌহৃদাঃ
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে
নিধায়যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্ ॥

হে স্বপ্রকাশ, স্বয়ং এই সুদুস্তর, ভীম ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইয়াও সকল জীবের অত্যন্ত সুহৃদ্ সেই করুণহৃদয় ভক্তগণ তোমার চরণকমলরূপ তরি অন্যের

জন্য রাখিয়া তাঁহারা গমন করেন। তুমি ভক্তের অনুগ্রাহক, তাই তোমার চরণ তরির এত মহিমা।

হরি, হরি বল। এইবার ভক্তিমার্গ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইল। আর শুষ্ক জ্ঞান লইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইবেনা। জ্ঞানের পর ভক্তি বড় মিষ্টযোগে। দেবতাদের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক্। আজ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে দেবতারাও ভক্ত।

এস, এস, একবার দেবতাদের সহিত আমরা জগন্মাতা দেবকীমাতা সান্ত্বনা করি।

দিষ্ট্যাম্বতে কুক্ষিগতঃ পরঃপুমা
নংশেন সাক্ষাৎ ভগবান্ ভবায়নঃ।
মাভূদ্ভয়ং ভোজপতে র্মুমূর্ষো
র্গোপ্তা যদূনাং ভবিতা তবাত্মজঃ॥

যথাকালে ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিলেন। দিক্ সকল প্রসন্ন হইল। গগণ নির্ম্মল হইল। পৃথিবী মঙ্গলভূরিষ্ঠ হইল। নদী প্রসন্ন সলিলা হইল। পুণ্য-গন্ধ, সুখস্পর্শ বায়ু প্রবাহিত হইল। অসুর ভিন্ন অন্য যাবতীয় প্রাণীর মন প্রসন্ন হইল। স্বর্গে দুন্দুভিনাদ হইল। গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ গান করিতে লাগি-লেন। দেবগণ ও মুনিগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিবপুষ্কলঃ॥

দেবরূপিণী দেবকীতে সর্ব্বগুহাশয় বিষ্ণু আবিভূর্ত হইলেন। পূর্ব্বদিকে. যেন পুষ্কল চন্দ্র আবিভূর্ত হইল।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

সৎ চিৎ আনন্দ।

আর্য্যশাস্ত্রে ভগবান্‌কে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ,

ভাগবত।

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।

ভগবানের নমস্কারে উক্ত হইয়াছে—সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে সচ্চিদানন্দরূপ অক্লিষ্ট কর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। অতএব ভগবানের তিন ভাব সৎ ভাব চিৎ ভাব ও আনন্দ ভাব। জীব ভগবানের অংশ অথবা ছায়া। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। জীবলোকে আমারই অংশ অবিনাশী জীবরূপে বিরাজিত। আবার "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ; সকল ভূতের হৃদয়স্থিত যে জীবাত্মা সে আমিই। যেমন অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ উদ্গত হয়, সেইরূপ ভগবান্ হইতে জীবের উৎপত্তি হয়। স্ফুলিঙ্গ অগ্নি নহে—কিন্তু অগ্নির সজাতীয়। অগ্নির যে গুণ, স্তিমিত ভাবে স্ফুলিঙ্গে ও তাহা আছে; অগ্নির যে তেজ, গূঢ়ভাবে স্ফুলিঙ্গেও তাহা বিদ্যমান আছে। জীব ও ঈশ্বরের ও ঐরূপ সম্বন্ধ। ঈশ্বরে যে সকল মহিমা ও কল্যাণ গুণ সুব্যক্ত আছে, জীবে সে সমস্ত অব্যক্তভাবে রহিয়াছে। সেই জন্যই শাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরের একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে;—'তৎ' ত্বমসি, সোঽহং, অহং, ব্রহ্মাস্মি, ইত্যাদি।

জীব যখন সচ্চিদানন্দরূপ ভগবানের অংশ, তখন যে জীব ও সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ তাহা বলা বাহুল্য। ভগবানের যেমন তিন ভাব,—জীবেরও সেইরূপ তিন ভাব সৎ ভাব চিৎ ভাব ও আনন্দ ভাব। সৃষ্টির আদিতে এই তিন ভাব অব্যক্ত থাকে; সৃষ্টির চরমে এই তিন ভাব সুব্যক্ত হয়। তখন জীব ভগবানের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সাযুজ্য লাভ করে। তখন জীব স্বরাট্ বিরাট্ সম্রাট্ হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরত্ব লাভ করে। ইহাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও ফল। নির্গুণ ব্রহ্ম নিরঞ্জন—নেতি নেতি তাঁহার লক্ষণ। তিনি অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্য। তিনি উপাধি গ্রহণ করিয়া সগুণ হইলে তবেই ব্যক্ত, ব্যাকৃত হন। সেই উপাধি মায়া বা প্রকৃতি। প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইলে, মায়া—উপাধিতে শ্রীমান্বিত হইলে তবেই ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবানরূপে প্রকাশিত হইয়া সত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের বিভাগে বিষ্ণু ব্রহ্মা ও রুদ্ররূপে স্থিতি সৃষ্টি ও লয় ব্যাপার সমাধা করেন। অতএব উপাধি ভিন্ন ঈশ্বরের সৎ ভাব চিৎ ভাব ও আনন্দ ভাব প্রকটিত হয় না।

যেমন ভগবানের, তেমনি জীবের। দেশ কাল ও নিমিত্তের সাহায্যে ব্রহ্মাংশ জীবের অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ ভাব উপাধির সহযোগে প্রকটিত হয়। যেমন রস তাপ ও আলোকের সাহায্যে বটবীজ বটবৃক্ষে পরিণত হয়।

জীবের সাধারণতঃ তিন অবস্থা—জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগ্রত অবস্থায় জীব স্থূল জগতে বা ভূর্লোকে বিচরণ করে; স্বপ্নাবস্থায় জীব সূক্ষ্ম জগতে বা ভুবর্লোকে বিচরণ করে; এবং সুষুপ্তাবস্থায় জীব কারণ জগতে বা স্বর্লোকে বিচরণ করে। প্রত্যেক লোকে বিচরণ করিবার উপযোগী দেহ জীবের অধিকারে আছে। সেই সেই দেহের সাহায্যে জীব স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ জগতে বিচরণ করে। যেমন স্থলে জলে এবং অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিতে হইলে আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যানের ব্যবহার করি, স্থলপথে গাড়ী, জলপথে নৌকা এবং অন্তরীক্ষে বেলুনের ব্যবহার করি; সেইরূপ জীব জাগ্রৎ অবস্থায় ভূর্লোকে বিচরণ করিবার সময় স্থূল দেহ (যাহাকে বেদান্তে অন্নময় কোষ বলে); স্বপ্নাবস্থায় ভুবর্লোকে বিচরণ করিতে হইলে সূক্ষ্ম দেহ (প্রাণময় কোষ) এবং সুষুপ্তাবস্থায় স্বর্লোকে বিচরণ করিতে হইলে কারণ দেহ (মনোময় কোষ) সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকে।

জীব জন্মে জন্মে ভূর্লোকে পুনঃপুনঃ এইরূপ করে—জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত এইরূপ করে। মৃত্যুর পর যখন তাহার স্থূলদেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তখন সে সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বন করিয়া ভুবর্লোকে (প্রেতলোকে) কর্ম্মানুসারে বিচরণ করে। সে লোকের ভোগ অবসান হইলে তাহার সূক্ষ্মদেহ (প্রাণময় কোষ) বিশ্লথ হইয়া যায়। তখন জীব কারণ দেহ আশ্রয় করিয়া স্বর্লোকে প্রয়াণ করে। সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া কর্ম্মাবসানে আবার মর্ত্ত্যলোকে গিয়া স্থূলদেহ (অন্নময় কোষ) পরিগ্রহ করে। ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। এইরূপ জন্মের পর মৃত্যু, আবার জন্ম, আবার মৃত্যু এই ভাবে সংসার চক্র প্রবর্ত্তিত করিয়া জীব পুনঃপুনঃ গতাগতি করিতেছে। এইরূপে পুনঃপুনঃ জগৎত্রয়ের সহিত সংঘর্ষ করিয়া ক্রমশঃ জীবের বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয়। এই বুদ্ধির ইংরাজি নাম Intellect। বুদ্ধি বিকশিত হইয়া ক্রমে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর বিষয়ে প্রযুক্ত হইতে থাকে। তাহার ফলে দীর্ঘ কালে বিজ্ঞান (pure reason) প্রকটিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহাই

জীবের চিৎ ভাব। বিজ্ঞানং ব্রহ্ম। যে উপাধি বা কোষ আশ্রয় করিয়া এই ভাবের প্রকটন হয় তাহার নাম বিজ্ঞানময় কোষ। এ যুগের সুসভ্য বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের মধ্যে এই বিজ্ঞানময় কোষ অনেকটা স্ফুর্ত্ত হইয়াছে দেখা যায়। বিজ্ঞানের জটিল সমস্যা ও দর্শনের গূঢ় রহস্যের বহুল আলোচনায় সেই জন্য তাহাদিগকে ব্যাপৃত দেখা যায়। যখন এই কোষ সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিবে, তখনই জীবের যে চিৎভাব—(যাহা abstract thinking বা pure reason রূপে ব্যক্ত হয়), সে ভাব চরম বিকাশ লাভ করিবে। তখনই মনুষ্য—বুদ্ধি দর্শন ও বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্তের উচ্চতম পদবীতে আরোহণ করিতে পারিবে।

জীবের যে আনন্দ ভাব, তাহার প্রকাশক্ষেত্র আনন্দময় কোষ। সাধারণতঃ জীবদেহে এই কোষ এখনও বড় স্ফুর্ত্তি লাভ করে নাই। উপনিষদের ভাষায় ইহা এখনও "নীবারশূকবৎ তন্বী"। অপক্ক ধান্যের তূষের ন্যায় কোমল। যখন কাল সহকারে ঈশ্বরে প্রেম ও জীবে প্রীতির অনুশীলন দ্বারা এই কোষ প্রভূত পরিণতি ও স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে, তখনই জীবের যে আনন্দ ভাব, তাহা সুব্যক্ত ও প্রকটিত হইবে। তখন 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন' ব্রহ্মের আনন্দ ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া জীব কুত্রাপি ভয় অনুভব করিবে না। কারণ ভেদ জ্ঞান হইতেই ভয়ের উৎপত্তি। দ্বৈতাদেব ভয়ং ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি। যখন পর্য্যন্ত বস্তুতে বস্তুতে অনুমাত্র ভেদ দর্শন করে, তখন পর্য্যন্ত জীব ভয় অনুভব করে। বুদ্ধি বা Intellectএর ভিত্তি ভেদজ্ঞান - বস্তুতে বস্তুতে পার্থক্য সাধন, পদার্থ সকলের বিশ্লেষণ, বিচারণ, বিকলন। আর আনন্দের ভিত্তি একত্ব জ্ঞান; মূর্ত্ত পদার্থের মূর্ত্তিগত পার্থক্য তিরোহিত করিয়া তাহাদের সঙ্কলন, বস্তুগত অভেদ সাধন। এই একত্ব আয়ত্ত হইলে শোক মোহ, ভয় দ্বেষ সমস্ত তিরোহিত হইয়া জীবের যে আনন্দ ভাব,- তাহাই অজস্র ধারায় উচ্ছ্বলিত হয়।

তত্র কঃ শোকঃ কো মোহ একত্বমনুপশ্যতঃ ঈশ উপনিষদ্।

জীবের আনন্দময় কোষ স্ফুর্ত্ত ও বিকশিত হইলে, সে জগতের একত্ব ও জগদীশ্বরের অনন্তত্ব অনুভব করে। এই অনুভবের নাম প্রজ্ঞান। তাহার ফলে জীবের আনন্দভাব প্রকটিত হয়। কারণ ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখ মস্তি।

এইরূপে চিৎ ভাব ও আনন্দ ভাব প্রকটিত হইলেও জীবের আর একটি ভাব—সৎ ভাব, বিকশিত হইতে অবশিষ্ট থাকে।

জীব যখন বিবর্ত্তনের ফলে ক্রম বিকশিত হইয়া কল্পেরশেষে পূর্ণতা লাভের অধিকারী হয়, অথবা যখন দীর্ঘকালব্যাপী যোগ সাধনার বলে সাধকের উপাধি সমূহ অপূর্ব্ব স্বচ্ছতা এবং কোষ সমূহ অসাধারণ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি লাভ করে; তখন এই সৎ ভাব প্রকটিত হইতে থাকে। ইহার প্রকাশক্ষেত্র হিরন্ময় কোষ। এ ভাবের আমরা এ অবস্থায় কিছুই ধারণা করিতে পারি না। বোধ হয় সেই জন্য শাস্ত্রে এই কোষের অতি যৎসামান্য উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই কোষ বিকশিত হইয়া জীবের সৎ ভাব প্রকটিত হইলে, জীব ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। তখন সে ঋষি বামদেবের মত বলিতে পারে—'অমৃতা অভূমঃ অগন্ম জ্যোতিঃ' 'অমরত্ব লাভ করিয়াছি, জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়াছি।' ফলতঃ এই কোষে জীবের যে সর্ব্বোত্তম ভাব তাহাই প্রকাশিত হয়। কারণ,—

হিরন্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্মনিষ্ফলং—পরাৎপর হিরন্ময় কোষে বিরজ নিষ্ফল ব্রহ্ম বিরাজিত।

জীব ও ত ব্রহ্ম। জীব ও ব্রহ্মের মত শুদ্ধ শুভ্র নির্ম্মল অপাপবিদ্ধ।

তং বিদ্যাৎ শুক্রমমৃতম্।

জীবের এই সর্ব্বোচ্চ অমল অমেয় অচিন্ত্য ভাব এই হিরন্ময় কোষেই প্রকটিত হয়। তখন জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে যে স্বচ্ছ হিরন্ময় আবরণ তাহা অপসৃত হইয়া সত্যধর্ম্ম জীব সত্য স্বরূপ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করে আর উপনিষদের ভাষায় বেদমন্ত্রে প্রার্থনা করে—

হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতংমুখং ত্বং তৎ পূষণ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।

হিরন্ময় আবরণে সত্যের মুখ আবৃত আছে। হে পূষণ্ (জগৎপালক) তুমি সে আবরণ উন্মোচন কর। আমি সত্য ধর্ম্ম (সৎ ভাব আমাতে বিকশিত হইয়াছে), আমি সেই মুখ দর্শন করি।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

গুটীকত সাধনার কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৫৬ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

২—ক্রোধ।

মানবের রিপু সকলের মধ্যে ক্রোধ একটী প্রধান রিপু। কাম দ্বারা যেমন মানবচিত্ত পরবশ হইয়া যায়, সেইরূপ ক্রোধ দ্বারা আত্মশক্তির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিক্ষেপ উৎপন্ন হয়। অতএব ক্রোধ জয় করা সাধকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

কাম যেমন সঙ্কল্পাত্মক তেমনিই ক্রোধও সঙ্কল্পের ফল আসক্তি হইতে উৎপন্ন হয়; সেই জন্য গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "কামাৎ ক্রোধোভিজায়তে।" এক্ষণে ক্রোধ কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। ক্রোধের মূলে আত্মজ্ঞানের পরিচ্ছিন্ন ভাব অবস্থিত। বিষয়ে চিত্ত আকৃষ্ট হইলে ক্রমে অহং পদার্থও বিষয়ের সহিত মিলিত হইয়া আপনাকে বিষয়ী ও সীমাবদ্ধ জ্ঞান করে। ক্রোধের মূলে এই সসীম ভাব দেখা যাইতেছে। আমি সসীম হইয়াছি বলিয়াই উপাধি বিশেষের ক্ষুদ্র জ্ঞান দ্বারা আবদ্ধ হইয়া পড়ি, এবং উপাধি জ্ঞান দ্বারা পরিব্যক্ত অহং জ্ঞানের প্রতিকূল ভাবাপন্ন বিষয় উপস্থিত হইলে নিজ পরিচ্ছিন্ন আত্মজ্ঞান রক্ষা করিবার জন্য, ঐ বিপরীত শক্তির নিরাশ করিবার জন্য যে বহির্মুখী বৃত্তির ক্রিয়া হয়, তাহাকেই ক্রোধ বলা হয়। ক্রোধের মূলে দুইটী জিনিশ দেখা যাইতেছে। একটী অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি আকাঙ্ক্ষা বা যোগ আর একটী প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণাকাঙ্ক্ষা বা ক্ষেম। কি পার্থিব—কি আধিদৈবিক, কি আধ্যাত্মিক পদার্থে উক্ত যোগক্ষেম বৃত্তি সকলের কার্য্য হইলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। অতএব ক্রোধ জয়ের প্রধান উপায় যোগও ক্ষেম পরিত্যাগ। সেই জন্য গীতায় শ্রীভগবান্ নির্যোগক্ষেমাবস্থাকে প্রশস্ত বলিয়া গিয়াছেন।

আরও বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে যোগ ক্ষেম বৃত্তি সকল অহং জ্ঞানের পরিচ্ছিন্ন ভাব জন্য উৎপন্ন হয়। যাহার আত্মজ্ঞান যত

পরিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র তাহার তত অভাব, সুতরাং তাহার পক্ষে ততই ক্রোধ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। অতএব যোগ ক্ষেম ত্যাগ করিতে গেলে জীবকে আপনাতে সন্তুষ্ট হইতে হয়। যতক্ষণ অভাব থাকে, ততক্ষণ জীব সন্তুষ্ট হয় না, পরন্তু সন্তোষ থাকিলে আত্মপ্রসাদ জন্য কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় না। এক্ষণে জীবের এই সন্তুষ্ট ও আত্মারাম ভাব আনয়ন করাই ক্রোধের মহৌষধ। দেবতাদি পূজন ও অভাব দূরকরণার্থ বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের অবলম্বন দ্বারা এই অভাবের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। কারণ এই অভাব বাস্তবিক পক্ষে বিষয় জন্য নহে। আমি সর্ব্বদা আমার স্বরূপভূত ঈশ্বরের অনুসন্ধান করিতেছি, তবে কোন বিশেষ দ্বারা আবদ্ধ চিত্ত হইয়া এই আত্মানুসন্ধান বিষয়ানুসন্ধানরূপে প্রতীয়মান হয়। সূর্য্যের শুভ্র কিরণ রঞ্জিল কাচের ভিতর দিয়া গমন করিলে যেমন কাচের রঙ্গ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের সহিত আত্মার যে নিত্য ধারাবাহিক স্রোত চলিতেছে সেই স্রোত উপাধি বিশেষের মলিনতা জন্য কাম ও অভাবরূপে দেখা দেয়। সুতরাং বস্তুতঃ পক্ষে আমরা বিষয়াভিলাষী নই বলিয়াই কামনা দ্বারা উপলব্ধ বিষয়ে পরিতৃপ্ত হইতে পারি না ও হৃদয়ের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা সেই পরম বস্তু লাভে সক্ষম না হইব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাম ও ক্রোধের সম্ভাবনা আছে। ঈশ্বর বা ভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন নিজের ক্ষুদ্রতা দূর হইলে আর ক্রোধ আসিতে পারে না। যে বস্তু লাভ করিলে আর কোন পদার্থে মন আকৃষ্ট হয় না ও যাহার লাভে সকল পদার্থই সুলভ হয় সেই বস্তু লাভ করিবার জন্য আমাদিগকে চেষ্টিত হওয়া উচিত।

সংসারে আবদ্ধ অজ্ঞ জীবের পক্ষে এই ভাব একেবারে আইসে না। এই ভাব আনিতে গেলে অল্পে অল্পে সাধনা করিতে হয়। প্রথমতঃ আমি যে জগৎ হইতে পৃথক ও অন্য জীবের এবং ভগবানের সহিত সম্পর্ক বিহীন এই জ্ঞান সাধনা দ্বারা অল্পে অল্পে ত্যাগ করিতে হইবে। যদি সমস্ত জগৎ ঈশ্বরময় দেখা যায়, যদি সর্ব্বভূতে তাঁহার বিকাশ অনুভূত হয়, তবেই আমার স্বাতন্ত্র্য রূপ ভেদ জ্ঞান দূরীভূত হয়। শরীরের একতাজ্ঞান নিবন্ধন শরীরের কোন অংশ অপর অংশকে হিংসা দ্বেষ করে না, পরন্তু প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আপন আপন অধিকারস্থ হইয়া আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন পূর্ব্বক শরীরের একত্ব

প্রতিপন্ন করে। সেইরূপে জীব আপন অস্তিত্ব স্বতন্ত্র ও পৃথক বলিয়া অনুভব করিলে কাম ক্রোধের উৎপত্তি হয়। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত জীবের সম্বন্ধ স্থাপন হইলেই জীব যদি আপনাকে ব্রহ্মাণ্ডরূপে বিদ্যমান ভগবানের বিরাট শরীরের মধ্যে অবস্থিত ও উক্ত শরীরের অন্যান্য অবয়বের সহিত নিগূঢ় সম্পর্ক আবদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে তবে কামচারিতা ও তৎসঙ্গে ক্রোধের উপশম হয়। চক্ষু কোন অভিনব রূপ সন্দর্শন করিলে তাহাতে কর্ণের সহিত কোন বিবাদ উপস্থিত হয় না। কারণ উভয়েই কেবল আপনাদের স্বতন্ত্র কার্য্যের জন্য সৃষ্ট নহে। শরীরীর সুখের জন্য উভয়েই বর্ত্তমান, উভয়েই শরীরীর কার্য্যে—নিযুক্ত। সেইরূপ জীব ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রভূত সূত্রাত্মা ঈশ্বরের, দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে, প্রকাশের জন্য স্থিত। এইরূপ জ্ঞান হইলে, জীবের মধ্যে পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র দূর হইয়া যায়, এবং ঐরূপ বিশ্বজনীন প্রেম দ্বারা চিত্ত পবিত্রীকৃত হইলে ব্যষ্টি জীবের স্বতন্ত্র চেষ্টায় সমষ্টি জীবের কার্য্য সম্পাদন হয় ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা ঈশ্বরের অনুকূলে কার্য্য হওয়াতে উক্ত কার্য্য কাহারও প্রতিকূল হয় না। সুতরাং ক্রোধের ও সম্ভাবনা নাই।

এই মূল তত্ত্ব হৃদয়ে প্রতিভাত করিতে গেলে সর্ব্ব প্রথমে জীবের একতা ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের অনুভূতি হওয়া আবশ্যক। উক্ত একতা ও ভ্রাতৃ ভাব অনুভব করিতে গেলে, ব্যষ্টি জীব সকলের মধ্যে কোন প্রকার ঐক্যতা স্থাপন করা চাই। এক দেশে বা প্রদেশে বাস করিলে যে একতা হয়, এক রকম শরীরের গঠন হইলে যে একতা হয়, বা এক রকম মনোবৃত্তির অনুশীলনে জীবের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপন হয়, তাহা দ্বারা ক্রোধের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ ঐ প্রকার একতা ভাব সর্ব্বদা পরিণামী, স্বাভাবিক ক্ষয়বৃদ্ধিশীল, দেহ বিশেষের আপাতপ্রতীয়মান একতার উপর নির্ভর করে। অনাত্ম পদার্থের দ্বারা আত্মার স্বভাবজ একত্বভাব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হইতে পারে না। সুতরাং যে তত্ত্ব লাভ করিলে আর স্বতন্ত্র চেষ্টার স্থান থাকে না, যে জ্ঞান প্রকাশ হইলে শরীর সকলের পরিচ্ছিন্ন ভাব দূর হয়, যাহা পাইয়া যোগিগণ আত্মারাম হইয়া আছেন, সেই ক্ষয় অপবর্গ শূন্য নিত্য, শাশ্বত, সর্ব্বদা একভাবে অবস্থিত, ভুবন সবলের প্রকাশক ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্বরূপ ঈশ্বরতত্ত্বের

উপলব্ধি দ্বারা, কাম তন্মূলক স্বতন্ত্র চেষ্টা, ও উভয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ ক্রোধের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়।

(ক্রমশঃ)

অনন্তরামের গুরুভাই।

এক খানি পত্র।

শ্যামা।

প্রশ্ন। অনন্তরূপিণী কালী, বিশ্বসংসার জননী
কেহ কি বলিতে পার কোথা, তাঁর অধঃউর্দ্ধসীমা ?

উত্তর। আঁধার বাহিরে ধর, জ্যোতিঃ অন্তর আকাশে
অপরোক্ষ অনুভবে পাবে, জগত জননী শ্যামা ॥

কিরূপ সে অনুভব যদি তা জানিতে চাহ
হৃদয়গ্রন্থি সমূলে কাটি, চল সমাধি মন্দিরে ॥
বুঝিতে পারিবে তবে, হৃদয়ের গুহা মাঝে
নাদ আনন্দ শান্ত তরঙ্গ, হাসে জ্যোতির সাগরে ॥

নাদ মধ্য জ্যোতি কণা, আনন্দরসের দানা,
একটি কণা তোমার রূপ, অখণ্ডরস শ্যামা মা ॥
জ্যোতিরসোঽমৃতং ব্রহ্ম, শ্যামা ব্রহ্মের স্বরূপ,
বিশ্বব্যাপী সে অরূপ রূপ, বুঝ শ্যামার মহিমা ॥

শ্যামা মা যে ব্রহ্মযোনি, জগজ্জ্যোতি প্রসবিনী,
তাঁর গর্ভরসে ভাসে বিশ্ব, কল্পান্ত পর্য্যন্ত কাল ॥
কল্প শেষ হবে যবে, রবেনা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড
জীব জন্তু স্থাবর জঙ্গম, বিনাশিবে মহাকাল ॥

তবে অক্ষর পুরুষ প্রকৃতিকে হৃদে ধরে
মহাশ্মশানে ঘোর নিশাতে, প্রেমে করেন বিহার ॥
মহাপ্রেমানন্দ রস এযে মার কালীরূপ
ইহা বুঝে ভক্তি আছে যার, মাতৃপদে নমস্কার ॥

পুরুষের মহাতেজ, শ্যামা করিল ধারণ,
প্রলয় নিশা হইল শেষ, নিস্তেজ পুরুষ, শব ॥
আরম্ভ নূতন কল্প, প্রকৃতির গর্ভে বিশ্ব,
বীজযোগে হইল প্রকাশ, ধ্যানে কর অনুভব ॥

গর্ভোদকে তেজোবিন্দু, ক্রমে ক্রমে প্রসারিল.
কালজলে আলো মিশে গেল, গর্ভ হইল বিস্তার।
এই যে লম্বোদরী রূপ এই মার তারারূপ
ইহা বুঝে, ভক্তি আছে যার, মাতৃপদে নমস্কার ॥

ভাই.

তোমার কবিতার প্রথম কথাগুলি অবলম্বনে আমি একটি কবিতা লিখিয়াছি তাহা তোমাকে পাঠাইলাম।

কে জানে কালী কেমন? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর :—

আঁধার বাহিরে ধর, জ্যোতিঃ অন্তর আকাশে
অপরোক্ষ অনুভবে পাবে, জগত জননী শ্যামা ॥

ভগবান গীতায় বলিয়াছেন

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাম্ জাগর্ত্তি সংযমী
যস্যাম্ জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতোমুনেঃ ॥

যাহা সর্ব্বভূতের রাত্রি সংযমী পুরুষ সেই খানে জাগ্রত থাকেন এবং যাহাতে ভূতগণ জাগ্রত থাকে জ্ঞানী মুনির কাছে উহাই রাত্রি।

জ্ঞানীর কাছে বাহ্যজগৎ অন্ধকারময় রাত্রি এবং অন্তর্জগৎ আলোকময় দিবা। মন বাহ্যজগতে যতকাল আলোক দেখিবে, বাহ্যজগতের বিষয়সুখে যতদিন সুখ অনুভব করিবে, ততকাল অন্তরের জ্যোতি দেখিতে সক্ষম হইবে না। সেই জন্য সাধনার প্রথম কথা

আঁধার বাহিরে ধর, জ্যোতিঃ অন্তর আকাশে
অপরোক্ষ অনুভবে পাবে, জগতজননী শ্যামা।

মা, সমাধি গম্যা। মন যতক্ষণ বহির্মুখী থাকিবে ততক্ষণ কেহ সেই আদি কারণকে উপলব্ধি করিতে পারে না। আপনার বাহিরে জগৎকারণকে *খুজিতে যাওয়া মহাভ্রান্তি। অন্তরের অন্তরে যে সমাধি মন্দির আছে সেই-*খানে গিয়া মাকে অনুভব করিতে হয়। এই মন্দিরে প্রবেশের পূর্ব্বে হৃদয়-গ্রন্থি সমূলে ছেদন করিতে হইবে। হৃদয়গ্রন্থি কথার অর্থ কি তাহা বলি। বিষয়াশক্তি এক এক গাছি সূতার ন্যায়; এক একটি সূতা দ্বারা মন এক এক বিষয়ে সংযুক্ত হয়। এইরূপ অসংখ্য সূতা একটি গ্রন্থিতে বদ্ধ হইয়া মনের সহিত দৃঢ় বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। রজ্জুর এই গ্রন্থিটি হৃদয়ের মধ্যে রহিয়াছে তাই বিষয়কামনার স্রোত হৃদয় হইতে বাহিরে নিঃসারিত হয় এইরূপ আমরা অনুভব করিয়া থাকি। অসঙ্গ অর্থাৎ অনাসক্তিরূপ অস্ত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থি সমূলে ছেদন করিলেই সমাধি মন্দিরের দ্বার খুলিয়া যায়। অন্তর্মুখী মনের নামই সমাধি মন্দির। হৃদয়ের গুহা এই মন্দিরের স্থান। এই মন্দিরের মধ্যে হিরন্ময় জ্যোতি প্রকাশিত আছেন ইহা বুদ্ধিতত্ত্ব। এই জ্যোতির প্রত্যেক কণা এক একটি জীব (Monad)। প্রত্যেক জ্যোতিকণার মধ্যে আবার আর এক পদার্থ আছে; সাধক যখন সেই পদার্থ আস্বাদ করেন তখন পরম আনন্দ অনুভব করেন; এই পদার্থ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরস। এই রসের অনুভব হইলে যত জ্যোতিকণা সব এই এক আনন্দরস সাগরে ভাসমান বলিয়া উপলব্ধি হয়, জ্ঞানীগণ এই কথা বলেন। প্রত্যেক জ্যোতিকণা এই এক অখণ্ড রসের দানার ন্যায়, এই উপমা দেওয়া যাইতে পারে। অথবা আকাশে ভাসমান তুষার কণার সঙ্গে উপমা দেওয়া যাইতে পারে।

এই অসংখ্য জ্যোতিকণার মধ্যে একটি কণা তোমার রূপ; উহার অন্তরের স্পন্দনই নাদধ্বনি। এবং ঐ যে অখণ্ড আনন্দরস উহাই তোমার মা শ্যামা মা। ইহাই বুদ্ধিতত্ত্বের অন্তরস্থ তুরীয় আকাশরূপ অব্যক্ত প্রধান পদার্থ;—ইনি প্রকৃতি তত্ত্ব। এই যে আনন্দ রস উহাই শ্যামা মা, কথাটা ঠিক হইল না; এই আনন্দরস যাঁহার গর্ভোদক, সেই চিন্ময়ীর নাম শ্যামা মা।

এই শ্যামা মা অজা; ইহার গর্ভে অসংখ্য জীব, অসংখ্য প্রজা কল্পের প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করে এবং কল্পশেষে সব সাকার পদার্থ সেই কারণজলে লয় হইয়া যায়। রসের দানা রসে গলে যায়। কেবল যাঁহারা গর্ভমুক্ত হন প্রলয় নিশায় তাঁহারা সব এক হইয়া জাগিয়া থাকেন।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাম্ জাগর্ত্তি সংযমী।

এই মুক্তাত্মাগণ তখন যে ভাবে লীন হইয়া থাকেন উহাই অক্ষর পুরুষ ভাব।

এইবারে কালীরূপ ও তারারূপ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা বুঝিয়া লউন।

ইহা বুঝে, ভক্তি আছে যার
মাতৃপদে নমস্কার।

প্রীতিপ্রার্থী
শ্রীকৃষ্ণধন—

পুঃ—

আমি যে তুরীয় আকাশ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি তাহার অর্থ এই। তুরীয় শব্দের অর্থ চতুর্থ। তিনটি আকাশ পার হয়ে যে আকাশকে ধরা যায় উহাই তুরীয় আকাশ। তিনটি আকাশের নাম এই:—ভৌতিক আকাশ মহাকাশ ও চিদাকাশ। আমাদের পাঞ্চভৌতিক দেহ যে আকাশ মধ্যে ডুবিয়া আছে উহা ভৌতিক আকাশ, হৃদয়ের গুহা, যেখানে অন্তর্মুখী মানস মন্দির আছে উহা মহাকাশ; ঐ মন্দিরের মধ্যে যে আকাশ উহা চিদাকাশ এবং জ্যোতিবিন্দুর অন্তরস্থ আকাশ তুরীয় আকাশ।

কৃষ্ণধন।

ঈশ্বরোপাসনা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ছাত্র : উপাধি সকলের স্বাতন্ত্র সম্পাদন করিতে গেলে কি আবশ্যক তাহা আর একটু বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিন।

শিক্ষক—প্রত্যেক উপাধি কর্ম্মযন্ত্র। উপাধিস্থ জীবভাবকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য তাহারা সৃষ্ট হইয়াছে। একথা তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি। উপাধি বিশেষে প্রতিবিম্বিত আত্ম পদার্থের সহিত অনাত্ম পদার্থের পার্থক্য দেখাইয়া অথচ প্রত্যেক দ্রব্যের অভ্যন্তরস্থ আত্মভাব দ্বারা জীবাত্মার আত্মজ্ঞান পরিপুষ্টি সাধন জন্য উপাধির আবশ্যক। মনে কর তোমার অভ্যন্তরস্থ সচ্চিদানন্দময় আমি পদার্থ আছে এক্ষণে সেই আমি পদার্থের আনন্দভাবের পরিপুষ্টি কি করিয়া হয় স্ত্রী, পুত্র, ও আত্মীয় বন্ধুগণের উপাধিসকলের ভিতর দিয়া যে আনন্দজ্যোতিঃ নিসৃত হয়, সেই জ্যোতিঃ দ্বারা আমরা আমাদিগের আনন্দময় ভাব কতকটা উপলব্ধি করি। নিজ শরীরস্থ সুগন্ধি কোথা হইতে আসিতেছে ইহা অনুভব করিয়া মৃগ যেমন খুঁজিয়া বেড়ায়, সেইরূপ আমরা যতক্ষণ আপন স্বরূপ অনুভব না করিতে পারি, যতক্ষণ আমাদিগের অপরোক্ষানুভূতির শক্তির বিকাশ না হয় ততক্ষণ সেই অভ্যন্তরস্থ আনন্দময় ভাবের পরিপোষণ করিতে গিয়া বহির্ম্মুখি বৃত্তির সাহায্যে স্নেহ ভালবাসা ও প্রেমের পাত্র অনুসন্ধান করি। যদিও সেই প্রেম বাস্তবিক আমাদিগের নিজেরই স্বরূপ তথাপি শিশুর ন্যায় আমরা দর্পণ ও দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের সাহায্য ব্যতিরেকে সে প্রেম অনুভব করিতে পারি না। আর এক কথা, আমাদের উপাধি সকল সাধারণতঃ সুগঠিত (Organised) নহে সেই জন্য উপযুক্ত করণ বা ইন্দ্রিয়াদির অভাবে ভিতরের স্বরূপ ভাব বাহিরে প্রকাশ পায় না বলিয়াই উপাধিগুলির সংগঠন হওয়া আবশ্যক। এই সংগঠন প্রক্রিয়াতে তিনটী জিনিস আবশ্যক। প্রথমে ভিতরস্থিত সচ্চিদানন্দময় পদার্থের বীজরূপ ভাব যাহাকে শাস্ত্রে জীবাত্মা বলে,

দ্বিতীয়তঃ উপাধিগুলির তৎ তৎ কার্য্য করিবার শক্তি প্রশস্তভাবেও থাকা চাই। তৃতীয়তঃ বাহির হইতে উপাধিগুলির ভিতরে প্রসুপ্ত শক্তিকে উদ্দি-পীত করিবার জন্য বহির্জগতের তদ্রূপ শক্তির আবশ্যকতা আছে। আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। শরীর বা উপাধি সহিত অভ্যন্তরস্থ জীবাত্মার সম্পর্ক থাকা চাই।

ছাত্র—উপরোক্ত বিষয়গুলি একে একে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।

শিক্ষক—জীবাত্মার আবশ্যকতা বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হইবে না। সাধনা বা ঈশ্বরোপাসনা জীবাত্মারই কর্ত্তব্য। জীবাত্মা পরমাত্মা মধ্যে অভেদভাব আসিলে আর সাধনের আবশ্যকতা থাকে না। বিশেষতঃ প্রত্যেক কার্য্যে ও ভাবে এই এক অহং রূপী পদার্থ অনুস্যূত হইয়া আছে ইহা চিত্তবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায়। দ্বিতীয় কথা বুঝিতে গেলে একটি দৃষ্টান্ত লইতে হয়। মনে কর চক্ষু উপাধির কার্য্য কিরূপে হইবে। বহির্জগৎ হইতে আলোকস্পন্দনের (Light vibrations) গ্রহণ শক্তি না থাকিলে চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্য পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ চক্ষুর গ্রহণ শক্তির পরিমাণ (limit of receptivity) স্থির করিয়াছেন। এই পরিমাণের শাস্ত্রীয় নাম 'মাত্রা' (Measure) এই মাত্রার মধ্যের স্পন্দনগুলি সাধারণতঃ চক্ষু গ্রহণ করিতে পারে।

নিচের বা উপরের স্পন্দনগুলি গ্রহণ করিতে না পারাতে আমরা সে সব গুলিকে অন্ধকার বলিয়া দেখি। Rontgin বা Xray নামক তেজস্তত্ত্বের যে স্পন্দনগুলি আছে সে গুলি মানব চক্ষুতে এ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারে না সুতরাং উক্ত Xrays এর আবিস্কারের পূর্ব্বে তাহা আমাদিগের নিকট অন্ধকার বলিয়া প্রতীয়মান হইত। এইরূপ সকল উপাধির সাধারণতঃ স্পন্দনের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে। সাধনা দ্বারা এই মাত্রা (Limit of consciousness) বাড়ান যায়। সেই জন্য যোগীগণ স্থূল চক্ষুকে সর্ব্বপ্রকার স্পন্দন গ্রহণ করিতে তৈয়ারী করিতেন বলিয়াই স্থূল চক্ষুর সাহায্যে আজকাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আবিষ্কৃত যন্ত্রাদির সাহায্যে যে সকল বিষয় দেখা যায় তাহা দেখিতে পাইতেন। দূরদৃষ্টি শক্তি এইরূপে বুঝিয়া দেখিলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের—উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। এমন কি আজকাল আমেরিকায় এমন অদ্ভুত

শিশুগণ জন্মিতেছে যাহারা স্থূল চক্ষে Rontgin Rays স্পন্দনগুলি গ্রহণ করিতে পারে। চক্ষুতে স্পন্দন গ্রহণ শক্তি না থাকিলে কখনই উৎকর্ষ দ্বারা এই অভিনব কার্য্য করিতে পারিত না। সুধু এইরূপ ভাবে বুঝিলে বুঝা যায় যে স্থূল চক্ষুতে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের অতীত ও এমন কি অচিন্ত্যনীয় একটি শক্তির ক্রীড়া হইতেছে। এই শক্তি কি পরে বুঝা যাইতেছে। এক্ষণে সুধু স্পন্দন গ্রহণ শক্তি হইলেই হইল না। সেই স্পন্দনগুলিকে মনোবৃত্তিরূপে পরিণত না করিতে পারিলে ইন্দ্রিয় বা উপাধির দ্বারা কখনই জ্ঞান সম্ভবে না। স্থূল স্পন্দনকে মানবচিত্তের নিকটে বৃত্তিস্বরূপে প্রকাশ না করিলে ঐরূপ স্পন্দনে আমাদের কোনরূপ জ্ঞান হয় না। পাশ্চাত্য দর্শনে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের উপর কার্য্য করিবার জন্য বহির্জগৎ হইতে স্পন্দনের আবশ্যকতা প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু স্পন্দনের স্থিতি কাল ও ব্যাপ্তি (wave length) ভিন্ন প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের জন্য বিশেষ কোন বিভিন্নতা দেখা যায় না। তবে কি করিয়া আলোক স্পন্দন (light vibration) হইতে রূপ কল্পনা হয় আর কেনই বা শব্দ কল্পনা হয় না। আরো দেখ স্থূল স্পন্দন হইতে চিত্তবৃত্তির (modes of consciousness) কিরূপে উদ্ভব হয়? এই জন্য হিন্দুরা প্রত্যেক উপাধিতে তত্বৎ অভিমানী দেবতা কল্পনা করেন। এই সকল দেবতার সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের স্পন্দনগুলি ভিন্ন ভিন্ন চিত্তবৃত্তি রূপে পরিণত হইয়া মানবক্ষেত্রে প্রতিভাসিত হয়। মানবের ন্যায় প্রজ্ঞাবান (consci.us) দেব শক্তি আছে বলিয়াই মানব স্থূল স্পন্দনকে মনোময় ভাবে দেখিয়া তদ্দ্বারা আপনার ভিতরস্থ চৈতন্যের সহিত সম্মিলন করিয়া জ্ঞান লাভ বা ক্রিয়া করিতে সক্ষম হয়। মনে কর একটী শিশুকে Algebra শিখাইতে হইবে শিশু স্থূল ভাবে গণনা করিতে পারে কিন্তু স্থূল বস্তুগুলির পরিবর্ত্তে ক, খ, গ, ব্যবহার করিতে গেলে এমন এক শিক্ষকের আবশ্যক যিনি ক, খ, গ, র সহিত বস্তু বিশেষের সম্পর্ক জানেন। ঐরূপে স্থূল স্পন্দনের পরিবর্ত্তে মনোময় ভাবগুলি ব্যবহার করিতে শিখিবার পূর্ব্বে শিক্ষকরূপী দেবশক্তি থাকা আবশ্যক। এক দিকে জড়, আর এক দিকে চৈতন্য এই দুই পদার্থের সম্পর্ক স্থাপন করিতে গেলে উভয়াত্মক শক্তির আবশ্যক। মনে কর আমি ফরাসী ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা জানি না ও তুমি ইংরাজী ভিন্ন অন্য ভাষা জাননা। এক্ষণে দুই জনে

মিলন হইতে গেলে একজন ফরাসী ও ইংরাজীবিৎ দ্বিভাষীর আবশ্যক। ও তাহার সাহায্যে আমরা পরস্পরকে বুঝিতে পারি। ঐরূপ কূটস্থরূপে স্থূল জগতে দ্রব্য স্পন্দনরূপে পরিব্যক্ত ঈশ্বর চৈতন্যের সহিত জীবাত্মারূপে পরিব্যক্ত ঈশ্বর চৈতন্যের সম্মিলন হইতে গেলে প্রাকৃত ও বৈকারিক উভাত্মক দেবসৃষ্টির আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হয়। এই জন্য শাস্ত্রে স্বত্ব গুণ হইতে দেবতা, রজঃ গুণ হইতে ইন্দ্রিয় ও তমগুণ হইতে তত্ত্ব সৃষ্টি উল্লেখ আছে আকাশ তত্ত্ব তমোগুণ হইতে। শ্রোত্র অর্থাৎ স্থূল শব্দস্পন্দনকে শব্দজ্ঞানে পরিণত করিবার শক্তি রজ:গুণ হইতে উদ্ভব এবং শব্দাভিমানী দেবতা সত্ত্ব গুণ হইতে এককালে উদ্ভূত হন। এই তিনের সমন্বয়ে জীবের চিত্তে শব্দবৃত্তির ছবি পড়ে।

এক্ষণে উপাধি বিশেষকে গঠন করিতে গেলে পূর্ব্বোক্ত কয় তত্ত্বের আবশ্যক আছে বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ। শ্রোত্র দেবতাভিমানী দেবতা বিরুদ্ধে শব্দ কল্পনা হয় না, বা শ্রোত্রর শক্তি সীমা অতিক্রম করিলে শব্দ জ্ঞান হয় না ও বাহিরে শব্দজ্ঞানের উদ্রেক কারি পঞ্চীকৃত বা অপঞ্চীকৃত যে ভাবেই হউক না কেন আকাশতত্ত্বের আবশ্যক। বহির্জগতে এই তিনের সমন্বয় (Synthetic Unity) ঈশ্বর হইতে হয় এবং ভিতরে এই তিনের সমন্বয় অহং নামধেয় জীবাত্মা হইতে হয়। সেই জন্য এই সমন্বয় কারী জীবাত্মা আছে বলিয়াই বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও উপাধি অভিমানী দেবতাগণের দ্বারা প্রকাশিত ভিন্ন ভিন্ন—চিত্তবৃত্তির মধ্যে ঐক্যতা দেখা যায়। কিন্তু শুধু এই তত্ত্ব বুঝিলেই হইবে না। কর্ম্মের আবশ্যকতা আছে।

(ক্রমশঃ।)

অনন্তরামের গুরুভাই।

দয়াল মহাত্মাগণ॥

ইঁহারা পরমাত্মারই প্রতিনিধি—জীবের হিতের জন্য ইঁহারা এই জগতে যাঁহার যেখানে প্রয়োজন তিনি সেইখানে ছদ্মবেশে বাস করিতেছেন—এবং

জীবের হিত সাধনে রত রহিয়াছেন। ইহাঁদিগকে বদ্ধ জীবগণ চিনিতে পারে না—যে হেতু ইহাঁরা বহুরূপী। কোন খানে কেহ বসিয়া মুচী সাজিয়া জুতা সেলাই করিতেছেন, কোন খানে কেহ পাগল সাজিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কেহ বা ভদ্র লোকের ন্যায় বাবু সাজিয়া যে সে স্থানে গমনাগমন করিতেছেন, কেহ বা রাজ কার্য্য চালাইতেছেন। এ বিষয়ের একটী জলন্ত উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। কোন সময়ে কোন স্থানে একটী যুবক তাহার পিতার মৃত্যুর পর অতুল সম্পত্তির অধিকারী হয় কিছু দিনের মধ্যেই কতকগুলি মিথ্যাবাদী, তোসামোদী, চোর এবং বদ্মায়েস আসিয়া তাহার বন্ধু রূপে দেখা দিল এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাহাকে একেবারে নিঃস্ব করিয়া আপন আপন পথ দেখিল। যাহারা একটু ডাকিতে না ডাকিতে কুকুরের ন্যায় দৌড়িয়া আসিত তাহারা এক্ষণে কোনসূত্রে সাক্ষাৎ হইলে তাহাদের অতি প্রিয় বন্ধু যুবক কে পাগল ও বদ্মায়েস বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। জগতের এই গতি দেখিয়া যুবা আপনাকে ধিক্কার দিয়া কহিল যে এ সংসারে সকলেই অকৃতজ্ঞ—এ জগৎ কুম্ভীপাক নরক হইতেও অধম। এক্ষণে আর দিন চলে না, ক্রমে উপবাস হইতে লাগিল—আর সহ্য হয় না তখন একমাত্র মৃত্যুতেই সর্ব্ব যন্ত্রণার অবসান ও শান্তি হইবে স্থির করিয়া যুবা কিছু আফিঙের যোগাড়ে চলিল। যাইতে যাইতে পথের মধ্যে একজন মুচী তাহাকে ডাকিল—"বাবু জুতাটী একেবারে গিয়াছে আসুন সেলাই করিয়া দি।" যুবক উত্তর করিল—"থাক আর সেলাইয়ে কাজ নাই"। মুচী পুনরায় বলিল—"তাহাতে ক্ষতি কি? আমি আপনার নিকট মূল্যাদি চাহি না। বরঞ্চ আমি আর ও কিছু আপনার উপকার করিতে ইচ্ছা করি।" উপকারের কথা শুনিয়া যুবক পাগলের ন্যায় হাসিতে লাগিল এবং বলিল "উপকার"! তুমি আমার কি উপকার করিবে? তুমি আমার উপকার করিতে চাহ কেন? আমি কি তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছি? বরং গালি দিতে সেও যে ভাল ছিল কিন্তু তুমি উপকারের কথা বলিলে কেন? তোমার কথা শুনিয়া আমার লজ্জা ও ঘৃণা হইতেছে, তুমিও কি শেষে আমায় ফাঁকি দিতে আসিলে? তখন সেই মুচী করযোড়ে কহিল "মহাশয়! তবে না হয় আপনিই আমার একটী উপকার করুন—আমায় একখানি পত্র লইয়া এই পথে যান কিছু

দূর যাইয়া বটবৃক্ষ তলে একজন জটাজুটধারী সাধুকে দেখিতে পাইবেন। তাঁহাকে এই পত্র খানি দিয়া আমায় বাধিত করুন। এই বলিয়া মুচী একটী খোলার উপর কি হিজি বিজি লিখিয়া দিল যুবক সাত পাঁচ ভাবিয়া সেই খোলা খানি লইয়া সাধুর উদ্দেশে চলিল এবং অল্প ক্ষণের মধ্যেই তথায় পঁহুছিয়া সেই তেজোময় মহাত্মাকে দণ্ডবৎ করিয়া খোলা খানি তাঁহার হস্তে দিয়া দণ্ডায়মান রহিল। সাধু পত্র পাঠান্তে মধুর বাক্যে বলিলেন বৎস! উপবেশন কর। হে প্রিয় দর্শন! যাহা আসে তাহা যায়, যাহার আরম্ভ আছে তাহার শেষও আছে অতএব এ সমস্তই নশ্বর, তোমার এ দুর্দ্দশা সহ্য করিতে হইবে। আত্মহত্যার চেষ্টা করিও না। তোমার ভরণপোষণের ভার তোমার প্রালব্ধের হাতে আছে তাহার জন্য এত ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন কি? এই বলিয়া সাধু ধুনি হইতে একটি স্বর্ণখণ্ড লইয়া যুবককে দিয়া বলিলেন—বৎস! সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া যাও এই স্বর্ণখণ্ড লইয়া গিয়া পুনরায় উপযুক্ত সংসারী হও। আর এক কার্য্য করিবে। যদি তুমি পূর্ণিমার তিথিতে দুই প্রহর রাত্রের সময় অমুক শ্মশানে যাইতে পার তাহা হইলে তুমি সুখী ও কৃতার্থ হইবে। যে তুমি আজ সামান্য দুঃখে দুঃখিত হইয়া আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছিলে, সেই তুমি তখন দুঃখের নাম শুনিয়া হাসিবে। সাধুর কথা সমাপ্ত হইলে যুবক প্রণামপূর্ব্বক বিদায় লইয়া বাড়ী গেল। সেই শুভ পূর্ণিমা তিথির অপেক্ষা করিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যে সেই পূর্ণিমা তিথি সমাগত হইল। যুবক যথাসময়ে রাত্রিযোগে সাধুর কথিত সেই শ্মশান উদ্দেশে যাত্রা করিল।

শ্মশানে যাইয়া সে যাহা দেখিল তাহাতে সে একেবারে স্তম্ভিত হইল। দেখিল শ্মশানের প্রান্তভাগে কতিপয় জ্যোতিষ্মান্ মহাপুরুষ একত্রিত হইয়া মৃদু গম্ভীর রবে পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন। মহাত্মাদিগের এই নির্জ্জন স্থানে সম্মিলনকে দরবার বলিয়া থাকে। এই দরবারে যুবক সেই পূর্ব্ব পরিচিত মুচী-বেশধারী মহাত্মা এবং বটবৃক্ষতলবাসী সাধুকে দেখিয়া তাঁহাদের চরণ প্রান্তে প্রণত হইয়া ভূমীতে পড়িয়া রহিল। তখন সেই মুচী বেশধারী মহাত্মা যুবকের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—বৎস! উঠিয়া উপবেসন কর—তুমি অনেক দুঃখ ও ক্লেশ পাইতেছ বলিয়া জীবন বিনাশ করিতে পার না। কারণ জীবন তোমার নহে ইহা পরমাত্মার তাঁহার জিনিস তাঁহার চরণে অর্পণ করা

উচিত—অর্থাৎ ভগবানের শরণাগত হওয়াই একমাত্র উপায়। সে যাহা হউক তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে আর তোমায় পার্থিব দুঃখে দুঃখিত হইতে হইবে না। তুমি ভাগ্যবলে এই দরবারে আসিয়া এই মহাত্মাদের প্রসাদ লাভ করিতে পারিয়াছ। তোমাকে উপদেশ প্রসঙ্গে একটি আখ্যায়িকা বলিতেছি তাহা মন দিয়া শ্রবণ কর। একদা দেবর্ষি নারদ ভগবানের নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন—"নাথ! তোমার কোন একজন বন্ধুকে দেখিতে আমার বড় সাধ হইয়াছে" দৈববাণী হইল—"ভারতবর্ষে উত্তরা খণ্ডে হিমগিরি পর্ব্বতের গুহ্যতম গুহাতে আমার এক জনং বন্ধু অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি সেই স্থানে যাইয়া তাঁহার দর্শন লাভ কর।" নারদ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ভগবানের বন্ধু দর্শন উদ্দেশে সেই পর্ব্বত প্রদেশে গমনপূর্ব্বক অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন একটি গুহার মধ্যে এক খণ্ড পাষাণোপরি গলিত কুষ্ঠ পীড়িত ।কঙ্কালাবিশিষ্টপ্রায় এক ব্যক্তি নয়ন মুদিত করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে তাহাকে দেখিলে একটী শব ভিন্ন জীবিত মানুষ বলিয়া কখন প্রতীয়মান হয় না। নারদ ঐ স্থানে অপর কোন ব্যক্তিকে দেখিতে না পাইয়া ক্রমে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন ঐ শবাকার মানুষের অধরভাগ যেন নড়িতেছে, যেন সে কিছু বলিতেছে। তখন নারদ তাহার মুখের কাছে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন—সে অতি ক্ষীণ স্বরে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেছে, নারদ ইহা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—হে মহাভাগ! আপনাকে ভগবান এমন কি দয়া করিয়াছেন যে তজ্জন্য আপনি তাঁহাকে ধন্যবান প্রদান করিতেছেন? ভগবৎ বন্ধু বলিলেন—দয়াময়ের দয়া ব্যতিরেকে কে কোথায় মুহূর্ত্ত মাত্র জীবন ধারণে সক্ষম হয়? তাঁহার দয়ার সীমা নাই তিনি একমাত্র দয়ার আধার তাঁহার দয়ার সমুচিৎ ধন্যবাদ প্রদান করে এমন সাধ্য কাহারও নাই। আমি যে তাঁহার অপরিসীম দয়া প্রাপ্ত হইয়াছি আমার কি সাধ্য যে তাহার সমুচিৎ ধন্যবাদ প্রদান করি। নারদ ঐ গলিতকুষ্ঠ ব্যক্তির প্রমুখাৎ এবম্বিধ সাধু বাক্য শ্রবণ করিয়া একেবারে হতজ্ঞান হইলেন এবং কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মহাভাগ! আমিত বুঝিতে পারিতেছি না আপনি আবার ভগবানের কি দয়া প্রাপ্ত হইলেন। তখন সেই শবাকার মনুষ্য উত্তর করিল আমি ভগবানের যে সমস্ত দয়া প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা বর্ণনা করা যদিও

আমার পক্ষে অসম্ভব তথাপি আপনার এতাদৃশ আগ্রহ দর্শনে সংক্ষেপে বলিতে হইল। অপারদয়ার সাগর ভগবানের দুইটী অমোঘ দয়ার আমি বিশেষরূপে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। প্রথমটী এই যে তিনি কদাচ আমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলেন না—দ্বিতীয়টী এই যে তাঁহারই আশীর্ব্বাদে আমিও তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কদাচ ভুলি না। ইহা শ্রবণ করিয়া নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ভাল, আপনি এই অবস্থায় এ স্থানে কত দিন আছেন? সেই পীড়িত লোকটী উত্তর করিল আমি ত কালের সংখ্যা করি নাই তবে অনুমানে বলিতে পারি বোধ হয় ৪০ বৎসর হইবে। নারদ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন আচ্ছা এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে সেই ভগবৎ চিন্তা ব্যতীত কি আপনার মনে অপর কোন লালসা উদয় হয় নাই? সে উত্তর করিল দুইটী বিষয় আমার মনকে চঞ্চল করিয়াছে তাহার মধ্যে প্রথমটী এই যে দেবর্ষি নারদের সাক্ষাৎ লাভ অপরটী এককু সুশীতল বারি পান করিবার ইচ্ছা। এখন নারদ বুঝিলেন ইনিই ভগবানের কথিত বন্ধু। অহো! লীলাময়ের কি লীলা! যিনি সর্ব্ব শক্তিমান দয়ার আধার তাঁহার বন্ধুর এই দুর্দ্দশা, গলিত কুষ্ঠ, কৃমি কীটে জর্জ্জরিত কঙ্কালবিশিষ্ট সামান্য শীতল বারির জন্য লালায়িত। নারদ এইরূপ মনে মনে আন্দোলন করিয়া সেই ভগবৎ বন্ধুকে বলিলেন—মহাভাগ! আজ আপনার দুইটী অভিলাসই পূর্ণ হইল, আমারই নাম নারদ আমি আপনার জন্য সুশীতল বারি আনয়ন করিতে যাইতেছি, ইহা বলিয়া নারদ বারি অন্বেষণে স্থানান্তর চলিয়া গেলেন। অনেক অনুসন্ধানে ও কষ্টে ঝরণা হইতে পাতার দোনায় করিয়া জল লইয়া আসিলেন। তখন যাহা দেখিলেন তাহাতে নারদ বিস্ময় বিহ্বল হইয়া গেলেন। দেখিতে পাইলেন ভগবদ্ বন্ধু ইহ জগত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াগিয়াছেন এবং তাঁহার মৃতদেহ কুকুর ও শৃগালে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ভগবদ্বন্ধুর এইরূপ পরিণাম দেখিয়া নারদ কাতর স্বরে ভগবানের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন। নাথ! এ জগতে যে যাহাকে ভাল বাসে সে তাহার সুখের জন্য কিনা করিয়া থাকে? যে যাহাকে ভাল বাসে সে সেই ভাল বাসার পাত্রের সন্তুষ্টির নিমিত্ত নানা উপায় এবং কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে। তুমি দেব সর্ব্বশক্তিমান্ তোমার বন্ধুর এই দুর্দ্দশা! দৈববাণী হইল নারদ! তুমি আমার কিছুই জান না

এবং কেহই কিছু জানে না। আমি যাহাকে ভাল বাসি তাহার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি। আমার আশ্রিতের কিসে মঙ্গল হইবে তাহা আমি ভাল জানি। তুমি আমার বন্ধুকে দুর্দ্দশা গ্রস্ত মনে করিয়াছ ইহা তোমার ভুল। অল্পক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহার মুখে কি শুনিয়াছিলে? তিনি কি বলেন নাই যে আমি তাঁহাকে কখন ভুলি না? ইহা কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকের কথা? কিন্তু আমার বন্ধুর আচরণ আজ আমার বড় ভাল লাগে নাই। কারণ সে আমার বন্ধু হইয়া অপরের নিকট অভাব জানাইয়াছে, এই নিমিত্ত আজ আমি আমার বন্ধুকে মৃতলোক হইতে তুলিয়া লইয়াছি। তুমি তাঁহাকে মৃত জ্ঞান করিতেছ আমাতে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাহারা কি কখন মরে। ঐ দেখ আমার বন্ধু আসিতেছেন, নারদ দেখিলেন একটী জ্যোতিঃপুঞ্জ পুরুষ একদিক হইতে আর এক দিকে চলিয়া গেলেন। এখন তাঁহার শরীর পঞ্চভূতের নহে সে অপরূপ রূপের বর্ণনা হয় না, যেন অদ্ভুত জ্যোতির্ম্ময়, নারদ দেখিবামাত্র চিনিলেন তিনিই সেই ভগবৎ বন্ধু। তখন নারদ মনে মনে বলিলেন—ভূমা মহান পরমাত্মার বন্ধু কেন এরূপ হইবে না। ঠাকুর যে ষোল আনা প্রাণ চান একটী পাই ও বাদ দিতে চান না ইহা আজ জানিতে পারিলাম। এই বৃত্তান্ত শুনাইয়া সাধু কহিলেন পুত্র! রোগ, শোক, দুঃখ দারিদ্র এ জগতে যাহা কিছু আসিয়া থাকে সে সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য। ভগবান যাহাকে ভাল বাসেন, তাহাকে চোখে চোখে রাখেন এবং তাহার সামান্য মাত্র ক্রটী ও তিনি সহ্য করেন না সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করিতে থাকেন অতএব প্রত্যেক সংশোধনের মধ্যে তাঁহার অতুল প্রেম দেখিয়া তাঁহার কৃপাপাত্রেরা অতুল আনন্দে গদ্‌গদ্‌ হইয়া অতি ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে ও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে থাকেন তখন বিপদ আর বিপদ বলিয়া বোধ হয় না। যেমন যুবতীগণ নবজাত শিশুর মুখ দেখিয়া প্রসবের সমস্ত কষ্ট অনায়াসে ভুলিয়া যান তদ্রূপ ভগবানের মঙ্গল অভিপ্রায় সমস্ত ঘটনার মধ্যে দেখিয়া তাঁহার আশ্রিতগণ সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া যান কিছু মনেই করেন না। ইহা শুনিয়া যুবা ভুমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিল আমিও আজ দেবতাদের আশীর্ব্বাদে সমস্ত দুঃখ ও ক্লেশ ভুলিয়া গেলাম এবং যথার্থ সুখী হইলাম। আর এ দরবার ছাড়িয়া কোথাও যাইব না দাসকে চরণারবিন্দে আশ্রয় দিতে আজ্ঞা হউক এবং যে

ব্রতে দেবতারা ব্রতী হইয়াছেন আমাকেও সেই ব্রতে দীক্ষিত করা হউক। সেই রাত্রে সেই শ্মশানক্ষেত্রে যুবক দীক্ষিত হইল। যে ব্যক্তি এক দিন সংসারের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া আত্ম হত্যা করিতে গিয়াছিল সেই লোক দয়াল মহাত্মাদের আশীর্ব্বাদে অনেকানেক ত্রিতাপগ্রস্ত জীবকে আত্ম হত্যা হইতে পরে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া ছিল, আহা ভগবানের কি অপার মহিমা।

জনৈক হিন্দু।

পাগলের প্রলাপ।

(৬ষ্ঠ সংখ্যার ২৪০ পৃষ্ঠার পর হইতে)

(১৪৩)

মা ব্রহ্মময়ি! স্বকৃত কর্ম্মফল গুলি একে একে যদি সকলি ভুগিতে হইল তবে আর তুই কি করিতে রহিয়াছিস্? সন্তান পাপানলে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল আর তুই দশহাত নিয়ে ঠুঁটো হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলি, তিনটী চক্ষুর মাথা খাইয়া একবার দেখিলি না! এই কি মায়ের উচিত কার্য্য হইল?

(১৪৪)

প্রাণকে তুষার শীতল না করিতে পারিলে এভবদবদহনে রক্ষা পাওয়া ভার।

(১৪৫)

মা, আমার বিবেক শান্তি ধৈর্য্য ক্ষমা প্রভৃতি সকল সুভাব গুলিই একে একে মরিয়া হৃদয় শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, কাম ক্রোধাদি দৈত্য দানব ভূত পিশাচ সদাই মহানন্দে নৃত্য করিতেছে, অনুতাপ অনল অবিরাম হু হু জ্বলিতেছে; তুই মা, যা'যা' ভালবাসিস্ সকলি ত হইয়াছে তবে কেন মা শ্মশান বাসিনি! এখনও আমার হৃদয়ে আসিতেছিস্ না?

(১৪৬)

বিচ্ছেদ বড় কষ্টকর; এমন যে মহাশত্রু জ্বর তাহারও বিচ্ছেদ কালে নিদারুণ যাতনা হয় এবং এমন কি কাহার কাহার প্রাণ পর্য্যন্ত বহির্গত হয়; তাহা হইলে না জানি প্রিয় বন্ধুর বিরহে আরও কত গুরুতর যাতনা হয়; দয়াময়! প্রাণের প্রিয়তম সুহৃদ্ তোমার সঙ্গে যাবজ্জীবন বিরহে আমরা যে কি কষ্টে কাল যাপন করিতেছি তাহা কি তুমি অনুমান করিতে পার না?

(১৪৭)

মায়ের আমার কোন্‌টী যে রূপ তাহা নির্ণয় করা যেমন কঠিন কোনটী যে তাঁহার রূপ নয় তাহা নির্ণয় করা তদপেক্ষা কঠিন।

(১৪৮)

ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোঁড়া দিবারাত্রি কতশত দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া পরিশেষে যখন আস্তাবল অভিমুখে ফিরে তখন সে এত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে যে আর তার পা উঠে না, শেষের খেপ্‌টীতেই তার প্রাণ বহির্গত হইয়া যায়; সেইরূপ আশীলক্ষ খেপ অবিরাম গতায়তের পর অবশেষে মনুষ্য জনমেই জীব অত্যন্ত কাতর ও অধীর হইয়া পড়ে। এখন সে আস্তাবলমুখ ঘোঁড়া, গোঁভরে এক দিকে চলিয়াছে কিন্তু তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে।

(১৪৯)

দয়াময়! সন্দেশের ভারই দাও আর বিষ্ঠার ভারই দাও আমি ত ভারী আমার পক্ষে দুইই সমান। সুখেই রাখ বা দুখেই রাখ সংসারের ভার ত তাহাতে অণুমাত্র কমে না।

(১৫০)

লোকে বলে সন্ন্যাসী হইতে হইলে স্ত্রী পুত্র ঘর বাড়ী টাকা কড়ি সংসার ধর্ম্ম সমস্ত ত্যাগ করিতে হয়। আরে পাগল! তোমার কি আছে যে তুমি ত্যাগ করিবে? তুমি যখন পৃথিবীতে আসিয়াছিলে কি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলে? আবার যখন যাইবে কি লইয়া যাইবে? তুমি আবার সংসার ত্যাগ করিবে কি? ত্যাগ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সংসারেরই হইতে পারে, যেখানে অনন্তকাল ধরিয়া তোমার মত কত শত লোক প্রতিমুহূর্ত্তে আসিতেছে যাইতেছে। তুমি যে মনে কর স্ত্রী পুত্র ধন জ্ঞান সকলি তোমার স্বোপার্জ্জিত

তাহা তোমার সম্পূর্ণ ভ্রম। ভিখারীর আবার অধিকার কিসে? সেই রাজ রাজেশ্বর যাহাকে যে কয়দিনের জন্য যাহা দিয়াছেন সে তাহাই পাইয়াছে ও ভোগ করিতেছে, যাইবার সময় আবার সেগুলি রাখিয়া যাইতে হইবে। সংসার ও তাহার সমস্ত ভোগের বিষয় চিরদিন থাকিবে, তুমি আমি কত শত আসিব যাইব। ইতিহাসে দেখাযায় এক দেশ কতবার কত নূতন নূতন রাজা অধিকার করিল, মনে করিল বুঝি তাহারি হইল আবার তাহারা কোথায় চলিয়া গেল; যে দেশ সেই দেশই রহিল তাহার এক পরমাণুও হ্রাস বৃদ্ধি হইল না পরন্তু রাজাদের স্মৃতি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইল। স্ত্রী পুত্র টাকা কড়ি তুমি সঙ্গে আন নাই, সঙ্গে লইয়াও যাইবে না, তবে তাহারা তোমার কিরূপে হইল? যাহাতে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার নাই তাহার ত্যাগ সংগ্রহ তোমার ইচ্ছাধীন নয়। যাঁহার সামগ্রী তিনি যখন যা'ইচ্ছা করিতে পারেন, আমরা কড়ার ভিখারী।

(১৫১)

শুধু সোনায় গড়ন হয় না তাহাকে রৌপ্য বা তাম্র খাদ দিতে হয়। সেইরূপ সত্ত্বে রজঃ ও তমঃ স্বর্ণে রজত ও তাম্রের ন্যায় যথাবিধি পরিমাণে মিশ্রিত হইলে মনের গঠন হয়।

(১৫২)

দেখ ভাই, মঙ্গলময়ের কি সুন্দর বন্দোবস্ত, সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ। এরূপ না হইলে সুখের সুখত্ব থাকিত না। সুখ দুঃখ পরস্পর পরস্পরে পরিচ্ছিন্ন, তাই দুইটী অবস্থাই সুন্দর। তৃষ্ণা না থাকিলে জলের স্বাদ কে পাইত? দুঃখ হয় বলিয়াই সুখের আস্বাদন অত মধুর নতবু চিরদিন ঘরের ভিতর বসিয়া থাকিলে ছায়ার মর্ম্ম কি বুঝিবে? রৌদ্রে উত্তপ্ত না হইলে ছায়ার শীতলতা কোথায়? ক্ষুধা না হইলে তৃপ্তি হইবে কিসের? দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, পূর্ণিমার পর অমাবস্যা অমাবস্যার পর পূর্ণিমা, গ্রীষ্মের পর শীত. শীতের পর গ্রীষ্ম, ক্ষুধার পর তৃপ্তি তৃপ্তির পর ক্ষুধা—এইরূপ প্রবাহ আবহমান থাকিবেই থাকিবে, ইহা খুব চতুর লোকেরই বন্দোবস্ত। দুঃখের সময় সান্ত্বনার বিষয় আর কিছু না থাকিলেও পূর্ব্বসুখের স্মৃতি বা ভাবী সুখের কল্পনা আছেই। অতএব সুখদুঃখে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। মানব জীবনে এই অবিচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বের হাত এড়াইবার যো নাই। ইহারা

একই জিনিষের দুইটী দিক মাত্র. যেমন একই টাকার একদিকে রাজার মুখ অপর দিকে আঁকা জোঁকা লেখা বস্তুতঃ টাকা একটীই, সেইরূপ; যেমন নদীর জোয়ার ভাঁটা. সেইরূপ; যেমন দিন রাত্রি সেইরূপ সুখ আর দুঃখ।

(১৫৩)

আঁখির পলক. শ্বাস প্রশ্বাস, হৃৎস্পন্দন, রক্ত সঞ্চালন, ভুক্তান্নের পরিপাক, বাহ্যে প্রস্রাব, দেহের ক্ষয় বৃদ্ধি ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়ার উপর মানুষের যতটুকু হাত যতটুকু ক্ষমতা, সংসারের সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ, মান অপমান, ক্ষতি বৃদ্ধি প্রভৃতি কোনও বিষয়ের উপর তাহার তাহা অপেক্ষা একতিলও বেশী ক্ষমতা নাই। যে মানুষ হাজার চেষ্টা করিয়াও দেহের এক গাছি রোম বৃদ্ধি করিতে পারে না, তাহার স্বাতন্ত্র্য তাহার স্বাধীনতা তাহার কর্ত্তৃত্ব কোথায়। যে সম্পূর্ণ পরবশ যে সমস্ত বিষয়ে পরাধীন, তাহার কর্ত্তৃত্বাভিমান বাতুলতা মাত্র।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাঙ্খ্যযোগ।

(৬ষ্ঠ সংখ্যার ২৩৮ পৃষ্ঠার পর হইতে)

অদ্ভুত পদার্থ যেন, হেন লক্ষে কেহ
দেহীরে; কেহ বা তাঁরে বর্ণনে তেমতি
অদ্ভুত পদার্থ সম; কেহ আকর্ণনে,
অদ্ভুত রহস্য যথা, তাঁর তত্ত্ব কথা;

লক্ষি, বর্ণি, আকর্ণিও নাহি বুঝে তাঁরে
কেহই [; দেহীর তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় এমতি] ! ॥২৯॥
হে ভরত বংশধর ! সর্ব্ব জীব দেহে
সে [নিত্য নিরবয়ব] দেহী কোন ক্রমে
নহেন্ বধের বস্তু। তেঁই সর্ব্বভূতে,
[ভীষ্মাদি কেবল কেন,—জীব সাধারণে]
উদ্দেশি, উচিত নহে অনুশোক তব ॥৩০॥

[আরো বলি ;] স্বধর্ম্মেও দৃষ্টি করি [এবে]
না হও বিচল, নহে, এ উচিত তব ;
ক্ষত্রিয় সন্তান পক্ষে ধর্ম্মাযুদ্ধাপেক্ষা
নাহি শ্রেয়ঃ কর্ম্ম অন্য [জগতে] যে হেতু। ॥৩১॥

হেন যুদ্ধ, অনিরুদ্ধ স্বর্গ দ্বার রূপ
বিনা যত্নে লব্ধ ; পার্থ ! এ যুদ্ধ যে লভে
ক্ষত্রিয় সন্তান হ'য়ে, সে কি নহে সুখী ? ॥ ৩২ ॥

আর যদি [মোহবশে] থাকিবা "বিরত"
এ ধর্ম্ম্য সংগ্রামে তুমি, তবে, [কর্ম্মদোষে]
ধর্ম্ম কীর্ত্তি বিসর্জ্জনে অর্জ্জিবে পাতক ; ॥৩৩॥
ঘুষিবে অকীর্ত্তি তব সর্ব্বভূতে সদা,
মানীর অকীর্ত্তি [ভবে] মৃত্যুর অধিক ॥৩৪॥

ভয়ের কারণে রণে ভঙ্গ দিলা বলি
ভাবিবেন [কুরু পক্ষে] মহারথ যত [,—
কর্ণ—দুর্যোধন—আদি], যাঁদের গননে
[স্বগুণে] গৌরবান্বিত হইয়াও তুমি
[একাযে কাষেই এবে] পাইবা লাঘব ;
নিন্দি পরাক্রম তব, কহিবে [অবাধে]
বিবিধ অবৈধ ভাষা শত্রু পক্ষে তব ;
এ নিন্দার দুঃখাপেক্ষা দুঃখতর কিবা ? ৩৫—৩৬

জিনিলে ভুঞ্জিবা মহী, মরিলে লভিবা
স্বর্গ পদ ; উঠ তবে, [ত্যজ অবসাদ,]
কুন্তী সুত, যুদ্ধে [শত্রু অবশ্য জিনিব,
মরিব নতুবা।] করু নিশ্চয় [এমতি] ॥৩৭॥

সুখ দুঃখ লাভালাভ জয় পরাজয়
সম করি, সমরিতে বাঁধ পরিকর
[কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে শুধু, কর্ত্তব্য সর্ব্বথা
ক্ষত্রিয় সন্তান পক্ষে ধর্ম্ম্য যুদ্ধে রতি] ;
ইথে না হইবা তুমি "পাপাশ্রিত" [কভু] ॥৩৮॥

সাংখ্য তত্ত্বে(৮) [—পরমার্থ বস্তুর বিবেকে
করিবা] এমতি বুদ্ধি [যা] কহিনু তোমা :
[এ বুদ্ধি লভিবা যাহে, হেন] কর্ম্মযোগে
[কিম্বা, অন্য শব্দে বলি, কর্ম্ম—অনুষ্ঠানে
করিবা] যেমতি বুদ্ধি এবে শোন [কহি
বিবরি], তেমতি বুদ্ধি, পার্থ, পরিগ্রহি
এড়াইবা কর্ম্মবন্ধ (৯) [—ঈশ্বর প্রসাদে]। ॥৩৯॥

[নিষ্কাম] এ কর্ম্মযোগে নহি ঘটে কভু
ক্রিয়োদ্যমে নিষ্ফলতা [,—বিঘ্ন হেতু যথা
কৃষি ও বাণিজ্য কার্য্যে ঘটে নিষ্ফলতা] ;
নাহি প্রত্যবায় [কোন অঙ্গ হানি হেতু
বৈদিকী ক্রিয়াতে যথা বৈগুণ্য ঘটনা] :

---

(৮) "সাংখ্য তত্ত্বে" সাংখ্যে—সম্যক্ খ্যাত, প্রকাশিত, বস্তুতত্ত্ব যা কর্ত্তৃক, তাহা সংখ্যা, সম্যগ্‌ জ্ঞান ; সেই জ্ঞানে প্রকাশমান আত্মতত্ত্বকে সাংখ্য কহে।

(৯) "কর্ম্মবন্ধ" কর্ম্মবন্ধং—কর্ম্মাত্মক বন্ধন।　　(স্বামী) ॥
কর্ম্ম নিমিত্ত বন্ধ।　মধুসূদন ॥

এ ধর্ম্ম অত্যল্পমাত্র [অনুষ্ঠিত যদি],
মহাভয়াবহ ভবে নিস্তারে [মানবে]। ॥৪০॥

[ঈশ্বর ভক্তিতে ধ্রুব নিষ্কৃতি লভিব
এমতি] নিশ্চয়াত্মিকা একনিষ্ঠা বুদ্ধি
ঘটে, কুরুকুলানন্দ, ইহ [শ্রেয়োমার্গে] ;
যারা কামী, [ফল কামে কর্ম্মে রত সদা,]
অনন্ত তাদের বুদ্ধি, [অনন্ত যেহেতু
কামনা ; সে বুদ্ধিপুনঃ কর্ম্মফলভেদে
গুণফল ভেদে তথা,] বহু শাখা ধরে। ॥৪১॥

কামনা প্রবণ নরে মোহি বেদবাদে,
[বেদ উক্ত কর্ম্মাপেক্ষা] নাহি [সেব্যতর]
অপর [ঈশ্বরতত্ত্ব],—কহে [অসঙ্কোচে],
গণে পুরুষার্থ, পার্থ, স্বর্গ সুখ ভোগে।
মূঢ়তারা ! সুপুষ্পিতা [বিষলতা যথা
আপাত মধুরা কিন্তু অন্তে ভয়ঙ্করা,
তথা ফলশ্রুতিমতী কর্ম্ম কাম্যময়ী]
যে বেদোক্তি,—যা বিধানে, অশেষ বিশেষে
ভোগৈশ্বর্য্যসিদ্ধিহেতু ক্রিয়াবিধি বহু,
[তেঁই] যাহে ঘটে জন্ম, কর্ম্ম, কর্ম্মফল,
তাহে পরমার্থ পরা বলিয়া বাখানে। ॥ ৪২। ৪৩ ॥

উৎসুক অতীব, ভোগ—ঐশ্বর্য্য লভিতে
কামীনরে, সে [পুষ্পিতা] বেদোক্তির মোহে
থাকে অভিভূত [সদা]; তা সবার চিতে
[কাযেই] নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নাহি স্ফুরে। ॥৪৪॥

সকামকর্ম্মীর পক্ষে বেদের বিধান :
হে অর্জ্জুন! হও তুমি নিষ্কাম [সর্ব্বথা] ;

সঙ্কদ্বন্দ্ব [—সবিরোধী পদার্থ যুগলে
"দ্বন্দ্ব" কহি, দ্বন্দ্ব সুখ দুঃখের নিদান,
যথা, শীত—উষ্ণ মান—অপমান আদি—];
ধর সত্ত্বগুণে সদা; ত্যজ যোগক্ষেম
[—অপ্রাপ্ত অর্জ্জনে " যোগ, " প্রাপ্তের রক্ষণে
ক্ষেম কহি; যোগ ক্ষেম প্রধান জনের
শ্রেয়োমার্গে গাঢ় রতি সতত দুষ্কর—];
বিষয়ে অপর বশ করহ মানসে। ॥৪৫॥
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে [স্নান—পান—আদি
মানব] যাবৎ কার্য্য [সাধে ভিন্নাধারে
ভাগক্রমে], তা সমস্ত [একাধারে] যথা
[সাধিত] মহান্ হ্রদে, তেমতি অখিল
বেদে ভাগ্যক্রমে কর্ম্মফল যাবতীয়
[বিহিত,] তা [ব্রহ্মানন্দে], লভেন্ সকলি
নিশ্চয় লক্ষণাবুদ্ধিযুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ [;—
ব্রহ্মানন্দে বিনিমগ্ন ক্ষুদ্রানন্দ যত]।॥৪৬॥
[তত্ত্ব—জ্ঞান—অর্থী তুমি ; তেঁই] কর্ম্মে শুধু
[চিত্তের শোধক বলি,] অধিকার তব,
কর্ম্মফলে [অধিকার] নহে কোন ক্রমে :
না করিহ কর্ম্মফলে [প্রবৃত্তির] হেতু
[কর্ম্মের করণে তবে]; অথচ যেমতি
কর্ম্ম অকরণে সঙ্গ (১০) নাহি ঘটে তব ॥৪৭॥
যোগস্থ করহ কর্ম্ম সঙ্গ(১১) পরিহরি
ধনঞ্জয়, হও সম সিদ্ধি—অসিদ্ধিতে [—

(১০) "সঙ্গ" সঙ্গঃ—প্রীতিঃ; শঙ্কর। নিষ্ঠা; স্বামী।
(১১) " সঙ্গ "সঙ্গং—ফলতৃষ্ণাং শঙ্কর। কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ; স্বামী।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহেশচন্দ্র বসু।

গীত।

ত্রিপথগামিনী ত্রিতাপহারিণী দ্রবময়ী তুহি অয়ি মা গঙ্গে
গৌরব মাহাত্ম্যে কোন্ দেবতীর্থে করি মা তুলনা তোমারি সঙ্গে
এক মোক্ষপদ শুনি বিষ্ণু পদে সে পদ সম্ভবা তুঁহি মোক্ষদে
অনন্ত জড়িত ধূর্জ্জটীর জটে বিহর জননী কতই রঙ্গে
পতিতে তারিতে আপনা হারালি দয়া পরবশে দ্রবীভূতা হলি
নির্ঝরিণী রূপে তাই মা ঝরিলি পবিত্র গোমুখে হিমাদ্রি শৃঙ্গে
তাই হরিদ্বারে হেরি মা এখন যোগযুক্ত মুক্ত ভক্ত যোগীজন
কাটাইছে ধ্যানে পবিত্র জীবনে স্নান পানে তব কথা প্রসঙ্গে
হেরিয়া তোমাকে প্রয়াগে আসিতে চপল চরণে হিমাচল হতে
স্বরসতী ফেনে যমুনারি সনে মিশাইল অঙ্গ তোমারি অঙ্গে
ত্যজে বৃন্দাবন যমুনারি তটে বেণুতে মাধব ত্রিবেণীর ঘাটে
সা রি গা মা নি নিধাপা ধৈপতে গাইতেছে তব স্তব ত্রিভঙ্গে
ত্যজিয়া কৈলাসে যোগ যোগেশ্বর তব তটে কাশীবাসী কাশীশ্বর
বোম বোম গালে থিয়া থিয়া তালে নাচিতেছে হর হেরে তরঙ্গে
স্বপত্নী বিদ্বেষে নয়ন রক্তিমা হেরিয়া তোমার ওই পাবনী শক্তি মা
কালীঘাটে ফিরে দেখ দেখি গো মা অসি করে শ্যামা আছে কি রঙ্গে
কারণ সলিলে কারণ শরীর আর্য্যাবর্ত্তে সূক্ষ্মদেহে লীলা তোর
স্থূল দেহখানি ভাসালি জননী অনন্ত সে স্থূল সাগর সঙ্গে ॥
চাই চাহিবারে পারিনা চাহিতে পাতকির প্রাণ কাঁপে মা ভয়েতে
অজ্ঞান অভক্ত অনাথ শ্রীনাথে শেষের সে দিনে হেরো অপাঙ্গে ॥

শ্রী শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

Bhagabat Purana—A study by Babu Purnendu Narayan Singh M. A. (Benares Freeman & Co. 1901).

অষ্টাদশ পুরাণগুলির মধ্যে ভাগবত পুরাণ (অথবা যাহাকে লোকে সচরাচর শ্রীমদ্ভাগবৎ বলিয়া জানে) উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। ভক্তি-শাস্ত্রের মধ্যে বহিখানি অমূল্য রত্ন। উপনিষদে যে সকল আধ্যাত্মিক সত্য অপ্রকটভাবে রহিয়াছে দর্শনাদিতে যে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। সেই সকল মূল সত্য সেই সকল হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তিস্থিত সত্যগুলি ভগবান বদব্যাস পুরাণাকারে গল্পচ্ছলে প্রকাশ করিয়াছেন। সেইজন্য পুরাণাদি দর্শন, উপনিষদ অপেক্ষা সুখপাঠ্য এবং সুখবোধ্য। সর্ব্বপুরাণ মধ্যে ভাগবৎ পুরাণে সেই সকল নিগুঢ় সত্যগুলি যে প্রকারে বিবৃত আছে এমত অন্যত্র দেখা যায় না।

পূর্ণেন্দু বাবু পন্থার পাঠকগণের নিকট অপরিচিত নহেন। পন্থায় তাঁহার "পৌরাণিক কথা" পড়িয়া সকলেই তাঁহার নিকট ঋণী আছেন। এক্ষণে ভাগবৎ পুরাণের উপর শীর্ষোক্ত পুস্তক খানি প্রকাশ করিয়া তিনি আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাসে বদ্ধ করিয়াছেন। পুরাণাদিতে গল্পচ্ছলে কিরূপে গূঢ় আধ্যাত্মিক সত্য নিহিত আছে তাহা তাঁহার পুস্তক পাঠে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। দেবসৃষ্টি ভূতসৃষ্টি ও মানবসৃষ্টি রূপ ত্রিসর্গ ঋষিগণের কার্য্য কলাপ প্রণালী ভগবানের অবতার প্রয়োজন দশাবতার কথা প্রভৃতি সকল বিষয়ই তিনি অতি বিসদভাবে বর্ণিত করিয়াছেন। পুরুষোত্তম শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত অতি সুললিতভাবে ও ভক্তিপূর্ণভাবে বর্ণিত করিয়া গ্রন্থকার আমাদিগের যে কত উপকার করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। আজ কাল আধ্যাত্মিক ব্যাপার স্রোতে ভগবদ্‌লীলা রূপক মধ্যে গণ্য হইয়া আসিতেছে। কিন্তু পূর্ণেন্দু বাবু শ্রীভগবানের লীলার সে ভাবে বর্ণনা করেন নাই। ভগবান হিন্দু

মাত্রেরই হৃদয়ের ধন। সর্ব্ব কার্য্যে সর্ব্বভাবে তাঁহাকে সেবা করাই হিন্দুর ধর্ম্ম। সুতরাং গ্রন্থকার অমৃতময়ী ভগবৎ লীলাকে ভক্তিরসে সজীব করিয়া ভক্তি প্রয়াসী সাধক বৃন্দের পরম উপকার সাধিত করিয়াছেন। পুস্তকের কলেবর প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠা, মুল্য ও কম। মাত্র ডাক মাশুল ব্যতিরেকে ২৷৷০ ছাপা ও বাঁধাই উত্তম।

পুস্তক খানি Benares Theosophical Publishing Society অথবা The Bengal Theosophical Society 28/2 Jhamapuker Lane, Calcutta. অথবা পন্থা আফিসে প্রাপ্তব্য।

চিত্রা ও গৌরী—শ্রীহারাণ চন্দ্র রক্ষিত প্রণীত মূল্য—৮০ আনা কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিষ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

হারাণ বাবু বঙ্গ সাহিত্যে বিশেষ সুপরিচিত। কিন্তু উপরোক্ত গ্রন্থে তিনি যে নূতন উপায় অবলম্বন করিয়াছেন ইহাতে আমরা বড়ই প্রীত হইয়াছি। আজ কাল নাটক নভেল ইংরাজী জীবনের অনুকরণে লিখিত। হিন্দু জীবনের বিশেষত্ব সে সকল উপান্যাসে দেখা যায় না। মানবের স্থূল দেহ ও তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানকে আধার করিয়া প্রায়ই উপন্যাস লেখা হয়। ও তাহাতে স্থূল দেহাতিরিক্ত কোন ভাব দেখা যায় না। হিন্দু পক্ষে স্থূল দেহে জীবন অতি অকিঞ্চিৎকর তাহার চক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনই সত্য জীবন। হারাণ বাবুর পুস্তকে আমরা আধ্যাত্মিকতার আবির্ভাব ও সূক্ষ্ম কারণাদির অনুশীলন চেষ্টা দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি। হিন্দুর উপন্যাস হিন্দুর মত ও হিন্দু জীবনের প্রতিকৃতি হওয়া চাই। না হইলে সুধু ইন্দ্রিয়জ প্রেমের চিত্র হইতে হিন্দু সমাজের উপকার সাধিত হয় না পরন্তু বিশেষ অপকার সাধিত করে। আশা করি হারাণ বাবু ভবিষ্যতে হিন্দুর প্রাণের পদার্থ অতীন্দ্রিয় জীবনের চিত্রাঙ্কন্ করিয়া হিন্দু সমাজকে আরো বাধিত করিবেন। তাঁহার 'চিত্রা ও গৌরী' প্রত্যেক তত্ত্বানুসন্ধানে প্রকৃত হিন্দুর অবশ্য পাঠ্য হইয়াছে।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ

নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি-এল্, ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
এম-এ, বি-এল্ সম্পাদিত।

১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত
নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

PRINTED BY RAM KRISHNA GHOSE,
AT MERCHANT PRESS,
1 Swallow Lane, Calcutta.

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

৫ম ভাগ। পৌষ ১৩০৮ সাল। ৯ম সংখ্যা।

স্তোত্র পুষ্পাঞ্জলিঃ।

শিবাষ্টকম্।

(১)

প্রভুমীশমনীশ মশেষ গুণং
গুণহীন মহীশ গরলাভরণম্ ।
রণনির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যপুরং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম ॥

সর্ব্বদেব শ্রেষ্ঠ যিনি, ঈশ্বর সবার ;
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়েতে যাঁর অধিকার ;
(যিনি) সত্ত্ব রজ তমগুণত্রয়ের অতীত,
ভুজঙ্গ হারেতে যাঁর কণ্ঠ বিভূষিত,

জিনেছেন যিনি দৈত্য বিভীষণ রণে,—
নমি সেই কল্পতরু শিবের চরণে ॥১॥

(২)

গিরিরাজ সুতান্বিত বামতনুং
তনু নিন্দিত রাজিত কোটিবিধুম্।
বিধি বিষ্ণু শিবস্তুত পাদযুগং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্ ॥

গিরিরাজসুতা যাঁর বামে শোভা পান,
দীপ্তিমান কোটিচন্দ্র জিনি তনুখান,
জগতপালন কর্ত্তা বিষ্ণুদয়াময়
আর বিধি মহাতেজা ইহারা উভয়
সতত প্রণত যাঁর যুগল চরণে,—
নমি সেই কল্পতরু শিবের চরণে ॥২॥

(৩)

শশলাঞ্ছিত রাজিত সন্মুকুটং
কটিলম্বিত সুন্দর কৃত্তিপটম্।
সুরশৈবলিনী কৃত জুট পুটম্
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্ ॥

যাঁহার মস্তকোপরি মুকুট শোভন
রঞ্জিত সুধাংশু করে সে শশলাঞ্ছন,
সুশোভন বাঘছাল যাঁর নিরন্তর
শোভাকরে কটিতটে কিবা মনোহর!
জাহ্নবীর বাস যাঁর জটার বন্ধনে,—
নমি সেই কল্পতরু শিবের চরণে ॥৩॥

(৪)

নয়ন ত্রয় ভূষিত চারুমুখং
মুখপদ্ম বিরাজিত কোটিবিধুম্।

বিধুখণ্ড বিমণ্ডিত ভালতটং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্ ॥

সুচারু বদন খানি বিভূষিত যাঁর
তিনটি নয়নে,—দীপ্ত বিশাল আকার,
শ্রীমুখ কমলে যাঁর কোটি সুধাকর
বিরাজ করয়ে অতি সুখে নিরন্তর,
ললাট মণ্ডিত যাঁর অমিয় কিরণে,—
নমি সেই কল্পতরু শিবের চরণে ॥৪॥

(৫)

বৃষরাজনিকেতন মাদিগুরুং
গরলাসনমাজিবিষাণ ধরম্।
প্রমথাধিপ সেবক রঞ্জনকং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্ ॥

বৃষশ্রেষ্ঠ মহাবল যাঁহার বাহন,
রণেতে করেন যিনি বিষাণ ধারণ,
সমুদ্রমন্থনে যেই উঠেছিল বিষ
করেছেন তাহা পান যে মহাযোগীশ,
ভূতাধিপ, যিনি রঞ্জেন ভক্তগণে,—
নমি সেই কল্পতরু শিবের চরণে ॥৫॥

(৬)

মকরধ্বজ মত্তমাতঙ্গ হরং
করিচর্ম্মাভিরাশুনিরোধকরম্।
বরদাভয় শূলবিষাণ ধরম্
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্ ॥

বারণ চর্ম্মেতে গাত্র আচ্ছাদিত করি'
নৃত্যেতে বিবস যিনি পুলকে শিহরি,'

বরাভয় ভাবময় বিষাণ ত্রিশূল
ধারণ করেন যিনি তেজেতে অতুল,
দহিলেন যিনি স্মর প্রমত্ত বারণে
নমি সেই কল্পতরু শিবের চরণে ॥৬॥

(৭)

জগদুদ্ভব পালন নাশকরং
কৃপয়ৈব পুনস্ত্রিরূপ ধরম্।
প্রিয়মানব সাধু জনৈক গতিং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্ ॥

এবিশাল জগতের উৎপত্তি পালন
আর ধ্বংস সদাযিনি করেন সাধন,
কৃপাবেশে যাঁর দ্বারা সদাধৃত হয়
ঋক যজু সাম এই বেদমূর্ত্তিত্রয়,
একমাত্র ভকতের গতি ত্রিভুবনে
নমি সেই কল্পতরু শিবের চরণে ॥৭॥

(৮)

নদেয়ং পুষ্পং সদাপাপচিত্তঃ
পুনর্জন্ম দুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো।
ভজতোঽখিল দুঃখ সমৃদ্ধি হরং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্ ॥

প্রসূন অর্পিয়া পদে তব আরাধন
না করি গো নাথ! আমি অতি অভাজন,
সদা পাপেমতি; শম্ভো! আজি নিজগুণে
পুনর্জন্মক্লেশ হ'তে তার এ দুর্জ্জনে।
সকল দুঃখের নাশ যে পদ ভজনে
নমি সেই কল্পতরু শিবের চরণে ॥৮॥

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

ঈশ্বরোপাসনা।

(৮ম সংখ্যার ৩০৪ পৃষ্ঠার পর হইতে)

ছা। অহংবীজ জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য কিরূপ ও কি প্রকারে হয়?— তাহার উদ্দেশ্য কি? এই সকল বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।

শি। অহংবীজ বা জীবাত্মা ঈশ্বর চৈতন্যের ছায়া বা বীর্য্য। প্রকৃতির গর্ভোদকে এই বীর্য্য স্থাপিত হয় এবং প্রকৃতির গুণ জাত কর্ম্মের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমে সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান হইয়া গর্ভ হইতে বাহির হইয়া মুক্তচৈতন্যের স্বরূপে অবস্থান করে। ঈশোপণিষতে উক্ত আছে—

"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা"— সৃষ্টির মূল উপাদানভূত অজ্ঞান বা প্রকৃতির দ্বারা প্রতিবিম্বিত ঈশ্বরের চিদাভাস জীব ও কেন্দ্রস্বরূপ ঈশ্বরে অংশ ভূত জীব, অজ্ঞান (Limitation) দ্বারা ক্রমে ক্রমে আপনার স্বরূপ বুঝিতে পারে। ঈশ্বরের জীবশক্তি দ্বারা উপাধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য কণা মায়াবিক হইলেও, ঈশ্বরের তুলনায় তাহার স্বতন্ত্র সত্বা না থাকিলেও উপাধিতে ন্যস্ত হইয়া স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন ও কতক পরিমাণে স্বতন্ত্র সত্বা হয়। যেমন সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সরবরাদিতে সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হয় সেইরূপ এক অদ্বিতীয় সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদশূন্য ঈশ্বর চৈতন্য হইতে উপাধিতে জীব ভাবের প্রতিবিম্ব পড়ে।

কঠোপনিষতে উক্ত হইয়াছে—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো।
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

যেমন একই অগ্নি প্রকাশরূপে ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্য পদার্থ ভেদে যেমন তত্তৎরূপ প্রাপ্ত হন সেইরূপ এক সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা দেহিভেদে বহুরূপ হইয়াছেন এবং সকলের বাহিরেও অবস্থান করিতেছেন।

ঐরূপ ঈশ্বরও সর্ব্বভূতের ভিতরে বাহিরে বিরাজমান হইয়া রহিয়াছেন। প্রত্যেক প্রতিবিম্বই তাঁহার মূর্ত্তি বা প্রতিষ্ঠা। তিনি ভিন্ন বাস্তবিক পক্ষে প্রতিবিম্ব সকলের স্বতন্ত্র স্বত্বা নাই কিন্তু যেমন কাচ প্রভৃতির দ্বারা প্রতিবিম্বিত সূর্য্যমূর্ত্তি ঘরের দেয়ালে পড়িলে ঐ প্রতিবিম্ব আলোক তাপাদি সূর্য্যের গুণ সকল কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ করে সেইরূপ জীবও ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ গুণত্রয় ও তাঁহার স্বাতন্ত্র্যভাব কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ করে।

এই প্রতিবিম্বিত চৈতন্য কণার অন্তর্নিহিত শক্তি পরিস্ফুরণ জন্য উপাধির আবশ্যক। গর্ভস্থিত পুংবীর্য্য গর্ভের অভ্যন্তরে থাকিয়া মাতার সহিত এক ভাবাপন্ন হয় ও ঐ প্রকার ঐক্যতা নিবন্ধন মাতৃদেহস্থিত সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত খাদ্যাদির দ্বারা ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়াদির সহিত স্থূলদেহ প্রস্তুত করে সেইরূপ জীবও উপাধি বিশেষের সহিত একভাবাপন্ন হইয়া আভ্যন্তরিক আত্মজ্ঞানের প্রকাশ ও প্রসার (Manifestation and expansion) সাধনা করিয়া আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। যেমন মাতৃগর্ভস্থ শিশুর স্থূল শরীর পরিপুষ্ট এবং সুগঠিত হইলে শিশুগর্ভ হইতে বহির্জগতে আগমন করে তদ্রূপ জীবও উপাধি বিশেষের সাহার্য্যে আপন স্বরূপ জ্ঞানের পরিপুষ্টি সাধন করিয়া উপাধি হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র জানিয়া মুক্ত হয়। যতদিন উপাধি গুলি আভ্যন্তরীণ আত্মজ্ঞান প্রকাশ করিতে সক্ষম না হয়, যতদিন সুগঠিত (Organised) হইয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে উপাধিগুলি সক্ষম না হয়, যতদিন পর্য্যন্ত উপাধিগুলি জীব চৈতন্য ও বহির্জগৎস্থিত ঈশ্বর চৈতন্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কেবল জীবের ঈক্ষণ মাত্রে জীবের জন্য আপন আপন অধিকারভুক্ত কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম না হয় ততদিন অহংপদার্থ উপাধি বিশেষের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন থাকিবে।

আর এক ভাবে বুঝিয়া দেখ। ব্যক্ত জগৎ ঈশ্বরের স্মৃতি মূলক প্রকৃতি-বা মায়া অবলম্বনে ব্রহ্মা দ্বারা কল্পিত এজন্য শাস্ত্রে কহিয়াছেন "যথা পূর্ব্বমকল্পয়ত"। যেমন পূর্ব্বকল্পে ছিল সেই প্রণালী বা ঈশ্বর স্মৃতি অবলম্বনে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই জন্য ভাগবতে উক্ত আছে যে ভগবান কল্প প্রারম্ভে ব্রহ্মার হৃদয়ে এই স্মৃতি প্রকটিত করেন। পূর্ব্ব কল্পের জ্ঞান (Abstract knowledge and memory) এই কল্পে বেদরূপে প্রকাশ হইয়াছে। সমস্ত জীব,

আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত প্রকাশ মান চৈতন্যকণা সকল এই পুরাতন স্মৃতির অধীনে সৃষ্ট ও তদ্দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। যেমন একজন Mesmerist এর মনঃ কল্পিত চিত্র গুলি Mesmerised ব্যক্তির মানসে রূপ ও গুণ বিশিষ্ট বস্তুরূপে প্রতীয়মান হয় এবং এমন কি স্থূল বস্তুরূপে বাহিরে প্রত্যক্ষীভূত হয়, সেইরূপ ঈশ্বর চৈতন্যের লীলাময় স্মৃতিগুলি তন্মাত্র, তত্ত্ব, সূক্ষ্মভূত, স্থূলভূত ও অবশেষে পঞ্চীকৃত প্রত্যক্ষ জগৎরূপে ব্যক্ত হইয়াছে এবং আমরা সেই পুরাতন যাদুকরের মোহিণী বিদ্যার প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় থাকিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছি। Mesmerised ব্যক্তি যেমন নিজ হইতে ঐ শক্তির অন্যথা করিতে সক্ষম হয় না এবং যেমন Mesmeriser এর অবস্থা প্রাপ্ত হইলে এবং তাহার সহিত একতানে আপনাকে মিলিত করিলে Mesmerism দ্বারা প্রকাশিত মনোময় সৃষ্টিকে বুঝিতে পারেন সেইরূপ জীব সাধনার দ্বারা ক্রমে ক্রমে ঈশ্বর শক্তিরূপ দেবগণের সহিত সমভাবাপন্ন হইয়া ও ভক্তিদ্বারা ঈশ্বর চৈতন্যের সহিত একতানে সুর মিলাইয়া দেহ ইন্দ্রিয়াদি ভূতনিচয় প্রভেদে মিথ্যা পরিচ্ছিন্ন ভেদজ্ঞানের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃতরূপে ঈশ্বরকে বুঝিয়া প্রাণের সঙ্গে উপাসনা করিতে পারেনা। তখনই তিনি দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র। এইজন্য গীতায় বলিয়াছেন "দৈবী হ্যেষাগুণময়ী মমমায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মে তাম তরন্তিতে।

ছা। দেহাদি স্বাতন্ত্র্য কি করিয়া হয় ও তাহার প্রক্রিয়া কি?

শি। যদি প্রক্রিয়া অর্থে কোন বিশিষ্ট কর্ম্ম বুঝ তাহা হইলে বলিব কোন প্রক্রিয়া নাই, তবে যোগ শাস্ত্রে যে সকল প্রক্রিয়া উল্লেখ আছে সেই সকল মূলতত্ত্ব তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। দেহাদির স্বাতন্ত্র্য আনিতে গেলে প্রথমতঃ তাহাদিগকে আত্মশক্তির সাহার্য্যে সজীব ও সুগঠিত (Organised) করা চাই। এখানে আত্মশক্তি অর্থে জীবরূপে ভিতরে ব্যক্ত ভগবৎ শক্তি ও কূটস্থরূপে বাহিরে বিরাটভাবে প্রকটিত ঈশ্বর শক্তি এই দুইটীকে বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রতিকূলে মানব ঘর তৈয়ারি করিতে পারেন কিন্তু সে ঘর কখনও স্থায়ী হয় না। জীবও ক্ষুদ্র অহংকারের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আত্মশক্তির দ্বারা দেহাদিকে সজীব ও কার্য্যক্ষম করিতে পারেন কিন্তু বাহির্জগতে দেবতাদিরূপে পরিব্যক্ত ভগবৎ শক্তির সহিত সামঞ্জস্য না

থাকাতে ঐ দেহ আপনা আপনি কার্য্যক্ষম (Automatic) হয় না পরন্তু দুঃখের আকরস্বরূপ হয়। স্বাতন্ত্র্য শিক্ষা করিতে গেলে সর্ব্ব প্রথমে দেহগুলিকে ভিতরের জীবাত্মাশক্তি নিচয়ের সহিত ও বাহিরে ঈশ্বর শক্তির সহিত একতানে গঠন করা চাই।

সেইজন্য সর্ব্বপ্রথমে দেহগুলি ও তাহাদের অন্তর্নিবিষ্ট শক্তিগুলির জীবাত্মার সহিত সমতান ও ঐক্যতা সম্পাদন করা আবশ্যক। দেহগুলি জীবাত্মার শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলে আপনা আপনিই জীবাত্মার সহিত তাহাদের মিলন হয়। তখন দেহগুলি আবরনাত্মক তমোগুণ পরিত্যাগ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ ধর্ম্ম বিশিষ্ট হয়। আমাদিগের পূর্ব্বে পশুদিগের দ্বারা ও মানব জাতির উৎপত্তি বিষয়ে প্রধান সহায়ক পিতৃগণ দ্বারা আমাদিগের স্থূলাদি শরীরের অনু সকল সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছে বলিয়াই সেই অনু সকল আমাদিগের মনবৃত্তির প্রকাশ করিতে সক্ষম আছে। যাইবার ইচ্ছাদ্বারা পদের অনু সকল সঞ্জীবিত হইয়া আছে বলিয়াই এক্ষণে আমাদের মনোমধ্যে গমনেচ্ছা উদয় হইবামাত্র পা চলিতে পারে। এইরূপে সংকল্পাত্মক কর্ম্ম হইতে দেহগুলির আপন আপন কার্য্য করিতে সক্ষম হইতেছে, সেইজন্যই সাধনার প্রথম অবস্থাই দেহগুলি সজীব করা আবশ্যক ও সেই জন্যই মনুষ্যজাতির ক্রমবিকাশের প্রথম সোপানে কাম্য কর্ম্মের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য বেদে কাম্য কর্ম্মের উপদেশ আছে। কামনার দ্বারা বশীকৃত জীব সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। এ অবস্থায় অভীষ্ট কর্ম্ম করিতে যতটুকু শক্তির (Energy) আবশ্যক তদপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে শক্তির ব্যবহার করা হয়। ঐ অতিরিক্ত শক্তির (Surplus energy) দ্বারা শরীরের অনু সকল অনুপ্রাণিত হইয়া জীবাত্মার সহিত একতান হইয়া যায়। প্রত্যেক অনুর ভিতরে যে ঈশ্বর চৈতন্য গুপ্তভাবে আছে তাহা এই প্রকারে কাম্য কর্ম্মের দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। এবম্প্রকারে দেহগুলি জীবাত্মার পরিত্যক্ত শক্তিরদ্বারা সজীবিত হইয়া অল্পে অল্পে মানসিক ভাব প্রভৃতি প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে ও জীবাত্মার সদৃশ চৈতন্যময় হইয়া উঠে। প্রত্যেক অভ্যাসের মূলে এই সত্য অন্তর্নিহিত আছে। অভ্যাস বা সংকল্পাত্মক চৈতন্য বিসর্গঃ দ্বারাই দেহগুলি দেহীর সহিত একভাবাপন্ন হয়। ঐরূপ একভাবাপন্ন হইলে স্বাতন্ত্র্য সাধনের কতকটা কার্য্য সাধিত হয়।

কিন্তু দেহগুলিকে বাহিরের শক্তির সহিত সমন্বিত না করিলে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য আইসে না ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেইজন্য বাহিরের শক্তির সহিত ভিতরের শক্তির ও দেহান্তর নিবিষ্ট শক্তির সহিত সমতা থাকা আবশ্যক। এই তিন শক্তি একভাবে মিলিয়া গেলে আপনা আপনিই শরীরের স্বাতন্ত্র্য সাধিত হয় ও জীবাত্মা প্রকৃত পক্ষে নৈষ্কর্ম্ম লাভ করিতে পারে। ভিতরের জীবাত্মার শক্তি ও বাহিরের দেবশক্তি এই উভয়ের মধ্যে সমন্বয় আছে ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। একই ভগবৎ শক্তি হইতে সত্ত্বগুণাত্মক মন, রজোগুণাত্মক ইন্দ্রিয় ও তদ-ধিষ্টাতা দেবতা ও তমোগুণাত্মক তত্ত্ব ও ভূতাদি উৎপন্ন হয়। সেই জন্যই এই তিনের সমন্বয় হইতে পারে। যেমন একটী সেতারের উচ্চ ও নিম্ন সপ্তকের 'সা' সুর একসঙ্গে ছাড়িলে দুইটি সুরের মধ্যে সম্পূর্ণ একতা (Harmony) উৎপন্ন হয় ও দুইটি সুরের পার্থক্য মিশাইয়া যায় সেইরূপ আমাদিগের দেহা-ভ্যন্তরস্থ শক্তিগুলিকে ভিতরের ও বাহিরের সহিত একতানে মিলাইলে দেহের পার্থক্য থাকে না—দেহ যে পৃথক পদার্থ এ জ্ঞান মিশাইয়া যায়। কেবল ঈশ্বরের একসুর বর্ত্তমান থাকে। স্থূল শরীরের দৃষ্টান্তে লইলে এবিষয় একটু বুঝা যায় বাহিরের স্পন্দনের সহিত একতা প্রাপ্ত দৈহিক কার্য্য করিবার সময় যে সুখবোধ হয় সে সুখ এই সমন্বয় (harmony) হইতে উদ্ভূত ও সেই জন্যই সেই সুখে দেহাদি জ্ঞান পড়িয়া যায় আসন সিদ্ধি করিতে গেলে 'স্থিরসুখ মাসনং' এই উপদেশটি ব্যবহৃত হয়। ইহার নিগূঢ় অর্থ বুঝিয়া দেখিতে গেলে পূর্ব্বোক্ত সত্য ইহার মূলে অন্তর্নিহিত আছে দেখা যায়। স্থূল শরীরে প্রাকৃ-তিক নিয়ম বা সংস্কার প্রভৃতির অনুকূলে ও স্থূল জগতে পরিব্যক্ত শক্তি সকলের অনুকূলে আসন করিয়া বসিলে শরীর আপনা আপনিই স্থির হইয়া আসে ও শরীর স্থির হইলে মন আপনা আপনি শরীরজ্ঞান ভুলিয়া গিয়া কার্য্য করিতে পারে। শরীর স্থির হইলে মনের উপর আপনার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টিত হয় না। সকল মানুষেই জানে যে তাহাদের মস্তিষ্ক, পাকস্থলী প্রভৃতি যন্ত্র ও নেত্রাদি ইন্দ্রিয় সকল আছে কিন্তু সুস্থাবস্থায় অর্থাৎ দেহী শরীর ও প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় মানব চিত্তে উক্ত যন্ত্রাদি বা ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞান থাকে না ও মানব এবম্প্রকার জ্ঞান দ্বারা আপনাকে পরিচ্ছিন্ন বোধ করে না। আমার মস্তিষ্ক যদি ঠিক ভাবে থাকে যদি কোন প্রকারে তাহার প্রাকৃতিক অবস্থা

বিকৃত না হয় বা কোন প্রকারে অযথা বল প্রয়োগে মস্তিষ্ককে অত্যন্ত পীড়ন না করি তাহা হইলে সেই স্থূল মস্তিষ্কের সাহায্যে চিন্তায় মগ্ন হইয়া সমগ্র স্থূল শরীরের পরিচ্ছিন্ন ভাব ভুলিয়া যাই। চিন্তা করিবার সময় আমরা কখন মনে করি না যে আমার মস্তিষ্ক আছে, সে এই ভাবে কার্য্য করিতেছে এবং আমার মস্তিষ্কও আমার চিত্তের উপর তাহার আপন অস্তিত্বের ভাব প্রকাশ করে না। মস্তিষ্কের সহিত চিন্তাশক্তির সামঞ্জস্য থাকিলে চিন্তাস্রোতে মস্তিষ্কের অবস্থিতি ভাবলোপ হয়, কিন্তু মস্তিষ্ক যদি বিকারগ্রস্থ হয় কিম্বা তাহার কার্য্য প্রণালীর প্রতিকূলে চিন্তা করিতে যদি চেষ্টা করি তাহা হইলে প্রতিক্ষণে মস্তিষ্ক তাহার অস্তিত্ব আমাকে জানাইয়া যায়! সেইরূপ দৃষ্টিশক্তির সহিত চক্ষের যদি সামঞ্জস্য থাকে ও যদি বহির্জগতে এই সামঞ্জস্য প্রতিপাদক বস্তু আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় তাহাহইলে দর্শন আমাকে পীড়ন করে না পরন্তু আমার জ্ঞানের প্রকাশ বিষয়ে সহায়তা করে। সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় পুরুষের মুক্তি কিরূপে হয় তাহা অনুভব করিতে পারিবে।

সেই জন্য মানব দেহগুলিকে অভ্যন্তরীণ জীবভাবে পরিব্যক্ত ঈশ্বর শক্তি সহায্যে বহির্জগতে দেবভাবে পরিব্যক্ত ঈশ্বর শক্তির সহিত সমন্বিত ও একভাবাপন্ন করিতে পারে তাহা হইলে দেহাদি জ্ঞান আপনা আপনি মানবের চিত্ত ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হয়। এই জন্যই কর্ম্মদ্বারা সমন্বয় সাধন আবশ্যক ও সেইজন্যই ভগবান গীতায় কহিয়াছেনঃ—

"ন চ কর্ম্ম সমারম্ভা নৈষ্কর্ম্ম্য পুরুষশ্নুতে"

জোর করিয়া শরীরত্যাগ করিতে যাইলে শরীর জ্ঞান পড়ে না। কিন্তু দেহাত্মজ্ঞান থাকা নিবন্ধন তাহার আত্মজ্ঞানের লোপ হয়। সেইজন্য দেবোপাসনা আবশ্যক। দেবোপাসনা না করিলে মনোবৃত্তি ইন্দ্রিয় ও ভূত এই তিনের সমন্বয় হইতে পারে না। চক্ষুর অধিষ্ঠাতা দেবতার সহিত দর্শন বৃত্তির ও দৃশ্যপদার্থের সমন্বয় হইলে চক্ষু পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান আমাদিগকে বদ্ধ করিতে পারে না! দেবোদ্দেশে যজ্ঞের উদ্দেশ্য এইরূপে ইন্দ্রিয়াদি উপাধি সকলের স্বাতন্ত্র সম্পাদন করে। দেবতাদিগের স্বরূপ অবগত হইলে এবং তাঁহাদের সহিত একতা প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা আর জীবের উন্নতি মার্গের প্রতিবন্ধক হয়েন না পরন্তু জীবকে তাঁহাদের স্বকীয় প্রকাশ ধর্ম্মের দ্বারা মুক্তির পথে সহায়তা

করেন। এখন বুঝিতে পারিলে সাধনার দেব যজ্ঞের আবশ্যকতা কি? দেবগণের প্রতিকূলে সাধনা করিতে গিয়া বিশ্বামিত্রাদি ঋষির ও পতন হইয়াছে। মনুষ্যগণ মধ্যে যাহারা আসুরিক সাধক তাহারাই বলপূর্ব্বক দেবশক্তি পরাজয় করিয়া আত্মোৎকর্ষ করিতে চেষ্টিত হন। তাহার ফল যে কত বিষময় তাহা রাবণাদির দৃষ্টান্তে ও আধুনিক হোসেন খাঁর পরিণাম দৃষ্টে বুঝিতে পারিবে। বড় দুঃখের বিষয় আজ কাল হিন্দুসমাজ একেবারে ভুলিয়া যাইতেছে। দেবতা সাহায্য ভিন্ন কোন কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, অথচ আমরা চোরের ন্যায় তাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিয়া প্রতিদান করিতে ও এমন কি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে লজ্জিত হই। ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রান্তকরণের আর কি পরিচয় আছে! বিশালাত্মা ও বাস্তবিক নিষ্কামী যোগী ও ভক্ত ঋণ স্বীকার করিতে আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করেন না।

(ক্রমশঃ)

অনন্ত রামের গুরুভাই।

দোঁহামৃতলহরী।

(৭ম সংখ্যার ২৬১ পৃষ্ঠার পর হইতে)

(১৩০)

জো ধনবন্ত সুদেয় কছুদেয় কহা ধনহীন।
কহা নিচোয়ে নগ্ন জন নহান সরোবর কীন॥

যে ব্যক্তি ধনবান সেই কিছু দিতে পারে, ধনহীন ব্যক্তি কি দিবে? নগ্ন জন সরোবরে স্নান করিয়া কি নিঙড়াইবে?

(১৩১)

হোত নিবাহ ন আপনো লীনে ফিরৈ সমাজ।
চুহা বিল ন সমাত হৈ পঁছ বাঁধিয়ৈ ছাজ॥

আপনারই যাহার জীবন নির্ব্বাহ হয় না সে আবার পরিবারবর্গ লইয়া ভ্রমণ করে ; মূষিকের নিজেকেই বিবরে আঁটে না তাহার আবার লেজে একটী চুপড়ী বাঁধা।

(১৩২)

বিনা প্রয়োজন ভুলি হু ঠটিয়ে নহিঁ ঠাট।
জানৌ নাহিঁ জা নগর কৌ তাকো পূছন বাট॥

প্রয়োজন বিনা ভুলিয়াও কোন কার্য্যের কল্পনা করিও না ; যে নগরে তোমাকে যাইতে হইবে না তাহার পথ জিজ্ঞাসা করিও না।

(১৩৩)

ইঙ্গিত ঔ আকার তেঁজান লেত জো ভেট।
তাসোঁ বাত ছুরৈ নহীঁ জ্যোঁ দাই সোঁ পেট॥

ইঙ্গিত ও আকার দেখিয়া যে সাক্ষাতের কারণ জানিয়া লয় তাহার নিকট কোন কথা গোপন করা যায় না যেমন ধাত্রীর নিকটে গর্ভ গোপন করা অসম্ভব।

(১৩৪)

আপ কহৈ নাহি ন করৈ তাকো হৈ যহ হেত।
আপন জাবৈ সাসুরৈ ঔরন কো সিখ দেত॥

যে ব্যক্তি আপনি যাহা অপরকে করিতে বলে নিজে তাহা করে না (সে নববিবাহিতা বালিকার ন্যায় যে) আপনি শ্বশুর বাড়ী যাইতে চায় না পরন্তু পরকে যাইতে শিক্ষা দেয়।

(১৩৫)

জো কহিয়ৈ সো কীজিয়ে পহিলে কর নিরধার।
পাণী পী ঘর পূছনো নাহিন ভল্লো বিচার॥

অগ্রে স্থির নির্দ্ধারণ করিয়া পরে যাহা বল তাহাই করিও ; অগ্রে জল পান করিয়া পরে কাহার গৃহ জিজ্ঞাসা করা ভাল বিবেচনার কার্য্য নহে।

(১৩৬)

পাছৈ কারজ কীজিয়ৈ পহিলৈ যতন বিচার।
বড়ে কহত হৈঁ বাঁধিয়ৈ পাণী পহিলৈ পার॥

প্রথমে যত্ন পূর্ব্বক বিচার করিয়া পশ্চাৎ করিও; মহৎ ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন যে বর্ষার প্রথমেই জল বাঁধিয়া রাখিও (তবে কৃষিকর্ম্মে সুফল ফলিবে)।

(১৩৭)

ঠীক কিয়ে বিন ঔরকী বাত সাঁচ মত অর্প।
হোত অন্ধেরী রৈন মেঁ পরী জেবরী সর্প॥

অগ্রে স্থির নিশ্চয় না করিয়া অন্যের কথা সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিও না; অন্ধকার রজনীতে পতিত রজ্জুকেও সর্প বলিয়া বোধ হয়।

(১৩৮)

ঝূঁট বিনা ফী কীলগৈ অধিক ঝূঁট দুখ ভৌন।
ঝূঁট তিতৌহী বোলিয়ৈ জ্যোঁ আটে মেঁ লোন॥

স্বল্প মিথ্যা বিনা সরল সত্য কথা বিস্বাদু অর্থাৎ অপ্রিয় বোধ হয়, আবার অধিক মিথ্যা দুঃখের আলয়; অতএব সংসার ধর্ম্ম করিতে আটাতে যতটুকু লবণ সহ্য হয় ততটুকু মিথ্যা বলিতে পার।

(১৩৯)

ঠৌর দেখ কৈ হুজিয়ৈ কুটিল সরল গতি আপ।
বাহর টেঢ়ৌ ফিরত হৈ বাম্বী সুধৌ সাঁপ॥

স্বয়ং বিশেষ বিবেচনা করিয়া অবসর মত সরল বা কুটিল গতি হইও; (তাহার নিদর্শন দেখ) সর্প বাহিরে বক্র গতিতে বিচরণ করে কিন্তু বিবরে প্রবেশ করিবার সময় সরল হইয়া থাকে।

(১৪০)

দোউ চাহৈঁ মিলন কৌ তৌ মিলাপ নিরধার।
কবহূ নাহিঁন বাজিহৈ এক হাথ তেঁ তার॥

উভয়ে পরস্পর মিলনাকাঙ্ক্ষী হইলে তবে নিশ্চয় মিলন হয়; এক হাত হইতে কখন তালি বাজে না।

(১৪১)

আপ অকারজ আপনৌ করত কুসঙ্গত সাথ।
পায় কুল্হারী দেত হৈঁ মূরখ অপনে হাথ॥

যে ব্যক্তি কুসংসর্গে মিলিত হয় সে আপনিই আপনার অপকার করিয়া থাকে ; সেই মূর্খ স্বহস্তে আপন পায়ে কুড়ুল মারিয়া থাকে।

(১৪২)

তাহী কৌ করিয়ৈ যতন রহিয়ৈ জাকী আর।
কৌন বৈঠকৈ ডার পর কাটৈ সোঈ ডার॥

যাহার আশ্রয়ে থাকিবে তাহাকে যত্ন করিও ; কে এমন আছে যে, যে ডালে বসে সেই ডালই কাটিয়া থাকে ?

(১৪৩)

পরতচ্ছণীকে দেখিয়ে কহা বরনৈ কোউ তাহি।
কর কঙ্কণকী আরসীকো দেখত হৈ চাহি॥

যাহা সহজে প্রত্যক্ষ দর্শন হয় তাহা আবার অন্যে কি বর্ণন করিবে ? করকঙ্কণস্থিত দর্পণকে কে আর দেখিতে চায় ?

(১৪৪)

আএ আদর না করৈ জাত রহৈ পছতায়।
আয়ৌ নাগন পূজিয়ৈ বাম্বী পূজন পায়॥

যে আসিলে লোকে আদর করে না সে যখন চলিয়া যায় তখন সকলে তাহার জন্য অনুতাপ করে ; (তাহার নিদর্শন দেখ) সর্প গৃহে আসিলে কেহ তাহার পূজা করে না পরন্তু পশ্চাৎ তাহার বিবর পূজা করিতে যায়।

(১৪৫)

নিবল সবল কে পক্ষ তেঁ সবলন সোঁ অনখাত।
দেত হিমায়ত কী গধী এরাকী কৈ লাত॥

দুর্ব্বল ব্যক্তিও বলবানের পক্ষ হইতে সবলের প্রতি রোষ প্রকাশ করে (তাহার নিদর্শন দেখ) আশ্রয় প্রাপ্তা গর্দ্দভী আরবীয় তুরঙ্গকেও পদাঘাত করিতে যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৌরাণিক কথা।

গোপ, গোপী, ব্রজধাম।

শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াই বলিলেন আমাকে নন্দালয়ে লইয়া যাও। যেমন বসুদেব সূতিকাগৃহ হইতে বহির্গত হইবেন, তেমনি যোগমায়া যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়ার স্থান অধিকার করিলেন। কংসকে ভংসনা করিয়া ভগবতী যোগমায়া পৃথিবীর মধ্যে বহুনাম ধারণ পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ইতি প্রভাষ্য তং দেবী মায়া ভগবতী ভুবি।
বহুনাম নিকেতেষু বহুনামা বভূবহ॥

ভগবতী আজ বিষ্ণুর অনুজা। তিনি আজ বিষ্ণুর সহকারিণী। তাঁহারি কৃপায় আজ আমাদের বিষ্ণুভক্তি। তাঁহারি প্রসাদে আমরা শ্রীকৃষ্ণ লাভ করিতে কৃতোদ্যম। ব্রজগোপীরা কাত্যায়নী ব্রত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন। আবার শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া ব্রজগোপীদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। যে মায়া অবলম্বন করিয়া এই পৃথিবী মধ্যে রাসলীলা সংঘটিত হইয়াছিল, আমরা সেই মহামায়াকে নমস্কার করি।

শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে গেলেন। আর নন্দের ব্রজ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্ হইল। আনন্দের আর সীমা থাকিল না। সকলের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবের বিকাশ হইল।

তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্।
হরেনিবাসাত্ম গুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ॥

বালক নিজ জনের অন্বেষণ করে। শ্রীকৃষ্ণও বাল্যলীলায় নিজ জনের অন্বেষণ করিয়াছিলেন। তাই ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া, রাজ্য ছাড়িয়া, কর্ম্মক্ষেত্র

ছাড়িয়া, গোপনে গোপ, গোপীদিগের সহচর হইলেন। আহা, যতদিন সেই ভক্তসঙ্গে থাকিতে পারেন। যতদিন সেই মধুর হইতে সুমধুর আনন্দময় ভক্তনিকেতনে আনন্দ অনুভব করিতে পারেন। প্রকৃতি পুরুষের নিত্য অনুসরণ করিতেছে। পুরুষের আভায় পুরুষকে প্রতিভাসিত করিতেছে। পুরুষের আলোক লইয়া পুরুষকে আলোকিত করিতেছে। পুরুষের দান পুরুষকে প্রতিদান করিতেছে। সদংশ লইয়া সন্ধিনী, চিদংশ লইয়া সচ্চিৎ আনন্দ লইয়া হ্লাদিনী। হ্লাদিনী প্রকৃতি সতত ভগবান্‌কে আনন্দ প্রতিদান করিতে উৎকণ্ঠিত। হ্লাদিনী প্রকৃতি লইয়া ভক্ত উন্মত্ত। কোনদিকে দৃষ্টিপাত নাই। কোন বিষয়ের অপেক্ষা নাই। কোন বিশেষ আকাঙ্খা নাই। ভগবান্ এই হ্লাদিনী প্রকৃতির নিত্য প্রতিদান করিতেছেন। তিনি নিত্য ভক্তের সঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু গোপনে। অন্যে কি জানিবে, অন্যে কি বুঝিবে। বিশুদ্ধ আনন্দময়ী ভক্তি, হ্লাদিনী শক্তির বিকাস, যে আস্বাদন করে নাই, সে কেমনে জানিবে। তাই গোলোক ধামে অন্তরঙ্গে ভক্ত লইয়া ভগবান নিত্যলীলা করিতেছেন। সেখানে ভগবানের আনন্দ ভক্তগণ ভগবান্‌কে নিত্য প্রতিদান করিতেছেন এবং ভগবান্ তাহা নিত্য অনুভব করিতেছেন। সেই অতি গুহ্য গোলোক ধামে ভক্ত ও ভগবানের অতি গুহ্য সম্বন্ধ। শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীধামে আসিবেন। তাঁহার ভক্তেরা কি করিবে। তিনি যদি মনুষ্য ভাবে অবতীর্ণ হন্, তাহা হইলে তাঁহারা মনুষ্যভাবে তাঁহার নিকট আনন্দ বহন করিবেন।

সেই আনন্দে নিত্য ভাসিতেছেন, এইজন্য ভগবানের বিশ্বনিয়মন কার্য গায়ে লাগে না। বিশ্বপালনের ভার গোপ, গোপীরা আপনার উপর গ্রহণ করেন, যাতে ভগবানের শ্রম লাঘব হয়। রাগাত্মিকা ভক্তির নিকট ভগবান্ চিরবশীভূত। ভক্তের নিকট ভগবান্ চির ঋণী।

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জয় গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

হে গোপীগণ, তোমাদের সহিত আমার মিলন আনন্দনীয়। আমি যদি

দেবতাদিগের আয়ু ধারণ করি, তথাপি তোমাদিগের প্রত্যুপকার করিতে পারিনা। তোমরা দুর্জ্জয় গেহ শৃঙ্খল নিঃশেষে ছেদন করিয়া আমাকে ভজন করিয়াছ। তাই তোমাদের সাধুকৃত্য দ্বারা তোমাদের সাধুকৃত্যের প্রতিকার হউক।

ভগবান জন্মিয়াই মনে করিলেন আমি সেই নিজ জনের কাছে একবার যাই। এই ত সময়। আবার অবতারের কার্য্য যখন আরম্ভ করিব তখন আর তাদের সহিত কখন মিলিত হইব। বাল্যকালে অবতারের কোন কায করা হবে না। তাই বলি এইত সময়। আর একটি কথা বালক হইয়া গোপীদের সহিত মিলিত হইব, একথা কেবল গোপীরাই জানিবে। গোপীদের কথা কেবল গোপীরাই জানিবে। দুষ্ট সংসার তাহা জানিতে পারিবে না। কুৎসাকারী ব্যভিচারী লোকেরা তাহা জানিতে পারিবে না। গোপীগণ তাহা জানিতে পারিবে না। সেই গুপ্ত মিলনের একটি ঢেউ আসিয়াও বহির্জগৎকে বিক্ষিপ্ত করিবে না। গোপনও কি এমনি গোপন।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ।
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধেগৃহং প্রাপয়॥
ইথ্যং নন্দ নিদেশতঃ প্রচলিত প্রত্যঙ্কি কুঞ্জদ্রুম্
রাধামাধবয়ো র্জয়ন্তু যমুনা কূলেরহঃ কেলয়ঃ॥

নন্দ বালকটিকে দিলেন রাধিকার কোলে। যখন কেবল মাত্র বালক ও রাধিকা তখন বালক কিশোর বয়স্ক হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ নন্দব্রজে গেলেন। তিনি গোপীদিগের সহিত মিলিত হইবেন। সে মিলন ত বড় সহজ নয়। সে প্রেমের মিলন, কামের মিলন নয়।

কাম, প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা" তারে বলি কাম।
"কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা" ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেমেতে প্রবল॥

লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্তজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেমের সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধ তমঃ, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥
... .
গোপী প্রেম করে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের পুষ্ট।
মাধুর্য্য বাড়য়ে প্রেমে হইয়া সন্তুষ্ট॥
চৈতন্য চরিতামৃত।

হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি রূপা হন যাঁরা।
গোপীকা শব্দের বাচ্য হয়েন তাঁহারা॥
সেই গোপী শব্দে জানি প্রকৃতি নিচয়।
রসরাজ লাগি সর্ব্ব ধরম ছাড়য়॥

তথাহি শ্রীগৌতমীয় তন্ত্রে

গোপীস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাজ্জনস্তত্ব সমূহকঃ
অথবা গোপী প্রকৃতিং জনস্তত্রাংস মণ্ডলঃ॥
গোপিকা শব্দের অর্থ আর হয় যাহা।
তবকাছে প্রকাশিয়া কহি শুন তাহা॥
সর্ব্বরক্ষয়িত্রী সর্ব্ব গোপন কারিনী।
ব্যাকুলতা পূর্ণা আর সুভাস ধারিনী॥
হেন প্রকৃতিরে গোপী বলিয়া জানিহ।
তন্ত্রাদি প্রমাণ ইথে আছয়ে শুনহ॥

সর্ব্বগুন মাস্ত তন্ত্র আদির ভিতরে।
গোপী শব্দে এই অর্থ কহে বিজ্ঞবরে॥
তথাহি ক্রমদীপিকায়াম্।
গোপায়তি সকলমিদং গোপায়তি
পরম পুমাংসমিতি গোপী প্রকৃতিঃ॥
নন্দার্থে আনন্দ কহে শাব্দিক সকলে।
নন্দন শব্দের অর্থ আনন্দকে বলে॥
অতএব আনন্দের আনন্দ কারীরে।
নন্দের নন্দন বলি গায় যত ধীরে॥
আনন্দ স্বরূপ ব্রজে নন্দ মহাশয়।
তাঁহার নন্দন কৃষ্ণ সর্ব্বরসাশ্রয়॥
যশোদার্থে ভক্তি আদি যশ প্রদায়িনী।
তাঁহার আনন্দ দাতা শ্রীকৃষ্ণ বাখানি।
অতএব কৃষ্ণ হন যশোদা-নন্দন।
নিগূঢ়ার্থ তুয়া কাছে করিনু বর্ণন॥
ব্রজ শব্দে পথ কহি সর্ব্বপথ সার।
যে পথে যাইলে জন্ম নাহি হয় আর॥
তাপত্রয় ষড়দুঃখ প্রভৃতি বর্জ্জিত।
সেই পথ হয় এই কহিনু নিশ্চিত॥
সেই নিত্যানন্দময় ব্রজধাম মাঝে।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ সতত বিরাজে॥
শ্রীপ্রেমদাস মিশ্র বিরচিত শ্রীশ্রীবং[illegible]শিক্ষা।

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সহিত মিলিত হইবেন। সে এই মর্ত্ত্য ভূমিতে নয়। সে এই পাপময় রসহীন জগতে নয়। সে দুর্বিনীত পরিহাসকারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে নয়। তবে ভবে কি গোলোকধাম বিরচিত হবে? রসরাজ, শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে তাহাই হউক। আজ্ যদি আদিপুরুষ মহাপুরুষ গোলকবিহারী হরি স্বয়ং অবতীর্ণ হইলেন, তবে ভবের মধ্যে গোলক ধাম হইবে না কেন?

ব্রজধাম যদি গোলক ধাম হবে, তবে সে ধামে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য থাকিবে না। সে ধামে দর্প, অহঙ্কার থাকিবে না। কেবল তাহাই নয়, সেই মাধুর্য্যময় ধামে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র থাকিবে না ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ সন্ন্যাসী থাকিবে না। সে ধামে ধনী, দরিদ্র রাজা, প্রজা থাকিবে না। ভেদের মুখে ছাই। ভেদের জন্য বিধি। ভেদের জন্য নিষেধ। মধুর গোলোকধামে ভেদ নাই। মধুর ব্রজধামে ভেদ থাকিবে না। বেদের বিধি, বেদের নিষেদ ঐশ্বর্য্যময় জগতে থাকুক, বৈকুণ্ঠেশ্বরের রাজ্যে থাকুক, মধুর বৃন্দাবনে যেন না থাকে।

রসিক সেখর কৃষ্ণ, পরম করুণ
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত
ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত প্রেমে নাহি মোর প্রীত।
আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন।
আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে।
"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি।
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম, হীন
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন।
"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ।"
মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন।
সখা, শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ
তুমি কোন্ বড় লোক তুমি আমি সম।

প্রিয়া যদি যান করি করয়ে ভৎসন
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন।
এই শুদ্ধ ভক্তি লঞা করিমু অবতার
করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার।
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার
সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার।
মোবিধয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে।
আমিহ না জানি, তাহা না জানে গোপীগণ
দুঁহার রূপগুণে দুঁহার নিত্যহরে মন।
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন
কভু মিলে, কভু না মিলে দৈবের ঘটন।
এই সব রস নির্যাস করিব আস্বাদ
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ।
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ
রাগ মার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

এই বার দেখ্‌ব কেমন ব্রজধাম, দেখ্‌ব কেমন বৃন্দাবন। যদি "ধর্ম্ম, কর্ম্ম" ছাড়িয়া রাগমার্গ ভজনা করিতে হয়, তবে সেই মার্গ কি তাহা জানা অবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ।

মরণ ও মরণান্তে *

আজ বহুশতাব্দির কথা। একদা ইংলণ্ডের জনৈক রাজা তদীয় অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সুরম্যহর্ম্ম্যে রাজসিংহাসনোপরি বার দিয়া

* এই প্রবন্ধটী শ্রীমতী এনি বেসেণ্ট (Mrs. Annie Besant) প্রণীত "Death——and After ?" নামক পুস্তকের অবলম্বনে লিখিত।

বসিয়া আছেন। ভগবান মরিচীমালী অস্তাচলের চূড়াবলম্বন করাতে পশ্চিম গগণে রক্তিমরাগে রঞ্জিত হইয়া প্রকৃতির অপূর্ব্বশোভা বিস্তার করিয়াছে! সুমন্দ সান্ধ্য সমীরণের মৃদুমধুর হিল্লোলে চতুর্দ্দিগস্থ বৃক্ষরাজি ধীরে ধীরে আন্দোলিত হইতেছে, অনতি দূরবর্ত্তী কুসুমিত উপবনের মনোহর কুসুমরাশির সুমধুর আঘ্রাণে রাজসভা আমোদিত হইয়াছে! এমন সময় একজন খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম যাজক স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার ব্যপদেশে তথায় উপনীত হইলেন, এবং নানা কথোপকথনের পর যেই তিনি জীবের জন্ম, মৃত্যু ও আত্মার অমরত্ব বিষয়ক প্রবন্ধের অবতারণা করিলেন, অমনি একটী পাক্ষী উন্মুক্ত বাতায়ন পথে অকস্মাৎ সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল, করিয়া তাহার চতুর্দ্দিগে মণ্ডলাকারে ঘুরিয়া পরে তন্মুহূর্ত্তেঃ তথা হইতে বহির্গত হইয়া সেই অমানিশার গাঢ় ও গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেল!

পাখীটী এইরূপে চলিয়া গেলে পর সেই খ্রীষ্টান পাদ্রী রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! দেখলেন ত, এইমাত্র পাখীটী গবাক্ষদ্বার দিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল, আবার নিমেষ মধ্যেই উড়িয়া উড়িয়া বাহিরে গিয়া একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল! মানব জীবনকে ও এইরূপ ক্ষণস্থায়ী বলিয়া জানিবেন। আমাদের এই যে দেহ, ইহা একটী প্রকোষ্ঠ বিশেষ, তাহাতে জীবরূপ পাখী প্রবেশ করিয়া বাস করিতে থাকে, পরে সময়ে অচিরেই তাহা হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যায়। তবে জীবপাখী অমানিশার তিমিরে না মিশিয়া দিবাকর কররাশির অত্যুজ্জল অথচ স্নিগ্ধ ও সুমধুর আভাযুক্ত সুমহান্ রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে।

জননী জঠররূপ ঘন তিমিরাচ্ছন্ন কক্ষ হইতে জন্মরূপ জানলাদ্বার দিয়া জীব ভূমিষ্ঠ হয়, হইয়া বৎসর কয়েক মাত্র এই ধরাধামে বিচরণ করে, পরে কালপূর্ণ হইলে মৃত্যুরূপ মুক্ত বাতায়ন পথে দৃষ্টিশক্তির বাহিরে চলিয়া যায়।

তুমি যে ধর্ম্মাবলম্বী ও যে ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভুক্তই হও না কেন, যখনই ধর্ম্মালোচনায় প্রবর্ত্ত হইবে, তখনই সর্ব্বাগ্রে তোমার মনে স্বতঃ এই প্রশ্নগুলির উদয় হইবে; ——— "জীব কি?" "এই জীব কোথা হইতে আইসে?" ও "কোথায় চলিয়া যায়?"

খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মজগতে ইত্যাকার প্রশ্নাবলির আন্দোলন আলোচনা বহুশতাব্দি

যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। উক্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত কেহ কেহ বলিতেছেন, মৃত্যুশঙ্কা তাহাদের মন হইতে অপনোদিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কোন আত্মীয় কুটুম্ব পরলোকগামী হইলে তাহারা শব সমাধির সময় যেরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাতে মৃত্যুজনিত আশঙ্কা যে তাহাদের মনে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল রহিয়াছে তাহাই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। খ্রীষ্টানদের মধ্যে কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে সেই মৃতদেহ কয়েকদিবস এক নিভৃতস্থানে রাখা হয়; এই স্থানটীকে এরূপ আবরণে আবৃত করা হইয়া থাকে যে দেখিলে মনে যুগপৎ ভয় ও বিষাদের ভাব উপস্থিত হয়। পরে যে শব যানে মৃতদেহ সংস্কার ও সমাধিস্থ করার জন্যে সমাধিক্ষেত্রে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তাহা এইরূপ ভাবে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ আবরণে আচ্ছাদিত করা হয় যে দেখিলে মনে ভীতির সঞ্চার হয়। মৃতের রোরুদ্যমানা পত্নী শোক পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া—আর্ত্তনাদ ও বিলাপ সহকারে উক্ত শব বাহনের অনুগমন করেন। কৃত্রিম শোক প্রকাশের জন্য ব্যবসাদার শোককারী লোকের সংগ্রহ করা হইয়া থাকে; তাহারা অস্বাভাবিক ও বিকৃতরূপে মুখব্যাদান করিয়া বাহ্যশোক প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই সকল দৃশ্য বাস্তবিকই বিসদৃশ, হাস্যোদ্দীপক ও বিরক্তিজনক। অধুনাতন খৃষ্টানসমাজে কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রুচির পরিবর্ত্তন হওয়াতে এবং লোকের মনে মৃত্যু রহস্যের দ্বার কিয়ৎপরিমাণে উন্মুক্ত হওয়াতে আজ কয়েক বৎসর যাবৎ সেই ভীতি উৎপাদক ও হাস্যোদ্দীপক পুরাতন শব সংস্কারের প্রথাগুলি ক্রমে ক্রমে সমাজ হইতে উঠিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে শব শকট ভীতিপ্রদ কৃষ্ণবর্ণ মকমলের আস্তরণে আবৃত থাকিত, বর্ত্তমানে তাহার পরিবর্ত্তে এখন তাহা-নয়নের প্রীতিপ্রদ সুগন্ধ কুসুমদামে সুসজ্জিত থাকে। যদি ও সম্প্রতি তাহারা মৃত্যুশোক পরিচায়ক শোকবেশ ধারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর তজ্জন্য দেহকে কোনরূপ অস্বাভাবিক উপায়ে উৎপীড়িত ও ক্লিষ্ট করেন না। জ্ঞান বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে লোকের মন হইতে ক্রমেই কুসংস্কারের বীজ উৎপাটিত হইয়া যাইতেছে। ইংরাজি সাহিত্যে ও ইংরাজি শিল্পে মৃত্যুর ছবি এইরূপ বিভীষিকাময় ভীষণাকারে চিত্রিত করা হইয়াছে, যে তাহাতে পাঠকের এবং দর্শকের ভয়ানক হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ইংরাজ চিত্রকরগণের সূক্ষ্ম তুলিতে মৃত্যুর ছবি

বড়ই ভয়ঙ্কর ভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে—ঠিক্ যেন চামুণ্ড মূর্ত্তি! হস্তে করাল করবাল ঝিকিমিকি করিতেছে, বিস্তৃত মুখগহ্বরে নরকঙ্কাল ফেলিয়া তাহা ভীষণ দন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করিতেছে! কঙ্কালময় দেহ, ভয়ঙ্কর মুখ মণ্ডল, ঊর্দ্ধ দৃষ্টি! অস্থিচর্ম্ম বিশিষ্ট শীর্ণ হস্তস্থিত দণ্ডদ্বারা হোরার কাঁটা দোলাইতেছে!! যমের এই ভৈরব মূর্ত্তির প্রতি তাকাইলে ভয়ে শরীর শিহরিয়া উঠে।

ইংরাজ কবিগণ তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে মৃত্যুর যে ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত ও কণ্টকিত হয়!! আদর্শস্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ কবি মিল্টনের গ্রন্থ হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করা গেল।

"The other shape,
If shape it might be called, that shape had none
Distinguishable in member, joint, or limb,
Or substance might be called that shadow seemed,
For each seemed either; black it stood as night,
Fierce as ten Furies, terrible as hell,
And shook a dreadful dart; what seemed his head
The likeness of a kingly crown had on.
Satan was now at hand, and from his seat
The monster moving onward came as fast,
With horrid strides; hell trembled as he stroke.......
..................So spoke the grisly terror; and in shape
So speaking, and so threatening, grew tenfold
More dreadful and deform..........
..............but he, my inbred enemy,
Forth issued, brandishing his fatal dart,
Made to destroy. I fled and cried out DEATH!

Hell trembled at the hideous name, and sighed
From all her caves, and back resounded DEATH.*"

মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট জীর্ণ শীর্ণ ও মুমূর্ষুপ্রায় পাশ্চাত্য মানব সমাজে সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রয়োগে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও অমৃতত্ব আনয়ন করিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ যমরাজের এরূপ ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করিতে এ হেন মহাপুরুষের প্রবর্ত্তিত মতাবলম্বীগণের যে এমন প্রবৃত্তি ও অভিরুচি হইয়াছে, তাহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুদর্শন দাস।

—:—

নারীধর্ম্ম *

(সমালোচনা)।

ভারত ব্যতীত সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে সৃষ্টিকর্ত্তারই উল্লেখ আছে, সৃষ্টিকর্ত্রীর উল্লেখ নাই; পরমেশ্বরের বর্ণনা আছে, পরমেশ্বরীর বর্ণনা কোথাও নাই ভারতের প্রকৃতি ও ইউরোপের Nature এ আকাশ পাতাল প্রভেদ। ভারতের জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিদ্যা, বুদ্ধি দাত্রী ও নারী– সরস্বতী দেবী;—সম্পদ, ঐশ্বর্য্য মান, সম্ভ্রম, সুখ, শান্তি, আনন্দের মূলাধার ও সেই নারী—লক্ষ্মী দেবী। জগতের আদর্শ সতীত্ব ভূমি ভারতের আদর্শ সতী দক্ষকন্যা শিবাণী। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কার্য্যে যাহাদের নারী, মানবের মানবত্বের মূলে যাহাদের নারী—লক্ষ্মী ও সরস্বতী, সেই ভারতের ললনা কূলকে আজ নারীধর্ম্ম শিখাইতে "নারীধর্ম্ম" গ্রন্থের প্রয়োজন হইল! জগদ্ধাত্রী দেবী যাহাদের পালয়িত্রী জননীর আদর্শ; বিশ্বপ্রাণীর ক্ষুধা নিবারণের জন্য যেখানে অন্নপূর্ণা বিরাজিতা,

* Paradise Lost, Book II. from lines 666—789.

* শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা দাসী (সরস্বতী) প্রণীত। মূল্য ৷৹ মাত্র।

এবং যে অন্নপূর্ণার শক্তিকণা পাইয়া ভারত নারী কুল আজিও সংসারে অন্ন রন্ধন ও অন্নবণ্টনের ভার লইয়া রহিয়াছেন; ত্রিতাপ হারিণী দুর্গা যাহাদের দুঃখ হারিণী, বিপদ ভয়বারিণী কালী যাহাদের চির সহায়; এক কথায় যে দেশে সৃষ্টি, স্থিতি, মুক্তির অবলম্বন নারী, সেই নারীর আদর্শে——— দেবীর আদর্শে যে দেশে নারী সংসারের ঘরণী, ভরণী, অধিষ্টাত্রী দেবী স্বরূপা, যে দেশে কোন ক্রিয়া, কোন অনুষ্ঠান অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী নারী ব্যতীত হইতে পারে না; যে দেশে সীতা সাবিত্রী, অরুন্দতী, দময়ন্তী, চিন্তা প্রভৃতি সাধ্বী, পতিব্রতার দৃষ্টান্তে হিন্দু নারীর জীবন প্রণালী ঘটিত ও যুগযুগান্তর ধরিয়া নিয়ন্ত্রিত; সে দেশের নারীজাতিকে কর্ত্তব্য শিখাইতে বহু মহদাশয় ব্যক্তি গ্রন্থের পর গ্রন্থ লিখিতেছেন কেন? বুঝিয়াছি, যখন ভারতের অধঃপতন হইয়াছে, তখন ভারতনারীর—হিন্দুনারী জাতির ও অধোগতি অনিবার্য্য; হিন্দুনারী ক্রমশঃ আত্মহারা, আদর্শচ্যুতা, পথভ্রষ্টা হইতেছেন। নিজের উচ্চ, মহান্, পবিত্র আদর্শ দূরে ফেলিয়া আমরা যে দিন যবনদিগের আদর্শে গৃহ-লক্ষ্মীকে 'বাঁদা' ও বিলাস-সামগ্রী ভাবিতে শিখিলাম, ক্রমে সেই মত ব্যবহার করিতে লাগিলাম, লক্ষ্মীদেবী সেইদিন হইতে চঞ্চলা হইলেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গ-ফল পতি সেবায় লাভ হয় জানিয়া সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি সাধ্বী সতীগণ দাসীর অপেক্ষা পতির সেবা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা গৃহলক্ষ্মীর ন্যায়, অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মত চিরপূজনীয়া ছিলেন। হিন্দু-নারী একাধারে দেবী ও দাসী ছিলেন; এ কল্পনা অপরে করিতে পারিবে কি? তারপর ইংরাজ আসিয়া বাঁদীর মত আচরণের প্রায়শ্চিত্ত করাইলেন; প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। পত্নীর তুল্যাধিকার প্রচারিত হইল; ইচ্ছা করিলে পত্নী পতির অধীনে থাকিতে পারেন; ইচ্ছা না হইলে স্বাধীনা হইতে পারেন। পত্নীর উপর পতির চিরস্বত্ব নাই; ভালবাসা ইচ্ছাধীন, পাতিব্রত্য ইচ্ছাধীন, সতীত্ব ইচ্ছাধীন; ধর্ম্মের সহিত, জীবনের সহিত, জন্মান্তরের সহিত সে সকলের কোন সম্বন্ধ নাই। ঘুচিয়া গেল, সীতা, সাবিত্রীর দৃষ্টান্ত, ঘুচিয়া গেল জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণার স্বর্গীয় আদর্শ! যুগযুগান্তরের আচরিত বংশ পরম্পরাগত পাতিব্রত্য গুণে, পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, জন্মজন্মান্তরের সাথী জানিয়া, মাটির দেহ মাটিতে মিশাইবে বুঝিয়া, রাজপুত মহিলারা সেদিন পর্য্যন্ত ও অগ্নিকুণ্ডে

আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারিয়া ছিলেন হিন্দু পতি পত্নীর মিলন হৃদয়ে হৃদয়ে, অস্থিতে অস্থিতে, মাংসে মাংসে, ত্বচে ত্বচে সম্পুর্ন হইত, পতিবিয়োগ মাত্রে বিয়োগ বিধুরা পত্নীর দেহের অস্থি, মাংস, ত্বচের অনুভব শক্তি ও যেন পতির সহিত বিলুপ্ত হইয়া যাইত; তাই সতী কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অনায়াসে অবিকৃতচিত্তে জ্বলন্ত চিতায় আত্মদেহ ভস্মীভূত করিতে পারিতেন, পতির পার্শ্বে যেন পরম সুখে, পরমানন্দে নিদ্রা যাইতেন, পরম শান্তি লাভ করিতেন। কিন্তু সে তেজও অপহৃত হইল, সে শক্তি ও বিনষ্ট হইল, সে আদর্শও লোপ পাইল। সবই গিয়াছে, আছে কেবল বিধবার ব্রহ্মচর্য্য; সংসারের আমোদ প্রমোদে নির্লিপ্ত, সুখসাধে বীতস্পৃহ হইয়া ব্রহ্মচারিণী পতির ধ্যানে, পতির চিন্তায়, পতির উপাসনায়, অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতেছেন; পরলোকে জন্ম জন্মান্তরে পতির সহিত মিলিত হইবার একমাত্র আশায় জীবন ধারণ করিতেছেন। ভারতের সহস্র সহস্র গ্রামে এখনও সেই সব ব্রহ্মচারিণী দেখিতে পাইবে। সেসব স্থানে আজও ঋষিদের আদেশ প্রতিপালিত হইতেছে; সেসব স্থানে সীতা, সাবিত্রী, অরুন্ধতী, দময়ন্তী ও চিন্তার কর্ম্মময় জীবন আজিও সহস্র সহস্র ভারত নারীর হৃদয়ে অনুপ্রাণিত। ব্রহ্মমূহুর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া নিশীথকাল পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র হিন্দুনারী আজিও সংসারের শত শত কর্ত্তব্য পালন করেন; অশেষবিধ ধর্ম্মসাধন করেন। চিত্তজয়ের, চিত্তশুদ্ধির, আত্মোন্নতির, জ্ঞানলাভের এমন প্রত্যক্ষ উপায় আর কিছুতেই হইতে পারে না। তাই বলি, এখনও আমাদের আশা আছে, উপায় আছে। কতিপয় কর্ম্মহীন, উদ্দেশ্য হীন, আলস্যময়, বিলাসিতাময়, উচ্ছৃঙ্খল জীবন দেখিয়া ভীত হইবার, সাহস হারাইবার নিরুৎসাহ হইবার প্রয়োজন নাই। ভাবিও না সমগ্র দেশটাই সেইরূপ হইয়া গিয়াছে।

এক্ষণে গ্রন্থের আলোচনা করা যাউক। গ্রন্থকর্ত্রী "নারীজাতির কর্ত্তব্য" শীর্ষক অধ্যায়ে একস্থলে লিখিতেছেন "অনেককে অনুযোগ করিতে শুনা যায় আমার ভালবাসা সেবা পূজা স্বামী বুঝেন না, অতএব তাঁহাকে কিরূপে ভাল বাসিব? ইহা অতি অর্ব্বাচীনের কথা। মানুষ পাষাণময় বিগ্রহকে ভাল-বাসে কেন? পাষাণময় বিগ্রহ মানুষের ভালবাসা ভক্তির কি বুঝে! মানুষ কেবল ভগবৎ প্রাপ্তি বাসনায় দেবতা জ্ঞানে পাষাণময় বিগ্রহের সেবা পূজা

করিয়া থাকে। পতিই রমণীর দেবতা, পতি ভাল বাসুন বা নাই বাসুন তাহাতে লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও। মানুষ যে ভাব লইয়া বিগ্রহ সেবা করে, রমণী সেই ভাবাশ্রিতা হইয়া পতিসেবা করিবেন। যিনি তাহা পারেন তিনিই ধন্যা; তাঁহার ইহলোক অনন্ত সুখপূর্ণ, পরলোক পবিত্র শান্তিময় হইয়া থাকে। পতি অপ্রিয়াচরণ করিলেও রমণীর কষ্ট হওয়া অবিধেয়। স্বামীর নিষ্ঠুরাচণ ও যে রমণী প্রসন্ন চিত্তে সহ্য করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মশীলা''। লেখিকা এস্থলে মনোভাব ঠিক প্রকাশ করিতে পারেন নাই; উপমাটিও সম্পূর্ণ সঙ্গত হয় নাই। যখন মানুষ সর্ব্বভূতে ভগবান জানিয়া, অজ্ঞান মানবের সাকার মূর্ত্তি ব্যতীত ভগবানের ধ্যান, ধারণা ও তৎপ্রতি ভক্তির সম্যক উন্মেষ হইবে না বুঝিয়া পাষাণময় বিগ্রহে দেবতার ধারণা করিয়া সেবা পূজা করে, তখন কি তাহার "বিগ্রহ আমাকে ভাল বাসুন আর নাই বাসুন'' এই ভাব মনে হয়? পরমেশ্বরের অপার করুণা, অসীম দয়া সর্ব্বজীবে চিরদিন অক্ষুণ্ণ আছে, এই বিশ্বাস বলেই ত মানুষ পূজা আরম্ভ করে; তাঁহার অধিকতর করুণার প্রত্যাশায়, নানা অভীষ্টসিদ্ধি প্রার্থনা করিতে, ভক্তি বৃত্তির উত্তরোত্তর অনুশীলনের জন্য চিত্তের নির্ম্মলতা সাধিতে, পরিশেষে তাঁহাকে প্রাপ্তি বা মোক্ষের জন্য মানুষ নিত্য তাঁহার সেবা ও পূজা করে। পূর্ব্ব হইতে ভগবানের অনুগ্রহলাভ না করিলে, ভগবাগেনর ভালবাসা না পাইলে মনুষ্যের সাধ্য কি যে সে ভগবানকে ভাল বাসিতে পারে, ভগবানের পূজা করিতে পারে? কিন্তু এ উপমা পতির প্রতি খাটে না, এ স্থলে ভগবানের কথা ও মানুষের কথা স্বতন্ত্র। শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা সূত্রটি ধরিয়াও ধরিতে পারেন নাই। যখন তিনি বলিতেছেন, "পতি ভালবাসুন বা নাই বাসুন, তাহাতে লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন নাই। তুমি তোমার কর্ত্তব্য করিয়া যাও'', তখন আবার বিগ্রহের কথা আনিলেন কেন? হিন্দুশাস্ত্র মতে এই ভারত ভূমিতে হিন্দুসতী যুগের পর যুগ যে ভাবে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন, পাতিব্রত্য ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন, সেই ত নারীজাতির চিরন্তন ভাব, তাহাই ত তাঁহাদের সনাতন কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এ সংসার কর্ম্মক্ষেত্র। এখানে কি নারী, কি পুরুষ প্রত্যেককেই অসংখ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে হইবে। এই অসংখ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে পতি সেবা, পতি পূজা

নারীর সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য, সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন করিয়াই পালন করিতে হয়, কোন ত্রুটি, কোন অভাব রাখিতে নাই। পতি ভাল বাসুন আর নাই বাসুন, গুণবানই হউন বা নির্গুণ হউন, কুশ্রী হউন আর সুশ্রী হউন, আমার কর্ত্তব্য সকলের অপেক্ষা বড়, আমার কর্ম্ম আমি করিয়া যাই; সেই কর্ত্তব্য পালনেই আমার প্রকৃত সুখ, প্রকৃত শান্তি প্রকৃত তৃপ্তি, প্রকৃত আনন্দ। আমার হৃদয়ের বিকাশ, আমার আত্মার উন্নতি, আমার চিত্তশুদ্ধি, আমার পরলোকে শান্তি, আমারই কর্ম্মাকর্ম্মের উপর নির্ভর করিতেছে। কর্ত্তব্য যতই কঠোর হউক না কেন, তৎপালনই যখন আমার জীবনের উদ্দেশ্য, তখন আমাকে তাহা পালন করিতেই হইবে। এই শিক্ষা, এই ভাব, এই প্রকৃতি লইয়াই হিন্দু নারী অনায়াসে, অক্লেশে ক্লীব, জরবস্থাপন্ন, বৃদ্ধ, দুঃস্থ, ব্যাধিযুক্ত পতির ও সেবা করিতেন। সে সেবায়, সে কর্ত্তব্য পালনে তাঁহারা যে আনন্দ পাইতেন যত সুখী হইতেন, অধুনা পতিনির্ব্বাচন কারিণীগণ তাহার কণামাত্রও উপভোগ করিতে পান না।

যেখানে এখন দেশী খৃষ্টানীদিগের হস্তে ও মিশনরী রমণীগণের প্রতি বালিকা ও ললনাগণের শিক্ষার ভার, ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষাই যেখানে আদর্শ শিক্ষা দাঁড়াইতেছে, যেখানে "পতি অপ্রিয়াচরণ করিলেও রমণীর রুষ্ট হওয়া অবিধেয়, স্বামীর নিষ্ঠুরাচরণ ও যে রমণী প্রসন্নচিত্তে সহ্য করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মশালা" গ্রন্থকর্ত্রীর এরূপ উচ্চাঙ্গের উপদেশ খাটিবে না। পতির সহিত রমণীর এখন দেবতা বা গুরুসম্পর্ক নাই, পতি পত্নীর এখন তুল্যাধিকার, পতি এখন পত্নীর বন্ধুর সমান, বরং পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যামতে পুরুষাপেক্ষা রমণীর সম্মান অধিক। যাহারা অপ্রিয়কারী পতিকে আইন মত ত্যাগ করিতে পারে, তাহারাই যখন আমাদের মহিলাদের গুরু, তখন সেই গুরুর ছাত্রীবর্গকে প্রসন্নচিত্তে স্বামীর নিষ্ঠুরাচরণ সহ্য করিতে বলা বাতুলতা মাত্র। ইহাতে কেহ যেন না মনে করেন, আমরা স্ত্রীর প্রতি অসদাচরণ বা নিষ্ঠুরতার বিন্দুমাত্র পোষকতা করিতেছি। হিন্দুশাস্ত্রে নারীজাতির প্রতি যে স্বাভাবিক, প্রকৃত সম্মানের ব্যবস্থা আছে, অন্য কোন দেশের অস্বাভাবিক, বাহ্যিক, কপট সম্মান তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ। সেই হিন্দুশাস্ত্রের আদেশ, নারীজাতির প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিলে ও তাঁহাদের মর্ম্মবেদনা দিলে পুরুষ নিরয়-

গামী হয়; লক্ষ্মী তাহাকে ত্যাগ করেন; ইহজন্মেই তাহাকে অশেষ ক্লেশ ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। স্ত্রী জাতির প্রতি অত্যাচারকারীকে ইহলোকে, পরলোকে এত দণ্ডের ব্যবস্থা অন্য কোন দেশে আছে কি না জানিনা। হিন্দুর নিকট পত্নী "সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী।" গুণবতী, ধর্ম্মশীলা, পতিব্রতা রমণী বিবিধ উপায়ে অপ্রিয়কারী পতিকে প্রিয়কারী হইতে, নিষ্ঠুরকে দয়াশীল হইতে শিখাইবেন্ কেবল নিজের জন্য নহে, আত্মীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধব, ভৃত্যাদি সকলের মঙ্গলের জন্য, অর্থাৎ যে জগতের জন্য তাঁহার অস্তিত্ব সেই জগতের হিতের জন্য তিনি পতির চরিত্র সর্ব্বতোভাবে সংশোধন করিবেন। কিন্তু মিশনরীছাত্রীগণ ইহা স্মরণ রাখিবেন, যে পতির ভর্ৎসনায় প্রতি-ভর্ৎসনা করিয়া, কটুকাটব্যের প্রতিদান করিয়া বা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া সে মহৎ কার্য্য সিদ্ধি হইবে না; তাহাতে চিতে বিপরীত হইবে। সুতরাং প্রসন্নচিত্তে পতির নিষ্ঠুরাচরণ সহ্য করিয়া তাঁহার অপ্রিয়াচরণে অসন্তুষ্ট না হইয়া সে কার্য্য করিতে হইবে।

কিন্তু জীবনে এমন সময় সর্ব্বদা আসে যে সময়ে 'সংসার ঠেলিয়া ফেলিয়া, সংসার ভুলিয়া রমণীকে পতির অনুগমন করিতে হয়, পতির সেবা তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। পিতৃসত্য পালনার্থ রামচন্দ্র যখন রাজ্যত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন সীতাদেবী শ্বশুর শাশুড়ীর ভক্তি সেবা, স্নেহময়ী ভগিণীদের মায়া মমতা, সুখের সংসার ছাড়িয়া পতির সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চপাণ্ডবের সহিত বনগমন, হৃতসর্ব্বস্ব নলরাজার পত্নী দময়ন্তির সহস্র অনুরোধ সত্বেও পিতৃগৃহে যাইতে অসম্মত হইয়া পতির দুঃখ ক্লেশের অংশ ভাগিনী হওয়া সংসার অপেক্ষা পতিসেবা রমণীর গুরুতর কর্ত্তব্যের দৃষ্টান্ত। তাই গ্রন্থকর্ত্রী রামায়ণ হইতে সীতার নিম্নলিখিত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন:—"পিতা মাতা পুত্র সখীজন প্রভৃতি থাকিলেও নারীর পতিই একমাত্র গতি। অতএব হে রাঘব! তুমি যদি দুর্গম বন মধ্যে গমন কর তবে কুশ কণ্টকাকীর্ণ বনে আমি অগ্রেই গমন করিব।"

"প্রকৃত স্ত্রী" শীর্ষক অধ্যায়টী অনেক উদার মহান্ ও উৎকৃষ্ট উপদেশে পরিপূর্ণ। কিন্তু সেই অধ্যায়ে একস্থলে "স্বামীর ভরণ পোষণ দ্বারাই স্ত্রী–

জীবন রক্ষিত হয় এই জন্য স্ত্রী স্বামীর নিকট কৃতজ্ঞ, এই স্বামী সম্বন্ধের জন্যই স্বামী স্ত্রীর ভক্তির অধিকারী।' ভরণপোষণের জন্যই কি স্বামী স্ত্রীর ভক্তির পাত্র? পরিণামে স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেও একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারে অনেক সময় শ্বশুর বা ভাসুরের উপর ভরণপোষণের ভার ন্যস্ত থাকে; স্বামী পত্নীর ভরণপোষণ করেন না; কোথাও অংশতঃ করেন মাত্র। হিন্দুশাস্ত্র মতে স্বামী স্ত্রীর দেবতাস্বরূপ পূজনীয় ও সেবনীয় বলিয়া, যুগযুগান্তর ধরিয়া সেই পবিত্র নীতি অবলম্বনে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে বলিয়াই স্বামী স্ত্রীর ভক্তির পাত্র; হিন্দু সমাজের নিয়ম ও গঠনপ্রণালী অনুসারে স্বামী স্ত্রীর ভক্তির পাত্র; ভরণপোষণের জন্য নহে।

সমালোচ্য গ্রন্থে আমরা লেখিকার সরল, অকপট ভাব, নিরপেক্ষতা ও সত্য নিষ্ঠার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। "সাধারণ শিক্ষা" শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি লিখিতেছেন, "রমণীগণ বি, এ, এম, এ পাশ করিয়া চেন্ ঝুলাইয়া রাজদরবারে চাকরী করিলেই যে উন্নতির চূড়ান্ত হইল, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোন কারণ নাই। আধুনিক স্ত্রী শিক্ষার নামে হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতে থাকে, তাঁহাদিগের কার্য্যাবলী দেখিলে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়।" রমণী বলিয়াই তিনি রমণীহৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ দেখিতে পাইয়াছেন। যে কার্য্যাবলী দেখিয়া তিনি লজ্জায় অধোবদন হইয়াছেন, আমাদেরও তাহার বিশেষ উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। তবে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক অনুষ্ঠানে ধর্ম্ম বিজড়িত, সেই বঙ্গমহিলাগণের মধ্যে বিদুষীদিগের নিকট সে ধর্ম্মভাব কুসংস্কার বলিয়া প্রতীত হইতেছে। যে ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে অমিত হৃদয়-বল দিতেছিল, সেই ধর্ম্মকে তাঁহারা উপেক্ষা করাতে ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতেছে, তাঁহারা তেজহীন, শক্তিহীন মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িতেছেন; পুরুষের নীতি শূন্য, ধর্ম্মশূন্য শিক্ষা অধিকন্ত ভাবে, পূর্ণভাবে তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত হওয়াতে পুরুষের ন্যায়, বর্ত্তমান সুশিক্ষিত নারীজীবন অসার উদ্দেশ্যহীন, শান্তিহীন, কঠোর হইয়া পড়িতেছে। কি পরিতাপের বিষয়! তাঁহাদের নানাবিষয়ানুরত, নানাচিন্তানুসরী চঞ্চল চিত্তে কর্ত্তব্যজ্ঞানের অপরিমিত হ্রাস হইতেছে; বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষার প্রভাবে রমণী হৃদয়ের প্রধান বৃত্তিগুলি—স্নেহ, যত্ন, ভক্তি শ্রদ্ধা, অনুরাগ প্রীতির দৃঢ় বন্ধন

যেন শিথিল হইয়া পড়িতেছে; হৃদয়ের সে স্বভাবসিদ্ধ কোমল, কমনীয় ভাব যেন অন্তর্হিত হইতেছে; সৎবৃত্তি নিচয় যেন হৃদয় ছাড়িয়া বাক্য ও লেখনীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। ভক্তি, প্রেম, স্নেহ প্রীতি প্রভৃতির অভিব্যক্তি পুস্তকে ও প্রবন্ধে কবিতায় ও রসনায় যতটা দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, কার্য্যক্ষেত্রে—সংসারাশ্রমে তাহার শতাংশও পাওয়া যায় না। আমরা প্রকৃত উচ্চ শিক্ষার বিরোধী নহি; যে শিক্ষায় প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়, চরিত্র গঠিত হয়, সৎবৃত্তিনিচয়ের সম্যক অনুশীলন হয়, চিত্তশুদ্ধ হইয়া মানুষ জিতেন্দ্রিয় ও নিঃস্বার্থ হইতে পারে, মানুষের আত্মজ্ঞান লাভ হয়, মানুষ ভগবানকে বুঝিতে পারে, সেই উচ্চশিক্ষার, সেই অগাধ বিদ্যার সেই অসীমজ্ঞানের আমরা পক্ষপাতী। অধুনা এ সমস্তের বিপরীত শিক্ষাই দেওয়া হইতেছে; বিদুষীদিগের দৃষ্টান্তে অর্দ্ধশিক্ষিতা ও অশিক্ষিতাগণ ও নানাদোষে দূষিতা হইতেছেন।

গ্রন্থকর্ত্রী নিজহস্তে রন্ধন সম্বন্ধে যে সারগর্ভ কথাগুলি লিখিয়াছেন, তাহা সকলেরই চিন্তার বিষয় এবং সাদরে গ্রহণীয়। কিন্তু আশ্বাসের কথা কুচরিত্র ও নানাপীড়াগ্রস্ত রাঁধুনীর দ্বারা রন্ধন কেবল সহরেই প্রচলিত, পল্লীগ্রামে এই হীনপ্রথা এখনও প্রবেশ করে নাই। আশা করি, সহরের দুর্গতি দেখিয়া সমগ্র দেশবাসী সাবধান হইবেন। কিন্তু এ স্থলে আমাদের একটী কথা বক্তব্য আছে। দরিদ্রোপযোগী, ঘৃণার কার্য্য বলিয়া যে আধুনিক বর্দ্ধিষ্ণুগৃহের মহিলারা ইহা ত্যাগ করিয়াছেন তাহা নহে। বিবিধ কারণে তাঁহাদের শরীর এখন নানারোগের আধার হইয়াছে; তাহার উপর একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা ভগ্ন করিয়া সকল ক্ষুদ্র পরিবারই এখন বিলক্ষণ জব্দ হইয়াছেন। অনেক কার্য্যের ভার ক্ষুদ্র পরিবারের একমাত্র গৃহিণীকেই লইতে হইয়াছে; প্রসব-বিভাগের ও কার্য্য বিভাগের যে সুখ, সাচ্ছন্দ্য ও সৌকর্য্য তাহার আস্বাদন আর পাইবার উপায় নাই; লোকবল যে কতবল তাহা এখন প্রত্যেক গৃহস্থই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছেন।

"দাম্পত্যপ্রেমের সুদৃঢ় ভিত্তি স্ত্রীর সতীত্ব। সতীত্ব ব্যতীত দাম্পত্য প্রেমের অবস্থিতি আকাশকুসুমবৎ অলীক। বাল্যবিবাহই সতীত্ব রক্ষার সুদৃঢ় দুর্গ" ইত্যাদি উক্তিগুলি যে কত গভীর চিন্তার, কত বহুদর্শীতার, কত মানব চরিত্র-জ্ঞতার ফল তাহা বর্ণনা করা যায় না। শ্রীমতী নগেন্দ্রবালাকে শতমুখে

সাধুবাদ দিলেও উপযুক্ত প্রশংসা করা হয় না। তাঁহার উক্তিগুলির সত্যতা প্রমাণ করিতে গেলে একখানি গ্রন্থ হইয়া উঠিবে। এইমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হই যে যাঁহারা আজও সতীত্বের মূল্য বুঝেন নাই, বাল্য বিবাহের অশেষ উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করেন নাই, অচিরে তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হইবে; তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া ঠেকিয়া—ভুগিয়া বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করিবেন। যে ভুক্তভোগীরা চক্ষু লজ্জায়, আত্মীয়বর্গের বা বন্ধুবান্ধবের খাতিরে, অথবা স্বার্থানুরোধে যৌবনবিবাহ দিতেছেন, তাঁহাদের অবস্থা ভাবিতে গেলে চক্ষে জল আসে।

প্রতিভাশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমবাবুর "প্রেমবন্ধন দৃঢ় করিবে ত সূতা ছোট করিও" অর্থাৎ অধিক দিন পতির সহিত বিচ্ছিন্ন থাকিবে না এই মহা উক্তি উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী বলিতেছেন, "কেবল দীর্ঘ বিরহে অনেক দম্পতীর মধ্যে অশান্তির আবির্ভাব হইয়া প্রেম বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে।" তারপর তিনি হিন্দুশাস্ত্রকারের নিম্ন লিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"পানং দুর্জ্জনঃপত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নোঽন্য গেহবাসশ্চ নারী সংদূষনানিষ্ট।

অর্থাৎ মদ্যপান, দুর্জ্জন সংসর্গ, পতির সহিত বিরহ, যথেচ্ছ ভ্রমণ, দিবানিদ্রা ও পরগৃহে বাস, স্ত্রীলোকের এই ছয়টী দোষ বিপজ্জনক।" আজ পরিণামদর্শিনী, গভীর চিন্তাশীলা নারীর মুখে নারী সম্বন্ধীয় উক্ত কথাগুলি যেমন শোভা পাইয়াছে, কোন পুরুষের মুখে বাহির হইলে সেরূপ হইত না। বরং ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি মনু কোন কোন ধুরন্ধরের হস্তে সেরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছেন, এই প্রবন্ধলেখক তদপেক্ষা সহস্রগুণ লাঞ্ছিত হইতেন। অবশ্য লাঞ্ছনার ভয়ে কোন কাপুরুষই দোষ সংশোধন চেষ্টায় বিরত হইবে না। এক্ষণে আমাদের ভাবিবার সময় আসিয়াছে, উক্ত ছয়টী দোষের মধ্যে কয়টী বঙ্গগৃহে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে, সেগুলি সমাজের কতদূর অনিষ্ট সাধন করিতেছে, এবং তাহা কতটা অপরিহার্য্য। উল্লিখিত দোষগুলির মধ্যে যে গৃহে যে যে দোষ ঢুকিয়াছে, সেই সেই গৃহস্থ সেই সেই দোষের কি প্রকার প্রতিকার করিতে পারেন, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? দিবানিদ্রার অবসর বহুসংখ্যক নারীর অদৃষ্টে ঘটে না; যাঁহাদের ঘটে, তাহার শোচনীয় ফল তাঁহারা হাতে

...দিগের উপযুক্ত প্রশংসা করা হয় না। তাঁহার উক্তিগুলির ... করিতে গেলে একখানি গ্রন্থ হইয়া উঠিবে। এইমাত্র বলিয়া ... যে যাঁহারা আজও সতীত্বের মূল্য বুঝেন নাই, বাল্য বিবাহের ... অপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করেন নাই, অচিরে তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হইবে, ... দেখিয়া শুনিয়া ঠেকিয়া—ভুগিয়া বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করিবেন। ... ভুক্তভোগীরা চক্ষু লজ্জায়, আত্মীয়বর্গের বা বন্ধুবান্ধবের খাতিরে, অথবা ... বোধে যৌবনবিবাহ দিতেছেন, তাঁহাদের অবস্থা ভাবিতে গেলে চক্ষে জল আসে।

প্রতিভাশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমবাবুর "প্রেম ... টি করিয়া অর্থাৎ অধিক দিন পতির সহিত বিচ্ছি ... উক্তি উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী বলিতেছেন, "কেবল ... তীর মধ্যে অশান্তির আবির্ভাব হইয়া প্রেম বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে।" তারপর তিনি হিন্দু-শাস্ত্রকারের নিম্ন লিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"পানং দুর্জ্জনঃপত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নোঽন্য গেহবাসশ্চ নারী সংদূষনানিষ্ট।"

অর্থাৎ মদ্যপান, দুর্জ্জন সংসর্গ, পতির সহিত বিরহ, যথেচ্ছ ভ্রমণ, দিবানিদ্রা, অন্যগৃহে বাস, স্ত্রীলোকের এই ছয়টী দোষ বিপজ্জনক।" আর ... দর্শিনী, গভীর চিন্তাশীলা নারীর মুখে নারী সম্বন্ধীয় উক্ত কথাগুলি যেরূপ শোভা পাইয়াছে, কোন পুরুষের মুখে বাহির হইলে সেরূপ হইত না। ... ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি মনু কোন কোন ধুরন্ধরের হস্তে সেরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছেন, এই প্রবন্ধলেখক তদপেক্ষা সহস্রগুণ লাঞ্ছিত হইতেন। অবশ্য লাঞ্ছনার ... কোন কাপুরুষই দোষ সংশোধন চেষ্টায় বিরত হইবে না। এক্ষণে আমাদের ভাবিবার সময় আসিয়াছে, উক্ত ছয়টী দোষের মধ্যে কয়টী বঙ্গগৃহে প্রবেশ ... পাইয়াছে, সেগুলি সমাজের কতদূর অনিষ্ট সাধন করিতেছে, ... অপরিহার্য্য। উল্লিখিত দোষগুলির মধ্যে যে গৃহে যে যে ... সেই সেই গৃহস্থ সেই সেই দোষের কি প্রকার প্রতিকার ... চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? দিবানিদ্রার অবসর ... ঘটে না; যাঁহাদের ঘটে, তাহার শোচনীয় ফল তাঁহারা ...

হাতে ভোগ করেন। পতির সহিত দীর্ঘকাল বিরহিণীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক। হিন্দুজাতির ভাগ্য পরিবর্ত্তনে, সমাজশাসনের পরিবর্ত্তনে যাহা ঘটিয়াছে তাহার প্রতিকার কিরূপে হইবে, সামাজিকগণ ভাবিতে থাকুন, এ প্রসঙ্গে তদালোচনার স্থানাভাব। গ্রন্থকর্ত্রী যখন জানেন যে ভগিনীপতি, ননন্দা, দেবর প্রভৃতির সহিত রসালাপ এবং নিভৃতে অবস্থান অতীব নিন্দনীয় এবং বিপজ্জনক, তখন কি তিনি বুঝেন না যে, কোন পরপুরুষের সহিত কথা বার্ত্তাদি অধিকতর নিন্দনীয়, অধিকতর লজ্জাজনক ও অধিকতর বিপজ্জনক? নিজ স্বামীর সম্মুখে বা সেই পরপুরুষের স্ত্রীর সম্মুখে কথাবার্ত্তাদির ব্যবধান লোক দেখানো বই ত নয়, এবং তাহার স্থায়িত্বই বা কতটুকু? বিপদের ভয় পরপুরুষের নিকট বেশী কারণ ভগিনীপতি প্রভৃতির লোক লজ্জাভয়, সমাজ-শাসন ভয়, ধর্ম্মভয় পরপুরুষাপেক্ষা বহুগুণ অধিক। ইংরাজের দেখাদেখি, যাঁহারা কুলমহিলাগণকে পরপুরুষের সহিত মিশিতে দিয়াছেন, তাঁহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রচুর পরিমাণে হইতেছে দেখিয়া সকলেই অতঃপর সাবধান হইবেন, ভরসা করি।

আমাদের প্রবন্ধ ক্রমশঃ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা নারী-দিগের শ্বশুরগৃহে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের, প্রতিবেশিনীদিগের প্রতি আচরণের, দাস-দাসীগণের প্রতি ব্যবহারের, শাশুড়ীবধুর পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যের, কুলমহি-লাদিগের ঈর্ষ্যা, হিংসার, পরনিন্দা পরচর্চ্চার, স্বীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকার, রমণী গণের বর্ত্তমান বিলাসিতার, পরিমিত ব্যয়িতার, শ্বশুরালয় হইতে দরিদ্র পিতা-মাতার সাহায্যের অবিধেয়তার নারীজাতির স্বাধীনতা নিষেধের ধাত্রীর দ্বারা শিশুপালনের বিষময় ফল, সপত্নী সন্তানগণের প্রতি স্নেহশীলতা প্রভৃতি অনেক বিষয় পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন; নিতান্ত অনিচ্ছায় আমাদিগকে তদালোচনায় বিরত থাকিতে হইল, পাঠক পাঠিকাগণকে সে সমস্ত পাঠ করিয়া দেখিতে সানুনয়ে অনুরোধ করি। যে টোট্‌কা টাট্‌কায় এককালে হিন্দুসংসারে আবাল বৃদ্ধ বনিতার অর্দ্ধেক রোগের প্রতিকার হইত, যাহার কল্যাণে গৃহস্থ গণকে আজিকার মত চিকিৎসার ব্যয়ে ঋণগ্রস্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত না, শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সেই অতি প্রয়োজনীয়, মহদুপকারী, নিত্য আবশ্যকীয় টোট্‌কা—টাট্‌কার বিবরণ লিখিয়াছেন, শিশি, শিশি বহু মূল্য ডাক্তারী ঔষধে

যত উপকার না করে, অতি সামান্য ব্যয়ে দু' একটা টোট্‌কায় সে উপকার করিয়া থাকে। ইহা গোঁড়ামী নহে, কল্পনা নহে; তখনও প্রত্যক্ষ ছিল, এখনও প্রত্যক্ষ রহিয়াছে। যেমন খৃষ্টান ধর্ম্ম আমাদিগকে এককালে মজাইয়াছিল সেইরূপ বর্ত্তমান চিকিৎসাপ্রণালী আমাদিগকে মজাইতেছে। কবে আমাদের মোহ কাটিবে, কবে আমাদের ভ্রম ঘুচিবে, ভগবানই জানেন।

পরিশেষে আমরা গ্রন্থকর্ত্রী শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতীকে শতমুখে সাধুবাদ না দিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিতেছি না। বর্ত্তমান অবস্থায় নারীধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ উপযোগী তাহার অধিকাংশই তিনি "নারীধর্ম্ম" গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া বঙ্গবাসীকে অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের একটী অনুরোধ, পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি যেন ভাষাটী আরও পরিমার্জ্জিত এবং বিষয়গুলি অধিকতর যত্নে ও চিন্তার সহিত সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। অনেকগুলি রত্ন ইহার মধ্যে ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সাজাইবার গুণে রত্নালঙ্কারের শোভা, সৌন্দর্য্য ও মনোহারিতা কত বৃদ্ধি হয়, তিনি ললনা, তাঁহাকে ত বুঝাইতে হইবে না।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত।

জীবন-রহস্য।

(গল্প)

(৭ম সংখ্যার ২৭৩ পৃষ্ঠার পর হইতে)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বক্সার ষ্টেসনে আমাদের গাড়ী অল্পক্ষণমাত্র অপেক্ষা করিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল। বক্সারে সাহেব যাত্রীরা তাহাদের প্রাতঃকালীন ভোজন বা ছোটহাজিরী শেষ করিয়া লইলেন; অনেক দেশীয় বাবুও চা ও চুরুট খাইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। আমি কিছুই খাইলাম না এবং গাড়ী হইতে অবতরণও করিলাম না। বেলা প্রায় ১০ দশটার সময় গাড়ী মোকামা ষ্টেসনে পৌঁছিল। এই স্থানে আমি কিঞ্চিৎ জলযোগ

মাত্র করিয়া পুনরায় গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম, সমস্ত দিন গাড়ী সমভাবে চলিয়া সন্ধ্যার সময় হাবড়া ষ্টেসনে পৌঁছিল। আমি অত্যন্ত ব্যগ্রতাসহকারে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া একখানা ঠিকা গাড়ী করিয়া আমাদের বাড়ীর দিকে চলিলাম অতি অল্পক্ষণ পরেই হাবড়ার পোল পার হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। বহুকাল অনুপস্থিতির পর কলিকাতার দৃশ্য দেখিয়া প্রাণে এক অভিনব প্রকার আনন্দের সঞ্চার হইল কিন্তু এই আনন্দের সুখময় ভাব অধিক্ষণ স্থায়ী হইল না। কি এক অজানিত দুর্ব্বোধ্য আশঙ্কায় মন একবারে অস্থির হইয়া উঠিল। ভগ্নীর অবস্থা জানিবার জন্য একবারে অস্থির হইয়া পড়িলাম। গাড়োয়ানকে দ্রুতবেগে গাড়ী চালাইতে বলিলাম। গাড়োয়ান অত্যন্ত দ্রুত বেগে গাড়ী চালাইতে লাগিল এবং অতি অল্পক্ষণ পরেই আমি আমাদের বাটীর সম্মুখে অবতরণ করিলাম।

বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখি কাহার সাড়া শব্দ নাই। আমি প্রথমতঃ মনে করিলাম আমি বুঝি বাটী ভুল করিয়াছি কিন্তু ভাল করিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলাম আমি ভুল করি নাই, ঠিক আমাদের নিজ বাটীতেই উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু কৈ আমার ভগ্নীরও ভাগিনেয়দিগের ত কিছুমাত্র চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না! আমার হৃদয় প্রদেশ কম্পান্বিত হইতে লাগিল, চক্ষে যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম, সাহসে ভর করিয়া দরজায় আঘাত করিলাম, দুই তিন বার আঘাতের পর দেখি জনৈক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক একটী ক্ষীণ আলোক হস্তে করিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল এবং অতি ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল আমি কোথা হইতে আসিতেছি। আমি মশৌরীর নাম করায় বৃদ্ধা আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বুঝিলাম বৃদ্ধা আমার কথা কিছুমাত্র বুঝিতে পারেনাই। আমি পরে আমার ভগ্নীর কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিলাম। বৃদ্ধা সমস্ত শুনিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমাকে গৃহের মধ্যে লইয়া গেল গৃহে প্রবেশ করিয়া ক্ষীণ দীপালোকে যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার মস্তিষ্ক একবারে ঘুরিতে লাগিল। দেখিলাম ভগ্নী আমার মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার পার্শ্বে একটী মাত্র বালক শয়ন করিয়া আছে, তাহার অবস্থাও মৃত্যুর অতি সন্নিকট বলিয়া বোধ হইল। আমি অনেক ডাকা ডাকী করিবার পর ভগ্নী একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন প্রথমতঃ বোধ হইল

তিনি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না। কিন্তু আমার ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখদিয়া মোটেই বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অনুসন্ধানে জানিলাম, আমার ভগ্নীপতির মৃত্যুর পর ভগ্নীর উন্মাদ রোগ উপস্থিত হয় এবং ভাগিনেয় চারিটী ভীষণ বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া একে একে সকলেই প্রাণত্যাগ করে। কেবল মাত্র সর্ব্ব কনিষ্ট ভাগিনেয়টী এখনও পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে। আজ তিন দিন হইল ভগ্নীর বাগ্‌রোধ হইয়া গিয়াছে! জনৈক দয়ালু প্রতিবেশী ভগ্নীর তত্বাবধান করিতেছেন এবং তিনিই অনুগ্রহ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধাকে ভগ্নীর শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। শুনিলাম প্রতিবেশী মহাশয় আমারও বহু অনুসন্ধান করিয়া ছিলেন কিন্তু আমার ভগ্নী তাঁহার উন্মাদবস্থায় কোন কথাই স্পষ্টরূপ না বলিতে পারায় তিনি কিছুই করিতে পারেন নাই। যাহা হউক প্রতিবেশী মহাশয়কে তখনই ডাকিয়া পাঠাইলাম। তিনি ও আমি আসিয়াছি শুনিয়া ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম ভদ্র, লোকটী আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। পরিচয়ে জানিলাম তিনি ছয়মাস মাত্র এইস্থানে আসিয়া সপরিবারে বাস করিতেছেন। উহার নাম শ্রীযুক্ত দয়াময় মিত্র। অহো! নাম শুনিয়া বাস্তবিকই তাঁহাকে দয়াময় বলিয়াই বোধ হইল। দয়াময় বাবু অনেক অর্থব্যয় করিয়া নিজে অনেক ক্ষতি সহ্য করিয়া নিষ্কাম ভাবে কোনও প্রকার প্রত্যুপকারের আশা না করিয়া কেবল কর্ত্তব্য বোধেই ভগ্নীর তত্বাবধান করিতেছেন। সমস্ত বিবেচনা করিয়া দয়াময় বাবুর উপরে কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলাম। তিনি আমাকে সযত্নে উঠাইয়া নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে ভগ্নীর আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বুঝিলাম, মশৌরিস্থ যোগীবর প্রদর্শিত সমস্ত ঘটনাই সত্য!

দয়াময় বাবু। দেখুন সতীশ বাবু! বৃথা দুঃখ করিয়া কোনই ফল নাই। আপনি অজ্ঞ নহেন, সুতরাং আপনাকে প্রকৃত কথা বলাই কর্ত্তব্য। আপনার ভগ্নীর ও ভাগিনেয়ের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে উহাদিগকে এ সংসারে আর বেশীদিন থাকিতে হইবে না। এক্ষণে যাহাতে উহাদের মৃত্যুকালে কোনও রূপ কষ্ট না হয় তাহার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

আমি। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আপনি যেরূপে কৃপা করিয়া ইহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন, এক্ষণে ইহাদের অন্তিম কর্ত্তব্যও সম্পাদন করুন।

দয়াময়। আমার দ্বারা যাহা সম্ভব তাহা নিশ্চয় করিব। সে জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না। কিন্তু আপনি এত উদ্বিগ্ন হইলে কার্য্যের অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। যদি আবশ্যক হয় আমি সমস্ত রাত্রি এই স্থানেই অবস্থিতি করিতে পারি কিম্বা আমি বাটী যাইলেও আপনি যখনই সংবাদ দিবেন আমি সেই মুহূর্ত্তেই উপস্থিত হইব।

আমি। দেখুন, দয়াময় বাবু! আমি বাল্যকালে শিক্ষার দোষে ভগবানে বিশ্বাস হারাইয়াছি, কিন্তু আজ মনে হইতেছে যে বুঝি স্বয়ং ভগবান্ দয়াময়রূপ ধারণ করিয়া আমার দুঃখ যথাসম্ভব মোচন করিবার জন্যই আমার বাটীতে উপস্থিত হইয়াছেন। নতুবা এমন নিঃস্বার্থ পরোপকার মনুষ্যের দ্বারা কি সম্ভব?

দয়াময়। আপনি স্থির হউন। ভগবান্ যথার্থই প্রেমময় ও দয়াময় বটেন, তাঁহার দয়া আছে বলিয়াই আমরা সংসারে নানাপ্রকার সুখভোগ করিতে সমর্থ হইতেছি। ভগবানের দয়ার কার্য্যে সহায়তা করাই সকল মনুষ্যের কর্ত্তব্য। সর্ব্ব জীবে দয়া পরবশ হইয়া সকলের হিত চিন্তা করাই ভগবানের প্রকৃত পূজা। যাহা হউক এ সম্বন্ধে অন্য সময়ে কথা হইবে। এক্ষণে দেখুন আপনার ভগ্নী এত চঞ্চল হইতেছেন কেন।

আমরা দুই জনে উঠিয়া ভগ্নীর নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখী ভগ্নী তাঁহার দুই হস্ত দিয়া বিছানার চাদর ধরিয়া টানিতেছেন। ইহা দেখিয়া দয়াময় বাবু বলিলেন আর বিলম্ব নাই শীঘ্র বাহিরে বাহির করুন। আমরা দুই জনে ধরাধরি করিয়া ভগ্নীকে বাহিরে বাহির করিলাম। আমার নিকট একটী হারিক্যান্ লণ্ঠন ছিল উহা প্রজ্জলিত করিয়া দেখিলাম ভগ্নীর চক্ষুগোলক ভাটার ন্যায় বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে। দেখিতে দেখিতে ভগ্নীর চক্ষু কপালে উঠিয়া স্থির হইল। আমি সে দৃশ্য দেখিয়া একবারে বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলাম। দয়াময় বাবু বলিলেন এক্ষণে বিলাপের সময় নয়। আর একটী রোগী সবে শুশিতেছে; দেখুন উহার অবস্থা কিরূপ

এই কথা না বলিতে বলিতে গৃহস্থিত বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী আমার ভাগিনেয়কে কোলে করিয়া বাহির করিল। দেখি ভাগিনেয়ের দেহ বরফবৎ শীতল, হতভাগ্যের প্রাণবায়ু অনেকক্ষণ বহির্গত হইয়া গিয়াছে। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, আমার মস্তক ঘুরিতে আরম্ভ করিল। আমি দয়াময় বাবুকে ধরিয়া একবারে ভূপতিত হইলাম। দয়াময় বাবু আমার মুখে চক্ষে জল দিয়া বলিলেন ;—"সতীশ বাবু! এক্ষণে শোকতাপে ব্যথিত হইলে চলিবে না। সম্মুখে কঠোর কর্ত্তব্য বর্ত্তমান। এক্ষণে যাহাতে মৃতের সৎকার হয় চলুন সেই চেষ্টা করি।" ভগ্নীর অবস্থা বুঝিয়া দয়াময় বাবু পূর্ব্ব হইতেই একখানি খাট সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা দুইজনে আমার ভগ্নী ও ভাগিনেয়কে এক খাটেই উঠাইলাম। রোগে শোকে ভগ্নীর দেহ এতদূর শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল যে শবদেহ বহন করিবার জন্য আর অন্যলোক ডাকিতে হইল না। বৃদ্ধা একাকিনী গৃহে থাকিতে অসমর্থা হওয়ায়, দয়াময় বাবুর একজন চাকর আসিয়া আমাদের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিল। আমরা দুইজনেই শবদেহ লইয়া নিমতলার ঘাটে উপস্থিত হইলাম, এবং দুইটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দুইটী শবেই একসময়ে অগ্নি প্রদান করিলাম। দেখিতে দেখিতে আমার ভাগিনেয়ের এবং কিছুক্ষণ পরে ভগ্নীর দেহ একবারে ভস্মে পরিণত হইল। সংসারে আমার "আপনার" বলিতে যাহা কিছু ছিল চিরকালের জন্য জাহ্নবী সলিলে বিসর্জ্জন দিলাম। এদিকেও দেখিতে দেখিতে রাত্রী প্রভাত হইয়া আসিল। দয়াময় বাবু ও আমি ব্রহ্মমুহূর্ত্তে গঙ্গাস্নান সমাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। বাটীর নিকটে আসিয়া আর গৃহ প্রবেশ করিতে পা উঠিল না। ইহা দেখিয়া দয়াময় বাবু বলিলেন "আমি আপনার গৃহের বন্দোবস্ত করিতেছি আপনি দুই চারি দিনের জন্য আমার বাটীতেই অবস্থান করিবেন চলুন।" আমি উঁহার কথায় দিরুক্তি না করিয়া যন্ত্রচালিতের ন্যায় দয়াময় বাবুর অনুসরণ করিলাম। দয়াময় বাবুর বাটিতে যাইয়া দেখি আমাদের জন্য জলখাবার প্রস্তুত, কিন্তু আমার সে সময়ে আর কিছুই মুখে দিতে ইচ্ছা হইল না, আমি "অসুখ করিতেছে" বলিয়া বৈঠকখানা গৃহের এক প্রান্তে শুইয়া পড়িলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্র নাথ নাগ।

গান।

রাগিণী ঝিঝিট তাল একতালা।

কে তুমি মম হৃদয় মন্দিরে
সদত জাগ্রত রয়েছ।
বিবিধ সঙ্কল্প বিকল্পের ফেরে
শিব হয়ে জিব সেজেছ॥
হয়ে সদানন্দ বিকার বর্জ্জিত
অসৎ ভাড় দুখে রয়েছ মণ্ডিত।
সর্ব্বজ্ঞ হইয়া এবে হিতাহিত
বুঝিতে বিকল হইছ॥
ইচ্ছায় আপনি রয়েছ সংসার
বহিতেছ হয়ে প্রবাহ মায়ার।
স্বভাব অভাবে পুন এ আমার
ভাবে অংকারে ডুবিছ॥
নিত্য মুক্ত তব স্বরূপেতে স্থিতি
বারেক দেখাও হে অগতির গতি।
দ্বৈত্য ভাবে সদা বিঘূর্ণিত মতি
কেন এত জ্বালা পেতেছ॥

শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গান।

(মূঢ় মন আমার) কার হিংসা কর অকারণ।
ও যে সর্ব্বজীবে সমান ভাবে আছেন নারায়ণ॥
আদিতে একমাত্র নর, বিশ্বময় তাঁহার বংশধর,
ভেবে দেখ কেহ না পর, পরস্পরে সব আপন॥
কতমাতা, কতপিতা, নিরখিছ যথাতথা,
আশীলক্ষ জন্মের কথা, কে করে নিরাকরণ॥

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

৫ম ভাগ। | ফাল্গুন, ১৩০৮ সাল। | ১১শ সংখ্যা।

স্তুতিকুসুমাঞ্জলিঃ।

শীতলাস্তোত্রম্।

(১)

বন্দেঽহং শীতলা দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীং।
মার্জ্জনী কলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাং॥

রাসভ-আসীনা দেবী দিগম্বরী যিনি
কলসী যাহার কক্ষে করে সম্মার্জ্জনী,
শিরোপরি শোভে যার সূর্প সুশোভন
করি সে শীতলা মার চরণ বন্দন ॥১॥

(২)

বন্দেঽহং শীতলা দেবীং সর্ব্বরোগভয়াপহাং।
যামাসাদ্য নিবর্ত্তেত বিস্ফোটকভয়ং মহৎ॥

শরণ লইলে যাঁর বিস্ফোটক ভয়
জীবের হৃদয় হ'তে বিদূরিত হয়,
সকল প্রকার রোগ করে পলায়ন
করি সে শীতলা মার চরণ বন্দন ॥২॥

(৩)

শীতল শীতল চেতি যোক্রয়াদ্দহপীড়িতঃ।
বিস্ফোটভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে ॥

ব্রণদাহে প্রপীড়িত হইয়া যে জন
শীতল শীতল বলে করয়ে ক্রন্দন
শীঘ্র তার তীব্র জ্বালা প্রশমিত হয়
গৃহে তার বিস্ফোটক ভয় নাহি রয় ॥৩॥

(৪)

শীতলে জ্বর দগ্ধস্য পূতি গন্ধযুতস্য চ।
প্রণষ্টচক্ষুষঃ পুং সস্ত্বামাহ জীবনৌষধম্ ॥

জ্বরের জ্বালায় দেহ জর জর যার
ব্রণ পচি পূতিগন্ধ হয়েছে যাহার
অথবা যাহার নষ্ট হয়েছে নয়ন
শীতলে। ঔষধ তার তুমি সঞ্জীবন ॥৪॥

(৫)

শীতলে তনুজান্ রোগান্ নৃণাং হরসি দুস্ত্যজান্।
বিস্ফোটক বিজীর্ণানাং ত্বমেকামৃতবর্ষিণী ॥

নরদেহে যত রোগ অশেষ প্রকার
শীতলে! তুমি মা কর সকলি সংহার
ব্রণ বিস্ফোটকজীর্ণ জনের জননী
তুমি গো মা একমাত্র অমৃতবর্ষিণী ॥৫॥

(৬)

গলগণ্ডগ্রহরোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাং।
ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতল যান্তি সংক্ষয়ং॥
গলগণ্ড আদি গ্রহ রোগ দুর্নিবার
মানব শরীরে আছে যতেক প্রকার
তোমারে স্মরণ মাত্র ওগো মা শীতলে
সকলি বিনষ্ট হ'য়ে যায় সমকালে॥৬॥

(৭)

ন মন্ত্রং নৌষধং তস্য পাপরোগস্য বিদ্যতে।
ত্বামেকাং শীতলে ধাত্রীং নান্যাং পশ্যামি দেবতাং॥
দুসাধ্য সে পাপরোগ বিনাশ করিতে
মন্ত্র বা ঔষধ কিছু নাহি পৃথিবীতে,
মা শীতলে! একমাত্র তুমি গো তারিণী
আমি আর অন্য কোন দেবতা না জানি॥৭॥

(৮)

মৃণাল তন্তু সদৃশীং নাভিহৃন্মধ্যে সংস্থিতাং।
যাস্ত্বাং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবি! তস্য মৃত্যু র্ণ জায়তে॥
মৃণাল তন্তুর তুল্য শুভ্র সূক্ষ্ম অতি
নাভি হৃদয়ের মধ্যে তব অবস্থিতি,
হে দেবি! তোমার ধ্যান করে যেই জন
তাহারে না যেতে হয় শমন ভবন॥৮॥

(৯)

অষ্টকং শীতলাদেব্যা যো নরঃ প্রপঠেৎ সদা।
বিস্ফোটকং ভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে॥
শীতলা দেবীর এই অষ্টক বন্দন
সতত ভকতি ভাবে পড়ে যেই জন,
ব্রণ বিস্ফোটক আদি ব্যাধি ভয়ঙ্কর
কখন ন. হয় তার গৃহের ভিতর॥৯॥

(১০)

শ্রোতব্যং পঠিতব্যঞ্চ শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিতৈঃ।
উপসর্গ বিনাশায়ে পরং স্বস্ত্যয়নং মহৎ॥

শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিত যাহাদের মন
তারাই করিবে ইহা পঠন শ্রবণ
বহুবিধ ব্যাধি উপসর্গ বিনাশিতে
শ্রেষ্ঠ মহাস্বস্ত্যয়ন ইহা পৃথিবীতে ॥১০॥

(১১)

শীতলে ত্বং জগন্মাতা শীতলে ত্বং জগৎপিতা।
শীতলে ত্বং জগদ্ধাত্রী শীতলায়ৈ নমোনমঃ॥

তুমি মা শীতলে সর্ব্ব জগত জননী
তুমিই সকল জীবের পিতৃ স্বরূপিনী
এ বিশ্বজগতধাত্রী তুমি মা শীতলে!
প্রণমি জননী; তব শ্রীপদকমলে ॥১১॥

(১২)

শীতলাষ্টকমেবেদং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
দাতব্যঞ্চ সদা তস্মৈ শ্রদ্ধাভক্তি যুতায় বৈ॥

শীতলা অষ্টক অতি গোপনে রাখিবে
যাকে তাকে এই স্তোত্র নাহি বিলাইবে
বুঝিবে হৃদয় যার শ্রদ্ধা ভক্তি আছে
তাহাকেই শুধু ইহা করিবে প্রদান ॥ ১২॥

ইতি স্কন্দে পুরাণে শ্রীশ্রীশীতলাষ্টকং সমাপ্তং।

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

একখানি পত্র।

শ্রীক—র পত্রের উত্তর

সবিনয় নিবেদন মিদং—

মহাশয়!

আপনি যে সকল প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার সবিশেষ উত্তর দিতে পারিলাম না। "রাধা তারা" সম্বন্ধে পশ্চাতে যাহা লেখা হইয়াছিল উহা সাধারণের জন্য লিখিত হয় নাই সুতরাং উহা দুর্বোধ্য হইয়াছে। মস্তিষ্ক মধ্যে একটি যন্ত্র আছে উহার ইংরাজী নাম পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড। উহাই রাধা দেবীর আধার ক্ষেত্র। গুরু দর্শন লাভ হইলে যিনি উহাতে ক্রিয়াশক্তি সঞ্চার করেন তখন মানব দিব্য দৃষ্টি লাভ করেন। উহাই হরনেত্র। ইহার বেশী এখন আর কিছু বলিতে পারিলাম না।

ত্রাটক ইত্যাদি মুদ্রা জোর করিয়া সাধনা করিতে যাওয়া নিষিদ্ধ। কেবল গুরুভক্তি এবং ভগবানে ভক্তি রাখিয়া ভগবানের তেজ হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে, যখন গুরুদর্শন লাভ হয় তখন তিনিই সব বুঝাইয়া দেন।

যে বিদ্যা লাভে শিব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয় উহাই শাম্ভবী বিদ্যা। সমাধি অবস্থায় জীব শিব জ্ঞান লাভ করেন। সমাধি অবস্থায় স্থূলদেহ স্পন্দহীন হইয়া পড়ে; চক্ষুদ্বয় কিছুই দেখে না, এবং উহা স্থির হইয়া থাকে এই মুদ্রাকে সেই জন্য শাম্ভবী মুদ্রা বা শাম্ভবী বিদ্যা বলে।

মুক্ত পুরুষগণ আমাদের গুরু। তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ। তাঁহাদের প্রতি ভক্তি স্থাপন করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশে কার্য্য করাই আমাদের সাধনার পন্থা।

পরকে ভাল বাসিয়া পরের সুখের জন্য কর্ম্ম করাই আনন্দ লাভের পথ।

সংক্ষেপে আপনার পত্রের উত্তর লিখিলাম ভবিষ্যতে কখন দেখা হইলে কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রীতি প্রার্থী

শ্রীকৃষ্ণধন।

ঈশ্বরোপাসনা।

(৯ম সংখ্যার ৩৩১ পৃষ্ঠার পর হইতে)

শিক্ষক। দৈহিক শক্তি সকলের সহিত বহির্জ্জগতের শক্তির সমন্বয়ে দেহভাবের পতন হয়। কেবল জোর করিয়া দেহ বিশেষ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেই হইবে না। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিকাশের সহিত ইন্দ্রিয়শক্তি ও বহির্জ্জগতের ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবশক্তির সামঞ্জস্য হওয়া চাই। শাস্ত্রে দেখা যায় যে অহঙ্কার তত্ত্বের বিকার হইতে সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণানুসারে জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও তত্ব সকল উদ্ভূত হয়। একই চিৎশক্তির ক্রিয়ার তিনের উদ্ভব।

ছাত্র। তত্ব সকলের উদ্ভব একটু বুঝাইয়া দিন।

শিক্ষক। মেসমেরিজম্ (Mesmerism) শক্তির কার্য্য অনুসন্ধান করিলে কতকটা বুঝিতে পারিবে। Mesmeriserএর শক্তি দ্বারা Mesmerised ব্যক্তির মনের ভাবগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে কি প্রকারে এক আত্মা হইতে ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি হয়। মনে কর Mesmerised ব্যক্তিকে বলা হইল যে সে মনোকল্পিত একটী রেখাকে স্থূল দেয়াল ভাবে দেখিবে। সম্যক্ প্রকারে তাহার চিত্তে এই ভাবটী প্রবেশ করাইয়া দিলে তাহার মনে ঐ রেখাকে দেয়াল জ্ঞান, এটী সত্বগুণের কার্য্য। এই জ্ঞানটী দ্বারা তাহার মানসিক শক্তির বিকাশ পরিচ্ছিন্ন করা হইল। পরে দেয়ালের স্থূলতা কঠিনতা প্রভৃতি অনুভব করিবার জন্য যে যে ইন্দ্রিয় শক্তির আবশ্যক সেই সকল শক্তির ও তাহাদিগের ঐরূপ ভাবে কার্য্য করিবার সীমা নির্দ্দিষ্ট করা হইল। এই অবস্থায় Mesmerised ব্যক্তিকে চক্ষু খুলিয়া দেখিতে বলিলে সে মনোকল্পিত রেখাকে দেয়াল ভাবে দেখিবে। চিত্তের পরিচ্ছিন্নতা ভাবের সসীম ভাব হইতে দেখিবার শক্তির বা চক্ষু রিন্দ্রিয়ের সসীমতা উৎপাদন হয়। পরে ঐ ভাব আরও বদ্ধমূল হইলে Mesmerised ব্যক্তিকে ঐ মনোকল্পিত রেখা পার হইয়া যাইতে আদেশ করিলে সে কোন ক্রমেই পার হইতে পারিবে না,

পরন্তু জোর করিয়া যাইতে গেলে কঠিন দেয়ালে আঘাত লাগিলে যে যে প্রকার শারীরিক ক্ষত প্রভৃতি চিহ্নাদি উৎপন্ন হয় তাহা সমস্তই তাহার শরীরে প্রকাশ হইবে। এক্ষণে বল দেখি কোন্‌টী সত্য? মূল অবিদ্যা অর্থাৎ রেখাতে দেয়াল ভাব হইতে দৃষ্টিশক্তির পরিচ্ছিন্নতা ও তৎপরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়াও রেখাকে দেয়াল ভাবে দেখিয়া তাহা দ্বারা বদ্ধ হওয়া এই সকলের মধ্যে কোন্‌টী সত্য? চিত্তক্ষেত্রে দেয়াল জ্ঞান, ইন্দ্রিয় দ্বারা দেয়াল দর্শন, ও অবশেষে সেই মনোকল্পিত দেয়াল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়া এই তিনটী এক দেয়াল জ্ঞানের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবের বিকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সেইরূপে ঈশ্বরের কল্পিত ভাব হইতে যথাক্রমে তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, ও পরিদৃশ্যমান তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। সৃষ্ট জীবমাত্রেই ব্রহ্মার মনোময়চক্রের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া এক অপরিণামী সচ্চিদানন্দ পদার্থে মনোজবীজের ভিতর নাম রূপাদি আরোপ করিয়া আপনার স্মৃতি জালে আপনি বদ্ধ হইয়া আছে। এই মনোময়চক্রের এই পুরাণ প্রবৃত্তির বদ্ধভাব হইতে, এই সংসারচক্র হইতে মুক্ত হওয়ার নামই মুক্তি। এই মুক্তিসাধনের প্রথম সোপান মনোবৃত্তির ইন্দ্রিয় শক্তি ও দ্রব্য শক্তির সামঞ্জস্য সম্পাদন ও তাহা হইলেই বদ্ধ ভাবের লোপ হয়।

ছাত্র। তাহা কিরূপে হয় বুঝাইয়া দিন।

শিক্ষক। মনে কর এই স্থূল শরীরের পরিচ্ছিন্ন ভাব ত্যাগ করিতে হইবে। সে ক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য? শরীর আমরা কখন অনুভব করি? সৈনিক পুরুষ রণমদে মত্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আঘাত প্রাপ্ত হইলেও অনেক সময়ে বুঝিতে পারে না। বিল্বমঙ্গল প্রেমের পিপাসায় উন্মত্ত হইয়া শবকে কাষ্ঠজ্ঞান ও সর্পকে রজ্জু জ্ঞান করিয়াছিলেন। সেইরূপ চক্ষুর উৎকট পীড়া হইলে আমরা বিশেষ চেষ্টা করিলেও ঐ ভাব দূর করিতে পারি না। শরীরের সাহায্যে তন্ময় হইয়া যখন কার্য্য করি এবং শরীরের মধ্যে তৎকালে কোনরূপ বিসম্পদী স্পন্দন না থাকিলে শরীর জ্ঞান সর্ব্বদা মনে থাকে না। পাকস্থলী আছে এই জ্ঞান ও তাহার সসীম ভাব সুস্থ শরীরে মনে থাকে না। কিন্তু যখন পাকস্থলীর কোন পীড়া জন্মে তখনই ঐ জ্ঞান ও পরিচ্ছিন্নতার উদয় হয়।

ইহাতে বুঝিতে পারিবে মনোবৃত্তি, ইন্দ্রিয় ও দ্রব্যশক্তির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যে, দ্রব্য ও ইন্দ্রিয় জ্ঞান লয় হয়। কিন্তু অসামঞ্জস্য হইলে বদ্ধভাব আরও ঘণীভূত হয় সুতরাং কর্ম্ম দ্বারা মনোবৃত্তি, উপাধিশক্তি ও দ্রব্যশক্তির সামঞ্জস্য করা চাই ও তন্ময় করিতে পারে এরূপ ভাবের সহিত জীবাত্মার ঐক্যতা সম্পাদন করা চাই। সুধু সামঞ্জস্যে চিত্ত বদ্ধভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। ঐ তিন শক্তি যাহাতে স্বাভাবিক ভাবে সমন্বিত হয় ও যাহা স্বতঃই চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে এইরূপ কোন ভাবের উদয় হইলে এবং সেই ভাবে সমস্ত কার্য্য করিলে সামঞ্জস্য ও স্বাতন্ত্র সহজেই সিদ্ধ হয়। দেবযজ্ঞ দ্বারা সামঞ্জস্য সাধিত হয়। ঐরূপ প্রকারে অন্য চতুর্ব্বিধ যজ্ঞ ও করা আবশ্যক। কিন্তু এই সর্ব্ব প্রকার যজ্ঞের একমাত্র আধার ও উৎপত্তিস্থল যজ্ঞেশ্বরের ভাবনা ব্যতীত চিত্তবদ্ধ ভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না।

ছাত্র। - দেবতা জ্ঞান থাকা আবশ্যক, অথচ বিভিন্ন দেবতা জ্ঞানকে একত্রীকৃত করিতে হইবে। এই দুই এর সমন্বয় কি করিয়া হইতে পারে। এ দুইএর প্রত্যেকের স্থান কি তাহা বুঝাইয়া দিন।

শিক্ষক। আপনার দেহের দৃষ্টান্তে এই তত্ত্বটী বুঝিতে পারিবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে দেহটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সজীব কোষাণু দ্বারা পরিগঠিত প্রত্যেক কোষাণুর (Cell) স্বতন্ত্র শক্তি আছে। অথচ এই সমষ্টি চৈতন্য সকলকে একীভূত করিবার জন্য প্রাণশক্তির আবশ্যক। এই উভয় শক্তির জ্ঞান না হইলে দেহ সুগঠিত হইতে পারে না।

প্রাণ শক্তির প্রতিকূলে দেহ গঠিত হইলে সে দেহ দ্বারা জীবের কার্য্য হয় না। অথচ কোষাণুগুলির শক্তির প্রতিকূলে প্রাণশক্তির বিকাশ হয় না। ঐ দুই শক্তি যখন একতানে কার্য্য করে, তখনই শরীর সুস্থ ও কার্য্যক্ষম হয়। সেইরূপ দেব শক্তি ও আত্মশক্তির সম্বন্ধ প্রত্যেকটীর কার্য্য অপরটীর উপর নির্ভর করে। শরীরস্থ দেবশক্তিগুলিকে জীবের প্রাণশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত না করিলে ঐ দেহের দ্বারা জীবের কোন কার্য্য হয় না সেই জন্য সাধনার প্রথম সোপানে বিভিন্ন দেব শক্তি সকলকে প্রাণশক্তির সাহায্যে আপন উপযোগী করিয়া গঠিত করিলে দেহগুলির উভয়াত্মক স্বভাবপন্ন হয়। দেহ আমার না হইলে সে দেহ দ্বারা আমার কোন কার্য্য সাধিত হইতে

পারে না, অথচ দেহের সহিত দেবতাদের সম্বন্ধ না থাকিলে সেই দেহ সাহায্যে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের জ্ঞান প্রকাশ পাইতে পারে না বহির্মুখীবৃত্তির বা কর্ম্মের সাহায্যে দেহগুলির সহিত জীবের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং ঐ কর্ম্ম আসক্তি শূন্য ও যজ্ঞভাবে কৃত হইলে দেবশক্তির সহিত দেহের একতানতা উৎপাদিত হয়। এইরূপ ভাবে দেহ গঠিত হইলে, দেহ আপনা আপনি জীবের আবশ্যক মত বাহিরের শক্তির সহিত একতানে কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু তাহা হইলেই হইত না।

সসীম জীবের সহিত সামঞ্জস্য হইলেই দেহের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র আসে না। বাহিরের শক্তির কেন্দ্র ঈশ্বর এবং ভিতরের শক্তির কেন্দ্র জীব এই উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া চাই। স্বতন্ত্র জীব ভাবে কার্য্য করিলে, জীব ভাবেরই উৎকর্ষ হয়। কিন্তু স্বতন্ত্র ভাবই বন্ধের কারণ; যতই উচ্চ স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করা যাউক না কেন তাহাদ্বারা একতা উৎপন্ন হইতে পারে না অথচ কর্ম্ম না করিলেও স্বতন্ত্র আসিতে পারে না। এ উভয়ের সামঞ্জস্য সাধনের উপায় উপাসনা।

উপাসনা দ্বারা জীব আপন স্বাভাবিক সসীম ভাব পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত শক্তি ও বৃত্তি নিচয়কে ঈশ্বরোদ্দেশে পরিচালিত করিয়া ক্রমে ক্রমে দেহভাব হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের স্বরূপে অবস্থান করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই প্রকারে উপাসনা কেবল সাত্বিক প্রকৃতির লোকেরই সম্ভব। যাহারা শরীর ভাব দ্বারা তমোগুণে আচ্ছন্ন, যাহাদের কর্ম্ম শরীরস্থ শক্তি নিচয়ের প্রেরণায় হইয়া থাকে, অথবা যাহারা রজোগুণে অভিভূত হইয়া দেহাদিতে আমার জ্ঞান করে ও কেবল আপনার সুখের জন্য ব্যস্ত, তাহারা দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র না হওয়ায় ঈশ্বর ভাবে কার্য্য করিতে পারে না। যাহাদের অহং জ্ঞান দেহভাবে জড়িত ও কামনা দ্বারা পরিচালিত, তাহারা কখনই ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। সাত্বিক, ত্যাগী, জ্ঞানী ভক্তের ঈশ্বর জ্ঞান ও তামসিক রাজসিক লোকের ঈশ্বর জ্ঞান যে কত পৃথক তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে। তামসিক, শরীর জ্ঞান দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তির ঈশ্বর জ্ঞান ও তামসিক। পুরাকালে ডাকাইতেরা ডাকাইতি করিবার পূর্ব্বে কালীপূজা

করিয়া নরবলি দিত। তাহাদের মনে এই তামসিক ভাব ছিল। আধুনিক-কালে ধন বিদ্যা বা যশের লোভে বা স্বীয় সুখ, মোক্ষ কামনায় লোকে যে ঈশ্বরের উপাসনা করে তাহা রাজসিক ভাবের উপাসনা। সাধক নিজের পরিচ্ছিন্ন ও কামনা বশীভূত আমি ভাব ঈশ্বরে আরোপ করিয়া কেবল স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরোপাসনা করে। যাহারা একটু উন্নত তাহারাও আপনা-পন মনোবৃত্তির অনুকূলে ঈশ্বর ভাব গঠন করে। তাহাদের বিবেচনায় যে সকল ভাব ও কার্য্য তাহাদের অনুকূল তাহা ঈশ্বরের কার্য্য এবং যাহা প্রতি-কূল তাহা শয়তান বা অন্য কোন নামধারী ঈশ্বরের সহিত তুল্যক্ষমতাশালী জনৈক প্রতিদ্বন্দ্বীর কার্য্য বলিয়া তাঁহারা অনুমান করেন। আপনাদের কল্পিত ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য এই পরস্পর বিরোধী দু'টী ভাবের সমন্বয় করিতে না পারিয়া ঐরূপে ঈশ্বরের প্রতিপক্ষ শত্রু স্থাপন করিয়া মনকে প্রবোধ দেন। তাঁহাদের ঈশ্বর সাধু ও তদ্বিশ্বাসী লোকদিগের ত্রাণ কর্ত্তা এবং অবিশ্বাসী সুতরাং পাপীলোকদিগকে অনন্ত নরক যন্ত্রনায় নিক্ষিপ্ত করিবেন। ইহারাই শাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত বাদের অবতারণা করিয়া বিষম পদার্থ দ্বয়কে সমন্বিত করিতে চেষ্টা করেন।

(ক্রমশঃ)

অনন্তরামের গুরুভাই।

সাধনা।

(৬ষ্ঠ সংখ্যার ২৩৩ পৃষ্ঠার পর হইতে)

শ্রুতিই বল, স্মৃতিই বল, এবং তত্ত্ববিচারই বল, সব হইতেই জীবের শক্ত্যাধীনতা অবশ্য স্বীকার্য্য। শক্তি হইতেই জীবের উৎপত্তি, শক্তি-তেই স্থিতি, এবং শক্তিতেই জীব লীন হইয়া থাকে। জীব নিঃশক্তি এবং

মা তারা শক্তিরূপিণী ও অনন্তশক্তিস্বরূপা। এক ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন আর দ্বিতীয় শক্তি নাই। জীব এমনই ভ্রান্ত যে, সে শক্তি সংবেগে দেহের বিশেষ পরিবর্ত্তন বশতঃ নিদ্রাভিভূত হইয়া মনে করে যে সে আপন ইচ্ছাতে নিজ শক্তিতেই নিদ্রিত হইয়া থাকে। জীবের যখন নিদ্রাভঙ্গ হয়, তখন জীবের নিদ্রাভঙ্গ কে করে এবং তখন জীবের ইচ্ছাই বা কোথায়? জীবের ইচ্ছা তাহার নিদ্রারূপ ঘটনার সমকালীন বা অব্যহিত পূর্ব্ববর্ত্তি ঘটনা মাত্র. উভয়ই শক্তির কার্য্য। শক্তিহীনতা প্রযুক্ত জীবের কোনও কার্য্যেই কর্তৃত্ব নাই; জীব যে ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বশক্তিতে নিদ্রিত হয়, ইহা কেবল কাকতালীয় ন্যায়ের মীমাংসা মাত্র। শিশুকে মাতা কত যত্ন পূর্ব্বক নিদ্রাকর্ষিত করেন এবং সময়মত তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া থাকেন; মাতা যাঁহার অবতার সেই মহাশক্তি বিশ্বব্যাপিণী মহামাতাই সমস্ত জীবগণকে নিদ্রাভিভূত করিয়া উপযুক্ত সময়ে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়া থাকেন। কারণ ভিন্ন কার্য্য অসম্ভব, নিদ্রা আপনা আপনি ভঙ্গ হইতে পারে না; যেরূপ শক্তিসংবেগে শারীরিক পরিবর্ত্তন বিশেষে জীব নিদ্রাভিভূত হয় সেইরূপ আবার শক্তিসংবেগেই শারীরিক পরিবর্ত্তন বিশেষে জীবের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে। নিদ্রাভঙ্গের মূলে যে শক্তি সে শক্তি যদি জীবের শক্তি হইত তাহা হইলে নিদ্রাভঙ্গরূপ কার্য্যে জীবের অহংকার থাকিত এবং এই কার্য্যের ইচ্ছাও জীবের মনে অগ্রে উদিত হইত। এই সামান্য ঘটনা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে সর্ব্বজগদ্ব্যাপী শক্ত্যুপাধি স্বয়ং ক্রিয়াশীল কোন সাবয়ব অলৌকিক পদার্থ আছে যাহার সংবেগে জীবের শারীরিক পরিবর্ত্তনে জীবের নানাবিধ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। জাগ্রতাবস্থায় কোন জীব মনে করিতে পারে যে তৎদৃষ্ট ঘটনা নিচয় তাহার তাহার মনের ভ্রমমূলক বা তাহার অজ্ঞাতসারে মন কল্পিত, কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় মনই বা কোথায়, মনের ভ্রমই বা কোথায় এবং কল্পনাই বা কোথায়? কে নিদ্রাভঙ্গ করিল? অবশ্য বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে এক বিশ্বব্যাপিণী শক্তি আছেন যাঁহার অধীন পাঞ্চভৌতিক দেহধারী জীবগণ নিঃশক্তি হইয়াও অজ্ঞানতা বশতঃই আপনাদিগকে শক্তিমান মনে করিয়া দম্ভাহংকারাদির বশীভূত হয়। কি আশ্চর্য্য মোহ! একবার বিশ্বজননীর পাদপদ্মে অবনত মস্তক হও এবং দিবানিশি তাঁহার পাদপদ্ম হৃৎকমলে ধ্যান কর,

তাহা হইলে সর্ব্ব প্রকার পাপ তাপ হইতে দয়াময়ী মা তারা তোমাকে নিস্তার করিবেন এবং উপযুক্ত কালে দর্শন দানে তোমাকে চরিতার্থ করিবেন। পাপ ত্রিবিধ, মানসিক, বাচিক, ও শারীরিক ;—

> "পরদ্রব্যেষভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।
> বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসম্।
> পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
> অসম্বদ্ধ প্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্॥
> অদত্তানামুপাদানং হিংসাচৈবাবিধানতঃ।
> পরদারোপ সেবাচ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥"
> (মনুসংহিতা)

কায় মন ও বাক্যদ্বারা শুভাশুভ কৃতকর্ম্মানুসারেই লোকের উত্তম, মধ্যম, ও অধম গতি হইয়া থাকে, এবং চণ্ডালাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়া লোকে স্ব স্ব পাপানুযায়ী কষ্টভোগ করিয়া থাকে ;—

> "শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
> বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্॥
> মানসং মনসৈবায়মুপভুঙ্‌ক্তে শুভাশুভম।
> বাচা বাচাকৃতং কর্ম্ম কায়েনৈব চ কায়িকম্॥"
> (মনু)

অজ্ঞ জীব আপনাকে স্বাধীন মনে করে এবং শক্তির অধীনতা অস্বীকার করে কিন্তু পাপকার্য্য করিতে তাহার মনে ভয় হয় কেন? কাহাকে সে ভয় করে? স্বাধীন জীবের আবার ভয় কি? যদি বল মনের অজ্ঞানতা বা মোহবশতঃই এরূপ ভয় হইয়া থাকে, তাহাহইলে অজ্ঞানতার কারণ কি? তুমি বলিবে যে, মনের অজ্ঞানতা আপনা আপনিই হইয়া থাকে, এবং এই জন্যই অজ্ঞানতা নিয়তিমূলক। অজ্ঞানতা যদি নিয়তিমূলক হয় তাহা হইলেও জীব স্বাধীন নহে, সম্পূর্ণ নিয়তির অধীন। নিয়তির অস্তিত্ব স্বীকার করিলে

মায়াশক্তির ক্রিয়া ক্রমের অস্তিত্ব ও স্বীকার্য্য অর্থাৎ প্রত্যেক ঘটনারই কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না; প্রত্যেক ঘটনা যদি নির্দ্দিষ্ট বা নিয়মিত কালে ঘটে, তাহা হইলে প্রত্যেক ঘটনারই কারণ মায়াশক্তির ক্রিয়া। মনের অজ্ঞানতা ও মোহাদির কারণ মায়াশক্তির ক্রিয়া, সন্দেহ নাই; কিন্তু শারীরিক পরিবর্ত্তনে যখন মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখা যায়, তখন ইহা কেন না স্বীকার করিব যে উক্ত মায়াশক্তির সাবয়ব অবতারস্বরূপ সর্ব্বজগদ্ব্যাপী এক শক্তি আছেন যাঁহার সংবেগরূপ ক্রিয়ায় শারীরিক পরিবর্ত্তনে মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। কোন ব্যক্তিকে এখনই কোন বিষাক্ত ঔষধ সেবন করাও, দেখিতে পাইবে যে, তাহার মনের কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শারীরিক পরিবর্ত্তনে যে মনের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। তুমি বলিবে যে, কোন ব্যক্তির মনের পরিবর্ত্তন ঘটিলেও শারীরিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। মনের পরিবর্ত্তনে যে শারীরিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে তাহা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু সূক্ষ্মবিচারে দেখা যাইবে যে, মনের পরিবর্ত্তন কোন কোন স্থলে শারীরিক পরিবর্ত্তন মূলক না হইলেও উক্ত পরিবর্ত্তন যে শক্তির ক্রিয়া মূলক এ বিষয়ে কোনওই সংশয় নাই। কোন ব্যক্তির একটী পুত্র হঠাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল; উক্ত মৃত্যু শক্তিসংবেগে শারীরিক বিশেষ পরিবর্ত্তনের ফল মাত্র, অর্থাৎ বাতসংরোধাৎ তাহার দেহের স্পন্দরাহিত্য ঘটিয়াছে বলিতে হইবে। বাতসংরোধ শ্লেষ্মামূলক হইতে পারে, কিন্তু শ্লেষ্মাদির চালক কে? অবশ্য কারণের কারণ এবং তাহার কারণ ইত্যাদি ক্রমে শেষে দেখিতে পাইবে যে সাবয়ব সসীম পদার্থ সকলের পরিবর্ত্তনের মূলীভূত কারণ জগদ্ব্যাপী স্বয়ং ক্রিয়াশীল শক্ত্যুপাধি কোন অসীম সাবয়ব পদার্থের সংবেগ মাত্র। পুত্রের মৃত্যু পাঞ্চভৌতিক পরিবর্ত্তন বিশেষ, সন্দেহ নাই, কিন্তু বলিতে পার যে অনেক সময়ে পাঞ্চভৌতিক পরিবর্ত্তন ব্যতীত ও মনের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, যেমন কোন কোন সময়ে হঠাৎ মনে উদাস ভাব হওয়ায় মনে আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে। আমি বলি মনের এই উদাসভাব ও আনন্দ সঞ্চারের কারণ তোমার ইচ্ছা নহে, যেমন তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ইচ্ছা করিনা, সেইরূপ তুমি ইচ্ছা করিয়া মনের উদাসভাব ও আনন্দ সঞ্চার ঘটাও নাই।

মনের এবম্বিধ উদাসভাবের কারণ যদি অন্বেষণ কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে পাঞ্চভৌতিক জগতের জ্ঞানই ইহার কারণ, যেহেতু মনের উদাস-ভাবের পূর্ব্বে পাঞ্চভৌতিক জগৎ সম্বন্ধীয় অশান্তিমূলক নানাবিষয়ের জ্ঞান তোমার মনে ছিল কিন্তু হঠাৎ অশান্তিমূলক নানাবিধ চিন্তা তোমার মন হইতে তিরোহিত হইয়াছে। পাঞ্চভৌতিক জগতের নানাবিধ অশান্তিমূলক ঘটনার জ্ঞান পূর্ব্বে ছিল এবং সেই জ্ঞানের অভাবই এখন মনের উদাসভাবের কারণ। পাঞ্চভৌতিক জগৎসম্বন্ধীয় নানাবিষয়ক জ্ঞানের অভাব উদাসভাবের কারণ হইলেও পাঞ্চভৌতিক জগতের নানাবিষয়ক পূর্ব্বজ্ঞানই উদাসভাবের প্রকৃত কারণ, যেহেতু পূর্ব্বে তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান যদি না থাকিত তাহা হইলে তাহার অভাবও হইত না এবং অভাবাভাবে উদাসভাবও অসম্ভব হইত। সে যাহাহউক দেখা যাউক অশান্তিমূলক জাগতিক নানাবিধ পরিবর্ত্তন বিশেষের জ্ঞান হঠাৎ তোমার মন হইতে তিরোহিত হইল কেন। ধীরভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবে যে জগতেরই সমুদায়ই পরিবর্ত্তনশীল এবং অনিত্য, এবং জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে তুমি অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ; এবং এই অভিজ্ঞতা তোমার শারীরিক অবস্থানুযায়ী মনের চাঞ্চল্যবশতঃ মনে স্থান পায় না, অর্থাৎ জগতের অনিত্যতা জ্ঞান সত্ত্বেও শারীরিক অবস্থানুযায়ী মনের চাঞ্চল্যবশতঃ জগৎ কে অনিত্য জানিয়াও তুমি ইহাকে অনিত্য ভাবনা এবং এই জন্যই উদাসভাব তোমার মনে আসে না। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে শক্তিসংবেগে হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের জন্য তোমার এমন শারীরিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, এই মুহূর্ত্তে তোমার মনের চাঞ্চল্য দূরীকৃত হওয়ায় জগতের অনিত্যতা বিষয়ক জ্ঞান তোমার মনে স্থান পাইয়াছে এবং এই জন্যই তুমি এই মুহূর্ত্তের জন্য আত্মস্থ হইয়াছ ও তদ্ধেতুই তোমার মনে ক্ষণিক আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে বা ক্ষণকালের জন্য তুমি আনন্দময়কোষে স্থিত হইয়াছ।

যাহা হউক যতই তুমি বাক্‌বিতণ্ডা কর না কেন, আমি দেখিতে পাইতেছি যে জীব জন্ম গ্রহণ করে এবং স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করায় উক্ত দেহের নানাবিধ পরিবর্ত্তনানুযায়ী সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। মাতৃগর্ভ হইতে জীব যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে অপান বায়ুবেগে সঞ্চালিত হয়,

এবং এই বায়ুবেগের মূলীভূত কারণ শক্তিসংবেগ তুমি যখন আহার কর, তখন তোমার হস্ত পাঞ্চভৌতিক সসীম জড় পদার্থ বলিয়া আপনি আপনি উৰ্দ্ধ দিকে উঠিতে পারে না; আত্মাও নিরবয়ব বলিয়া সাবয়ব হস্তের উর্দ্ধগতির কারণ নহেন; তোমার আহারেচ্ছা হইলেও ইচ্ছা হস্তকে গতি-বিশিষ্ট করিতে পারে না যে হেতু হস্ত সাবয়ব জড় পদার্থ এবং ইচ্ছা ভাব বা মানসিক অবস্থা বিশেষ মাত্র, এবং মনও মায়াশক্তির কার্যামাত্র অর্থাৎ কোন স্বাধীন পদার্থ নহে। অতএব কেননা তুমি স্বীকার করিবে যে পাঞ্চভৌতিক সমুদায় জড় পদার্থের আকুঞ্চন বিস্ফারণাদি পঞ্চবিধ অবস্থার মূলীভূত কারণ সেই সর্ব্বজগদ্ব্যাপি শক্তিসংবেগ যাহার অস্তিত্ব প্রতিপাদনার্থ তাহাকর্ত্তৃকই এই গ্রন্থ এতদূর বিস্তৃত হইয়াছে। শক্তি দৃশ্য! শক্তি কোন অলোকসামান্য জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ! শক্তি প্রতিবিম্ব হইলেও অনাদি অনন্তকাল স্থায়ী! মহাপ্রলয়ে অদৃশ্য এবং সৃষ্ট্যারম্ভে দৃশ্য! জীবরূপী ব্রহ্মের দর্শন শক্তির কারণ নহে! শক্তিই ভিন্ন ভিন্ন জৈব দর্শনের কারণ! আত্মা ও দর্শনশক্তি এক ও অভিন্ন এবং অপরিবর্ত্তনশীল! দর্শনশক্তি বা জ্ঞানই আত্মা এবং আত্মাই দর্শনশক্তি বা জ্ঞান। দর্শনশক্তি এক ও অপরিবর্ত্তনশীল। থাকায়, বিভিন্ন প্রকার দর্শনের মূলীভূত কারণই শক্তির বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়া। শক্তি স্বক্রিয়াতেই অরূপ হইলে অদৃশ্যা হয়েন। এই শক্তির বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়াই বিভিন্ন প্রকার অন্তঃকরণের কারণ, এবং বিভিন্ন প্রকার দর্শনই বিভিন্ন প্রকার অন্তঃকরণ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত; দর্শনশক্তি যেমন তেমনই আছেন। শক্তিরূপিণী ও শক্তিস্বরূপা মা তারাই অগতির গতি! তিনিই অসহায়ের সহায়, এবং নির্ধনের ধন! তিনিই দুর্ব্বলের বল ও দরিদ্রের নিধি! তিনিই বিদ্যাদায়িনী মা সরস্বতী, তিনিই ঐশ্বর্য্যদায়িনী মা লক্ষ্মী, এবং তিনিই দুর্গতিনাশিনী মাদুর্গা এবং তিনিই কালনিবারিণী মা কালী! মা তারা, আনন্দময়ী মা! তোমার চরণসরোজে অবনতমস্তকে যদি বাল্মিকাদি মহর্ষিগণই আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন, তবে ক্ষুদ্রেষু ক্ষুদ্রতম তোমার এই অধম শিশু কেননা তোমার চরণাশ্রয় করিবে! আমি দেখিতেছি তুমিই সর্ব্বজগদ্ব্যাপিনী এক অদ্বিতীয়া মহাশক্তি! তোমার শক্তিতেই ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমার শক্তিতেই বিষ্ণু পালন কর্ত্তা, এবং তোমার শক্তিতেই রুদ্র সংহার কর্ত্তা। মা! তুমিই সৃষ্টি কর,

তুমিই পালন কর, এবং আবার তুমিই সংহার করিয়া থাক। সকলের মূল তুমি, সকলই তুমি এবং তুমিই সকল। তুমি ভিন্ন আর কিছুই নাই। তুমি নিরাকারা হইয়াও সাকারা এবং সাকারা হইয়াও নিরাকারা তুমি এক ও অদ্বিতীয়া।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্!

(ক্রমশঃ)

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল।

পাগলের প্রলাপ।

(৮ম সংখ্যার ৩১৩ পৃষ্ঠার পর হইতে)

(১৫৪)

বালক বালিকাগণ খেলা করিবার সময় কাষ্ঠের বা মৃত্তিকার পুত্তলীকে কোলে করিয়া চুম্বন করে আদর করে দুধ খাওয়াইয়া দেয় এবং মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস করে যে উহা যথার্থই তাহাদের সন্তান; যদি কেহ তাহা কাড়িয়া লয় অমনি তাহারা কাঁদিয়া গড়াগড়ি দেয়। এই দৃশ্য দেখিয়া, যাহাদের জ্ঞান হইয়াছে তাহারা মনে মনে হাসে ও মৃৎপিণ্ড বা কাষ্ঠখণ্ডে জীবন্ত সন্তান ভ্রম দেখিয়া আশ্চর্য্য হয়। সেইরূপ মায়ামুগ্ধ সংসারী নরনারী তাহাদের স্নেহের পুতলি সন্তান সন্ততি হারাইয়া যখন শোকে অধীর হইয়া অজ্ঞান শিশুর ন্যায় ভূমে পড়িয়া রোদন করে তখন তত্ত্বজ্ঞানী সাধুগণ মনে মনে হাঁসেন ও মহামায়ার বিচিত্র লীলা দেখিয়া আশ্চর্য্য হন।

(১৫৫)

যদি কোন অপরিণীত কুমারী বালিকা তাহার বয়স্থা বিবাহিতা জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করে, 'দিদি, পতির সুখ কিরূপ?' তদুত্তরে তাহার দিদি বলে 'ভাই! আগে তোমার বিবাহ হউক তবে তাহা বুঝিতে পারিবে,

নতুবা সে কথা মুখে বুঝাইবার নয়, কিছুদিন অপেক্ষা কর আপনিই বুঝিতে পারিবে'। সেইরূপ ব্রহ্মানন্দ যে কি সামগ্রী তাহা বাক্যে বুঝাইবার নয়, কালক্রমে প্রিয়তম পরম পুরুষের সহিত পরিণীত হইলে তবে তাহা অনুভব হয়। আত্মরমনসুখ মূকআস্বাদনবৎ অব্যক্ত, অপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয় ও ত্রিভুবনে অতুলনীয়।

(১৫৬)

সুরভি কুসুম মস্তকেই ধারণ কর বা চরণেই দলন কর তাহার সুগন্ধের বিশেষ কিছু তারতম্য উপলব্ধি হইবে না। সেইরূপ ভগবান আমাদের যে অবস্থায়ই রাখুন না কেন, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে, জয়ে পরাজয়ে, উন্নতি অবনতিতে, আশায় বিষাদে যখন আমরা তাঁহার প্রতি সমভাবাপন্ন হইতে পারিব, যখন তাঁহার প্রতি আমাদের হৃদয়ের অনুরাগ অবস্থাগত বৈষম্যে আদৌ বিকৃত বা বিচলিত হইবে না তখনই জানিবে ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে।

(১৫৭)

ফুল ফুটিলে তাহা রাজা, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, সাধু পাতকী সকলকেই সমান গন্ধদান করে, ঐরূপ সর্ব্বজনীন অকৃত্রিম প্রেম সাধন করিবে।

(১৫৮)

অগ্নিতে পবিত্র গোময় নির্ম্মিত ঘুঁটে দিলেও অগ্নি অগ্নির স্বরূপ প্রাপ্ত হয় আবার শূকরের বিষ্ঠানির্ম্মিত ঘুঁটে দিলেও অগ্নি মূর্ত্তি ধারণ করে। সৎগুরুর লক্ষণ ঐরূপ জানিবে, তাঁহার নিকট পাপী সাধু জ্ঞানীঅজ্ঞান, ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই স্ব স্ব স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপে বিলীন হয়।

(১৫৯)

মানব নিজ কন্যাকেও চুম্বন করে আর পত্নীকেও চুম্বন করে কিন্তু ইহার মধ্যে প্রভেদ ঢের; মানুষ ত সেইই রহিল চুম্বন ক্রিয়াও ত একরূপই হইল, প্রভেদ শুধু ভাবে। কন্যাকে চুম্বন কালে তাহার হৃদয়ে যে পবিত্র স্বর্গীয় স্নেহ বাৎসল্যভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল, পত্নিকে চুম্বন কালে তাহাই প্রেমভাবে ব্যক্ত অথবা কামভাবে দূষিত হইল পরন্তু সে ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে উভয়এই এক ছিল। ভাবের তারতম্যে একই মানব ভিন্ন ভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকৃতির

বলিয়া বোধ হয় কিন্তু বস্তুতঃ তাহার কোন প্রভেদ বা পরিবর্ত্তন হয় না; যখন যে ভাবাপন্ন হইয়া কার্য্য করে তখন সে সেইরূপই প্রতীয়মান হয়, নতুবা স্বরূপতঃ সে নিত্য শুদ্ধ অবিকারী। যেমন একই শ্রীকৃষ্ণকে নন্দোযশোদা বাৎসল্যভাবে, শ্রীদাম সুদাম সখ্যভাবে, গোপাঙ্গনাগণ প্রেমভাবে, অক্রূর দাস্যভাবে ও কংস বৈরীভাবে দেখিয়াছিল, সেইরূপ।

(১৬০)

সবুরের হুজুরে হাজির থাকিলে আনন্দ আপনিই আসিবে। লীলাময়ের লীলাস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া বসিয়া থাক হৃদয়ে আনন্দ লহরী আপনিই উঠিবে। ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক প্রতীক্ষা কর শান্তি সুখ প্লাবনে প্রাণ স্বতঃই ভরিয়া উঠিবে। পরমানন্দ লাভ করিবার ইহাই চরম সাধন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোবিন্দ লাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রণব, ছবি ও গান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর হইতে)

যিনি গায়ককে ত্রাণ করেন তিনি গায়ত্রী। অবশ্য যেমন গায়ক তাঁহার গায়ত্রীও সেই মাত্রায়। পিপিলীকার নিকট অপরাজিতা পুষ্পই ব্রহ্ম এবং হিরণ্যকশিপুর সমক্ষে নৃসিংহাবতারই হরি। কিন্তু তাহাতে কিছু যায় আসেনা। যতই ছোট হইনা কেন আমার আনন্দ তোমা অপেক্ষা অধিকতর হইলে ইহাই বুঝা যাইবে যে ঈশ্বরের জ্যোতি আমাতেই অধিকতর বিকাশিত। আমি সম্পূর্ণ না হইতে পারি কিন্তু একভাগে আমার মাত্রা কিছু বেশী। একটী উলঙ্গ ভিখারী বেদপাঠ না করিয়াও হয়ত জ্যোতিতে মগ্ন হইয়াছে।

হয়ত সে বর্ণচোরা। কিন্তু পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিবে যে সে জগতে বিপ্লব উপস্থিত করিতে পারে। আমি তুমি তাহা পারি না। আমার ইমন কল্যাণ এবং তোমার ইমন কল্যাণ উভয়ই হয়ত অশুদ্ধ এবং সঙ্গীত সারের ইমন কল্যাণ হয়ত শুদ্ধ, কিন্তু যতই শুদ্ধ হউক ইমন কল্যাণে না মজিলে কর্ণের দ্বারে শতসহস্রবার রাগিণী ভাঁজিয়াও কোন আশু ফল নাই।

সেই প্রকার একই প্রণবের অসংখ্য অর্থ শাস্ত্রে পাওয়া। যখন প্রণব ঈশ্বর বাচক এবং ঈশ্বর অসীম সুতরাং প্রণবের অর্থও অসীম। তুমি হয়ত যোগী মূলাধার হইতে কুণ্ডলিণী জাগ্রত করিয়া আজ্ঞাচক্রে লইয়া গেলে এবং সেই ক্রিয়াকে প্রণব বলিয়া উল্লেখ করিলে আমি সাধারণ গায়ক সুর হইতে মধ্যম এবং মধ্যম হইতে সুরে আরোহণ ও অবরোহণ করিয়া সুরে মাতিয়া গেলাম, হয়ত পুত্রশোক ভুলিলাম। আমার নিকট তাহাই প্রণব। বালকের ক্রন্দনই প্রণব, প্রেমিকের ভালবাসাই প্রণব, গাভীর হাম্বারবই প্রণব। যাহাতে জীব আনন্দে মগ্ন হইয়া আত্মহারা হয় তাহাই প্রণব। যে ওঁকার উচ্চারণ করিয়া শরীর শিহরিয়া না উঠে এবং মনের লয় না হয় সে ওঁকার প্রণব নহে এবং যে আদিত্য ছয় ঋতু প্রকাশ করিতে না পারে সে আদিত্য সূর্য্য নহে। ইহা হইতে গুণী ঝুটাসাঁচ্চা বাছিয়া লন।

গায়ত্রী বিষ্ণুর হৃদয় সম্ভূত। ত্রিপাদ করিলে প্রত্যেক পাদে অষ্টাক্ষর হয় এবং চতুষ্পাদ করিলে প্রত্যেক পাদে ষড় অক্ষর হয়। চতুষ্পাদা গায়ত্রী ছন্দস্বরূপা হইয়া ষড়বিধ হইয়াছেন "সৈবা চতুষ্পদা ষড়বিধা গায়ত্রী তদেতদৃচাভ্যানুক্তম্"........."তাবানস্য মহিমাততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ পাদোহস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি" (ইতি ছান্দোগ্য)। যে পুরুষ হৃদয়-পুণ্ডরীক মধ্যে অন্তরাকাশে অবস্থিত তিনি ত্রিপাদ এবং তাঁহার দৈবী প্রকৃতিই গায়ত্রী। এই গায়ত্রীর মুখে যে ত্রিপাদ অমৃত উক্ত হইয়াছে তাহাই ব্রহ্ম। প্রকৃতির ক্ষেত্রে গায়ত্রী চতুষ্পদা ষট্‌ছন্দ বিশিষ্ঠা। এই ছন্দ হইতেই চৌতালের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহা হইতেই গায়কগণের ধ্রুবপদ (ধ্রুপদ) লাভ হয়। চৌতালের লয়ঃ—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

০ । ০ । । +

ইহারই চারিবার অবৃত্তি করিলে (আস্থায়ী, অন্তরা, আভোক, সঞ্চারী)? ছন্দ সম্পূর্ণ হয়। ষষ্ঠ পদ লয় স্থান, ইহাই ধ্রুবপদ। ষষ্ঠপদ লয় স্থান কেন তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এই লয়স্থানে যেন ত্রিপাদ যুক্ত ওঁকার ধ্বনি ক্রমাগত উত্থিত হইতেছে, ইহার বিরাম নাই। গুরোপদেশে শিক্ষা করিলে অনায়াসে এই লয়স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই ধ্বনি অনুভব করা যায়। তবে দুঃখের বিষয় দীক্ষাবিহনে আমরা এই দেহ স্বরূপ Turning Fork কে উৎ-পিড়ীত করিয়া এমন স্থানে সন্নিবেশিত করি যে ওঁকার ধ্বনি সহানুভূতি (Resonance) দূরে থাকুক বরং বাধা প্রাপ্ত হইয়া হয়ত Beats কিম্বা Extinction উপস্থিত করে। ইহা অত্যন্ত বিরক্তি জনক।

লয়স্থান সকলেরই একই বিন্দুতে অবস্থিত। ধামার, ত্রিতালা, ঝাপতাল, যে কোন তালই হউক না কেন উহা কেবল তরঙ্গের (ছন্দের) হ্রস্ব দীর্ঘতার উপর (Wave length) নির্ভর করে। উপর্য্যপরি পাঁচটী সমদীর্ঘ তরঙ্গ দিয়া বিন্দুতে (কেন্দ্রে) উপস্থিত হইতে যে সময় লাগে, সাতটী তদপেক্ষা ছোট ছোট তরঙ্গ দিয়া বিন্দুতে উপস্থিত হইতেও সেই সময় লাগে। (Law of Isochronism) ইহাতে শক্তির কোন ব্যত্যয় হয় না। এই বিধানানুসারে যদিও প্রত্যেক স্থলে ছন্দ বিভিন্ন এবং গায়কের ক্ষমতা ও রুচির উপর নির্ভর অথবা (নিগূঢ় কথায়) তাহার দেহগত প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, তথাপি লয়স্থলে ফলে একই দাঁড়ায়। যদি তোমার ভৈরবী ধামারে আত্মচৈতন্য হয় এবং আমার লক্ষ্ণৌ ঠুংরিতে হয় ইহাতে বুঝায়ায় যে আমার লক্ষ্ণৌঠুংরি প্রকৃতি গত এবং তোমার ভৈরবী প্রকৃতি গত। অতএব ভৈরবী যে খাম্বাজ হইতে শ্রেষ্ঠ তাহা নহে, কিংবা ধামার ঠুংরি হইতে শ্রেষ্ঠ তাহা নহে। তবে ধামার অনেকটা বেদান্তসারের ন্যায় এবং ঠুংরি অনেকটা ভাগবতের ন্যায়। যাদৃশাভিরুচিঃ। অতএব গায়ত্রীচ্ছন্দই যে সার এবং ত্রিষ্টুভ, জগতী, প্রভৃতি অসার তাহাও নহে। সকলেই এক একটী (Wave length) তরঙ্গের বিকাশ মাত্র। নৃত্য করিতেছেন একই শক্তি।

"উত্তরে শিখরে জাতা ভূম্যাং পর্ব্বত বাসিনী
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছদেবি যথাসুখং"

"হে দেবি! তুমি উত্তর শিখরে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ভূমিতে ও পর্ব্বতে বাস করিতেছ, এখন ব্রহ্মার অনুজ্ঞা অনুসারে অভিলাষিত স্থানে গমন কর"

ইহাই বলিয়া আমরা গায়ত্রীকে বিসর্জ্জন করি। তখন সন্ধ্যা। সংসারে পুত্রকলত্রের কলরবে বিসর্জ্জনের বাস্ত ঘোরতর হইয়া উঠে। দেবী ত কুণ্ডলীর আকারে বসিয়া আছেন যাইবেন কোথা? তিনি ভূমিতে এবং পর্ব্বতেই বদ্ধ থাকেন। উপাসক কেবল মন্ত্র আওড়াইয়া অন্ধকার মন্দিরে ঘণ্টা নাড়েন মাত্র। আমি বলি এ নিগ্রহ না করিয়া একবার বাহিরের ভূমি এবং পর্ব্বতের দিকে তাকাইলেও যে অনেকটা দেবীর রূপ অনুভূত হয়। একবার সন্ধ্যাকালে গৌরীর রূপ দেখিলে দোষ কি?

গৌরী শ্রীরাগের পত্নী। অতি শান্ত প্রকৃতি। গজেন্দ্র মুক্তাকৃত চারুহারা ময়ূরপুচ্ছাঙ্কিত শুদ্ধবেশা মাল্যানুলেপাঙ্কিত চারুগাত্রী পূর্ণেন্দু বক্ত্রা সুভগা চ গৌরী"। গৌরী সায়ং কালে গেয় "গৌরী কেদার পাহিড়া সায়াহ্নে রাগিণীরেতাঃপ্রগায়ন্তে মণীষিনঃ" (পঞ্চমসার সংহিতা) "রক্তপীত সমযোগাৎ গৌর ইত্যভিধীয়তে" রক্ত ও পীত বর্ণের সমযোগে গৌরবর্ণ হয়। সায়ংকালের অনতিপূর্ব্বে এই অনুপম গৌর বর্ণ বিভূষিতা হইয়া প্রকৃতি সন্ধ্যাময়ী নিবিড় প্রদেশাভিমুখে চলিয়া যায়।

গৌরী যায়, আসেনা। দিন মাস বর্ষ যুগ ধরিয়া গৌরী একই খেলা খেলিয়া যায়। গৌরী যাইবার সময় শিশিরাশ্রু দিয়া সারাদিনের পরিশ্রম, জীবনের খেদ ও পিপাসা, স্বার্থ চিন্তার কালিমা রেখাগুলি সযত্নে মুছিয়া দেয়। সেই শিশিরাশ্রু অতি স্নিগ্ধ কোমল এবং শান্তিদায়িনী। ঊর্দ্ধে চন্দ্র, ভূলোকে বনস্পতিগণ, অন্তরীক্ষে দেবগণ সেই শিশিরে অভিষিক্ত হইয়া অপূর্ব্ব আকার ধারণ করে।

মা কাঁদিলে শিশু যেমন তাহার মুখ পানে চাহিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে গৌরীর রূপ দেখিয়া মানব সন্তান তেমনি নিদ্রাজড়িত হয়। বহুদূরের কোলাহল অস্পষ্ট হইয়া আসে, বাহিরে জীব, অন্তরে জীব, একে একে একাকী স্ব স্ব ভগ্ন নীড়াভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। সেই সময় মন দিয়া শুনিলে একটী ধীর মহান্ শব্দ শ্রুত হয়, যেন পূর্ব্ব হইতে একটি সপ্তস্বর বিশিষ্ট তরঙ্গ পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইতেছে।

যাইবার সময় গৌরী অভয় প্রদান করিয়া বলে "আবার প্রভাত হইবে, ভয় নাই''। এইরূপ কত প্রভাত আসে কত নূতন জীবন আসে। আবার সেই ভৈবরী আসে আবার সেই গৌরী যায়। কবি সেই কথা বলেন, চিত্রকর অঙ্কিত করেন, গায়ক গান করেন। কথার নাম ও গৌরী, রূপও গৌরী, সুর ও গৌরী।

গৌরী, পূরবী প্রভৃতি একই Group—

পূরবীর সহিত গৌরীর পার্থক্য এই যে পূরবীতে ধৈবত সম্পূর্ণ এবং গৌরীতে ধৈবত কোমল। পুরাতন আর্য্যশাস্ত্রে প্রত্যেক স্বরের যে যে বর্ণ তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সেই বর্ণগুলি একত্রে পর্যাবেসিত করিলে গৌরীর রূপ প্রতীয়মান হইবে। ধৈবত কোমল থাকায় গৌরীর রূপ পূরবী হইতেও সুন্দর। নীলাভ (ধ) হইতে গৌরবর্ণ (র) পর্য্যন্ত যে একটী তরঙ্গ সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে গগনে প্রতিভাত হয় উহাই সলজ্জা গৌরীর অবগুণ্ঠন। "কনের মুখ'' এই আলোকে দেখাইলে বড় সুন্দর দেখায়। শ্রুতি কুহরে এই তরঙ্গ যেন বহুদূরস্থিত পদ্মীসৈকতে রাখাল বালকের গোধুলি সময়ের রব বলিয়া মনে হয়। সন্ধ্যা হইতে রজনীর দ্বিতীয় যাম পর্য্যন্ত প্রচলিত রাগিণী গুলিতে সম্পূর্ণ ধৈবত দেখিতে পাওয়া যায়, তৎপরে ধৈবত লুপ্ত রাগিণী গীত হয় (যেমন বেহাগ) পুনরায় প্রভাতের প্রথম রেখা হইতে দিবা প্রথম প্রহর পর্য্যন্ত কোমল ধৈবত ব্যবহৃত হয়। কোমল ঋিখরের ও তাহাই।

শেষরাত্রি। পরজ, রামকেলী, কালাংড়া, আশাবরী যোগীয়া প্রভৃতি রে ধ প্রধান। কিন্তু সন্ধ্যার (গ) সম্পূর্ণ।

দিবা একপ্রহর পর্য্যন্ত। ভৈরবী, তোড়ী, প্রভৃতি—রে ধ কিন্তু গান্ধার (গ) কোমল।

তৃতীয় প্রহর হইতে।—মুলতানী, পিলু-(রে ধ—মৃদু কিন্তু গান্ধার কোমল প্রধান)

সন্ধ্যার পূর্ব্বে। গৌরী, শ্রী, প্রভৃতি (রে ধ—পুনরায় বিকাশ কিন্তু গন্ধার মৃদুও সম্পূর্ণ)

সন্ধ্যা। পুরবী। ধ সম্পূর্ণ ও গন্ধার প্রধান রে কোমল।

রাত্রি ১ প্রহর পর্য্যন্ত। ইমন প্রভৃতি।—রে গ সম্পূর্ণ মধ্যম কড়ি।

প্রাতঃকালে মধ্যম সম্পূর্ণ। একটু মনোযোগ সহকারে পূর্ব্বোক্ত বর্ণগুলি বিন্যাস করিয়া দেখিলে অতি অনায়াসে বুঝা যাইবে যে প্রকৃতির কালবিভাগ ও রূপানুসারে যেন পুরাতন সময়ে রাগিণী গুলির সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহার আলোচনা বারান্তরে করা যাইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাঙ্খ্যযোগ।

(৮ম সংখ্যার ৩১৭ পৃষ্ঠার পর হইতে)

সিদ্ধিতে হরিষ কিম্বা অন্যথা বিষাদ
না বাসিহ চিত্তে কভু—] ; চিত্তের নিবেশ
সিদ্ধি—অসিদ্ধির সাম্যে, যোগশব্দে উক্ত ॥৪৮॥
হেন সমভাব বুদ্ধিযোগের (১২) তুলনে,
অতি অপকৃষ্ট বলি [কাম্য] কর্ম্মাবলী

(১২) নিষ্কাম কর্ম্মযোগ এ স্থলে বুদ্ধি যোগ শব্দে উক্ত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য ইহা সমত্ব বুদ্ধি যুক্ত বলিয়া, স্বামী নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযোগে অনুষ্ঠিত কর্ম্মযোগ বা সাংখ্য বুদ্ধি লাভের যোগ বা সাধনীভূত বলিয়া, রামানুজ আত্মবুদ্ধি সাধনীভূত বলিয়া বুদ্ধিযোগ বলেন।

হইবে প্রতীত [তব] ; তবে, ধনঞ্জয়,
এ বুদ্ধি (১৩) আশ্রয় কর [হও কর্ম্মে রত
নিষ্কামে] ; সকাম কর্ম্মী অনুকম্পা যোগ্য ॥ ৪৯ ॥
সমবুদ্ধি যুক্ত [নরে সত্ত্ব শুদ্ধি ফলে
জ্ঞান লভি কর্ম্মযোগে,] ত্যজেন [সহজে]
সুকৃত দুষ্কৃত উভে ইহ [নরলোকে ;—
সুকৃতে স্বরগ প্রাপ্তি দুষ্কৃতে নরক ;
স্বরগ নরক ত্যাগী যিনি কর্ম্মযোগী
সতত ঈশ্বর প্রীতি কামে কর্ম্মেরত] ;
তেঁই [এ নিষ্কাম] যোগ - সাধনেনিয়োগ
চিত্তনিজঃ [কর্ম্ম] যোগ কর্ম্মের কৌশল।
[যে কর্ম্ম বন্ধের হেতু কামিজন পক্ষে,
নিষ্কাম যোগীর ভাগ্যে সেই কর্ম্ম পুনঃ
করণ কৌশল ক্রমে হয় মোক্ষে হেতু ;
তাই বলি ;—"কর্ম্মযোগ কর্ম্মের কৌশল"।] ॥৫০॥
উপেক্ষি কর্ম্মজ ফল, বুদ্ধি যুক্ত নরে
অর্জ্জি [বুদ্ধি যোগ বলে] মনীষা [চরমে
পরম], জনমবন্ধ বিমুক্ত, [জীবন্ত]
লভেন [মোক্ষাখ্য বিষ্ণু] পদ অনাময় ॥৫১॥
[যোগ—অনুষ্ঠান ক্রমে ঈশ্বর প্রসাদে]
বুদ্ধি তব যবে [স্বতঃ] অতিক্রম নিবে
[দেহে দেহী জ্ঞানরূপ] মোহের গহনে,
তখন [অগ্রাহ্য বলি] তুচ্ছিবা [সকলি]
শ্রুত বা শ্রোতব্য অর্থ [, পরমার্থ ভিন্ন] ॥৫২
[লৌকিক বৈদিক অর্থ বহুশঃ] শ্রবণে
"বিচলিত" বুদ্ধিতব, [শুদ্ধি লভি] যবে

(১৩) "বুদ্ধি" বুদ্ধৌ—যোগ বিষয়া বা তৎপরিপাক যা সাংখ্য বুদ্ধি। শঙ্কর। জ্ঞান—স্বামী।

অনন্যা বিষয়া, "[স্বতঃ]" হবে প্রতিষ্ঠিত
ঈশ্বরে অচলভাবে [অভ্যাস প্রভাবে],
তখন লভিবা যোগে [তত্ত্বজ্ঞান] ফল ॥ ৫৩ ॥

[তত্ত্বজ্ঞস্বরূপ জ্ঞান কৌতুকে] অর্জ্জুন
করিলা [তখন] প্রশ্ন, — কিরূপ লক্ষণে
সমাহিত স্থিত প্রজ্ঞনর [নরলোকে]
পরিচিত ? কিরূপ বা, কেশি দৈত্যনাশী,
স্থিতধীনরের উক্তি, গতি, অবস্থিতি ? ॥ ৫৪ ॥

উত্তরিলা ভগবান্‌ :—যবে পৃথাত্মজ,
মনোগত সর্ব্ববিধ কাম পরিহরি
সন্তুষ্ট আপনাতেই আপনারি দ্বারা
সাধক, তখন তাঁরে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে (১৪)
[কি আত্মা অনাত্মা কিবা, — এমতি বিবেকে
জনমে যে বুদ্ধি তাহে "প্রজ্ঞা" বা "ধী" কহি ;
যাঁহার সে "প্রজ্ঞা" বা 'ধী' স্থিত দৃঢ় ভাবে,
"স্থিতপ্রজ্ঞ" বা "স্থিতধী" শব্দে বাচ্য তিনি :
আর্‌ যা সাধক পক্ষে জ্ঞানের সাধন,
তা সবি সিদ্ধের চিহ্ন জ্ঞান শাস্ত্রে উক্ত।] ॥ ৫৫ ॥
যাঁর চিত্ত অক্ষুভিত দুঃখ সমাগমে,
[তেমতি] সুখের ভোগে উপরত স্পৃহ ;
রাগত্যাগী, ভয়ত্যাগী, ক্রোধত্যাগী যিনি,
সে মুনি লভেন [লোকে] স্থিতধী উপাধি। ॥ ৫৬ ॥

সর্ব্বত্র [অপ্রিয় প্রিয়ে] যাঁর ঔদাসিন্য,
[তেঁই] নাহি অভিনন্দ ; নাহি দ্বেষ [গন্ধ]

(১৪) শঙ্করাচার্য্য স্থিতপ্রজ্ঞ শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন, "স্থিতা প্রতিষ্ঠিতা আত্মানাত্ম বিবেক সা প্রজ্ঞা যস্য" এ স্থলে প্রজ্ঞা শব্দে বুদ্ধি। স্বামী লিখিয়াছেন, "স্থিতা নিশ্চলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্য।"

যাঁর বাক্যে সে প্রিয় বা সে অপ্রিয় লাভে,—
তাঁহার [বিবেক জাত] প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। ॥ ৫৭ ॥
সংহরে কচ্ছপ যথা [নিজ] অঙ্গচয়ে,
[স্বভাবে], তেমতি যবে সক্ষম সংহারে
ইন্দ্রিয় নিকরে [নিজ,] ত্যজি ইন্দ্রিয়ার্থে—
সাধক [, অভ্যাস ফলে অতি অবহেলে] ;
[তখন] তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত [বলি] ॥ ৫৮ ॥
[রোগে, উপবাসে, কিম্বা জাড্যদোষবশে]
যবে দেহী (১৫) অপ্রবৃত্ত বিষয় সম্ভোগে
ইন্দ্রিয়সংযোগে নিজ, ঘটে তার তাহে
বিষয় নিবৃত্তি [শুধু], নাহি ঘটে [কভু]
রসের (১৬) নিবৃত্তি ; [কিন্তু, সে] রস নিবৃত্তি,
[বিষয় অপেক্ষা] পর [তত্ত] উপলব্ধি—
স্থিতধী মুনির পক্ষে [স্বতই] সম্ভবে। ॥ ৫৯ ॥
কৌন্তেয় ! বিবেকশালী [মোক্ষের] প্রয়াসী
যে পুরুষ, তাঁরো চিত্ত, প্রমাথী (১৭) ইন্দ্রিয়ে

---

(১৫) দেহী—দেহাভিমানী, অজ্ঞ, স্বামী, দেহধারী, শঙ্কর।
(১৬) রস—রাগ— অভিলাষ। স্বামী।
(১৭) প্রমাথী—প্রমাথীনি—প্রমথনশীল ; ক্ষোভক। স্বামী।

শ্রীমতি বেসেন্ট "ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি" শব্দের Aroused senses অর্থাৎ উদ্বুদ্ধ ইন্দ্রিয়গণ এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। ইহা Occult science বা গুপ্তবিদ্যার অনুমোদিত অর্থ। গুপ্তবিদ্যার অব্যভিচারী বিধান এই যে মোক্ষ পথে পদার্পণ করিলে প্রথমতঃ সাধকের অন্তরনিহিত বা দমিত ভাল মন্দ ভাব সকল উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। তখন সাধকে তীব্রতর প্রযত্নে মন্দভাব সকলের উচ্ছেদ করিতে হয় নচেৎ তাঁহার সিদ্ধি লাভ হয় না।

শঙ্করাচার্য্য ও প্রমসনশীল অর্থ করিয়াছেন। আমরা এ স্থলে মূলের শব্দ রক্ষা করিলাম।

বলে আকর্ষণ করে [বিষয়ের দিকে (১৮)]। ॥৬০॥
সাধক, সংযত করি সকল ইন্দ্রিয়ে,
করিবেন অবস্থিতি সমাহিত ভাবে
আমাতে নিবেশী চিত্তঃ যাঁর বশে স্থিত
জিতেন্দ্রিয়, তাঁর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত [বলি]। ॥৬১॥
বিষয় চিন্তায় মগ্ন পুরুষে উপজে
বিষয়ে আসঙ্গ ; জন্মে আসঙ্গে কামনা ; (১৮)
কামনাপ্রসবে ক্রোধ [প্রতিবন্ধ লভি] ;
জনমে সংমোহ ক্রোধে ; [,— কাজেও অকাজে
বিভ্রম মূঢ়ের ঘটে, তুচ্ছে গুরুজনে ;]—
সংমোহ জন্মিলে জন্মে স্মৃতির বিভ্রম ;
[শাস্ত্রাচার্য্য বাক্যে লব্ধ সংস্কার জনিত
স্মৃতির বিভ্রংশ ঘটে মোহ জনমিলে ;—
নিমিত্ত সত্বেও স্মৃতি মূঢ়ে নাহি স্ফুরে ;]
স্মৃতি ভ্রংশে বুদ্ধি নাশ ; [বুদ্ধি নাশ তবে,
যবে মানবের অন্তঃকরণে যোগ্যতা
নাহি থাকে বিচারিতে উচিতানুচিত ;]
বুদ্ধিনাশে মৃতোপম [জীবিত] মানব,
[মানব মানব অন্তঃকরণ সদ্ভাবে,
অভাবে মৃতের সম হয় এ জীবনে,
সর্ব্ববিধ পুরুষার্থ সাধনে অযোগ্য।
বিষয় চিন্তার দোষ কহিনু বিবরি :—
এ চিন্তা অনর্থ করী সাধকের পক্ষে,
সিদ্ধি পথে পদে পদে বিঘ্ন ঘটে ইথে।] ॥৬২—৬৩॥

---

(১৮) "কামনা" কামঃ—তৃষ্ণা। শঙ্কর।

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বসু।

শ্মশানী মাতা।

অনেক বৎসর পূর্ব্বে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ কালে, পৌষের দুরন্ত শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে রাত্রি অষ্টম ঘটিকার সময় যৌনপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। একে শীত কাল, তাহাতে আকাশে মেঘ, বিশেষত: পরিচিত বন্ধুদিগের বাসস্থানগুলি ষ্টেশন হইতে অনেকদূরে, সুতরাং আমি গোমতী নদী তটে গমন করিয়া একটী প্রাচীন হিন্দু দেবালয়ে নিশিয়াপন করিলাম। আমার সঙ্গে পঞ্জাব প্রদেশের হমির সিং নামে একটী যুবক সহচররূপে বেড়াইতেছিল। আমি এবং হমির সিংহ উভয়েই যৌনপুরে গিয়াছিলাম। প্রয়াগতীর্থে যাইবার আমার সঙ্কল্প ছিল কিন্তু যৌনপুর জিলার অন্তর্গত হাঁড়িয়াদহ নামক স্থানে কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকাবশতঃ আমি আপাততঃ আলাহাবাদে (প্রয়াগতীর্থে) নাগিয়া হমিরসিংকে তথায় পাঠাইয়া দিলাম। পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে বোধ হয় অনেকে জানেন, পৌষের সংক্রান্তি হইতে মাঘের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত এই এক মাস কাল অনেকে প্রয়াগের গঙ্গা গর্ভে পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন, শাস্ত্রমতে এরূপ বাসের নাম "কল্পবাস"; কল্পবাসের অনেক সুফল প্রাচীণ গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে। প্রতি বৎসর প্রয়াগের গঙ্গাগর্ভে ঐ সময়ে শত শত কুটীর দেখিতে পাওয়া যায়। নিরামিশাষী হইয়া, সাংসারিক সকল কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অতীব শুদ্ধাচারে, শুদ্ধ মনে, কেবল ভগবৎ উপাসনা এবং শাস্ত্রালোচনা ও পূণ্যকর্ম্ম দ্বারা সময় যাপন করিতে হয়। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে আমি "ভুজঙ্গ ব্রত" ধারণ করিয়া ছিলাম; সেই ব্রতের উদ্যাপন জন্য একমাস "কল্পবাস" করিতে আমি বাধ্য ছিলাম, কিন্তু এই দুরন্ত শীতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গঙ্গাগর্ভে কুটীর বিনা থাকা অসম্ভব বিবেচনায় একটি ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ জন্য হমির সিংহকে প্রয়াগ পাঠাইয়াদিলাম। সে চলিয়া গেলে আমি হাঁড়িয়াদহ রওয়ানা হইলাম। হাঁড়িয়াদহ যৌনপুর জিলার একটী মহকুমা; পশ্চিম প্রদেশে মহকুমাকে তহশীল বলে এবং তহশীলের অধিকর্ত্তা

মহাশয় তহশীলদার বলিয়া সম্বোধিত হয়েন। তহশীলদারেরা সেখানকার ডেপুটী মাজিষ্টেট এবং তদ্ভিন্ন রেভিনিউ মোকর্দ্দমা করিতেও ক্ষমতাপন্ন; আমি হাঁড়িয়াদহ তহশীলদারের বাসাবাটীতে উপস্থিত হইলাম। এই সচ্চরিত্র, ধর্ম্মভীরু এবং শিক্ষিত ভদ্র লোকটিকে আমি অনেক দিন হইতে চিনিতাম, ইনি হিন্দুস্থানী কায়স্থ ছিলেন। তাঁর বাসাবাটীতে থাকিতে থাকিতে একদিন সায়াহ্ন কালে থানার দারোগা আসিয়া রিপোর্ট করিল "হুজুর! কয়েক দিবস হইতে এখানে একজন বিদেশিনী স্ত্রীলোক আসিয়াছে, সে কাহার সহিত কথা কহেনা, ভিক্ষা করিতেও যায় না, কোনও কর্ম্ম করে না, বাজারের লোকেরা কিছু খাইতে দিলে তাহাই খায়। ছিন্ন কন্থা দ্বারা তাহার গাত্র আবৃত, মাথায় ভস্ম ভরা, পরিধানে অতি মলিন গৈরিক বসন এবং বয়সে বুড়ী। সদর রাস্তায় গিয়া সে হাসে, কাঁদে, লম্ফ দেয়, দৌড়া দৌড়ি করে কিন্তু কাহারও প্রতি অত্যাচার করেনা। তাহাকে পাগলী বলিয়াই আমার বিশ্বাস। হুজুরের যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে ঐ পাগলীকে গ্রেপ্তার করিয়া পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য পাগলখানায় পাঠাইয়া দিব।" কথা শুনিয়া তহশীলদার প্রায় দশ মিনিট কাল নীরব রহিলেন, তাহার পরে মৃদুস্বরে কহিলেন "দারোগা! ঐ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তুমি এবং আমি কিছুই জানি না। হইতে পারে সে ছদ্মবেশিনী অথবা পাগলিনী, কিন্তু ইহাও হইতে পারে —— তিনি কোনও প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মচারিণী। সে ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত কাহার উপরে উপদ্রব করে নাই, তুমি তাহার যেরূপ পরিচয় দিলে তাহাতে তাঁহাকে যোগীণী বলিয়াই বোধ হয়। আমি হিন্দু হইয়া এরূপ লোককে গ্রেপ্তার করিবার সহসা হুকুম দিতে পারি না।" কথা সমাপ্ত হইলে, সেলাম করিয়া দারোগা চলিয়া গেল; তহশীলদার তাহাকে পুনরায় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "দারোগাজী! তুমি ঐ স্ত্রীলোকের নাম জানিয়াছ কি?" দারোগা বলিল "হুজুর! সে কাহারও সহিত কথা কহে না, তাহার নাম জানা কেমনে সম্ভব? তাহার হাতে দিবারাত্রি একটা মশাল থাকে, কেন থাকে জানি না, কিন্তু মশালটাকে কখনও জ্বালাইতে কেহ কখনও দেখে নাই। বাজারের লোকেরা তাহাকে মশালী মাতা বলিয়া ডাকে।" রাত্রিতে আমরা আহার করিয়া শয়ন করিলাম, ঐ বিষয়ের আর কোন প্রসঙ্গ হইল না।

পরদিবস হাঁড়িয়াদহের পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া প্রত্যাগত হইতেছি এমন সময়ে একবট বৃক্ষ মূলে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দণ্ডায়মানা দেখিলাম; তাঁহার হাতে মশাল ছিল। আমি যেদিক দিয়া আসিতে ছিলাম, তাহার অপর দিকে তাঁহার মুখ ছিল, সুতরাং আমি তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই। একজন পথিকের মুখে তাঁহার পরিচয় পাইয়া বুঝিলাম, ইনিই সেই দারোগার মশালীমাতা। ধীরে ধীরে বৃক্ষতলে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম, তখন তাঁহার বদন মণ্ডল হইতে এক অপূর্ব্ব রমণীয় জ্যোতি বিনির্গত হইতে ছিল। বৃদ্ধা বয়সেও যেন যৌবন ও বসন্ত একাধারে মিলিয়া 'উজ্বলে ও মধুরে মিশিতে ছিল'। যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম ততই যেন অধিকতর সুগন্ধির আঘ্রাণ পাইতে লাগিলাম। আরও নিকটে আসিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময়ে অঙ্গুলির ইঙ্গিতে আমাকে যাহা তিনি বুঝাইলেন তাহাতে বুঝিলাম, আমাকে তিনি চলিয়া যাইতে বলিতেছেন, সুতরাং আমি চলিয়া গেলাম। রাত্রিকালে তহশীলদারকে বলিলাম "দারোগার সেই স্ত্রীলোককে অদ্য দেখিয়াছিলাম, তিনি আধ্যাত্মিক জগতের লোক।"

ইহার কয়েক দিবস পরে আমি আলাহাবাদ যাইবার বন্দোবস্ত করিলাম প্রভাতে স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক তহশীলদারের, টম্ টম্ গাড়ীতে আরোহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময়ে তহশীলদার বলিলেন "একটা ঘোড়া ক্রমান্বয়ে চলিয়া আলাহাবাদে যাইতে পারিবে না, সুতরাং পথিমধ্যে ঘোড়া বদ্‌লাইতে হইবে। পাকা রাস্তার ধারে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট থানা আছে, তাহা আমারই এলাকাভুক্ত, জমাদারদিগের নামে পরওয়ানা দিলাম, পরওয়ানা দেখাইলে তাহারা ঘোড়া বদলাইয়া দিবে।" অতঃপর আমি গাড়ীতে আরোহণ করিলাম, গাড়োয়ান টম টম্ হাঁকাইতে লাগিল। একটু দূরেই নবীন শষ্পসমাকুল সুন্দর ভূমিখণ্ড ছিল, মশালী মাতাকে তথায় পদচারণা করিতে দেখিয়া বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা! প্রয়াগের মেলা দেখিতে যাইতেছি, যদি আপনার যাইবার ইচ্ছা হয় এই গাড়ীতে বসুন, আমরা একত্রে যাইব।" মাতাজী মহাশয়া হাত নাড়িয়া অন্যদিকে চলিয়া গেলেন, আমরা গাড়ী চালাইয়া হাঁড়িয়াদহের সীমা পার হইলাম। রাত্রি নয় ঘটিকার সময় যোশীঘাটে আমাদের গাড়ী থামিল; যোশীঘাটে গঙ্গাপার হইলেই প্রয়াগ

পৌছান যায়। আমি টম্‌টম্ হইতে অবতরণ করিয়া গাড়োয়ানকে বিদায় দিলাম এবং নৌকার মাঝিকে ডাকিয়া গঙ্গাপার করিতে বলিলাম। নৌকায় আরোহণ করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে টম্‌টমের গাড়োয়ান বিকট চীৎকার করিয়া আমাকে আহ্বান করিতে লাগিল; আমি মাঝিকে অপেক্ষা করিতে কহিয়া দ্রুতপদে তাহার নিকটে গেলাম, যাইবামাত্র সে ব্যক্তি নৈরীত কোনের দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া বলিল "দেখুন,দেখুন, ওখানে কে দাঁড়াইয়া আছে, দেখুন!" সেই ঘোরা রজনীতে দোকানঘরে একটী সামান্য মাত্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল, সেই ঘোর ঘন অন্ধকার ভেদ করিয়া নয়নদ্বয়ের সাহায্যে যাহা দেখিলাম তাহাতে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল; ভাবিলাম, ইহা কি কল্পনা অথবা বাস্তব? ভাবিলাম, ইহা কি স্বপ্ন অথবা প্রকৃত? দেখিলাম, হাঁড়িয়াদহের সেই মশালী মাতা তথায় দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন!! গাড়োয়ান বলিল "মহাশয়! আমরা যখন আইসি তখন সেই পথদিয়া কোনও প্রকারে গাড়ী বা ঘোড়া যাতায়ত করে নাই, দুই চারিজন লোকমাত্র গমনাগমন করিয়াছিল। একটা পাখিও যদি হাঁড়িয়াদহ হইতে যোশীঘাট পর্য্যন্ত আসে তাহাহইলে তাহাকেও বৃক্ষে বৃক্ষে বসিয়া বিশ্রাম লাভ করিয়া আসিতে হয়, তবে ইনি এখানে কেমন করিয়া আসিলেন"? আমি দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমারা ঐ স্ত্রীলোকে চিন কি"? দোকানদার উচ্চহাস করিয়া কহিল "আপনাকে অতি আশ্চর্য্য ধরণের মনুষ্য বলিয়া বোধ হইতেছে! এই বিশাল মেলায় লক্ষাধিক লোকের গমনাগমন হইতেছে, কেহ কাহাকে চিনিয়া রাখিয়াছে কি? বড় বড় রাজা আসিলে ও যখন তাহার পরিচয় লইবার সকলের পক্ষে সময় থাকে না তখন ঐ লোকটার পরিচয় কেমনে দিতে পারি"? হতভাগ্য দোকানদার জানিত না যে, তাহার সন্মুখে, নৈরীত কোণে, রাজার রাজা দণ্ডায়মান ছিল; হতভাগ্য আধ্যাত্মিক জগতের কথা বুঝিত না। অপর একজন দোকনদার বলিল "বেলা তিনটা হইতে ঐ স্ত্রীলোকে আমি এখানে দেখিতেছি। একজন বুড়ী ইহার নিকটে ছিল, তাহার সহিত এই স্ত্রীলোক কথা কহে নাই কিন্তু ইঙ্গিতে অনেক কথা তাহাকে বুঝাইয়াছিল। অনেক লোকে উঁহাকে বেলা তিনঘটিকা হইতে এস্থানে দেখিতেছে"। দোকানদারের সহিত কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে মশালী মাতা মহাশয়া পদ-

চারণা করিতে করিতে একটি প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষের তলে গিয়া দাঁড়াইলেন। গাড়োয়ান চলিয়া গেলে আমি ধীরে ধীরে সেই বৃক্ষতলে গিয়া তাঁহার পবিত্র পদকমল স্পর্শ করতঃ সভক্তি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম, প্রণাম করিবার পরেও পা ছাড়িয়া দিলাম না। তিনি হুঁ হুঁ করিয়া পা ছাড়াইবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু আমি কিছুতেই পা ছাড়িলাম না। অতি বিনীত ভাবে বলিলাম "মা! এই পূতঃ সলিলা জাহ্নবীতটে তোমার দর্শন পাইয়াছি, আমি কি সহজে তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারি? যদি পদাঘাত কর এবং ঐ পদাঘাতে আমার প্রাণান্ত হয় তাহাহইলে এই মৃত্যু সুখকর মৃত্যু বলিয়া বিশ্বাস করিব।" তখন সেই ভক্তবৎসলা মাতা আমার হাত ধরিয়া অতি মধুর স্বরে হাসিতে হাসিতে হিন্দীভাষায় বলিলেন "মেরী গোড়্ ছোড় দেও" অর্থাৎ আমার পা ছাড়িয়া দাও। এতদিন পরে সেই পবিত্র কণ্ঠ হইতে অর্থবোধক শব্দ প্রথম শুনিতে পাইলাম। পা ছাড়িয়া দিলে তিনি অকস্মাৎ আমার পা ধরিয়া প্রণাম করিলেন, আমি শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কিরূপ ব্যবহার? তিনি উত্তর দিলেন তুমি গৌরিকবসন পরিহিত সাধু, তুমি প্রণাম করিলে আমি প্রণাম করিতে বাধ্য"। যাহা হউক, অনেক অনুনয় ও অনুরোধের পরে আমি তাঁহাকে নৌকায় চড়াইয়া গঙ্গার অপর পারে লইয়া গেলাম।

প্রয়াগের গঙ্গাগর্ভে আমার পর্ণ কুটীর তখনও প্রস্তুত হয় নাই, এজন্য হমির সিংহের সহিত কয়েক মিনিটের সাক্ষাৎ করিয়া দারাগঞ্জে গেলাম। ভবানীপুর যেমন কলিকাতার উপনগর (Suburb), দারাগঞ্জ ও তেমনি আলাহাবাদের (গঙ্গাতটে) একটি উপনগর। আমরা দারাগঞ্জে জনৈক ভদ্রলোকের বাগানবাটীতে রহিলাম। রাত্রি অধিক হওয়ায় মাতাজী শয়ন করিলেন কিন্তু তাঁহার শয়ন প্রকৃত শয়ন নহে——যোগ নিদ্রা মাত্র! রজনী প্রভাত হইলে মাতা বলিলেন "এটাওয়া নগরীতে আমার এক শিষ্য আছে তাঁহাকে দেখিবার জন্য অদ্যই সেখানে (Etwah) যাইতে হইবে।" "আমি তাড়া তাড়ি একটা লোকের দ্বারায় হমির সিংহের নিকট সম্বাদ পাঠাইয়া মাতার সহিত রেলওয়ে ষ্টেশনে গেলাম। টিকিট ও গাড়ির তখন বিলম্ব ছিল এইজন্য অন্যান্য পথিকের সহিত ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। পঞ্জাব প্রদেশের এক প্রকাণ্ড দেহ পালোয়ান সেখানে বসিয়া ছিল, তাহার

আগ্রা যাইবার প্রয়োজন ছিল। সে ব্যক্তি অতি মধুর স্বরে, তানলয় সমাযুক্ত একটী গীত পঞ্জাবী রাগে গাহিতেছিল—

"মেরী মন রাম্ রাম্ দোস্ রা না কোয়ী।
শান্তন্ সাথ্ বইঠি বইঠি লোকলাজ খোয়ী॥
মেরী মন রাম্ রাম্ (ইত্যাদি)"॥

মাতাজী বসিয়াছিলেন। গান শুনিতে শুনিতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন, দাঁড়াইবার পরে হাসিতে তাহার পর কাঁদিতে তাহার পরে লাফাইতে লাগিলেন। তদনন্তর নাচিতে আরম্ভ করিলেন, এবং পরিশেষে সেই পালোয়ানকে বেষ্টন করিয়া বিবশা হইয়া নাচিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ নৃত্য বন্ধ হইল কিন্তু পালোয়ান তখনও গান গাহিতে ছিল। দেখিতে দেখিতে, মাতাজী সেই পঞ্জাবের পালোয়ানের বগলে হাত দিয়া সেই বিপুলবপু পঞ্জাবীকে নিমেষের মধ্যে, পাখির পালকের মত, শূন্যে উঠাইয়া লইয়া নিজ কোলে স্থাপন করিলেন, কোলে বসাইয়া আবার নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইল। সকলেই বলিল, এই বৃদ্ধা এবং নিতান্ত কৃশাঙ্গীর দেহে বোধহয় ৫ তোলার অধিক মাংস নাই, ইহার সমস্ত দেহে কয়খানি পাংলা অস্থি মাত্র আছে, ইনি কেমন করিয়া এই বিপুলবপু পালোয়ানকে নিমেষ মধ্যে উঠাইয়া লইলেন! অহো! মহাপুরুষ এবং মহিস্বী ব্রহ্মবাদিনীদিগের অলৌকিক ক্ষমতা!! পালোয়ান বলিয়াছিল "যখন মাতাজী আমাকে কোলে লইয়া ছিলেন তখন সহস্র কমলের সুগন্ধি পাইয়াছিলাম। পবিত্র দেহ স্পর্শে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। রেলওয়ে ষ্টেশনে আলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ ধনবান উকিল মুন্সী কালী চরণের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি মাতাজী সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন "অনেকদিন পূর্ব্বে বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতোপরে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দিরে মাতাজীকে একবার দেখিয়া ছিলাম। ইনি বড় বড় বিষাক্ত সর্প ধরিয়া বিষ পান করেন এবং নদীর জলে ডুবিয়া দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত অদৃশ্যা থাকেন। ইহার শ্রীমুখ হইতে যে সকল আশীর্ব্বচন বিনিঃসৃত হইয়াছে তাহা কদাপি বিফল হয় নাই"

ইহার পরে টিকিট লইয়া আমরা বাষ্পীয়শকটে আরোহণ পূর্ব্বক এটাওয়া রওনা হইয়াছিলাম।

সম্পূর্ণ।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

শ্মশান সৈকতে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর হইতে)

প্রাবৃটের অবসিতপ্রায় দিনমানে ভগবান মরিচীমালী প্রতীচীর অঙ্কে অলক্তরাগ ঢালিয়া দিয়া ধীরে ধীরে অস্তাচলচূড়া অবলম্বনে প্রয়াস পাইতেছিলেন; প্রাচীমূলে যতদূর দৃষ্টি চলে, অনন্ত অম্বরে অকূল অন্ধকারের অনন্ত স্তর লইয়া প্রবল পবন প্রলয়কালীন প্রচণ্ড রুদ্রমূর্ত্তিতে গর্জ্জিয়া আসিতেছিল, আনমনে এই বিকট বিভীষিকায় আমার দৃষ্টি পতিত হইল। সহায়, সম্পদ, সাথী ও ভরসাহীন সেই অম্বর প্রান্তস্পর্শী প্রকীর্ণ অকূল প্রান্তরে আমি দশদিক মেঘের তিমিরাপেক্ষাও ঘোরতর অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম; প্রবল পবনাপেক্ষা আমার নৈরাশ্য ভীতি-বায়ু সহস্রগুণ অধিকবেগে ক্ষুদ্র ও ক্ষুব্ধ-হৃদয় মধ্যে ভীমঝঞ্ঝাঘাতোদ্বেলিত অনন্ত আলোড়ন উপস্থিত করিল! তদ্দিবস ঊষার প্রাক্কালেই বিহগ বিহগীর প্রথম শব্দস্ফুরণের মুহূর্ত্তে, বায়স-দম্পতি খাদ্যান্বেষণে বৃক্ষান্তরাল হইতে ভূতলে অবতরণ করিবার পূর্ব্বেই জীবনপ্রভাতের তমবিধ্বংসী সূর্য্যস্বরূপ দুর্গাক্ষরদ্বয় স্মরণ পূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্রোদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিলাম। পথিমধ্যে বহুস্থলে বহু সাথীর সহিত পরিচয়,

ঘনিষ্ঠতা এবং আত্মীয়তা পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল ; এক্ষণে এই সঙ্কট সন্ধ্যাসময়ে এ ঝঞ্ঝাব্যাকুল ঘনতাড়িত শূন্য প্রান্তরে একক কণ্ঠাগত প্রাণ ভীতচিত্ত অতি দীন দশায় পতিত হইয়াছি, এত সাথী ছিল তাহারা কোথায় ? আমার বাসস্থল হইতে কর্ম্মস্থল খুব বেশী দূরে নয় ; নিলয় হইতে আসিতে দুইটি বর্ত্ম নির্দ্ধারিত আছে, এক বর্ত্ম অতি সঙ্কীর্ণ, তাহা অরণ্য মধ্যদিয়া তটিনী তীরে তীরে আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, অপরটি সুপ্রশস্ত এক প্রকাণ্ড প্রান্তর অতিক্রম করিয়া বিরাট অজাগরের ন্যায় বিঘোরে নিদ্রা যাইতেছে ; আমি নানাপ্রকারে সুবিধা বিবেচনা করিয়া এই শেষোক্ত বর্ত্ম অবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম। অনেক পথিক এপথে আসিয়া অকালে করাল কাল-কবলের কুটিল কুক্ষিগত হইয়াছে ইহা প্রবাদের ন্যায় অতি রাষ্ট্র, তথাপি কর্ম্মস্থলে সত্বর পঁহুছিব মনে করিয়াই হউক অথবা মোহভ্রান্তি বশতঃ যে কোন কারণেই হউক এই পথেই পথিক অধিক চলাচল করিয়া থাকে এবং আমিও করিতে ছিলাম, এখন বুঝিতে পারিলাম কত হতভাগ্য পথিক অবশেষে আমার ন্যায় এই অকূল প্রান্তরে সহায় হীন অবস্থায় অতি তীব্র পীড়নে প্রাণ ত্যাগ করিয়া এ পাপ পথের প্রকট মহিমার পরিপ্রকাশ ও পরি-বর্দ্ধন করিয়াছে !

বাত্যা ও বৃষ্টি ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া আসিল ; তিমিরের উপর তিমির ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া সারা বিশ্বসৃষ্টি প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিল, সূর্য্য অনেকক্ষণ নিবিয়া গিয়াছেন, অনন্তদিশি বিকটতম তিমিরে আবৃত হইল, আমিও মন্দ ভাগ্যকে কোটী ধিক্কার প্রদান করতঃ সেই অনন্ত তিমিরের অতল গর্ভে কোথায় মিশাইয়া গেলাম তাহা আপনিই বুঝিতে পারিলাম না, কেবল তীব্র অনুতাপের বহ্নি হৃদয় মধ্যে জ্বলিয়া সেই খানে তীব্র আলোক ও অন্ধকারের ভীষণ যুদ্ধ চলিতে ছিল, তাহার উদ্বেল আলোড়নে আমি জানি না কখন যেন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম।

সিবার বিকট চিৎকারে যখন জ্ঞানোদয় হইল, আমি অনুভব করিতে লাগিলাম, আমি যেন ক্রমশঃ কোথায় সরিয়া যাইতেছি, ধরিত্রী কি পাপভার সহিতে না পারিয়াই আমার পৃষ্ঠতলে চকিত গমনে অপসৃতা হইতেছেন !— ভাল বুঝিলাম না কিন্তু আমার অবশ পদযুগলে ও বাহুদ্বয়ে বিষম বেদনা অনুভব

করিতে লাগিলাম। বহুকষ্টে হস্ত সঞ্চালনে জানিতে পারিলাম সেই বিকট অন্ধকারে সেই সুবিঘোর প্রলয় কালে কোনও প্রকার নাতি বৃহৎ জীব আমাকে সবলে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে! তখনও মুসলধারে বৃষ্টি ও ভীমবেগে ঝঞ্ঝা বহিতেছিল, তৎকালীন অবস্থায় সত্বরেই সন্দেহ হইল — জগৎসৃষ্টির আজি শেষ দিন! এমন সময়ে গগণ মণ্ডলের ঘোর তিমির চকিতে বিদারণ করিয়া চপলা তীব্র ভাবে হাসিয়া উঠিল, পরক্ষণে ব্যোম প্রদেশ বিরাট দৈত্যের ন্যায় বিকট ভৈরব গর্জ্জনে সে হাসির অনুকরণ করিতে গিয়া বিশ্বসৃষ্টি আমূলে প্রকম্পিত করিয়া তুলিল! পরক্ষণে ঘোরতর অন্ধকারে দিগন্তর এবং বিকটতর ভীতিতে বিশ্বচরাচর আবৃত হইয়া পড়িল। সেই চপলাচমকে আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে দেখিতে পাইলাম, অসংখ্য নরকপাল এবং নরকঙ্কাল সঙ্কুল মৃদঙ্গার কাষ্ঠাপাধানসমাকীর্ণ ভীষণ শ্মশানে আমি শিবাশ্রেণী কর্ত্তৃক পরিবাহিত হইতেছি, ইহার পরক্ষণেই আমাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে! তন্মুহূর্ত্তে—রোষ, ঘৃণা অনুশোচনা, অনুতাপ ও যন্ত্রণার তীব্র জ্বালায় আমার শরীরে বলের সঞ্চার হইল, ক্রোধোন্মত্ত হইয়া আত্মরক্ষা মানসে আমি সতেজে শিবা-দশন-পংক্তি হইতে পদ ও হস্ত যুগল মুক্ত করিবার নিমিত্ত প্রাণ পণ প্রয়াস পাইতে লাগিলাম, শক্তি হারি আনিল, দলে দলে শিবা আসিয়া আমার হস্ত পদ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমন কি মস্তক এবং নাসিকা পর্য্যন্ত দৃঢ়দংশন করিয়া ধরিল; বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া আমি আবার অজ্ঞান হইলাম। * * * * *

উপরে, আরও উপরে, আরও উর্দ্ধে বড় তীব্র জ্যোতি জ্বলিতেছিল, একাদশ রুদ্রতেজ শতগুণ করিলেও তাহার তুলনা হয় না! আমার নেত্র ঝলসিত হইল, হৃদয় মুগ্ধ হইল, অনন্ত তিমির কোথায় লুকাইয়াছে, সেই দিব্য জ্যোতি প্লাবিত বিশ্বতলে জ্যোতির্ম্ময়ের উদ্দেশে চিত্ত সংগত করিয়া নেত্র মুদ্রন পূর্ব্বক আমি প্রণাম করিলাম।—চক্ষু চাহিতেই সম্মুখে একি বিরাট মূর্ত্তি! মহাপুরুষ আমার হস্ত ধারণ করিয়া উঠাইয়া উপবেশন করাইলেন। শিবাগণ সুদূরে অতিদূরে সরিয়া গিয়াছে, যেন বিকট শ্মশানক্ষেত্র সুমধুর দিব্য গন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া মধুর নৃত্যে হাসিতেছিল! আমি নবজীবন লাভ করিলাম, জ্যোতির্ম্ময়ের চরণে লুটাইয়া প্রণাম করিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম! বিরাট পুরুষ আমাকে ইঙ্গিত করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে লাগিলেন, আমিও মুগ্ধ

চিত্তে নীরবে তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

কিয়দ্দূর অতিবাহিত হইলে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বলিতে লাগিলেন, সেই অমৃতনিস্যন্দিনী অথচ সুগম্ভীরা ভাষালহরী মহামুণী নারদের বীণাধ্বনির ন্যায় পবন হিল্লোলে অমিয়া বহন করিয়া ছুটিতে লাগিল—"বৎস! তোমার সহধর্ম্মিনীর নিমিত্ত তোমার হৃদয় কিছুমাত্র ব্যাকুল হয় কি? সেই হতভাগিনীর স্মৃতি তোমার মনোমন্দিরে ক্ষণতরেও স্থান পায় কি?"—আমি শিহরিয়া উঠিলাম, বিরাট পুরুষ বলিলেন—"ভয় নাই বৎস! হের, ইহা মহা শ্মশান, এখানে ক্ষুদ্র নাই বৃহৎ নাই, উচ্চ নাই নীচ নাই, মহৎ নাই হীন নাই, ধনি নাই দীন নাই, এখানে কেহ কাহাপেক্ষা ছোটও নহে কেহ বড়ও নহে, সৃষ্টির ইহা সাম্যভূমি, অক্ষুন্ন অটুট শান্তির অটল ক্ষেত্র। এখানে বিষয়-বাসনা তিলার্দ্ধের জন্যও মনে স্থান পায় না, প্রকট বৈরাগ্যের আস্তরণে ইহা আদ্যন্ত আবৃত। এই যে নরকপাল দেখিতেছ, বৎস! বলিতে পার পরক্ষণে তোমার ঐ চিক্কণ কুঞ্চিত চিকুরদাম পরিশোভিত মস্তকের অবস্থা এরূপ হইবে না? তবে ভেদজ্ঞান কেন? কর্ত্তৃত্বাভিমান কেন? বিলাস বাসনা সম্ভোগে এত প্রবৃত্তি কেন? সৃষ্টির প্রতি এত অত্যাচার কেন? আশ্রিতের প্রতি এত পীড়ন কেন? কিসে তুমি তোমার পত্নী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? কিন্তু যাক্—ইহা মহাশ্মশান, ইহার সৈকত-ভূমি পরিপ্লাবিত করিয়া এই যে বিশালকায়া তটিনী সদা নৃত্যশীল মৃদু বীচিমালা লইয়া উত্তাল ভাবে সাগর পানে ছুটিয়াছে, কত লক্ষ লক্ষ, অযুত অযুত নরের পরিণাম ইহারই পবিত্র নীরে বিধৌত! বৎস! তোমার কি ঐ শান্ত সলিল সদাস্নিগ্ধপ্রাণ সুশীত তটিনীর শান্তগর্ভে ডুবিয়া মরিতে সাধ যায় না?" আমি সেই অনন্ত বিস্তৃত সমুদ্র সদৃশ ভীমা তরঙ্গিনীর প্রতি সভয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মস্তক অবনত করিলাম, আবার শিহরিয়া উঠিলাম।—সাধু বলিলেন—"বৎস! চাহ পশ্চাতে ঐ সেই প্রান্তর, উহা পাপভূমি, কেন ওপথে প্রবেশ করিয়াছিলে? কেন নিরাপদ শান্তিময় সেই বক্রপথে কর্ম্মস্থলের অনুসন্ধান কর নাই? ছি! মানব কি অলস! কি অকষ্ট সহিষ্ণু! সতত কষ্টলাঘব প্রয়াসী, হা মূর্খ! সাধন কি বিলাসের বস্তু? স্বর্ণ দগ্ধ না হইলে কি বিশুদ্ধ হয়? সে পথ আপাতঃ দুর্গম বলিয়া ফিরিলে কেন? পরিণাম যে তার অক্ষয় অক্ষয়ানন্দময়!

সাশ্বত শান্তি! কেন এপথে মরিতে আইলে? আপাতঃমধুর পাপরসে ডুবিয়া আজি হের চরম পরিণামে এই মহাশ্মশানে অকালে জীবন বিসর্জ্জন করিতে বসিয়াছ—হা অন্ধ! কিন্তু যেমন সাধুর পরিত্রাণ ও দুষ্টের দমন জন্য যুগে যুগে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া থাকেন তেমনই অনুতাপানলে প্রায়শ্চিত্তোন্মত্ত পাপীর উদ্ধার জন্য উপযুক্ত সময়ে তাঁহার শক্তি নিয়োজিত হইয়া থাকে, এস বৎস,—সহসা তীব্র বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল, আবার পরিষ্কার; আনত নয়নে চলিয়াছি, শৈলের পর শৈল, তাহার উপর শৈল, আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই; সেই অনাদিমধ্যান্ত শৈলের স্তূপগাত্রে গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় নরকঙ্কাল নামিতেছে, উঠিতেছে আবার নামিতেছে একি দৃশ্য!—

"থামো, বৎস! আমি তোমায় পাপভূমি হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি, অনুতাপের তীব্র বহ্নিতে তোমার পাপরাশি পুড়িয়া গিয়াছে, নয়ন জলে ভস্মরাশি ধৌত হইয়া তোমার চিত্ত এখন বিমল, এস বৎস! তোমায় অনন্তধামে লইয়া যাইব। ঊর্দ্ধে ঐ সুনীল প্রশান্ত গগণ, নিম্নে এই শৈলস্তর, তার নিম্নে সুজল সুফলা শস্যশ্যামলা ভূমি—বৎস জগতের এই কেন্দ্রস্থানে দাঁড়াইয়া তোমার পত্নীর কথা মনে পড়ে কি?"—আমার পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে ব্রহ্মমূর্দ্ধের কেশ গাছি পর্য্যন্ত স্পন্দিত হইয়া উঠিল; আমি বসিয়া পড়িলাম, বলিলাম "প্রভু ক্ষমা করুন!"

নিশব্দে শৈলান্তরালে সম্মুখে বিস্তৃত দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বলিলেন এই নরকপাল সমূহ জীবাত্মা, এতকাল সাধনা করিয়াছে, অন্ত সিদ্ধি লাভে ইহারা স্বর্গবাসের অনুমতি প্রাপ্ত হইল, ঐ দেখ স্বর্গদ্বার খুলিয়াছে!—দেখিলাম সেই অসংখ্য নরকঙ্কাল অশরীরী জ্যোতির ন্যায় অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ক্রমাগত স্বর্গদ্বার অতিক্রম করিতে লাগিল, সকলে চলিয়া গেলে দ্বার পুনরায় সশব্দে রুদ্ধ হইল। আমরা তখন দ্বারের নিকট, প্রভু বলিলেন তুমি আজি সশরীরে স্বর্গে গমন করিবে, বৎস! ঐ পূর্ব্বদিকে জ্যোতি আসিতেছে উহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।—

ধীরে জ্যোতি নামিয়া আসিল,—একি মূর্ত্তি! আমি চকিতে নেত্র মুদ্রিত করিলাম তুমি আমায় ক্ষমা কর!—কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, আমি আবার অচৈতন্য হইলাম। জ্ঞানোদয়ে দেখিলাম, দেবীমূর্ত্তি আমারই চরণতলে, নেত্রনীরে

আমার চরণ বিধৌত করিয়া দিতেছে, দেবি! তোমায় এত সুন্দর কখনত দেখি নাই! একি করিতেছ প্রাণেশ্বরি?

*   *   *   *   (ক্রমশঃ)

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট—আদ্ধা।

বন্দে গোবিন্দং নন্দগোপ নন্দনং ;—
মল্লিকা মালতী,   ফুল্ল যাতী যুথী,
বন ফুল মাল ভূষণং ;
রাস রস রঙ্গ,   রসিক ত্রিভঙ্গ,
গোপাঙ্গনা মনোরঞ্জনং ;
শ্যাম মুরহর,   গিরিবর ধর,
ব্রজবাসী-ভয় ভঞ্জনং ;—
পদ ভূষণ মঞ্জুল মঞ্জীর,
মঞ্জু মুকুট শোভিত শীরঃ,
অঞ্জন রঞ্জিত নয়ন সুন্দর,
নবঘন গঞ্জিত বরণং ;
বলয় শোভিত বাহু যুগল,
শ্রবণে দুলিত কনক কুণ্ডল,
কুঙ্কুম চন্দন ভূষিত ভাল,
কটীতটে কিঙ্কিনী ধারণং ;—
পরিহিত চারু পীত বাস,
গোঠ মাঠ চারী শ্রীনিবাস,
নটবর সুঠাম রাখাল বেশ,

গোপাল—ব্রজ গোপাল পালনং ;

যোগীজন গীত গুণ বিমল,
রাখাল বান্ধব,—কৃষ্ণ দয়াল,
যমুনা পুলীন—তমাল তল,—
চারু নিকুঞ্জ চারণং ;—

বিকট খল কালীয় দমন,
মধুর মোহন মুরলী বাদন,
রাধিকা রমণ মদন মোহন,
শ্রীবৎসলাঞ্ছন কৌস্তভ ধারণং,

দামোদর দুখ ভার বারণ,
দীন—তাপিত—পাতকী শরণ,
কলুষ হারণ রজনী দিন,
ভুবন জন ভাবনং।

শ্রীরজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য।

৯ম ভাগ। 2 চৈত্র, ১৩০৮। [১২শ সংখ্যা

মহাজনো যেন গতঃ স

পন্থা

নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রী কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি এল্, ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
এম-এ, বি-এল্ সম্পাদিত।

কলিকাতা, ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০
নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

Printed by Narain Chandra Hazra, at the
RUPENDAR PRINTING WORKS,
42, Baloram Majumdar's Street, Calcutta.

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

৫ম ভাগ। | চৈত্র ১৩০৮ সাল। | ১২শ সংখ্যা।

স্তোত্রপুষ্পাঞ্জলিঃ।

স্তব-পঞ্চকম্।

(১)

"নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়,
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈত তত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়" ॥

সচ্চিৎ স্বরূপ তুমি তুমি বিশ্বাশ্রয়,
বিশ্বরূপাত্মক প্রভু তুমি জ্ঞানময়।
তুমি নিত্য-সনাতন, তুমি মুক্তি-প্রস্রবণ,
সর্ব্বঘটে ব্যাপ্ত তুমি অদ্বৈত নির্গুণ
পরব্রহ্ম, করি তোমা নতি পুনঃ পুনঃ ॥ ১ ॥

(২)

"ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্" ॥

তুমি একমাত্র দেব শরণ্য বিশ্বের,
তুমি একমাত্র প্রভু বরেণ্য ভক্তের ;
তব রূপ বিশ্বভূমি, নিখিল কারণ তুমি,
সৃজন পালন লয় তোমারি কৌশল,
নির্ব্বিকল্প পরাৎপর বিরাট অটল। ২ ॥

(৩)

"ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্" ॥

তব নামে ভীতি ভীত, আপদ-দমন ;
জীবের পরমাগতি, পাতার পাবন ;
জীবের পরম পদ তাহার বিধানে রত
তুমি বিভু ; ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ সবাকার
রক্ষক-রক্ষক তুমি ব্রহ্মাণ্ডের সার ॥ ৩ ॥

(৪)

"পরেশ ! প্রভো ! সর্ব্বরূপাবিনাশিন্ !
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ! ব্যাপকাব্যক্ত তত্ত্ব
জগাভাষকাধীশ ! পায়াদপায়াৎ" ॥

তুমি সত্য পরমেশ ! চির অনশ্বর ;
ইন্দ্রিয়ের অনির্দ্দেশ্য, অগম্য, দুস্তর।

অক্ষর, ব্যাপক তবু অব্যক্ত অচিন্ত্য প্রভু ;
অখিল বিশ্বের নাথ কর পরিত্রাণ
সংসার সঙ্কট হ'তে তাপীর পরাণ ! ৪ ॥

(৫)

"ত্বদেকং স্মরামস্তদেকং ভজামঃ
ত্বদেকং জগৎ সাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং বিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্বুধিপোতং শরণং ব্রজামঃ" ॥

একমাত্র ভবসাক্ষীরূপ এ ধরায়
স্মরণ ভজন নতি করি গো তোমায়।
সৎ তুমি বিশ্বপতে ! দীনাশ্রয়, তব পদে
লইনু শরণ, ভব জলধি অসীমে
তরণী সমান তুমি তার আজি দীনে ॥ ৫ ॥

ইতি তন্ত্রোক্ত স্তবপঞ্চকং সমাপ্তং।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

গুটিকতক সাধনার কথা।

(৪)

ভয়।

গীতায় উক্ত আছে "ভয় ও উদ্বেগ হইতে যে মুক্ত সে আমার প্রিয়।" ভয় ও উদ্বেগ কি কারণে সাধনার বিঘ্নকর সে বিষয়ে ২।১টি কথা বলিব।

প্রথমতঃ ভয় ও উদ্বেগ এক জাতীয় মানসিক ভাব। এতদুভয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এই বুঝা যায় যে ভয় ও উদ্বেগের বিভিন্নতা কেবল

শক্তির তারতম্য অনুসারে হয়। উভয়ের মূলে কোন বিশিষ্ট ঔপধিক ভাবের সংরক্ষণ চেষ্টা অন্তর্নিহিত আছে। ঐ ভাবের প্রতিকূল শক্তি হইতে যে সংরক্ষণ বৃত্তি উদয় হয় সেই বৃত্তির তামসিক ভাব ভয় বলিয়া গণ্য হয় ও রাজসিক ভাবকে উদ্বেগ বলে। জীবাত্মা স্বীয় সৎচিৎ ও আনন্দ শক্তির স্ফুরণের জন্য সর্ব্বদা ইচ্ছা করে। ঐ স্ফুরণ বা প্রকাশ জন্য উপাধি সকলের আবশ্যকতা আছে। সুষুপ্তিতে যেমন সাধারণ মনুষ্যের কোন প্রকার জ্ঞান থাকে না সেইরূপ অপ্রবুদ্ধ জীবাত্মা প্রথমে আপনাকে চিনিতে পারে না ও সেই জন্য আপনাকে চিনিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া বহির্ম্মুখীন বৃত্তির সাহায্যে বহির্জগতে আসিয়া বস্তু বিশেষকে উপাধিজ্ঞানে অবলম্বন করিয়া তাহাতে প্রতিবিম্বিত স্বীয় স্বরূপের স্বাদ আস্বাদন করিতে চায়। এইরূপে মায়ার বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া জীব আপন অস্তিত্ব অনুভব করিবার প্রত্যাশায় বস্তুবিশেষকে অবলম্বন করে। আমি স্বরূপতঃ কে তাহা জানি না কিন্তু ইহা দেখিতে পাই যে উপাধি বিশেষ ও বস্তুবিশেষের সাহায্যে আমার আমিত্ব কিয়ৎ পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট হয়। আত্ম স্বরূপের অসীমতা গ্রহণ করিতে সক্ষম না হইয়া বস্তু বিশেষের সাহায্যে প্রতিবিম্বিত ভাবের সাহায্যে আপনাকে সসীম করিয়া সেই সসীম প্রতিবিম্বে স্বরূপ অনুভব করিতে চেষ্টিত হই। যে পদার্থে আভ্যন্তরীণ অহং ভাবের বিকাশ হয় তাহাকে শ্রেয় ও প্রেয় বলিয়া বিবেচনা করি এবং যাহাদ্বারা এই যে প্রতিবিম্বিত ভাবের অপলোপ হয় তাহাকে অপ্রিয় ও অনিষ্টকারী বলিয়া জ্ঞান করি। প্লেগ হইলে মানুষ বাঁচে না অর্থাৎ স্থূল শরীরের পতন অনিবার্য্য। কিন্তু তাহাতে ভয়ের কারণ কি? স্থূলদেহে আত্মাভিমান থাকাতে এবং স্থূল দেহ ভিন্ন সূক্ষ্ম কারণাদিদেহের কোন জ্ঞান না থাকাতে আমরা স্থূল দেহের দ্বারা প্রকাশিত অহং ভাবকে কেবল মাত্রও এক আমি বলিয়া জ্ঞান করি এবং সেই জন্য স্থূল শরীরের লোপ হইলে অহং জ্ঞানের লোপ হইবে এই বিশ্বাসে স্থূল দেহ সংরক্ষণের চেষ্টা পাই। যাহা হইতে স্থূল দেহ সংরক্ষণের কোনরূপ আশঙ্কা উৎপন্ন হয় সেই সকল পদার্থকে আমরা প্রতিকূল বলিয়া জ্ঞান করি ও তাহাদের হাত হইতে পলাইবার চেষ্টা করি। কিন্তু যখন ঐরূপ প্রতিকূল ভাবাপন্ন কোন বস্তু আমাদের সমীপস্থ তাহার হইলে হয় আমরা পলাইবার জন্য ও প্রতিকূল বস্তুর নিরাশ করিবার

জন্য যে মানসিক চেষ্টা করি তাহার নাম উদ্বেগ। কিন্তু যখন কোন প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারি না তখন স্থূল শরীর অবশ্যম্ভাবী ও তৎসঙ্গে অহং জ্ঞানের বিনাশ সিদ্ধান্ত করিয়া একেবারে শক্তিশূন্য হইয়া পড়ি। এই অবস্থার নাম ভয়। সুতরাং দেখা গেল উদ্বেগ রাজসিক ও ভয় তামসিক। একই বৃত্তির দুই রূপ মাত্র। এই দুইই সাধারণতঃ ভয় নামে অভিহিত হয়। এক্ষণে দেখা গেল ভয়ের মূলে বস্তু বিশেষে জীবাত্মার অত্যন্ত আসক্তি বা অভিমান বর্ত্তমান আছে। দ্বিতীয়তঃ ঐ আসক্তি নিবন্ধন অনুকূল ও প্রতিকূল এই দুই ভাবে শক্তি সকলের বিভাগ হয়, তৃতীয়তঃ প্রতিকূল শক্তি হইতে বস্তু বিশেষ সংরক্ষণের চেষ্টা। এই তিনটী ভয়ের প্রধান কারণ এবং ভয় জয় করিতে হইলে এই তিনটিকে দূর করিতে হইবে।

বিবেক ও তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা মানব অল্পে অল্পে আপনাকে ভগবৎ স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারে। বস্তুতঃ বস্তুজ্ঞানের নাম তত্ত্বজ্ঞান, এই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মানব সর্ব্বভূতে ঈশ্বরের চিৎশক্তির বিকাশ দেখিতে পায়। এমন কোন বস্তু নাই যাহার মূলে ঈশ্বর চৈতন্যের সত্তা নাই। প্রশান্ত সমুদ্র এক ভাবাপন্ন হইলেও যখন বায়ুর ক্ষুভিত হয় তখন আপন এক ভাবের পরিবর্ত্তে বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারের তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। প্রত্যেক তরঙ্গগুলি সমুদ্র হইতে ভিন্ন দেখা যায় কিন্তু স্বরূপতঃ তাহা নহে কেবল বায়ুর সাহায্যে ক্ষণিক ও পরিণামী ভাবে বিকৃত হইয়া ঐরূপ দেখায় সেইরূপ এক ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন প্রকার তত্ত্ব তন্মাত্র এবং তদধিষ্ঠাতা দেবগণ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া কল্পিত হয়। এইরূপ ভাবে দেখিলে সকল বস্তুই ঈশ্বরের রূপান্তর বলিয়া দেখা যায় এবং পৃথক পৃথক বস্তু মধ্যে অনুকূল ও প্রতিকূল ভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্যই উপনিষতে বলা হইয়াছে যে:—

"তত্র কঃ শোক কঃ মোহ একত্বম অনুপশ্যতঃ"।

জ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে একত্ব অনুভব করিয়া পৃথক চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া যেমন ভয়ের হাত এড়াইয়া যান সেইরূপ ভক্তও ভক্তির সাহায্যে সেই তথ্যে উপনীত হন। আধুনিক কালে যাহা ভক্তি বলিয়া গণ্য হয় এ ভক্তি তাহা হইতে পৃথক। এ ভক্তির মূলে গুপ্তভাবে একত্ব জ্ঞান লুক্কাইত আছে। এ ভক্তিতে স্বতন্ত্র চেষ্টার স্থান নাই ও ধনং দেহি পুত্রং দেহি শত্রুং জহি বলিয়া

প্রার্থনাও নাই। ভক্তির নামে স্বকার্য্য সাধন চেষ্টা নাই। রামপ্রসাদের কালী ভক্তি ও প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তির দৃষ্টান্তে এই ভক্তি অনুভব করা যায়। প্রহ্লাদ সকল বস্তুতে হরিজ্ঞান করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নিকটে বিষ অনল প্রভৃতি আপাততঃ প্রতিকূল ভাবে প্রতীয়মান বস্তু সকল তাহার ক্ষতি করিতে পারে নাই। সর্ব্ব পদার্থে ঈশ্বর জ্ঞান থাকিলে এবং ঈশ্বরকে সর্ব্ব পদার্থে দেখিতে চেষ্টা করিলে ও স্বতন্ত্র চেষ্টা বা স্বার্থ সিদ্ধির সংকল্প না থাকিলে কোন বস্তু হইতে ভয়ের উদ্রেক হয় না। তখন সাধক বলিতে পারেন "ছুঁওনারে ওরে সমন আমার জাত গিয়াছে"। প্রতিকূল বস্তু নিকটস্থ হইলে তাহার নিকট হইতে পলায়ন চেষ্টা বা তাহার নিরাশ চেষ্টা করিলে ও ঐ চেষ্টা সুফল দান করিলে ভয় আপাততঃ যাইতে পারে বটে কিন্তু ভয়ের কারণ দূর হয় না।

অনুকূল ও প্রতিকূল এই বিকল্প জ্ঞানে ভয়ের সৃষ্টি। সুতরাং যতদিন এই জ্ঞান থাকিবে ও তন্মূলক স্বতন্ত্র চেষ্টা থাকিবে তত দিন ভয় দূর হইবে না। মানবের পক্ষে ঐ প্রকার চেষ্টা স্বাভাবিক কিন্তু সাধক হইতে গেলে এই স্বাভাবিক ভাব পরিত্যাগ করা চাই।

অনুকূল ও প্রতিকূল সর্ব্ব বিষয় ভগবানকে অর্পন অর্থাৎ তাঁহা হইতেই এই দুই ভাব সৃষ্টি হইয়াছে এই বিশেষঃ জ্ঞান যাহাতে আইসে সেইরূপ সাধনা-দ্বারা ভয়ের নিবৃত্তি হয়। আমি অসীম ও ভগবৎ স্বরূপ সুতরাং অনুকূল ও প্রতিকূল ভাবের অতীত এই জ্ঞানটী বিপদ সময়ে মনে রাখিলে দ্বন্দাতীত একত্ব ভাবের সাধন পক্ষে বিশেষঃ সুবিধা হয়। অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে চিত্ত আসক্ত হইয়া গেলে তখন আত্মজ্ঞান থাকে না কিন্তু এই জ্ঞানের দ্বারা অল্পে অল্পে আত্মানত্ম বিবেক সুসিদ্ধ হইলে পরে সর্ব্বকার্য্যে ভগবানে অর্পন সম্ভব হয়। আমার আত্মজ্ঞান ভয়ে লোপ হইলে কে আর ভগবানে অর্পন করিবে। সুতরাং সর্ব্ব প্রথমে এই জ্ঞান সাধন আবশ্যক ও ঐরূপ সাধনা করিতে করিতে স্বরূপ স্ফুরণের সহিত আত্মজ্ঞান দৃঢ় হয়। আমি পদার্থ অন্য বস্তুর সহিত সম্পর্ক স্থাপনে স্বীয় শক্তি প্রকাশ করে। যে বস্তুর সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হয় তদনুযায়ী রূপ প্রাপ্ত হয় এবং আত্ম শক্তির স্ফুরণও তদ্রূপ হয়। বিনশ্বর ক্ষণস্থায়ী উপাধি বিশেষের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত করিলে আত্মজ্ঞান ও বিনশ্বর এবং ক্ষণস্থায়ী হয়। সেই জন্য জ্ঞানী ব্রহ্মের সহিত এবং ভক্ত

ভগবানের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত করিয়া আত্মজ্ঞান দৃঢ় করে। কিন্তু ভয় দূর করিতে হইলে সুধু আপনার সহিত সম্পর্ক স্থাপিত করিলে হইবে না। সকল বস্তুর সহিত ভগবান বা ব্রহ্মের সম্পর্ক স্থাপিত করা চাই। ভগবান জীব ও বস্তু সকলের সমন্বয়ে ভয়ের দূর হয়। এই জন্য তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যক। আধুনিক ভক্তেরা তত্ত্বজ্ঞান পরিহার করিয়া সাধনা করিতে অগ্রসর হন কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণরূপে সমন্বয় সাধনা হইতে পারে না। সেই জন্য ভাগবতে বলা হইয়াছে যে "তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা ভয়কে পরাজয় করিবে"।

অনঙ্গরামের গুরুভাই।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-চরিত।

পূর্ব্বাভাস।

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥"

বেদ সকল বিভিন্ন, স্মৃতি সকল বিভিন্ন; সে ঋষি, ঋষিই নহেন, যাহার মত ভিন্ন নহে, ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহাতে নিহিত, মহাজন যে পথে গিয়াছেন, সেই পথই পথ।

ধর্ম্ম কি? যাহা স্বরূপকে ধারণ করে, তাহাই ধর্ম্ম। যে বস্তু যাহা, তাহাই তাহার স্বরূপ। যাহার দ্বারায় সেই স্বরূপ, স্বরূপে অবস্থিত, তাহাই সেই স্বরূপের ধর্ম্ম।

মহাজন কে? যিনি আত্ম স্বরূপ ধর্ম্মে ধর্ম্মী হইয়া, ভগবৎ স্বরূপ ধর্ম্মে ধর্ম্মী তিনিই মহাজন।

গুহা কি ? সেই মহাজন যে আকর হইতে আত্ম ধর্ম্মে ধর্ম্মী হইয়া ভগবৎ ধর্ম্মে ধর্ম্মী তাহাই গুহা।

পন্থা কি ? মহাজন কর্ত্তৃক অবলম্বনীয় রূপে প্রদর্শিত উপায়ই পন্থা।

ঋত্বিক চতুষ্টয় সম্পন্ন যজুর্ব্বেদ নামক এক মাত্র আদি বেদই নারায়ণ প্রসূত। চারি ঋত্বিক দ্বারা নিষ্পাদ্য চাতুর্হোত্র যজ্ঞকর্ম্মের বিধান সকল, তাহাতে সন্নিবেশিত থাকায়, আদিকালে ঋত্বিক চতুষ্টয়ের স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধান ঐ একমাত্র যজুর্ব্বেদ হইতেই সংগৃহীত হইত।

পরে দ্বাপর যুগে ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হইলে, তাহা নিবারণার্থ দেবগণ ভগবান নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইলে, ভগবান ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মানভিজ্ঞদিগের ধর্ম্ম বিজ্ঞানের নিমিত্ত ঐ এক বেদকে বিভাগ করত প্রথমে চারি ভাগ অর্থাৎ ঋক, সাম, যজু এবং অথর্ব্ব, পরে চতুর্ব্বিংশতি, এক শত, এক সহস্র ও দ্বাদশ প্রকার ভাগ করত সেই বেদার্থ নিরূপণ হেতু বেদের সারাংশ সংগ্রহপূর্ব্বক ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করেন। কারণ সত্যযুগে নারায়ণ প্রবর্ত্তিত যে জ্ঞান, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে তাহার কিঞ্চিৎ অন্যথা হয় বটে, কিন্তু গৌতমের শাপে সেই জ্ঞানের বিপর্য্যয় ঘটে।

যজ্ঞকার্য্যে অধ্বর্য্যু, হোতা, উদগীতা, ব্রহ্মা এই চারি ঋত্বিকের প্রয়োজন। তন্মধ্যে যজ্ঞের বেদী নির্ম্মাণ প্রভৃতি যজ্ঞ শরীর সম্পাদন অধ্বর্য্যুর কর্ম্ম, এই কর্ম্মকে অধ্বর ক্রিয়া বলা হয়। নির্ম্মিত বেদীতে হোমাদি যজ্ঞালঙ্কার সম্পাদন হোতার কর্ম্ম, ইহাকে হোতৃক্রিয়া বলা হয়। হোমাদির সমকালে বিষ্ণুস্মরণাদি উদগাতার কর্ম্ম, এই কর্ম্মকে উদগার কর্ম্ম বলা হয় এবং উল্লিখিত কর্ম্ম সকলের ত্রুটী সংশোধন ও পর্য্যবেক্ষণ ব্রহ্মার কার্য্য, ইহাকে ব্রহ্ম কর্ম্ম বলা হয়।

অধ্বর্য্যুর কর্ম্ম ঋক বেদোক্ত হোতার কর্ম্ম,—যজুর্ব্বেদোক্ত উদগাতার কর্ম্ম সাম বেদোক্ত এবং ব্রহ্মার কর্ম্ম অথর্ব্ববেদ নির্দ্দেশ করেন। ব্রহ্ম কর্ম্ম অথর্ব্ব বেদোক্ত হইলেও ব্রহ্মা সর্ব্ব কর্ম্ম পরিদর্শক হেতু তাঁহার সর্ব্বত্রেকেই সম অধিকার।

এই সকল কর্ম্মের সৌকার্য্যার্থই বেদ প্রথমত ভাগ চতুষ্টায় বিভক্ত হয়েন, পরে অধ্যাপক ঋষিদিগের শিষ্য প্রশিষ্য ভেদে ঋগাদি প্রত্যেক বেদই আবার বহু শাখায় বিভক্ত হইলেও পরিশেষ আর এক প্রকার সর্ব্বনাশকর বিভাগ

সঙ্ঘটিত হয়, ত্রিগুণময়ীর গুণ সকল বাহ্য জগতের ন্যায় অন্তর্জগতেও নিজ নিজ সামর্থ্য প্রকাশ করিয়া থাকে, তদনুসারে মানবের প্রবৃত্তির ভেদ ও তাহা হইতে অধিকার ভেদ জন্মে।

সত্বগুণের প্রাবল্যে অনুকূলা প্রবৃত্তি, রজগুণের প্রাবল্যে তটস্থা প্রবৃত্তি, তমগুণের প্রাবল্যে প্রতিকূলা ও উদাসীনা প্রবৃত্তি স্বতঃই জন্মিয়া থাকে।

শাস্ত্রে, শাস্ত্রোক্ত বিষয়ে, গুরুবাক্যে যে রোচনীয়া প্রবৃত্তি তাহাই অনুকূলা, ঐ সকল অনুসন্ধানাত্মিকা যে প্রবৃত্তি তাহাই তটস্থা এবং ঐ সকল দ্বেষময়ী ও উপেক্ষময়ী যে প্রবৃত্তি তাহাই প্রতিকূলা ও উদাসীনা।

অনুকূলা প্রবৃত্তি হইতে সাত্বিক অধিকার, তটস্থা প্রবৃত্তি হইতে রাজস অধিকার এবং প্রতিকূলা ও উদাসীনা প্রবৃত্তি হইতে তামস অধিকার জন্মে। যাঁহার যে রূপ অধিকার তিনি বেদার্থ সমালোচনায় সেইরূপ ব্রত ধারণ করতঃ, কাম দুঘশ্রুতি হইতে তদ্রূপ অর্থেরই দোহন করিয়া থাকেন। এইরূপে বেদের অর্থ ভেদ এবং তজ্জন্য সম্প্রদায় ভেদ ঘটিয়াছে। স্মৃতি সকল ঋষিগণ কর্তৃক স্মৃত বেদার্থ নির্ণায়ক গ্রন্থ। যে ঋষি যে অর্থের গ্রাহক, তাঁহার প্রচারিত স্মৃতি ও শিষ্য পরম্পরায় সেই অর্থই প্রচার করিয়া থাকেন। এইরূপেই বিভিন্ন মত বোধক বিভিন্ন আর্য্য দর্শন শাস্ত্রের প্রচার। একটী দর্শন, অপর দর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী। অতএব অতি গূঢ় ধর্ম্মতত্ব মানব হৃদয়ে সহসা প্রকাশ পাইতে পারে না। এই নিমিত্ত শ্রীভগবৎ প্রেরিত মহাজনগণ সময়ে সময়ে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যে পথ প্রদর্শন করান, তাহাই অনুসরনীয়। কালভেদে প্রেরিত মহাজনগণের ও আবার বিভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে কালে যেরূপ মহাজনের প্রয়োজন সেই কালে সেইরূপ মহাজনেরই আবির্ভাব হইয়া থাকে। মহাজনগণ অবতীর্ণ হইয়া যে পথ প্রদর্শন করান তাহাও সময়োপযোগী। সকল সময়েই একপ্রকার পথ প্রদর্শিত হয় না। এই নিয়মেই ধর্ম্ম সংস্থাপন কার্য্য আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে।

বর্ত্তমান কালের নাম কলিযুগ। এই কলিযুগে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে পর পর চারি জন বৈষ্ণবমত প্রবর্ত্তক মহাজন জন্মগ্রহণ করেন। তদনুসারে বৈষ্ণবগণ প্রধানতঃ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। উক্ত চারি সম্প্রদায়েরই জন্মভূমি

দাক্ষিণাত্ব প্রদেশ। প্রথমে শ্রী-সম্প্রদায় মত প্রবর্ত্তক রামানুজ স্বামী হইতে রামানুজ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। পরে ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের মত প্রবর্ত্তক মধ্ব স্বামী হইতে মধ্ব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। তৎপরে রুদ্র সম্প্রদায় মত প্রবর্ত্তক বিষ্ণু স্বামী হইতে রুদ্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। শেষ সনক সম্প্রদায় মত প্রবর্ত্তক নিম্বার্ক স্বামী হইতে স্বনামে প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। উক্ত সম্প্রদায় চতুষ্টয় মূলতঃ এক হইলেও উহাদের পরস্পর সজাতীয় ভেদ না থাকিলেও, স্বগত ভেদ অপরিহার্য্য। কাল ভেদাদি নিবন্ধন অধিকার ভেদই উক্ত স্বগত ভেদের কারণ। যিনি যে কালে আবির্ভূত হয়েন তিনি তৎকালোযোগী অধিকার-যোগ্য মত বিশেষের প্রচার করেন বলিয়াই, প্রতি সম্প্রদায়ে ঐ ভেদ দর্শিত হয়। কালক্রমে যখন উক্ত সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের পরস্পর মত সন্নিপাতে বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে একটী বিষম সাঙ্কর্য্য উপস্থিত হইল, যখন উক্ত সাঙ্কর্য্য বশতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিলুপ্ত হইতে বসিল, তখন অপর একটী নবীন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হইতেই ঐ নবীন শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়।

ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষ পঞ্চ উপাশক সম্প্রদায়ের প্রচার ক্ষেত্র। বেদই উক্ত পঞ্চ উপাশক সম্প্রদায়ের জন্মভূমি। দেবীসূক্ত হইতে শাক্ত সম্প্রদায়ের, রুদ্রসূক্ত হইতে শৈব সম্প্রদায়ের, সূর্য্যসূক্ত হইতে সৌর সম্প্রদায়ের, গণেশ সূক্ত হইতে গাণপত্য সম্প্রদায়ের এবং বিষ্ণু সূক্ত হইতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি। উপাস্য গত, ও উপাসনা প্রণালীগত পরস্পর ভেদ পরিলক্ষিত হইলেও উহাদের মূল এবং উদ্দেশ্য একই, একই বেদ শাস্ত্র হইতে, একই পরব্রহ্মের উপাসনার্থ পঞ্চ উপাশক সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। উপাশকের যোগ্যতা অনুসারেই উক্ত ভেদের সৃষ্টি। স্বয়ং ভগবানই ঐ সৃষ্টির কর্ত্তা। কারণ কালের গতি অপ্রতিরোধ্য। পরম কারুণিক পরমেশ্বর জীবের কল্যাণের নিমিত্ত অধিকার ভেদে বিভিন্ন উপাসনা প্রণালী প্রচার করিলেও এমনি জীবের দুরাদৃষ্ট তাহাতেও জীব পদস্থির রাখিতে পারিল না, স্বীয় স্বীয় অধিকার উপযোগিনী নিষ্ঠায় পতিত হইয়া প্রকৃত কর্ত্তব্য উপাসনা ফেলিয়া বাহ্য আড়ম্বর লইয়াই ব্যস্ত হইল। তখন শাক্তগণ মুক্তিদায়িনী শক্তির উপাসনা ভুলিয়া পশ্বাচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

"মদ্যং, মাংসঞ্চ, মৎস্যঞ্চ মুদ্রা মৈথুন মেব চ
মকার পঞ্চকর্ম্মৈব মহাপাতক নাশনম্।"

ইহাই সিদ্ধান্ত হইল। শৈবেরাও ইষ্ট উপাসনা ভুলিয়া অভিশপ্ত শিবব্রত ধারণপূর্ব্বক পাষণ্ড পর্ব্বের প্রবর্ত্তক হইলেন।

সৌরেরা সবিতার উপাসনা ভুলিয়া লিঙ্গোপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। গাণপত্যেরা বিঘ্নেশের পূজা ভুলিয়া বক্রতুণ্ড ঢুণ্ডিরাজ মূর্ত্তি লইয়াই ব্যস্ত হইলেন, বৈষ্ণবেরা তদ্রূপ ইষ্টদেবতা ভুলিয়া ঝোলা মালাই পুরুষার্থ বোধে তজ্জনিত অহঙ্কারে আপনাদের অস্তিত্ব ডুবাইলেন। তখন পঞ্চ উপাসনার সাঙ্কর্য্য উপস্থিত হইল। প্রত্যেক উপাসক সম্প্রদায়ই তন্ত্রের দোহাই দিয়া নানা ব্যভিচারে অধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিলেন। সেই কালেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রবর্ত্তিত শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের আবির্ভাব কাল। তৎকালে যে কেবল পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ের সাঙ্কর্য্য তাহা নহে পরন্তু নিখিল ধর্ম্ম সম্প্রদায় মধ্যেই এইরূপ বিষময় ফল ফলান সংসার উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। উহার শান্তি অন্যের অসাধ্য জানিয়াই করুণাময় ভগবান শ্রীচৈতন্যরূপে তখন উদিত হইলেন। শ্রীভগবানের আবির্ভাবের সহিত তাঁহার পরিবার-বর্গেরও আবির্ভাব হইল কারণ ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধ নিত্য। পরিবার-বর্গের মধ্যে কাহার আবির্ভাব শ্রীভগবানের পূর্ব্বে কাহারও পরে কারণ প্রয়োজন অনুসারেই সে আবির্ভাবের পূর্ব্বাপরীভাব। আমরা আজি সেই পরিবার মধ্যবর্ত্তি যে ভগবৎ প্রিয় বিগ্রহের মহিমায় কৃতসঙ্কল্প, সেই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কিঞ্চিৎ অগ্রেই জানিতে হইবে। তাহার জীবনগত লৌকিকালৌকিক কার্য্যের ধারাবাহিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই হতভাগ্য দেশে চতুঃশতাধিক বৎসরের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস প্রাপ্তির আশা করাও দুরাশা মাত্র। অতএব এক্ষণে তাহার মঙ্গল চরিত্র ইতিহাস বর্ণনায় লেখনী যতই অগ্রসর হউক না কেন ফলে অসীম সমুদ্রের কণামাত্রই অঙ্কিত হইবে। তবে বৈষ্ণব সাহিত্যের কৃপায় যতদূর সম্ভব ততদূর সে চরিত্র মহিমার লেখনী না সঙ্কুচিত হয়, সে জন্য আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও, তাহার ইচ্ছাতেই কার্য্য হউক, এই আমাদের প্রার্থনা।

তবে যিনি শ্রীভগবানের লীলা সহায় দ্বিতীয় বিগ্রহ, জীবাত্মার কারণ পরমাত্মা, যিনি শ্রীশ্রীচৈতন্য অবতারে প্রেম বিতরণের সহায়ভূত, সেই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জীবনীর যে প্রয়োজনীয়তা তাহা পাঠকবর্গকে বিজ্ঞাপিত করিতে না হইলেও যে নিত্যানন্দ প্রভু এই ভক্তিরস বিবর্জ্জিত নীরস সংসারকে এককালে বিপুল প্রেম বন্যায় ভাসাইয়াছিলেন, যাহার নিরুপাধী কৃপা জগতে অতুলনীয় যিনি বাল্যাবধি মায়া বর্জ্জিত সন্ন্যাসী হইয়াও নিজ প্রয়োজন অভাবেও জীবের কল্যান সাধনে প্রোঢ়াবস্থাতেও দুরন্ত সংসারসাগরে প্রবেশ করত: ভাবি জীবের নির্ম্মল ধর্ম্মবর্ত্মের অগ্রণী হইয়াছিলেন, যাঁহার প্রসাদে এই উনবিংশশতাব্দির নগণ্য ভারত স্বয়ং কালের করাল কবল হইতে মুক্ত হইয়া জীবকে ভীষণ সংসার সাগর পারের উপায় নির্দ্দেশ করতঃ সমগ্র পৃথিবীকে ঐ উপায় দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে, সেই মহাপুরুষ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রের জীবনী ভক্তিহীন সামান্য আমি। আমাদ্বারা সে কার্য্যের সম্পাদন কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহাই এখন ভাবিবার বিষয়। কারণ ভক্তি ভিন্ন ভক্তাধীন ভগবানের চরিত্র অঙ্কনে লৌকিক চরিত্রই অঙ্কিত হইবে সে ব্যথা ভক্তে ব্যথাই দিবে। নিতাই চরিত্র সর্ব্বত্র ঘোষিত হউক, সে ঘোষনায় জীব ভক্তি মহিমায় তাহার ধর্ম্মে ধর্ম্মী হউক ভক্তমাত্রেই এ আনন্দ চিন্তায় আনন্দিত বটে আমিও তাহাতে আনন্দিত হইয়া এ দুরূহ কার্য্যে ব্রতী বটে কিন্তু ভক্তি চরিত্র আঁকতে সে ভক্তি আমাতে কোথায়? তাই তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষায় যোড়করে সপরিবার ভগবানের কৃপা প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান, সে আশীর্ব্বাদ ভিন্ন কোন পঙ্গু কবে গিরি লঙ্ঘন করিয়াছে? কোন বামন কবে অধরচাঁদের সুধা পিয়িয়াছে? যাঁহার হৃদয়ে যতই অহঙ্কার থাকুক না কেন অনন্ত আকাশে যে যতদূরই অগ্রসর হউক না কেন, অনন্ত পক্ষে সে নিত্য কণাস্বরূপই থাকিবে কারণ কণাস্বরূপই তাহার স্বরূপ তাই আমি আজ লেখনী ধরিয়া সেই আশীর্ব্বাদ অপেক্ষায় ভক্তকৃপায় ভিক্ষুক ভক্ত কৃপাই সে আশীর্ব্বাদের আকর্ষণ সূত্র হউক। কারণ কে যেন আমায় বলপূর্ব্বক এই অনধিকার চর্চ্চায় এই ধৃষ্ঠতা প্রকাশে নিয়োজিত করিতেছে।

আমি তাহাতে অবশ হইয়া ভাবি ভক্তগণ দ্বারে নিত্যানন্দ চরিত্রের পূর্ব্ব

সূত্রের সূচনা করিলাম, জানি না ইহাতে কোন ফলানুসন্ধানে কোন ফল ফলিবে।

অনন্ত সংসারে নিত্যানন্দ অনন্ত। আমাদের বর্ণনীয় নিত্যানন্দ কে? উপক্রমণিকা মধ্যেই তাহার ঈঙ্গিত করিয়াছি কিন্তু তাহাতে তাঁহার স্বরূপ আবরিতই আছে। কারণ যাঁহার আবির্ভাবে এই ভারতবর্ষ এই পৃথিবী ধন্য, স্বয়ং ভগবানের নিজ কার্য্য সম্পাদনের সহায়রূপে যাঁহার অবতার, শ্রীভগবানের ইচ্ছাই যাহার অবতরণের হেতু, যিনি মানবরূপে শ্রীভগবানের বিলাশ মুর্ত্তি বা প্রকাশ বিশেষ, যাহার তত্ব ব্রহ্মাদিদেবগণের ও দুর্জ্ঞেয় সে ঈঙ্গিতে তাহার স্বরূপ আবরিতই আছে। তাই আমরা অগ্রে তাহার স্বরূপ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

দরবারে মহাত্মা গঙ্গাগীর অঘোরী।

একদা কোন রাজপুত যুবকের প্রখর বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় তাঁহার যাহা কিছু ছিল সমস্ত শ্রীকৃষ্ণার্পণপূর্ব্বক ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে গির্ণার পর্ব্বতে মহাত্মা গঙ্গাগীর অঘোরীর আশ্রমে তাঁহার শরণাগত হইলেন। আমিও তৎকালে সেই মহাপুরুষের আশ্রিত ছিলাম। রাজকুমারের বাহ্য অবয়ব যেরূপ মনোহর অন্তঃকরণও তদ্রূপ নির্ম্মল ছিল। তিনি আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতে লাগিলেন। একদা আমি তাঁহাকে বলিলাম "স্নেহ মমতা ত্যাগ করিলেও ত্যাগ হয় না, আপনিত সকলের প্রতি স্নেহ মমতা ভুলিয়াছেন কিন্তু আমাকেত' স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারেন না?" কোমলহৃদয় সাধু হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন—"স্নেহ মমতা সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ থাকিলে বন্ধনের কারণ হয় বটে, কিন্তু যখন উহা

ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ না থাকিয়া সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক ব্যক্তি সাধারণের সম্পত্তি হয়, তখন ঐ স্নেহমমতা বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়ে এবং পিঞ্জর মুক্ত কেশরীর ন্যায় স্বাধীনতা ও মহত্ব প্রাপ্ত হয়।" আমি সাধুর এবম্প্রকার উদারতার কথা শ্রবণে অতি আনন্দিত হইলাম এবং মুক্তকণ্ঠে হাস্য করিতে লাগিলাম। অতঃপর সাধু বলিলেন—"আজ আমাকে মহারাজজি (গঙ্গাগীর) দরবারে যাইতে হইবে বলিয়াছেন, তোমাকে কি কিছু বলিয়াছেন?" আমি উত্তর করিলাম—"এখন পর্য্যন্ত আমাকে কোন আদেশ করেন নাই, আদেশ না পাইলেও আমিও যাইব।"

সাধু—তাঁহার বিনা অনুমতিতে?"

আমি—"হাঁ"।

সাধু—"যদি তিনি কুপিত হন"?

আমি—"জ্ঞানী ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার বিলাসের দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া অথবা অপর দ্বারা সদা প্রপীড়িত হইয়াও কখন আনন্দিত বা ক্রোধান্বিত হন না। তাঁহারা বাহিরে কঠিন বলিয়া প্রতীত হন বটে কিন্তু অন্তরে অতিশয় কোমল।"

আমাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে মহারাজজি আমাকে ডাকিয়া একটী কার্য্যবিশেষে নিয়োজিত করিলেন। সেই কার্য্য সমাধা করিয়া আসিতে আসিতে দরবারে যাইবার সময় হইয়াছিল, দেখিলাম মহারাজজি ও রাজকুমার দরবারে যাইতে প্রস্তুত হইতেছেন। আমরা সকলে দরবারে গমন করিলাম। মহারাজজি সমাগত অপরাপর সকল মহাত্মার সহিত নবাগত রাজপুত সাধুর পরিচয় করিয়া দিলেন। তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া কহিলেন—"তাত, যদি তোমার মনে কোন সন্দেহ থাকে তাহা এই দরবারে নির্ব্বৃত্ত করিয়া প্রবুদ্ধ হও"। এতচ্ছ্রবণে রাজকুমার পুলকিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"ভগবন্! সংসারজ্বালা নিবারণের উপায় কি? আমাকে অনুকম্পা-পুরঃসর বলিতে আজ্ঞা হউক"। উত্তর—"স্বরূপদর্শন অর্থাৎ আত্মাকে অবগত না হওয়ায় এই সংসার সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়, তাঁহাকে অবগত হইতে পারিলেই সকল দূর হইয়া যায়, আত্মদর্শনলাভে ইহা নষ্ট হইয়া যায় আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যাহা কোন বস্তু তাহার একেবারে নাশ হয় না, তাহার কিছু না কিছু প্রকারান্তরে বিদ্যমান থাকে। এই সংসার কোন

বাস্তবিক বস্তু নহে, কেবল স্বরূপ বোধ না থাকায় মনের ভ্রান্তিমূলক দীর্ঘ সংস্কার প্রবাহ মাত্র। পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলেন এই জগৎ ইন্দ্রজাল, স্বপ্ন, মরুভূমিস্থ মরীচিকা, অথবা রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় আত্মায় কল্পিত হয়, ইহা বাস্তবিক কিছুই নহে। মহাত্মা তুলসীদাস বলেন :—

চৌপাই।

সেহি জানে জগ্‌ যার হেরাই
জাগত যথা স্বপ্ন ভ্রম যাই ॥

তাঁহাকে (আত্মাকে) জানিলে জগৎ হারাইয়া যায়। যেমন জাগরিত হইলে স্বপ্ন মিথ্যা ও ভ্রম বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ এই জগৎ স্বয়ং মিথ্যা ও ভ্রমমূলক, ইহাতে জ্বালা ও যন্ত্রণা কিরূপে সম্ভবিতে পারে? তোমাকে উপদেশ-প্রসঙ্গে একটী আখ্যায়িকা বলিতেছি মন দিয়া শুন।

একদা এক মেষপালক কোন পর্ব্বতগুহায় একটী ব্যাঘ্রশাবক পাইয়া মেষদিগের সহিত তাহাকে লালন পালন করিয়াছিল। ব্যাঘ্রশিশু বড় হইল কিন্তু দীর্ঘসংস্কারবশতঃ তাহার আচরণ মেষদিগের মত হইল, সে আপনাকে মেষ বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। একদিন জঙ্গলে মেষসকল চরিতেছিল হঠাৎ একটী ব্যাঘ্রের আগমনে সমস্ত মেষ প্রাণভয়ে প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল। তাহাদের অনুকরণে ব্যাঘ্রশাবকও দৌড়িতে লাগিল। কিন্তু ব্যাঘ্র মেষদিগকে আক্রমণ না করিয়া ব্যাঘ্রশিশুর পথাবরোধ করিল, তাহাকে বলিল—"তুমি পলাইতেছ কেন?" ব্যাঘ্রশিশু উত্তর করিল—"তোমাকে দেখিয়া, যেহেতু তুমি আমার মেষকুলের শত্রু"। ব্যাঘ্র বলিল—"পুত্র! তুমি কদাচ মেষ নহ—কুসংস্কারবশতঃ ভ্রমে পড়িয়া আপনাকে মেষজ্ঞান করিতেছ, তুমি তোমার স্বরূপ অবগত নহ। তুমি যদি আপনাকে চিনিতে সক্ষম হইতে জানিতে পারিতে যে আমি তোমার স্বজাতি এবং মেষগণ তোমার বিজাতি। আচ্ছা, একটী কাজ কর। তুমি আমাকে ও মেষগণকে দেখিতেছ, কিন্তু আপনাকে দেখিতে পাইতেছ না। একবার অদূরে তড়াগের জলে তোমার মুখ দেখিয়া আইস। স্বরূপ দর্শন হইলে সমস্ত ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবে। তোমার স্বরূপ যদি মেষের মত হয় তখন জানিবে তুমি তাহাদের স্বজাতি, যদি আমার

মত হয় তাহা হইলে আমার স্বজাতি। কেমন ভাল কথা নয়"? ব্যাঘ্রশাবক বলিল—"মহাশয়, যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়াছেন, আমি তাহাই করিতেছি"। এই কথা বলিয়া যেমন ব্যাঘ্রশাবক জলে আপনার স্বরূপ দেখিল অমনি তাহার সুদীর্ঘকালব্যাপী সংস্কার দূর হইল। তখন সে মনে মনে বলিতে লাগিল অহো! ভ্রমের কি প্রবলতা, আমি এত দিন কি ভ্রমেই পতিত হইয়াছিলাম, ব্যাঘ্র হইয়া মেষ সাজিয়াছিলাম। তখন ব্যাঘ্র বলিল "আর ভাবিতেছ কি, এখন তোমার অবিদ্যা দূরীভূত হইয়াছে, এস এখন আমরা উভয়ে এক একটী করিয়া মেষদিগকে ভক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হই"।

এই আখ্যায়িকা শুনাইয়া মহাত্মা গঙ্গাগীর বলিলেন ঐ ব্যাঘ্র গুরু যেরূপে ব্যাঘ্রশাবককে স্বরূপ দর্শন করাইয়া সুখী ও কৃতার্থ করিয়াছিল, হে বৎস! মহাত্মগণও তদ্রূপ দেহাভিমানী জীবকে স্বরূপ দর্শন করাইয়া অবিদ্যা-মোহরূপ চিরমিথ্যা সংসার জ্বালা যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার করেন এবং আত্মার ঐক্যজ্ঞান জন্মাইয়া সংসার ভাব ও দেহভাব নিবৃত্ত করেন। তখন জীবের দীনতা ও হীনতা বিদূরিত হয়। সে আর লঘুচেতা থাকে না বরং সে আপনাকে তখন ভূমা মহান্ আত্মা বলিয়া নিশ্চয় জ্ঞান করে।

প্রশ্ন—দেব! সেই আত্মা কি প্রকার?

উত্তর—হে প্রিয়দর্শন!

সৎ	চিৎ	আনন্দ
অস্তি	ভাতি	প্রিয়
জ্ঞান	জ্ঞেয়	জ্ঞাতা
ধ্যান	ধ্যেয়	ধ্যাতা
পিতা	পুত্র	পবিত্রাত্মা
The Permanance.	The Knowledge.	The Bliss.
ভক্ত	ভগবান্	ভাগবত

সেই এক, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অনন্ত, অনাদি, অচল, হজ, অক্রিয় ও অব্যয় একমাত্র আত্মাই পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ প্রকারে বিরাজমান আছেন। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই তুমি। বেদাদির মহামন্ত্র ও মহাবাক্য দ্বারা তাহা স্পষ্ট ও বিশেষ রূপে বুঝিতে পারিবে। সাবধান চিত্তে শ্রবণ কর:—

ঋগ্বেদ—"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"
যজুর্ব্বেদ—"অহং ব্রহ্মাস্মি"
সামবেদ—"তত্ত্বমসি"
অথর্ব্ববেদ—"অয়মাত্মাব্রহ্ম"

} বেদের মহামন্ত্র সকল।

মহাবাক্য—"সোঽহম্"

,,　"ইন্নাহুও ইয়া মনহু" (আর্বি ভাষায় সেই আমি বা আমিই সেই)

,,　"খুদ খোদা" (পার্সি ভাষায় "আমিই প্রভু")

,,　"অয়নল্ হক্" (আর্বিভাষায় "আমি ব্রহ্ম")

সেই আত্মাই একমাত্র বস্তু, সেই আত্মাই তোমার Self, তাঁহাতে নাম রূপ আরোপিত বা কল্পিত হইলে জগৎ প্রপঞ্চনামে খ্যাত হয়। জ্ঞানের জ্যোতির উদয় হইলে যুক্তি ও বিচারের দর্পণে স্বীয় স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। তখন নাম ও রূপের মিথ্যাত্ব স্পষ্ট অনুভূত হওয়ায় জগৎপ্রপঞ্চ বা দেহপ্রপঞ্চের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আর থাকে না। জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন ঃ—

"The atmon is a vast ocean and hands, feet &c., are icebergs floating on it; when the sun of wisdom comes, they too get dissolved in the ocean of self and lose their names and forms." তখন জীবব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, "একমেবাদ্বিতীয়ম্", "একব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাস্তি" "One without the second," এই মহাবাক্যগুলির মর্য্যাদা বুঝিয়া জীবন্মুক্ত ও বিদেহ—পদবাচ্য হওয়া যায়। অদ্য এই পর্য্যন্ত, যাহা শ্রবণ করিলে, তাহা মনন কর। আগামী দরবারে আবার আলোচনা করা হইবে। রাত্রি বেশী ছিল না বলিয়া দরবার ভঙ্গ হইল।

(ক্রমশঃ)

জনৈক হিন্দু।

(•)

পাগলের প্রলাপ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৬১)

কামক্রোধাদি ক্ষুধাতৃষ্ণানিদ্রার মত শারীরধর্ম্ম, যতদিন শরীর থাকিবে, ততদিন থাকিবে; তবে শরীরের ধর্ম্ম যে তোমার ধর্ম্ম নয়, এই জ্ঞান দৃঢ় করিবার অভ্যাস করিতে পারিলে কতকটা উহাদের হাত এড়ান যায়, অথবা উহাদের গতির প্রবণতা ফিরাইতে পারিলেও কতকটা উহারা অনুকূল হয়। কামনা করিতে হয়, জগজ্জীবের মঙ্গল কামনা কর, ক্রোধ করিতে হয়, পাপের উপর কর, লোভ করিতে হয়, ভগবৎপ্রেম সুধাপানে কর, মোহ হয়, ভগবৎনামশ্রবণে হউক, এইরূপ প্রকারে কামক্রোধাদিকে নিজের সঙ্গে টানিয়া লইতে পারিলে আর উহাদের পরাজয় করিবার আবশ্যকতা থাকে না।

(১৬২)

ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করাই জীবের পরমধর্ম্ম। ইহা ভিন্ন ধর্ম্ম কি, তাহা বলিতে পারি না। 'সকলই তাঁহার ইচ্ছা, আমার আবার ইচ্ছা কি?' এইরূপ যে ভাবিতে পারিল, সেই যথার্থ যোগী; মানুষত নিত্য কতই ইচ্ছা করে, কতই সঙ্কল্প করে, কিন্তু দাঁড়ায় অন্যরূপ। মানুষের ইচ্ছা বিড়ম্বনা, বাতুলতা, অবিদ্যা। পাপপুণ্য, ভালমন্দ, ন্যায়অন্যায়, বিচার করা জজের কার্য্য, সাধুর কার্য্য নয়। বিদ্যা অবিদ্যা সকলই তাঁহার ইচ্ছা আর তিনি মঙ্গলময়। দর্শনশাস্ত্র যেখানে শেষ হয়, সেইখান হইতে ধর্ম্মের আরম্ভ। ধর্ম্ম তর্কবিচারের গোচরীভূত বিষয়ই হয়, তাহা নিত্য শুদ্ধ ও স্বতঃসিদ্ধ। ন্যায়অন্যায় ভালমন্দ, পাপপুণ্য ন্যায়শাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য; সাধু যিনি তিনি উদাসীন, নিরপেক্ষ ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সর্ব্বসঙ্কল্পত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যাস।

(১৬৩)

যা' হয়ে গেছে, যা' হচ্চে, যা' হবে, সবই ভালোর জন্য। শুধু তোমার ভালোর জন্য বা আমার ভালোর জন্য নয়, জগতের ভালোর জন্য। মন্দ মনে করাই পাপ, মন্দ আশঙ্কা করাই পাপ, মন্দ কল্পনা করাই পাপ, সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা, মঙ্গলময়ের ইচ্ছা কখনই মন্দ হইতে পারে না।

(১৬৪)

বেদান্তের অদ্বৈতবাদ আমার ভাল লাগে না। 'অহংব্রহ্মাস্মি' এ কথা আমার প্রাণে লাগে না; আমি যাঁহাকে পাইলে পরিতৃপ্ত হই, আমার ধ্যান জ্ঞান জপ তপ সকলই যাঁহাকে পাইবার জন্য, তিনি কখন আমি হইতে পারি না। তিনি যদি আমি হইব, তবে ত আমি পূর্ণ অখণ্ড অভাবশূন্য। তবে আর তাঁহাকে পাইবার জন্য জানিবার জন্য আমার এত ইচ্ছা এত আগ্রহ কেন? সেই পূর্ণ ব্রহ্মের কখনও অভাববোধ সম্ভব নহে। যতক্ষণ জ্ঞান থাকিবে, ততক্ষণ জ্ঞেয় বস্তুরই জ্ঞান হইবে; জ্ঞানাতীত বস্তুর জ্ঞান কিরূপে সম্ভবে! জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধই জ্ঞান, যতক্ষণ জ্ঞান থাকিবে, ততক্ষণ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক হইতে পারে না। সুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার উপলব্ধি হয় না। 'অহং ব্রহ্ম অস্মি' বলিলে প্রথমতঃ দ্বৈতভাবের কথাই বলা হইল; কারণ অহং ও ব্রহ্ম এই দুইটী বস্তু আছে, প্রথমেই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। যখন আমি ছাড়া জগতের যাবতীয় বস্তুতে ব্রহ্ম উপলব্ধি হইবে, তখনই জানিবে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে। দেখ ভাই, মিছরি হইতে যাইও না, তাহাতে সুখ নাই, পিপীলিকা হইও, যে মজা পাইবে। ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন, 'চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।'

(১৬৫)

মা! আমার অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে তুমি থাকিলেও তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, তাই বলি, মা! এ আঁধার প্রাণের ভিতর একবার তোমার প্রেমের আলো জালিয়া দাও, তা' হ'লে যদিও তোমাকে সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট

দেখিতে না পাই, তথাপি চাইকি, তোমার ক্ষণিক আবছায়াও দেখিতে পাইব, নতুবা অন্ধকারে কি কখনও ছায়া পড়ে?

(১৬৬)

যে আলো পাইয়াছে, সে আর জগতে কোথাও অন্ধকার দেখিতে পায় না, কারণ সে যেখানে যায় সে স্থান তৎক্ষণাৎ তাহার নিজের আলোকে আলোকিত দেখে; সেইরূপ প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি কাহাকেও অজ্ঞান দেখেন না, তাঁহার প্রাণের জ্যোতিতে তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রভাসিত দেখেন।

(১৬৭)

দুগ্ধ হইতে ঘৃত একবার নিষ্কাসিত হইলে আর তাহা পুনরায় কখনই দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হয় না; সেইরূপ যে একবার এই সংসারের বাহিরে দাঁড়াইতে পারিয়াছে, তাহার আর কখনও সংসারে লিপ্ত হইবার ভয় থাকে না।

(১৬৮)

শিশুর হাসি, প্রেমের আঁখি, সাধুর জ্যোতিঃ, বন্ধুর প্রীতি, আর স্বর্গের ছবি ইহাদের কোন্‌টী যে কি তাহা চিনিবার যো নাই।

(১৬৯)

লোকে বলে 'শব''টা মায়ের চরণস্পর্শে "শিবত্ব" লভিয়াছে; আমি বলি, না, সেই দেবাদিদেব মহাদেবই আমার মায়ের পায়ে জীবন সঁপিয়া "শবত্ব" প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(১৭০)

মা! চক্ষু বুজাইলে তোর কালোরূপ দেখি, আর চাহিলে তোর আলোরূপ দেখি; তাই বাঁচিয়া আছি, নতুবা তোর তিলেক অদর্শনে প্রাণ বহির্গত হইত।

(১৭১)

সকল বিষয়ই উৎকর্ষের চরম সীমায় উপস্থিত হইলে তাহার বিকৃতির আশঙ্কা অধিকতর বৃদ্ধি হয়; ধনে দর্প, জ্ঞানে দম্ভ, প্রেমে উন্মাদ, সাধনে অভিমান তাহার নিদর্শন।

(১৭২)

মা শিশুর অভাব সকলই বুঝেন এবং শিশু তাহা অনুভব করিবার পূর্ব্বেই স্বয়ং তাহা পূরণ করিয়া থাকেন ; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে তাহার সকল আব্দার পূর্ণ করিবেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রকৃত অভাব স্বতঃই পূর্ণ হয়, কল্পিত অভাব দুই একটী পূর্ণ হইলে তাহা নিতান্তই জননীর কৃপা বলিয়া জানিও। (ক্রমশঃ।)

দোঁহামৃতলহরী।

(৯ম সংখ্যার ৩৭২ পৃষ্ঠার পর হইতে)

(১৪৬)

বহুত দ্রব্যসঞ্চয় জহাঁ চোর রাজভয় হোয়।
কাঁসে উপর বীজরী পরত কহত সব কোয়॥

যেখানে অধিক ধনরাশি সঞ্চিত থাকে, সেখানেই চৌর ও রাজভয় অধিক ; সকলে বলে কাঁসার উপরই বাজ পড়িয়া থাকে। (সম্ভবতঃ এই দোঁহাতে পুরাকালীন সৌধশিখরশোভন কংসকলস উপলক্ষিত হইয়া থাকিবে।)

(১৪৭)

ওছে নর কে পেটমে রহৈন মোটী বাত।
আধ সের কে পাত্রমেঁ কৈসেঁ সের সমাত॥

নিকৃষ্ট ব্যক্তির পেটে গুরুতর কথা থাকে না, আধসেরী পাত্রে একসের কিরূপে ধরিবে ?

(১৪৮)

প্রীতি জোসীখো, ঈখ সৌঁজহাঁ জু রস কী খান।
জহাঁ গাঁঠ তহঁ রস নহীঁ যহী প্রীতি কী বান॥

যদি প্রীতি শিক্ষা করিতে চাহ ত ইক্ষুর নিকট হইতে শিক্ষা করিও, যাহা

মধুর রসের খনি ; পরন্তু উহার যেখানে গ্রন্থী, সেখানে দেখিবে রস নাই ; ইহাই প্রীতির নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবে।

(১৪৯)

বিপত বরাবর সুখ নহী জো থোড়ে দিন হোয়।
ইষ্ট মিত্র বন্ধু জিতে জান পরৈঁ সব কোয়॥

বিপদের তুল্য সুখ নাই, যদি তাহা অল্পদিন স্থায়ী হয় ; (কারণ বিপদে পড়িলে) আত্মীয় বন্ধুবান্ধব যত আছে, সকলকেই জানা যায়।

(১৫০)

নেহ নিবাহন কঠিন হৈ ফিরো জগত সব জোয়।
বিমল প্রীতি নহিঁ দেখিয়ৈ স্বারথ লগ সব কোয়॥

স্নেহ (অহৈতুকী প্রীতি) রক্ষা করা বড়ই কঠিন ; সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিলেও বিমল প্রীতি দেখিতে পাইবে না, সকলেই দেখিবে স্বার্থ-পরবশ হইয়া প্রীতি করিয়া থাকে।

(১৫১)

অপনে অপনে করু থপৈঁ লিখি পূজত তিয় ভীতি।
সুফল ফলে মন কামনা তুলসী প্রেম প্রতীতি॥

স্ত্রীলোকেরা দেয়ালে স্বহস্তলিখিত অলিম্পন পূজা করে ; হে তুলসি ! যাহার যাদৃশ প্রেম ও বিশ্বাস, তাহার তাদৃশ মনস্কামনা সফল হইয়া থাকে।

(১৫২)

তুলসী জহাঁ বিবেক নহিঁ, তহাঁ ন কীজৈ বাস।
সেত সেভ সব একসে করর কপূর কপাস॥

হে তুলসি! যেখানে ভাল মন্দ বিচার নাই, তথায় বাস করিও না ; যেখানে বাঁশের কোঁড়া, কর্পূর ও কার্পাস প্রভৃতি সকল শ্বেত বস্তুই এক সমান, (সেখানে বাস করিও না)।

(১৫৩)

রাম নাম আরাধবো তুলসী বৃথা ন জায়।
লরিকাঈ কো পৈরবো আগে হোত সহায়॥

হে তুলসি ! রামনাম সাধন কখনও বৃথা হয় না ; যেমন শৈশবে সন্তরণ শিক্ষা করিলে পরে তাহা সহায়তা করে।

(১৫৪)

জিম পনিহারী জেবরী হৈঁচত কটৈ পষাণ।
তুলসী রসনা রাম কহু পাপ কিতক অনুমান ॥

যেমন জল তুলিবার দড়ি টানিতে টানিতে পাষাণও কাটিয়া যায়, হে তুলসি ! সেইরূপ রাম নাম উচ্চারণ করিলে কত শত পাপ খণ্ডন হয়, অনুমান করিয়া লও।

(১৫৫)

তুলসী রসনা তৌ ভলী জো তু সুমিরৈ রাম।
নাতর কাঢ়ি নিকাসিয়ৈ মুখ মেঁ ভলৌ ন চাম ॥

হে তুলসি ! রসনা তবে ভাল, যদ্যপি তাহা নাম স্মরণ করে, নতুবা তাহা ছিঁড়িয়া বাহির করিয়া ফেল, মুখে বৃথা একখণ্ড চামড়া রাখা ভাল নয়।

(১৫৬)

তুলসী বিলম ন কীজিয়ৈ ভজিলীজৈ রঘুবীর।
তন তরকস তেঁ জাত হৈ শ্বাস সারিখে তীর ॥

তুলসি ! বিলম্ব করিও না, রঘুবীর রামচন্দ্রকে ভজনা করিয়া লও ; তনুরূপ তূণীর হইতে শ্বাস সদৃশ তীর বাহির হইয়া যাইতেছে।

(১৫৭)

এৈকে সাধে সব সধৈ সব সাধে সব জায়।
জো গহি সেবৈ মূল কৌ ফূলৈ ফলৈ অঘায় ॥

এক সাধনা করিলে সকল সাধনাই করা হয়, এককালে বহুবিধ সাধনা করিতে গেলে সকল সাধনাই নষ্ট হয় ; যে যাইয়া মূল সেবা করে, সে ফুল ফলে পরিতৃপ্ত হয়।

(১৫৮)

স্বারথ সীতারাম হৈ পরমারথ সিয়রাম।
তুলসী তেরৌ দূসরে স্বার কহা হৈ কাম ॥

তুলসি! তোমার স্বার্থ পরমার্থ সকলই সেই সীতারাম; তবে আর অপরের দ্বারে তোমার কি কার্য্য ?

(১৫৯)

স্বারথ পরমারথ সুলভ সকল একহী ওর।
দ্বার দুসরে দীনতা উচিত ন তুলসী তোর॥

তুলসী! তোমার সকল স্বার্থ পরমার্থ একই স্থানে সুলভ, অতএব পরের দ্বারে দীনতা স্বীকার করা তোমার উচিত নয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্মশান সৈকতে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

"জীবিতেশ!"—নেত্র চাহিলাম, পদতলে সরোজ অভাগিনী অবিরল ধারে অশ্রু ঢালিতেছিল।—আমার হইয়াছে কি? সরোজ কিছু বলিল না, বুঝি বলিতে পারিল না; আমার ধীরে ধীরে সমস্ত মনে হইতে লাগিল।—অদ্য বৈকালে নৌকাবিহারের কথা মনে পড়িল, মনে পড়িল অনন্তনাথের সহিত আজ ঘোর সংঘর্ষ ঘটিয়া গিয়াছে, মনে পড়িল আমার নৌকা ডুবিয়াছিল—তার পর?—তার পর?—

আমি লক্ষপতির একমাত্র সন্তান। শৈশবে মাতৃহীন হইয়াছিলাম, কৈশোরে পিতা তীর্থস্থলে প্রাণত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রয়াণ করিয়াছিলেন, সংসারে আমি একমাত্র কর্ত্তা, এখন আমার বয়স প্রায় ত্রিংশবর্ষ। আমার অভিষেক ক্রিয়ার পর এই কয়েক বৎসর মধ্যেই যত প্রকার পাতক জগতে বর্ত্তমান বা গুপ্ত, তৎসমস্তের প্রত্যেকের অনুষ্ঠান করিতে আমি অণুমাত্র

পশ্চাৎপদ হই নাই; কেহ প্রতিবন্ধকও নাই। আমার সহস্র পারিষদ জুটিয়াছিল, আমি অহোরাত্র প্রতিপল সর্ব্বপ্রকার পাতকের আচরণ করিয়া আজ এই কয়েক বৎসর মধ্যেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি। আমার পাপের পরিণাম হয় না,—সর্ব্বোপরি, মদমত্তাবস্থায় বারাঙ্গনাবিমুগ্ধ মহাপাতকী আমি-আমার ধর্ম্ম পত্নীকে অপরিণয় অশেষ যন্ত্রনা প্রদান করিয়া আসিয়াছি! জানিতাম না সে হতভাগিনী সীতাসাবিত্রীতুল্যা পরম পতিব্রতা—পাপিষ্ঠ ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিবে কি?—নৌকাবিহারের পূর্ব্বে দৃঢ় রজ্জুতে বন্ধনপূর্ব্বক তাহাকে ভীষণ প্রহার করিয়াছিলাম—তার পর? মদ্যবিকৃতমস্তিষ্ক লইয়া অনন্তনাথের সহিত নৌকাবিহারে গিয়াছিলাম, তথায় পাতকীতে পাতকীতে ঘোর সংগ্রাম সংঘটিত হয়—আমার ক্ষুদ্র তরণী ডুবিয়াছিল, তটিনীর অনন্ত খরস্রোতে আমি ভাসিয়া গিয়াছিলাম, জানিনা কিরূপে উদ্ধার পাইয়াছি! সহসা সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়িল,—এ কি, আমার হস্ত অবশ, স্থানে স্থানে বিষম বেদনা, বুঝিলাম ইহা শিবাদংশনজনিত নহে, কলহকালীন লগুড়াঘাত ও অস্ত্রাঘাতজনিত। কোথা সেই মহাশ্মশান? এ কি স্বপ্ন? এ কি শিক্ষা দিলে প্রভু? এ কি লীলা তোমার!—দেবী, দেবি! সরোজ,—তুমি—তুমি!—সহসা দ্বারে কে আঘাত করিল, সরোজ উঠিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিতেই—এ কি স্বপ্ন না প্রকৃত? এ কি সত্য না ইন্দ্রজাল? প্রভু, বিরাট পুরুষ, জ্যোতির্ম্ময়! আমি কি স্বর্গদ্বারে? "তিষ্ঠ বৎস!" মহাপুরুষ একটি লতার রস আমার মুখে প্রদান করিলেন, অমৃত! আমি শরীরে নববল প্রাপ্ত হইলাম, উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলাম,—এমন সময় বাহিরে কাক ডাকিয়া উঠিল, ত্বরিতে চাহিয়া দেখি মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইয়াছেন!

সেই সুপ্রভাতে বহুদিবস পরে আমি সস্নেহে সরোজকে ডাকিলাম, দুভাগিনীর হৃদয়তন্ত্রীতে না জানি কি মধুর ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিয়াছিল! তীব্র আনন্দ সহ্য করিতে না পারিয়া সারোজ কাঁদিয়া ফেলিল, আমার ও মর্ম্ম ভেদিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস সহ অশ্রুনীর উথলিয়া উঠিল!

পরে শুনিলাম, সেই মহাপুরুষই আমাকে উত্তাল ঊর্ম্মিমাকুল নদীগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া গৃহে আনিয়া সরোজকে আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়া যান। ক্রমে ক্রমে আমি আরোগ্য লাভ করিলাম. আমার মতি গতি

সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এখন আমি স্বর্গের বিমল জ্যোতিঃতলে দিব্য ভাবে উদ্ভাসিত হইতে লাগিলাম। আমার সম্পত্তি গুলি সমস্তই নিলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল, তৎসমস্তের কোনও কোনও অংশ মুক্ত করিবার চেষ্টায় রহিলাম।

কিন্তু আমি সেই অপূর্ব্ব স্বপ্নের কথা ভুলিতে পারিলাম না। দেশে দেশে চতুর্দ্দিকে সাধ্যমত লোক প্রেরণ করিয়া মহাপুরুষের অন্বেষণ করিয়াছি, সন্ধান পাই নাই। আমাদের নিলয়ের অদূরেই ভীমসলীলা পদ্মা, তাহার তীরে শ্মশান, আমি স্বপ্নেও এই মহাশ্মশান দর্শন করিয়াছিলাম। সেই শ্মশানের পার্শ্বাতিক্রম করিয়া একটি সুপ্রশস্ত বর্ত্ম ও গিয়াছে, তাহা স্থানীয় বন্দরে পঁহুছিবার পথ। এই পথের সীমান্তে পশ্চিম প্রান্তে বারাঙ্গনাদের সারি সারি আলয়—যেন বিকট নরকধাম! আমার নিরয়জীবনের কালে আমি এই পথে আমার নরকলালসা পরিতৃপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বদা নিশীথে সমাগম করিতাম। এ পথে নানাপ্রকার অপদেবতার বিভীষিকা রাষ্ট্র থাকিলেও, তাদৃশ অরিষ্টপ্রদ লাম্পট্য ব্যবসায় নিবৃত্তি ছিল না, লম্পটেরা নিজে নিজেও এক একটী উপদেবতা বিশেষ।

আমিও আমার ঐ প্রকার পারিষদগণের মধ্যে একজন শীর্ষস্থানীয় ছিলাম। নদী হইতে নির্গত হইয়া একটি ক্ষুদ্র খাল গিয়াছে, তাহার তীরে তীরে অরণ্য ভিতর দিয়া যে সঙ্কীর্ণ পথ, তদ্দারা ব্রহ্মপুত্রের শাখামোহনায় পৌছান যায়; তাহাই আমাদের পূর্ব্বোক্ত বন্দরের শেষ সীমা; পুণ্যাত্মা তীর্থ যাত্রীগণ ব্রহ্মপুত্রের এই শাখা পথে জলযান যোগে মহাতীর্থ কামাখ্যায় গমন করিয়া থাকেন। আমার স্বপ্নে এই পথই ধর্ম্মপথ!—কি অপূর্ব্ব স্বপ্ন!

একদিন হঠাৎ সাধ হইল—ঠিক সাধ নয়, কৌতুহল হইল, এইবার শ্মশানক্ষেত্র দেখিয়া আসিব। সেই অপূর্ব্ব স্বপ্নের পর আর ত সে শ্মশান অতিক্রম করি নাই, কি যেন দুরাশা হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিল, সেই শুভ্র পূর্ণিমা নিশায় নিশীথে আমি সকলের অগোচরে ছদ্মবেশে শ্মশানমুখে চলিলাম।

অনেক পিশাচ আমাকে অতিক্রম করিল, তাহারা অপদেবতা নহে, তাহারা এক একটি জীবন্ত নরপিশাচ,—উঃ! আমিও একদিন এমনই

ছিলাম। পূর্ব্ববৃত্তান্ত মনে পড়িয়া মুহূর্ত্তেক আমার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। আমি অরণ্য প্রান্ত দিয়া চুপি চুপি বহুদূর গিয়া গভীর নিশীথে গৃহে ফিরিতেছিলাম; সেই জ্যোৎস্না পরিপ্লাবিত ফুল্ল নিশীথে বৃক্ষান্তরালে দিবস ভাবিয়া মূর্খ মুখর কোকিল ক্ষণে ক্ষণে ডাকিয়া উঠিতেছিল; শুভ্রতম সুধাংশুর স্নিগ্ধ কাঞ্চনবৎ কৌমুদিরাশি পদ্মার বীচি বিযুক্ত চঞ্চলনীরে অপূর্ব্ব ভঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া তরল সুধার ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছিল আমি মুগ্ধনয়নে আত্ম ভুলিয়া তাহাই দেখিতে দেখিতে পন্থা অতিবাহণ করিতে-ছিলাম;—সহসা আমার গতিরোধ হইল. শ্বেতবস্ত্র বিমণ্ডিত এক অতি দীর্ঘ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি পঞ্চহস্ত দূরে আমার সম্মুখে! আমি অত্যন্ত ভীত হই নাই,—সাহসী বলিয়া আমার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল নতুবা এ গভীর নিশীথে আমি কিরূপে সেই সর্ব্বজনবিদিত ভীতিক্ষেত্র মহাশ্মশানে কেবলমাত্র কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া ভ্রমণে সাহসী হইতে পারি? যাহা হউক, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলাম, বুঝিলাম, পিশাচ বা অপদেবতা নহে, ইনি সেই মহাপুরুষ! আমি ত্রস্তভাবে তাঁহাকে প্রণতিমানসে অগ্রসর হইতে না হইতেই তিনি একটি নাতিক্ষুদ্র পুলিন্দা আমার হস্তে প্রদান করিলেন; আমি প্রশ্ন করিতে যাইব, মহাপুরুষ ছুটিয়া পদ্মার বিশাল গর্ভে ঝম্প প্রদান করিলেন, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া গিয়া দেখিলাম তিনি অদৃশ্য;—উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখিলাম—আর তাঁহার দর্শন পাইলাম না। ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে গৃহপানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পথিমধ্যে শুনিতে পাইলাম—মধুর অথচ গম্ভীর স্বরে দিব্য গীতধ্বনি উঠিতেছে—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে"—ইত্যাদি—

গৃহে আসিলাম, তখন প্রায় ভোর। বাটীর সকলে আমার জন্য শশব্যস্ত, শঙ্কিত; আমি আসিয়া পঁহুছিলে সকলে শান্ত হইলেন। প্রভাতে সর্ব্বাগ্রে, সরোজকে লইয়া এক নিভৃত কক্ষে সেই পুলিন্দা উন্মোচন করিলাম—এ কি! আমার পিতার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক তাহার মধ্যে! আমার পিতার নামাঙ্কিত মোহরযুক্ত কতকগুলি দলিল!—সকলই বুঝিলাম, পিতা! পিতা!—কোথা তুমি!

* * * *

ইহার পর সেই সমস্ত দলিলবলে আমি আমার পূর্ব্বপহৃত সম্পত্তিগুলি প্রাপ্ত হইলাম এবং তদপেক্ষা আরও দশগুণ অধিক আয়ের এক বিপুল সম্পত্তি আমার হস্তগত হইল। ইতিমধ্যে শুনিলাম, তীর্থে আমার পিতার মৃত্যু রটনা সত্য ভিত্তিহীন। "কোনও সিদ্ধ পুরুষের শরণাগত হইয়া তিনি পরমপদ প্রত্যাশায় নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন।" আবার কেহ কেহ বলিল,—"তিনি তীর্থেই মৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই বিষাদ রজনী ভীম ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টি প্রপীড়িতা অন্ধতমসাময়ী থাকায় আত্মীয় স্বজন অনুচরবর্গ তাঁহার শাস্ত্রবিহিত রূপ উত্তম সৎকার করিতে না পারায় তিনি মুক্তাত্মা হইতে পারেন নাই। এতদিন নানা কারণে ইহা গোপন ছিল।" জানি না; ভগবান সর্ব্বজ্ঞ; আমি নানা সন্দেহে আকুলচিত্তে সস্ত্রীক নবতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া প্রতি স্থানে তাঁহার প্রেতকৃত্য ও পিণ্ডদান সমাধা করিয়া কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলাম। গয়ায় স্বপ্ন দেখিলাম, পিতা আসিয়া বলিলেন, "তুমি আমার ধন্য পুত্র"—পিতার আকৃতি অবিকল বিরাট পুরুষের ন্যায়!

তাহার পর শুনিতাম এবং স্বচক্ষে দেখিয়াছিও, পদ্মাতীরে যে স্থানে আমার মাতৃদেবীর শশ্মান মন্দির অর্দ্ধভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান তথায় প্রতি রাত্রে অসংখ্য পুষ্পবৃষ্টি হইয়া থাকে, পদ্মারতীর সমগ্র শ্মশান এক অপূর্ব্ব দিব্য সৌরভে পরিমগ্ন থাকে। আমি সমাধিমন্দিরের জীর্ণ সংস্কার করিলাম। তাহার পরেও বহুদিবস পর্য্যন্ত আমাদের উদ্যানবাটীর সৌধ প্রকোষ্ঠে সরোজ ও আমি নিবিষ্ট চিত্তে শুনিতে পাইতাম, মাতৃদেবীর সমাধিমন্দির চূড়ায় সেই বিরাট শ্মশান সৈকত প্রকম্পিত করিয়া, বিরাট কক্ষ পূণ্যসলীলা পদ্মার পূত সলীল উচ্ছলিত করিয়া কি এক মধুর অমিয় ঝঙ্কারে বীণাধ্বনি হইত—

"হরে মুরারে"—ইত্যাদি।

একদিবস সরোজের অভিলাষানুরূপে মন্দির সম্মুখে বহুমূল্য প্রস্তরফলক প্রতিষ্ঠা করিলাম,—তাহাতে লিখিয়া দেওয়া হইল—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥"

ইহার পর নিশীথে যে বীণা ধ্বনি হইত তাহাতে শুনিতে পাইতাম, সেই শ্মশান সৈকতে পবিত্র শান্তি ঢালিয়া দিয়া দিব্য ধ্বনি ক্ষরিত হইতেছে—

শান্তি ! শান্তি !!

শ্রীদক্ষিনারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু আপনার বশে যাঁর মনোবৃত্তি-
মনোবৃত্তি বশেস্থিত সকল ইন্দ্রিয়
[ইন্দ্রিয় সকল পুনঃ] রাগদ্বেষ শূন্য,
তেমতি ইন্দ্রিয় যোগে সম্ভোগি বিষয়ে
লভেন্ [সাধক] তিনি [চিত্তের] প্রসাদ (১৯) ॥ ৬৪ ॥
[চিত্তের] প্রসাদ যবে উপজে [সাধকে]
তখন তাঁহার সর্ব্ব দুঃখ অবসান ;
প্রসন্নচেতার বুদ্ধি [আকাশের মত-
বিস্তারিয়া চারিদিকে অচঞ্চল ভাবে
আত্মার স্বরূপে,] আশু হয় প্রতিষ্ঠিত। ॥ ৬৫ ॥
[সমাহিত নহে কভু অবস—ইন্দ্রিয়-
পুরুষ ;] অসমাহিতে না জন্মে [কদাপি
আত্মবিষয়িণী] বুদ্ধি [যারে প্রজ্ঞা বলি ;

---

(১৯) "প্রসাদ" প্রসাদম্—প্রসন্নতাস্বাস্থ্য ; শঙ্কর। শান্তি ; স্বামী। নির্ম্মলতা ; রামানুজ।

থাকুক অন্তরে প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠার কথা];
[বুদ্ধির অভাবে তথা] নহে সম্ভাবিত
ভাবনা অসমাহিতে ; [আত্মবিষয়ক
ধ্যানেরে ভাবনা কহি ;] অভাবনা পরে
নাহি শান্তি ; সুখ কোথা অশান্তপুরুষে ? ॥ ৬৬ ॥
স্বৈরচারী ইন্দ্রিয়ের একটীরো যদি
বশ্যতা স্বীকারে মনঃ, সেই একেন্দ্রিয়
হরে পুরুষের প্রজ্ঞা, [স্বৈরগতি বহি]
বায়ু যথা হরে তরি [অস্থির] সাগরে
[কি বলিব, যদি সর্ব্ব ইন্দ্রিয় বশ্যতা
স্বীকারে মানব মন, কি উৎপাত ঘটে !] ॥ ৬৭ ॥
এ নিমিত্ত, মহাবাহো, [পুনরপি বলি,—
সাধক হউক্ কিম্বা সিদ্ধই হউন,]
সকল ইন্দ্রিয় বৃত্তি যাঁর নিগৃহীত
ইন্দ্রিয় সম্ভোগ্য বস্তু হইতে অশেষে,
[জানিবা] তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত [বলি]।
[প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা, সিদ্ধ নরের লক্ষণ,
জ্ঞানের সাধন, যদি সাধকে তা ঘটে।] ॥ ৬৮ ॥
যা ইতর] সর্ব্বভূতে [অন্ধতমোময়ী]
শর্ব্বরী, [প্রসুপ্ত যাহে জন্তুকুল সদা,
তা] সংযমী (২০) [স্থিতপ্রজ্ঞ পক্ষে দিবালোক ;—
তিনি] তাহে জাগরিত ['তাঁর প্রজ্ঞা চক্ষুঃ
সতত সে পরমার্থ তত্ত্ব উন্মীলিত]:
[আর] যাহে ভূতসর্ব্ব [সর্ব্বচিতে] জাগে,—
[জাগে যথাস্বপ্নী, মোহ নিদ্রার আবেশে,]
তা শর্ব্বরী পরমার্থ দর্শী মুনি পক্ষে।

---

(২০) সংযমী—জিতেন্দ্রিয় যোগী। শঙ্কর।—

[তিনি তাহে সুপ্ত সম তাঁর প্রজ্ঞানেত্র
উলূক প্রমুখ দিবা—অন্ধ জীবমত
সে বিষয় দিবালোকে স্বতঃ নিমীলিত।
এস্থলে শর্ব্বরীরূপা আত্মতত্ত্বনিষ্ঠা,
তেমতি বিষয়নিষ্ঠা দিবালোকরূপা
অসংযমী পক্ষে, কিন্তু সংযমীর পক্ষে
তা উভয়ি বিপরীত,—বলিয়া বর্ণিত
বুঝহ বিশেষে এবে রূপক উন্মোচি।] ॥ ৬৯ ॥
[স্রোতস্বিনী] স্রোতঃপুঞ্জ চারিভিতে [বহি]
প্রবেশে সাগরগর্ভে, কিন্তু সে পূরণে
[অগাধ] বারিধি যথা নাহি অতিক্রমে
আপন মর্য্যাদা [কভু, থাকে পূর্ব্বভাবে],
তেমতি বিষয়চয় যাঁহাতে প্রবেশে,
[কিন্তু সিন্ধু সম যিনি অচল স্বভাবে
অবস্থিত,—ভোগলাভে অবিকৃতচিত,]
তিনিই লভেন শান্তি (২১) নহে ভোগকামী। ॥ ৭০ ॥
অশেষে কামনা ত্যজি বিহরেন [সুখে]
যে পুরুষ, বীতস্পৃহ [অলব্ধ অর্জ্জনে],
[তেমতি অর্জ্জিত অর্থে] মমতাবর্জ্জিত,
যিনি অভিমান ত্যাগি [আপন উৎকর্ষে],
সে পুরুষ [স্থিতপ্রজ্ঞ] শান্তি অধিকারী। ॥ ৭১ ॥
[সাধকের পক্ষে,] পার্থ, ব্রাহ্মীস্থিতিএই:
["ব্রাহ্মীস্থিতি" শব্দে ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি,
ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি কিম্বা ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা।]
এহেন পরমাবস্থা সাধক লভিয়া
[সংসারজ দুঃখ সুখে] নামোহেন্‌ [কভু] ;

(২১) "শান্তি"—শান্তিং মোক্ষ। শঙ্কর। কৈবল্য, স্বামী।

অন্তিম কালেও যদি [ক্ষণকাল তরে]
হয় লব্ধ এ অবস্থা, সাধকের তবে
করতলগত ব্রহ্মনির্ব্বাণ সম্পদ
['কি কহিব আশৈশবস্থিত যদি ইথেঃ
ব্রহ্মপদে লয় "ব্রহ্মনির্ব্বাণ" জানিবা]। ॥ ৭২ ॥

শোকপঙ্কনিমগ্নং যঃ সাংখ্যযোগোপদেশতঃ।
উজ্জহারার্জ্জুনং ভক্তং স কৃষ্ণশরণংমমঃ ॥

মরণ ও মরণান্তে।

ন্যূনাধিক প্রায় উনিশ শত বৎসর হইল খ্রীষ্টানধর্ম্ম গ্রন্থ বাইবেল প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে মানবাত্মা যে অমর তাহার উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টানগণ বলেন, এই তত্ত্বটী প্রভু যিশুই সর্ব্বপ্রথমে মানবসমাজে আনয়ন ও প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের এই উক্তি কি প্রকৃত? কখনই হইতে পারে না! অতি প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের প্রচারিত সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দাও; তাহার বহু পরবর্ত্তী অথচ খ্রীষ্টধর্ম্মের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী মিশর, পারস্য ও চীনদেশবাসীদের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি আলোচনা করিলেই খ্রীষ্টানদের পূর্ব্বোক্ত উক্তি যে একেবারে অর্ব্বাচীন ও অযৌক্তিক তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে। মিশরদেশীয়দের "বুক্ অব্ দি ডেড্" (Book of the Dead) নামক পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থে মরণের পরে জীব পরলোকে কিরূপে প্রয়াণ করে, তাহার প্রসঙ্গ পাঠ কর, আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে জানিতে পারিবে। উক্ত গ্রন্থে লিখা আছে, মরণান্তে ধার্ম্মিক সাধুর জীবাত্মা এইরূপ বলিয়া থাকে :—

ওহে ঈশ্বরের পার্ষদ সহচরগণ, আমার দিগে তোমাদের হস্ত প্রসারণ কর, যে হেতু আমিও তোমাদের সারূপ্য লাভ করিয়াছি।

হে ওসিরিস, আপনি জ্যোতিঃস্বামী অথচ নিরাময় ও নির্বিশেষ তিমির হৃদয়ে মহদাশ্রমে আপনি বাস করিতেছেন, আপনাকে অভিবাদন করি। আপনার আত্মা পবিত্র হওয়াতে, আমি আপনার সম্মুখীন হইয়া হস্তদ্বয় আপনার চতুর্দ্দিকে প্রসারিত করিতেছি।

আমি স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করি। মেম্পিসে আমি যেরূপ আদিষ্ট হইয়াছিলাম তাহাই করিতেছি। আমি আমার হৃদয়ের জ্ঞান অবগত আছি। আমার ইচ্ছামাত্র আমার হৃদয়, আমার বাহুদ্বয়, আমার জঙ্ঘাদ্বয় আমার বশে ও অধিকারে আসিয়াছে। এমেণ্টীর তোরণদ্বারে আমার আত্মা আমার দেহ কারাগারে আবদ্ধ নহে। *

মরণান্তে পরলোকে জীবাত্মার কার্য্য কলাপাদির বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে; তাহা হইতে আর অধিক উদ্ধৃত করিলে পাঠকের বিরক্তিকর হইবে আশঙ্কা করিয়া তাহাতে অন্তিমে পুণ্যাত্মার বিজয় ও মুক্তিলাভ সম্বন্ধে উপসংহারে যাহা লেখা আছে, কেবল মাত্র তাহারই উল্লেখ প্রচুর মনে করিলাম।

মৃতব্যক্তি দেবত্ব লাভ করিয়া নিয়ত দেবলোকে দেবগণসহ বাস করিবেন, ইনি কখনই পরিত্যক্ত হইবেন না। স্বর্গীয় মন্দাকিনীর স্রোত-জল তিনি পান করিবেন। তাঁহার আত্মা কারাবদ্ধ হইবে না, কারণ যাহারা উক্ত আত্মার সংস্পর্শে আইসে, তাহারাই মুক্তি লাভ করে। কৃমি-কীট তাহা ভক্ষণ করিতে পারিবে না। †

---

* O ye, who make the escort of the God, stretch to me your arms, for I become one of you. (XVII. 22)

Hail to thee, Osiris, Lord of light, dwelling in the mighty abode, in the bosom of the absolute darkness. I come to thee, a purified Soul ; my two hands are arround thee. (XXI. I.)

I open heaven ; I do what was commanded in Mamphis, I have knowledge of my heart ; I am in possession of my heart I am in possession of my arms, I am in possession of legs, at the will of myself. My soul is not imprisoned in my body at the gates of Amenti. (XXVI. 5, 6.)

BOOK OF THE DEAD.

† The defunct shall be deified among the Gods in the

ধর্ম্মবীর যারাথুষ্ট্রা (Zara thustra) যিশু খ্রীষ্টের বহু পূর্ব্বে পারস্যদেশে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন, এই ধর্ম্মকে যারাথুষ্ট্রীয়ান ধর্ম্ম কহে। এই ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগ্রন্থের নাম জেন্দাবেস্তা বা আবেস্তা (Avesta)। জীবাত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বিশদরূপে লেখা আছে।

সাধুগণের আত্মা প্রথম পদক্ষেপে হুমত নামক স্বর্গে উপস্থিত হয় তৎপর দ্বিতীয় পদক্ষেপে হুখ্‌ত নামক স্বর্গে উপনীত হয়; তৃতীয় পদক্ষেপে হোরষ্ট নামক স্বর্গে উপনীত হয়। পরিশেষে কথিতাত্মা চতুর্থ পদক্ষেপে অক্ষয় জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে উপস্থিত হইয়া থাকে। *

ইতঃপূর্ব্বে যে সাধু আত্মা পরলোকগামী হইয়াছেন, তিনি কথিত আত্মাকে এই বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন, "হে মৃত সাধু আত্মা, তুমি শোণিতমাংসময় ভবন, পার্থিব বিষয় ও স্থূল জগৎ পরিত্যাগ করিয়া এখানে সূক্ষ্ম অদৃশ্য জগতে উপনীত হইয়াছ, বিনশ্বর রাজ্য হইতে অবিনশ্বর রাজ্যে আসিয়াছ; তুমি আছ কেমন? তোমার মঙ্গল হউক!

তচ্ছ্রবণে ভগবান অহুরা মজ্দ (ঈশ্বর) বলিলেন, "তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না, কারণ দেহ হইতে আত্মার বিচ্ছেদরূপ অতি ভীষণ ও দারুণ পথ অবলম্বনে এই জীব স্বর্গরাজ্যে আসিয়াছে! তাহাকে আবার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কি?" †

---

lower divine region, he shall never be rejected. He shall drink from the current of the celestial river. His soul shall not be imprisoned, since it is a soul that brings salvation to those near it. The worms shall not devour it. (c XIV. 14-16) BOOK OF DEAD.

* The soul of the pure man goes the first step and arrives at (the Paradise) Humata; the soul of the one man takes the second step and arrives at (the Paradise) Hukhta; it goes the third step and arrives at (the Paradise) Hoarst; the soul of the pure man takes the fourth step and arrives at the Eternal Lights.

† To it speaks a pure one deceased before, asking it How art thou O pure deceased, come away from the fleshy dewellings, from the earthly possessions, from the corporal world hither to the invisible, from the perishable world hither to the imperihable as it happened to thee—to whom hail.

পারস্য ভাষার ডেসাটির্ (Desatir) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ও সুপ্রসিদ্ধ পারস্য কবিগণের গ্রন্থে জীবাত্মার অমরত্ব ও অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ ও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সর্ব্ব প্রাণী মধ্যে মনুষ্যকেই আত্মার উপযুক্ত অধিকারী মনে করিয়া, সেই মুক্ত মৌলিক, অপার্থিব এবং ক্ষুৎপিপাসা বর্জ্জিত সেই আত্মা প্রদান করিলেন, কালে ক্রম বিকাশে ও ক্রমোন্নতিতে মানব দেবত্ব প্রাপ্ত হয়।

তাঁহার অপরিসীম জ্ঞান ও অপ্রমেয় বুদ্ধির সাহায্যে তিনি সেই আত্মাকে পার্থিব স্থূল দেহের সঙ্গে সংযোজিত করিলেন। যদি মানুষ তাহার পার্থিব দেহ ধারণকালে সৎকার্য্য করে এবং ধর্ম্ম পথের অনুসরণ করিয়া জ্ঞান লাভ করে তবে তাহাকে হার্টাস্প্ (Hartasp) কহে।

মানুষ স্থূল কলেবর পরিত্যাগ করা মাত্রই আমি (ঈশ্বর) তাহাকে দেবরাজ্য স্বর্গে লইয়া যাই, যাহাতে তথায় তাহার দেব সাক্ষাৎকার ও আমার দর্শন লাভ ঘটিতে পারে।

কিন্তু মানুষ কথিতরূপে হার্টাস্প্ না হইয়া যদি জ্ঞানের অধিকারী হয় ও অধর্ম্ম এবং পাপানুষ্ঠান হইতে বিরত থাকে, তবে আমি (ঈশ্বর) তাহাকে দেবতাদের পদবীতে উন্নত করিয়া থাকি। প্রত্যেক মানুষ তাহার জ্ঞান ও পবিত্র ধর্ম্মভাবের অনুরূপ স্বর্গরাজ্যে ও নক্ষত্রমণ্ডলে জ্ঞানিগণের পদবী লাভ করিবেন এবং সেই আনন্দময়ধামে তিনি চিরকাল বাস করিবেন। *

Then speaks, Ahura Mazda (God): Ask not him whom thou asketh, (for) he is come on the fearful, terrible, trembling way, the separation of body and soul.

Zoroastrian and some other Ancient System XXVII. Translation by *Dhunjeebhoy Jamsetjee Medhora.*

* God selected man from animals to confer on him the soul, which is a substance free, simple, immaterial, non compounded and non-appetitive. And that becomes an angel by improvement.

By his profound wisdom and most sublime intelligence, he connected the soul with the material body.

If he (man) does good in the material body, and has a good knowledge and religion he is *Hartash.*

চীনদেশে পরলোকগত পিতৃপিতামহাদির আত্মার পূজা ও উপাসনা পদ্ধতি আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তদ্বারা স্পষ্টই দেখা যায় যে মৃত্যুর পরও যে জীবাত্মা অবিনশ্বর ও বর্ত্তমান থাকে এই বিশ্বাস ও আবহমানকাল হইতে সেই দেশে প্রচালিত হইয়া আসিতেছে। সুকিং (Shu-king) নামক গ্রন্থ চীনদেশের প্রাচীন মৌলিক গ্রন্থ। প্রসিদ্ধ জেম্‌স্ লেজ সাহেব (Mr Jems Legge) বলেন, ইহাতে খ্রীঃ পূঃ ২৩১৭ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৬২৭ বৎসর পর্য্যন্ত চীনদেশীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বিবৃত আছে, তন্মধ্যে পরলোকগত পূর্ব্ব পুরুষগণের আত্মা যে অবিনাশী ও তাহারা যে তাহাদের বংশধরগণের এবং চীনরাজ্যের হিতের জন্য সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন তাহার ভূরি ভূরি উল্লেখ তাহাতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পান করং ১৪০১ হইতে ১৩৭৪ খ্রীঃ পূঃ পর্য্যন্ত চীনে রাজত্ব করেন, তিনি তাহার প্রজাবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

তোমাদিগকে প্রতিপালন ও পোষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ এখন অধ্যাত্মরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন, আমি এখন তাঁহাদেরই বিষয় চিন্তা করিতেছি। যদি আমি এ নরজগতে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বসবাস করত রাজ্য শাসনে ভ্রম প্রমাদ করি, তবে আমাদের বংশ স্থাপয়িতা সেই মহা অধীশ্বর আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কঠোর দণ্ড বিধান করিবেন, এবং বলিবেন, "কেন আমার প্রজাগণকে তুমি অযথা উৎপীড়ন করিতেছ"? তোমরা অসংখ্য প্রজাবৃন্দ যদি তোমাদের জীবন চিরস্মরণীয় করিতে যত্নবান না হও, যদি আমার সঙ্গে একমত না হও ও আমার রাজনীতি কুশলে অনুমোদন না কর, তবে পূর্ব্বতন ও পরলোকগত রাজাগণ তোমাদের এই পাপ কার্য্যের জন্য তোমাদের প্রতি কঠোর শাসন দণ্ড প্রেরণ করিবেন, এবং বলিবেন, "কেন তোমরা আমার নবীন বংশধরের সঙ্গে একমত না

As soon as he leaves this material body, I (God) take him up to the world of angels, that he may have an interview with the angels, and behold me. And if he is not Hartash, but has wisdom and abstains from vice, I will promote him to the rank of angels. Every person in proportion to his wisdom and piety will find a place in the rank of wise men, among the heavens and stars. And in that region of happiness he will remain.

হইয়া পুণ্য লাভে বঞ্চিত হইতেছ"? যখন তাঁহারা স্বর্গলোক হইতে তোমাদের প্রতি দণ্ড বিধান করিবেন, তখন তাহা হইতে আর উদ্ধারের ও পলায়নের পথ থাকিবে না।

তোমাদের পরলোকগত পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ তোমাদিগকে এখন কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবেন ও তোমরা তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবে, এবং তাঁহারা তোমাদিগকে মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা করিবেন না।*

এই বিশ্বাস চীনদেশীয়দের মনে পুরুষানুক্রমে দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া আসাতে মৃত্যু জনিত চিন্তা, ভয় ও বিভীষিকা তাহাদের মনে স্থান পায় না। মরণ সম্বন্ধে তাহারা বড় একটা ভ্রূক্ষেপ করে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সর্ব্বেষামপি চৈতেষা মাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতেহ্যমৃতংততঃ॥
৮৫ শ্লো। ১২শ অঃ। মনুসংহিতা।

(ভৃগু বলিলেন):—এই সকল মোক্ষসাধন কর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, ইহা সকল বিদ্যার মধ্যে প্রধান এবং ইহা হইতেই মোক্ষ লাভ হয়।

খ্রীষ্টান ধর্ম্মের বহু পূর্ব্বের অন্যান্য প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থাদি হইতে এইরূপ আরও শত সহস্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, যীশুখ্রীষ্টের

---

* Frans by Mirza Mohamed Hadi the Platonist, 306.
"My object is to support and nourish you all. I think of my ancestors (who are now) the spiritual soverigns. Were I to err in my Government and remain long here, my high Soverign (the founder of our dynasty) would send down on me great punishment for my crime and say, "Why do you oppress my people?" If you, the myriads of the people, do not attend to the perpetuation of your lives, and cherish one mind with me, the one man in one man, in my plans, the former kings will send down on yon great punishment for your crime, and say, "Why do you not agree with our younger grandson, but go on to forfeit your virtue?" When they punish you from above, you will have no way of escape..............your ancestors and fathers will now cut you off and abandon you, and not save you from death. The Secred Books of the East III 109, 110. By Prof Max Miller.

আবির্ভাবের ও বাইবেল প্রচারের বহু বহু শতাব্দি পূর্ব্বে পৃথিবীর নানাদেশে আত্মার অমরত্বের বিশ্বাস জন সমাজে প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র।

আত্মার অমরত্বের বিশ্বাস খ্রীষ্টানধর্ম্ম বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দের সহিত পোষণ করা সত্বেও কেন যে তাহাদের গার্হস্থ্য জীবনে, সাহিত্য কাব্য গ্রন্থাদিতে এবং শিল্পাদি কার্য্যে মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ ভীষণ ভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা এক বিষম রহস্য বলিতে হইবে। উক্ত ধর্ম্মে নরকে ও নরক যন্ত্রণায় বিশ্বাস আছে বলিয়াই কি মৃত্যুর নামে তাহাদের এইরূপ আতঙ্কের কারণ! তাহা হইতে পারে না, কারণ চীনদেশীয় এবং প্রাচীন অন্যান্য দেশীয় ধর্ম্মে ও নরকে বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল ও আছে, কিন্তু কই? মৃত্যু সম্বন্ধে ত কথিত ধর্ম্মাদিতে এইরূপ কোন বিভীষিকার ভাব পরিলক্ষিত হয় না। এই ভাবকে ধর্ম্মগত না বলিয়া জাতিগত বলা যাইতে পারে। হইতে পারে আধুনিক ইয়রোপীয় পাশ্চাত্য জাতি সকল অপরিসীম শৌর্য্য ও বলবীর্য্য সম্পন্ন হওয়াতে কাজেই মৃত্যু জনিত ক্লেশ ও শোক দুঃখাদি তাহাদের মনে ভীতি উৎপাদন করে এবং মরণের পর স্থূল দেহ বিহীন অবস্থার ধারণা করিতে ও তদ্দ্বারা যে কোন রূপ সুখানুভব হইতে পারে এরূপ ভাব আদৌ তাহাদের ধ্যান ধারণায় অনভ্যস্ত মনে স্থান পাইতে পারে না; কাজেই মরণে তাহাদের এত আতঙ্ক! এত ভয়!!

অপর পক্ষে, প্রাচ্য জাতি সমূহ বাহ্য জগতের ক্রিয়াদিতে নিমীলিতনেত্র, অন্তর্জগতের রহস্য ভেদে স্বতঃ প্রবৃত্ত, ধ্যানাদিতে চিরাভ্যস্ত এবং এই নশ্বরদেহের ইন্দ্রিয়াদিরিপু সমূহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট, কাজেই তাহারা মৃত্যু প্রাসাদাৎ এই পার্থিব স্থূলদেহ হইতে বিমুক্ত ও উৎক্রান্ত হইয়া মুক্তি লাভ করত অবাধ চিন্তার অধিকারী হওয়াকে বিশেষ বাঞ্ছনীয় মনে করেন। তাই পাশ্চাত্য জাতি মৃত্যুকে এইরূপ শত্রুভাবে ও ভীতির চক্ষে এবং প্রাচ্যজাতি সুহৃদ্‌ভাবে ও প্রীতির নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুদর্শন দাস।

ভক্তির ভগবান্।

পাঠকবর্গের অনেকেরই নিকট মোজেসের নাম সুপরিচিত ইসরায়েল বা ইহুদীদিগের তিনি একজন প্রধান নেতা ও ধর্ম্ম যাজক ছিলেন, আবশ্যক হইলেই তিনি পর্ব্বত উপরি যাইয়া প্রার্থনা করিতেন ও দৈববাণী দ্বারায় ভগবদাদেশ শুনিতে পাইতেন। একদিবস অতি প্রত্যূষে সেই অভিপ্রায়ে মোজেস পর্ব্বতে যাইতেছিলেন এমন সময়ে পথ পার্শ্বে এক কুটীর মধ্যে অতিশয় আনন্দধ্বনি শুনিয়া কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইলেন এবং শুনিলেন যে কৃষক পত্নী তাহার স্বামীকে বলিতেছে যে *আজ আমাদের বড়ই সৌভাগ্য অনেক দিনের পর আজ বাসনা পূর্ণ হইবে* এই ছাগী ঈশ্বর কৃপায় নিরাপদে প্রসব করিয়াছে ও প্রচুর দুগ্ধ দিতেছে সর্ব্ব প্রথমেই এই দুই আজ ভগবানকে খাওয়াইব অনেক দিন এইরূপ বস্তু তাঁহাকে খাওয়াইতে পারি নাই। এই কথাগুলিন কর্ণগোচর হইবামাত্র ধর্ম্ম যাজকের আপাদ মস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া গেল এবং তাঁহার কটু ভৎসনা শুনিয়া কৃষক দম্পতী চমকিত ও ভীত হইয়া বাহিরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে পর মোজেস্ তাহাদের বলিতে লাগিলেন রে দুর্বৃত্তেরা তোদের এতদূর স্পর্দ্ধা যে আমার সম্মুখে ঈশ্বরের অবমাননা করিতেছিস যাঁহাকে মহাপুরুষেরা ও বিস্তর চেষ্টায় দেখিতে পায়না এবং আমার ন্যায় প্রেরিতও পর্ব্বত উপরে না যাইলে যাঁহার আদেশ শুনিতে পায় না তিনি তোদের ছাগদুগ্ধ খাইতে এখানে আসিবেন ও তোরা স্বহস্তে তাঁহাকে দুগ্ধ খাওয়াইবি বলিয়া গর্ব্ব করিতেছিস। তোদের কিরূপ শাস্তি সমুচিত হইবে বুঝিতেছি না। যাহা হউক এইবার তোদের দোষক্ষমা করিলাম পুনর্ব্বার শুনিলে সমুচিত শাস্তি দিব এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে পর্ব্বতাভিমুখে চলিয়া গেলেন এবং তদুপরি যাইয়া নিয়মিত আরাধনা শেষ করিয়া ভগবদাদেশ প্রাপ্তির অপেক্ষায় রহিলেন। ক্রমে বেলা অধিক হইয়া গেল কিন্তু দৈববাণী সে দিন আর শুনিতে পাইলেন না। প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন আদেশ না শুনিয়া ফিরিবেন না, সুতরাং হৃদয় বিদারক শব্দে উপাসনা করিয়া পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। তাহাতেও কোন ফল হইল না, সমস্ত দিবস তথায়

অনাহারে পড়িয়া রহিলেন সূর্য্য অস্তগত প্রায় এরূপ সময়ে আকাশ বাণী শুনিলেন "মোজেস্ কেন বৃথা প্রলাপ বকিতেছ গৃহে ফিরিয়া যাও আকাশ বাণী আকাশে বিলীন হইল, কিন্তু মোজেস্ ছাড়িলেন না পুনর্ব্বার সকাতরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে আবার আকাশ বাণী শুনিলেন "পাষণ্ড তুমি আজ আমার ভক্তের হৃদয়ে দুঃখ দিয়াছ তাহাতে আমি দুঃখ পাইয়াছি তোমার সকাতর আরাধনাতেও আমার সে কষ্ট যাইতেছে না। কে তোমাকে বলিয়াছে যে আমি ছাগল দুগ্ধ খাইনা। তোমার উপাসনা খাইয়া থাকি তোমার ন্যায় যাজকদের উপাসনা গ্রহণ করিবার জন্য পর্ব্বতের উপরে কি বদন পাতিয়া রাখিয়াছি তুমি কি আমার সমস্ত বুঝিয়াছ? না কি এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমার কর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিন্দুমাত্র ও যাহা কেহ কখন নির্দ্ধারিত করিতে পারে নাই ও পারিবে না তাহা তুমি সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছ ' রে মূঢ় তোর এতদূর অহঙ্কার ও স্পর্দ্ধা যে আমি কি করিয়া থাকি ও কি না করিয়া থাকি তাহা তুমি অবগত হইয়াছ ও আমাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছ ' তোমার ন্যায় দুর্ব্বৃত্ত আর কে আছে যদি মঙ্গল কামনা থাকে তাহা হইলে অবিলম্বে যাইয়া ঐ কৃষক ও কৃষক পত্নীর পদ বন্দনা কর তাহা হইলে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইবে ও আবার দৈববাণী শুনিতে পাইবে। ভক্ত চিনিতে যে না পারে তাহার আবার জ্ঞান চক্ষু কোথায় ' ভক্তের মর্য্যাদা রক্ষা কর তোমার ও মর্য্যাদা থাকিবে। এই আকাশ বাণী শেষ হইবামাত্র মহান অভিমানী ও ক্ষমতাবান মোজেস্ অশ্রু বিগলিত নয়ন হইয়া পূর্ব্বোক্ত ভক্তদ্বয়ের কুটীরে সমাগত হইয়া তাঁহাদের পদ বন্দনা করিয়া অপরাধ মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়াছিলেন এবং ইহা কথিত আছে যে সেই কৃষকের কুটীরের প্রাঙ্গনে জ্ঞানী ধর্ম্মযাজক মোজেসের দিব্য দৃষ্টি লাভ হইয়াছিল ও তিনি ধন্য হইয়াছিলেন।

শ্রীবসন্তকুমার সেন।

মহারাজ বাহাদুর

শ্রীল শ্রীযুক্ত স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এস, আই,

মহোদয়ের রাজ ভবনে পারিবারিক চিকিৎসক

এবং স্বাস্থ্যবিধান পুস্তক প্রণেতা

শ্রীকালীদাস বিদ্যাভূষণ কবিরাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

চরক প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঔষধালয়

রোগীদিগের পক্ষে চিকিৎসা বিভ্রাট যে কিরূপ বিপত্তিকর, তাহা দুই চারি কথায় বর্ণনা করা যায় না। বহু চিকিৎসার প্রচলন হওয়ায় এখনকার দিনে পুনঃ পুনঃ চিকিৎসার পরিবর্ত্তন প্রায় অনেকেই করিয়া থাকে। হিতে যখন বিপরীত ঘটে, তখন ঘটে বুদ্ধি অনেকেরই থাকে না। তাই বলি, চিকিৎসাতত্ত্বের আলচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। কিজন্য বর্ত্তমান সময়ে চিকিৎসা বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে, শাস্ত্রযুক্তি অবলম্বন পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া তাহা নির্ণয় করা হইয়াছে। কেবল চিকিৎসাতত্ত্বে পাঠকদিগের তৃপ্তিসাধন হইবে কি না? এই অভিপ্রায়ে তাহার সহিত ভবৌষধেরও ব্যবস্থা করা গিয়াছে। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং" এই ভগবদ্বাক্যে বুঝাযায় যে, ভক্তিপূর্ব্বক যিনি যে ভাবে সাধন করেন, তিনি সেইরূপই সিদ্ধিলাভ করিবেন। তাই বলি, রামপ্রসাদ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের যে পদাবলি তাহাপ্রকৃতই ভবৌষধ। প্রসাদ প্রসঙ্গাদি পুস্তকে যে সমস্ত গীত সন্নিবেশিত হয় নাই অথচ যে সকল গীত শ্রবণ মাত্র দুর্দ্দমনীয় কামাদি রিপুর আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহাদিগকে ভবৌষধ ব্যতীত আর কি বলিব। আরও কতকগুলি ভক্তিসম্ভূত ও অশ্রুতপূর্ব্ব, চিত্ত বিনোদন গীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মুদ্রা যন্ত্রের ব্যয়মাত্র লইয়া ইহা প্রদত্ত হইবে। রয়েল ১২ পেজী প্রায় ৬ ফর্ম্মা, দুই আনা মূল্যে গৃহে বসিয়া পাইবেন। ইহা সুযোগ কি দুর্যোগ তাহা সহৃদয় পাঠকমহোদয় দিগের বিবেচ্য।

এখানে সর্ব্বপ্রকার তৈল, ঘৃত, ও ঔষধ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় এবং সমুপস্থিত অসমর্থ ব্যক্তিগণ বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হইতে পারিবেন।

স্থাপিত ১২৯২ সাল।

৩৪১ নং অপার চিৎপুর রোড, বিডনস্কোয়ার, কলিকাতা।